শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা


অষ্টত্রিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৪০৪



সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

**মূল মঠ :—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন : ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন : ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন : ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন : ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন : ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন : ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন : ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন : ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন : ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৪০৪ | ১ম সংখ্যা
১৭ গোবিন্দ, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২৩ পৃষ্ঠার পর ]

কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বস্তু দর্শনই অবৈধ দর্শন। এ অবৈধ দর্শনেই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভেদবুদ্ধি। এরূপ অবৈধ-দর্শনের অবস্থাটা কে'টে গেলে সত্য-সত্যই কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ—অখিল-রসামৃতসিন্ধু। তিনি দ্বাদশ রসের আশ্রয়। পাঁচটা মুখ্যরস ও তৎপরিপোষক সাতটি গৌণ রস কৃষ্ণেই পূর্ণভাবে সমন্বিত হ'য়েছে।

> মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
> স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
> গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
> শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
> মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়্বিদুষাং
> তত্ত্বং পরং যোগিনাং
> বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
> রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বল্‌লেন—অখিলরসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয় প্রদান কর্‌ছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হ'লেন, তখন যাঁ'র সেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। বীর রসপ্রিয় মল্লগণ দেখ্‌ল, যেন কৃষ্ণ তা'দের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হ'লেন এবং মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁ'কে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথ-রূপে দর্শন কর্‌লেন। নর-সমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁ'কে স্বজনরূপে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে কৃষ্ণকে দর্শন কর্‌তে লাগ্‌লেন। পিতা-মাতা তাঁ'কে সুন্দর শিশুরূপে দর্শন কর্‌লেন। ভোজ-পতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্‌রূপে, শান্তরসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁ'কে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন।

অন্য কথায় ঘুরে টুরে এসে সকলেই কৃষ্ণসেবা পা'বেন। কারণ কৃষ্ণই একমাত্র আকর্ষক, আর আমরা আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষক ও আকর্ষণীয়ের মাঝখানে যে আগন্তুক আড়াল এসে প'ড়েছে, সেই আড়ালটা সরে গেলেই আকর্ষকের আকর্ষণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হ'বে।

অচিৎএর সহিত যে সংশ্রব, তা'র নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছেড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। কৃষ্ণ কেবল চেতনকে আকর্ষণ করেন। কেবল চেতন হ'তে কৈবল্যভাব গৃহীত না হ'লে চেতন-রাজ্যের আরদালী সকল প্রবেশ-নিষেধ বল্‌বে। বহির্জগতের প্রমাণ থেকে সূক্ষ্ম আকারে যে সকল জিনিষ গৃহীত হয়, সেই সকল জিনিষের আকর্ষণও ঔপাধিক। কৃষ্ণজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান বা প্রাকৃত-জ্ঞান যে প্রমা কর্তৃক গৃহীত হয়, তা' জ্ঞানের স্তর-বিশেষ। নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণায় যে ব্রহ্ম, তা'তে ব্রহ্মদর্শন ব'লে কোন জিনিষ হ'তে পারে না। যোগি-গণের বিচারে পরমাত্ম-দর্শন বা ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধের কথা। ব্রহ্ম-সাযুজ্যে জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বর-সাযুজ্যে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আসন অধিকার করা'বার চেষ্টা—আরও অধিকতর পরমেশ্বরদ্রোহিতা। এজন্য মহাপ্রভু ব'লেছেন,— "ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার।"

এ সকল কথা আলোচনা করতে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জ্ঞানের আকরের আবশ্যক। এ সকল আলোচনার আকর কি মিশ্রিত চেতন? অথবা অবি-মিশ্র চেতন? ইহা কি মনুষ্য-প্রণীত আকর হ'তে আগত? অথবা ভগবৎপ্রণীত আকর? মনুষ্যপ্রণীত আকর হ'লে ভ্রম-প্রমাদাদি থাক্‌বে।

'আমি' জিনিষটা কি? পিতা-মাতা হ'তে যে শরীরটা লাভ ক'রেছি, সেটা কি আমি? না যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার দিয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প, ভাঙ্গা-গড়া কর্‌ছি, সে জিনিষগুলি আমি? এ'তে প্রচুর কথা আছে। আমাদের জীবনের অতি প্রারম্ভ কাল হ'তে এসব আলোচনা শুন্‌বার অবসর হ'য়েছিল। ৫০ বৎসর-কাল এসব কথাই আলোচনা কর্‌ছি—প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বক্ষণ আলোচনা কর্‌বার সময় পেয়েছি—২৪ ঘণ্টাকাল এসকল কথা আলোচনা ক'রেছি—ঘুমো-বার সময়ও আলোচনা ক'রেছি, জাগ্রত থাক্‌বার সময়ও আলোচনা ক'রেছি। আর এ জিনিষটা আলোচনা কর্‌তে করতেই আমার শরীরও পতন হ'য়ে যা'বে।

'আমির' বিচারের অন্দরমহলে ঢুক্‌বার পূর্ব্বে দু'টো ফটকে দু'টো দ্বারোয়ান দাঁড়িয়ে র'য়েছে, তা'রা 'আমি'র কাছে যেতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ কেন পাচ্ছি না? কৃষ্ণের পঞ্চমজুষ-মুরলী-নিনাদ কাণে আস্‌ছে না কেন? রাস্তার গোলমাল, জগতের কর্ম্ম-কোলাহল কাণে ঢুক্‌ছে কেন? বর্ত্তমান সময়ে আত্মা সুপ্ত থাকার জন্য এজেণ্ট-সূত্রে ম্যানেজার-সূত্রে মাঝ-পথে মন ফাঁকি দিচ্ছে। মনোধর্ম্মজীবী আমাকে—আত্মাকে ফাঁকি-দেওয়া-মন কুপরামর্শ দিয়ে প্রেয়ঃ-পথে নিযুক্ত কর্‌ছে। মনের মনিব, দেহের মনিব—আত্মা, বাক্ হ'চ্ছে—ফোর্‌ম্যান, যেমন জুরীর ফোর্‌-ম্যান থাকে। চেতনের বাক্ একপ্রকার, আর অচে তনের বাক্ অন্য প্রকার। মনটা হচ্ছে—অনাত্মা, তা'র প্রমাণ—গীতা,—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

পরা প্রকৃতি—জীব, তা' তটস্থধর্ম্মযুক্ত। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের সহিত তা'র সম্বন্ধ র'য়েছে। পরা প্রকৃতি—যা'কে অপ্রাকৃত ব্যাপার বলা হয়, তা'তেও জীবের স্থান আছে। পরাবিদ্যার অন্তর্গত—অক্ষর, অপরা-বিদ্যার অন্তর্গত—ক্ষর। পরাবিদ্যার আশ্রয়—সুমতি। বেদে সুমতি ব'লে কথা আছে,—"ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।" আমাদিগের সুমতি লাভ হউক, আমরা যেন সেই সুমতি ভজন কর্‌বার মত সুমতি লাভ কর্‌তে পারি।

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

## অভিধেয় তত্ত্বম্—ভজন ক্রম প্রকরণম্

[ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ]

ওঁ হরিঃ ।। ততো ভজননিষ্ঠা ।। হরিঃ ওঁ ।। ৭৬ ।।

ছান্দোগ্যে। যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।। ভাগবতে। এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং অধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ।। শ্রীঠাকুর নরোত্তম। অন্যাভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি কায় মনে করিব ভজন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিবো দেবী দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ ।। শ্রীকবিরাজ মিশ্র। দিশতু স্বারাজ্যং বা বিতরতু তাপত্রয়ং বাপি। সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন মুঞ্চতু কেশবস্বামী ।। ৭৬ ।।

ভজন নৈপুণ্য হইলে নিষ্ঠা উদয় হয় ।। ৭৬ ।।

ছান্দোগ্যোপনিষদে, কেহ যখন নিষ্ঠাবান্ হন, তখনই তিনি শ্রদ্ধালু হন, নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ হন ।। নিষ্ঠাকে জানিতে হইলে কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্, আমি নিষ্ঠাকে জানিতে চাই ।। ভাগবতে,—অবন্তিনগরের ভিক্ষু কহিলেন,—আমি অনিকেত বিষয়-ত্যাগী হইয়া যে অবধূত পদ পাইয়াছি, এই পদই পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাকে পরাত্মনিষ্ঠা বলা যায়। আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া দুরন্তপার যে সংসার তমঃ তাহা মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবা-নিষ্ঠা দ্বারাই পার হইব ।। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের উক্তিতে, ভক্তিতে নিষ্ঠার পরিচয় সুষ্ঠুরূপে পাওয়া যায়। শ্রীকবিরাজ মিশ্রের ভাষায়,—আমাকে স্বারাজ্যসম্পদই প্রাপ্ত হউক বা তাপত্রয় পরম্পরাই বিতরিত হউক ; যদি সুখীই হই অথবা দুঃখিই হই ; নিত্যপ্রভু কেশবকে কখনই ছাড়িব না। [ ৭৬ ]

ওঁ হরিঃ ।। রুচিস্ততঃ ।। হরিঃ ওঁ ।। ৭৭ ।।

ছান্দোগ্যে। যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।। ভাগবতে। তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃন্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ।। রতিরত্র রুচিরিতি শ্রীজীবঃ। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যঃ। লাবণ্যামৃতবন্যা মধুরিমলহরী পরীপাকঃ। কারুণ্যানাং হৃদয়ং কপোট কিশোরঃ পরিস্ফুরতু। ভবন্তু তত্র জন্মানি যত্র তে মুরলী কলঃ। কর্ণপেয়ত্বমায়াতি কিং মে নির্ব্বাণ বার্ত্তয়া ।। শ্রীযাদবেন্দ্রপুরী। রসং প্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠা ব্রহ্মামৃতং বেদশিরো নিবিষ্টাঃ। বয়ন্তু গুঞ্জা কলিতাবতংসং গৃহীতবংশং কিমপি শ্রয়ামঃ ।। ৭৭ ।।

ভজননৈপুণ্য আরও বৃদ্ধি হইলে রুচি হয় ।। ৭৭ ।।

ছান্দোগ্যে, বে হ যখন একাগ্র হন, তখনই তিনি নিষ্ঠাবান্ হন ; একাগ্র না হইয়া কেহ নিষ্ঠাবান্ হইতে পারে না, একাগ্র হইয়াই নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন। একাগ্রতাকে জানিতে কিন্তু উৎসুক হওয়া প্রয়োজন। হে ভগবন্, আমি একাগ্রতাকে জানিতে চাই ।। শ্রীমদ্ভাগবতে,—প্রতিদিন আমি কৃষ্ণ-কথা গানকারী মহোদয়গণের অনুগ্রহে মনোহরা কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রতি হইল। শ্রীজীব গোস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, রতি শব্দে এস্থলে রুচি ।। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলেন,—মাধুর্য্যময় লহরীযুক্ত লাবণ্যরূপ বন্যার পরিপাক স্বরূপ, কারুণ্যপূর্ণ নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ মদীয় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন। যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মধুর-মুরলীনিনাদ কর্ণগোচর হয়, সেই সেই স্থানেই আমি যেন জন্মগ্রহণ করি। নীরস নির্ব্বাণের কথা লইয়া আমার কি হইবে? শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীর কথায়,—কাব্যরসে নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কাব্যরস প্রশংসা করিয়া থাকুন, বেদান্তনিষ্ঠ বৈদিকগণ ব্রহ্মসুখের প্রশংসা করুন, আমরা কিন্তু গুঞ্জা মালায় সুশোভিত মুরলীধর কোন নবকিশোরের আশ্রয় গ্রহণ করিব। [ ৭৭ ]

ওঁ হরিঃ ।। ততঃ আসক্তিঃ ।। হরিঃ ওঁ ।। ৭৮ ।।

ছান্দোগ্যে। যদা বৈ সুখং লভতেহথ করোতি না সুখং লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ।। ভাগবতে। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্। গাং পর্য্যটন্ তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ।। এবং কৃষ্ণমতেঃ ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামিনী যথা ।। শ্রীহরিদাসঃ। অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্ব্বভৌমশ্রিয়া বিদূরতরবর্ত্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি। কলিন্দগিরিনন্দিনী তটনিকুঞ্জ পুঞ্জোদরে মনোহরতি কেবলং নবতমাল নীলং মহঃ ।। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ঃ। কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতি। গোপতিতনয়া কুঞ্জে গোপ-বধূটী বিটং ব্রহ্ম ।। চরিতামৃতে। রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর ।। ৭৮ ।।

ক্রমশঃ রুচি আসক্তি হইয়া পড়ে ।। ৭৮ ।।

ছান্দোগ্যে,—যখন কেহ সুখলাভ করেন, তখন কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হন ; সুখলাভ না করিয়া কেহ কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হন না, সুখলাভ করিয়াই কর্ত্তব্যসাধনে একাগ্র হন। ঐ সুখটীকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্, আমি সুখকে বিদিত হইতে ইচ্ছা করি। ভাগবতে। নারদ বলেন, নির্লজ্জভাবে অনন্তর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং কৃষ্ণের গূঢ় চরিত্রসকল স্মরণ করিতে করিতে তুষ্টমনা ও স্পৃহাশূন্য হইয়া মদ ও মৎসর বিহীন হইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে কালকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।। অতঃপর হে ব্রহ্মন্, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণেতে আসক্তচিত্ততাহেতু পরিশুদ্ধাত্মা আমার অন্তিমকাল যথাকালে উপস্থিত হইল, যেমন সৌদামিনী বিদ্যুৎ ক্ষণার্দ্ধের মধ্যে চমকিত হয়। শ্রীহরিদাসের উক্তিতে,—স্বর্গলোকের কথা সমাপ্ত কর, সার্ব্বভৌমত্বের সম্পত্তিরই বা কি আছে, মোক্ষরূপ লক্ষ্মী অতিদূরে চলিয়া যাউক, অহো, কলিন্দনন্দিনী যমুনানদীর তটপ্রদেশস্থ নিকুঞ্জ বনাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া যে মনসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়, এমন নবতমাল নীল বর্ণের শ্রীবিগ্রহই কেবল আমাদের অত্যন্ত আদরের বস্তু ।। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় বলেন,—কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেই বা তাহা প্রতীতি করিবে যে সূর্য্যতনয়া কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রহ্ম লীলা করেন ? সাধনপ্রণালীতে সাধকের রুচিযুক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা উন্নতিলাভ করিয়া আসক্তি দশা লাভ করে। [ ৭৮ ]

ওঁ হরিঃ ।। ততো ভাবঃ ।। হরিঃ ওঁ ।। ৭৯ ।।

ইতি আম্নায়সূত্রে অভিধেয়তত্ত্ব নিরূপণে
ভজনক্রম প্রকরণং সমাপ্তম্ ।।
ইতি শ্রীআম্নায়সূত্রে অভিধেয় তত্ত্বং সমাপ্তম্ ।।

ছান্দোগ্যে। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ।। শ্বেতাশ্বতরে। ভাবগ্রাহ্য মনীডাখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্। কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনম্ ।। ভাগবতে। কৃচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কৃচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতা ।। চরিতামৃতে। আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর ।। কোন বৈষ্ণববাক্য। পরিবদতু জনো যথাতথায়ং ননু, মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরসমদিরা মদাতিমত্তো ভুবি বিলুঠাম নটাম নিবিশামঃ ।। কবিরত্ন। জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিব পদং নৈন্দ্রপদে মোদতে সন্ধত্তে ন চ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষং ন চাকাঙ্ক্ষতি। কালিন্দী বনসীমনি স্থির তড়িন্মেঘদ্যুতৌ কেবলং শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবীভুজলতাবন্ধে মনো ধাবতি ।। শ্রীধরস্বামী। তৎ কথামৃত পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিৎ চতুর্বর্গং তৃণোপমম্ ।। শ্রীগোবিন্দমিশ্রঃ। শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা। পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা ।। শ্রীরূপঃ। ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগা'ন সদারুচিঃ। আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতি-স্থলে। ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে ।। ৭৯ ।।

ইতি ভজনক্রম প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ।।

আসক্তি ক্রমশঃ ভাব অবস্থা লাভ করে ।। ৭৯ ।।

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—যাহা ভূমা, তাহাই সুখ ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হইবে ।। শ্বেতাশ্বতরে,—তিনি

ভাবগ্রাহ্য ; একমাত্র ভক্তিভাব দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় যেহেতু তিনি প্রাকৃত শরীররহিত অতএব জড়েন্দ্রিয়গম্য নহেন। তিনি কাম-কর্ম্ম-বাসনারহিত কল্যাণময় স্বরূপ হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা। প্রাণ প্রভৃতি ষোড়শ ভাবপদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। এবম্বিধ পরমেশ্বরকে ভাবদ্বারা যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন ।। ভাগবতে ভাবভক্তের লক্ষণাদি,—কৃষ্ণলীলা চিন্তা করিয়া কখন কখন মুগ্ধ হইয়া রোদন করেন। কখন কখন সেই লীলার অচিন্ত্যতা বিচার করিয়া হাসিতে থাকেন। কখন কখন আশ্চর্য্যগতি হইয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে থাকেন। কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা কখন নৃত্য করেন, কখন বা গান করেন। কখন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণসংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করতঃ স্তম্ভিত হন। এই সকল বিকারকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলা যায়। প্রেমভক্তদিগের মুদ্রা সুদুর্গম। কখন কখন অলৌকিক বাক্য বলিতে থাকেন, তাহা সংসারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না ।। আসক্তি যখন প্রবলতা লাভ করে, তখন তাহা ভাবরূপতা ধারণ করে ।। কোন বৈষ্ণব বাক্যে দেখা যায়,—জগতের জনসমূহ আমাদিগকে দেখিয়া যথা তথা নিন্দা বা স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করুক ; তাঁহারা কটুভাষী কি নয়? এসকল বিচার আমরা করিব না। হরিরস মদিরা পান দ্বারা উন্মত্ত হইয়া আমরা ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইব, নৃত্যগীতাদি করিব এবং এইভাবেই অবস্থান করিব ।। কবিরত্নের কথায়,—কোনরূপ জাগতিক পদের প্রার্থনা আমাদের হৃদয়ে উদয় হয় না, ইন্দ্রপদে সুখলাভ করি না। আমাদের বুদ্ধি যোগসিদ্ধিসমূহের অনুসন্ধান করে না এবং মোক্ষ পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু কেবলমাত্র যমুনাতীরবর্ত্তী বনরাজিতে বিরাজমান স্থিরবিদ্যুৎযুক্ত নীলমেঘের দ্যুতিবিশিষ্ট, শ্রীমতী রাধিকার ভুজলতালিঙ্গিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের প্রতি আমার হৃদয় প্রধাবিত হয় ।। শ্রীধরস্বামীর উক্তি,—কোন কোন কৃতী ব্যক্তি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত-সরোবরের মধ্যে মহানন্দ সহকারে বিহার করেন, তাঁহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গকে তৃণসমান নিকৃষ্ট বোধ করেন ।। শ্রীগোবিন্দ মিশ্রের শ্লোকে,—কর্ণদ্বারা মথুরার নাম শুনিব, চক্ষুদ্বারা মথুরা দর্শন করিব, আমাদের অগ্রেও থাকিবে মথুরা, পশ্চাতেও মথুরা ; অহো কতই না মধুর এবং সুমধুর এই মথুরা, যাহার তুলনা কেবল মথুরা ।। শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—ভাব যাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই নববিধ অনুভাবের উদয় হয় যথা,—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরাগ, অভিমানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সম্যক্ উৎকণ্ঠা, নাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বদা রুচি ; কৃষ্ণগুণ শ্রবণে আসক্তি এবং কৃষ্ণের বসতিস্থলে প্রীতি। [ ৭৯ ]

ইতি ভজনক্রম প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।
ইতি অভিধেয় তত্ত্ব সমাপ্ত হইল ।।
ওঁ হরিঃ ।। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।। হরিঃ ওঁ ।।

# বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণকারীর গতি

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

আমরা প্রায় শতকরা শতজনই আমাদের তথাকথিত আত্মীয়স্বজনগণের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট বলিয়া তাহাদের বাসের জন্য সাধ্যানুসারে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকি এবং এই গৃহকে ভোগাগারে পরিণত করিয়া অবশেষে সপরিবারে নরকগমনের রাস্তা পরিষ্কার করি। তাই শাস্ত্র বা সাধুগণ এই হরিবিমুখ স্বজনসমাকুল গৃহকে নরকের দ্বার-স্বরূপ বলিয়াছেন।

আমরা এইরূপ গৃহ-বাসের কুপরিণাম বা বিষময় ফল দেখিয়াও তাহাতে আবদ্ধ থাকিবার জন্য ব্যস্ত হই। সেইজন্য সাধুগণও আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই অন্ধকূপসদৃশ গৃহের আসক্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবন্মন্দিরাদি-

নির্ম্মাণের পরম সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। যে-সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সাধুর সেই মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণপূর্ব্বক নিজমঙ্গলবরণে ব্রতী হন, তাঁহাদের যে কি পরমা গতি লাভ হয়, তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার মনস্থ করিয়াই আজ আমরা এই প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছি।

ভগবান্‌কে সুখে রাখিবার চেষ্টা যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত, তাঁহারা বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। ভাগ্যবান্ না হইলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির কথা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তবে এই সদিচ্ছা বা সদ্‌বুদ্ধি সাধুসঙ্গের ফলেই উদিত হয়। যে ব্যক্তি নিজের আত্মীয়স্বজনকে সুখে রাখিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, সেই ব্যক্তি যে তাঁহার আত্মীয়স্বজনকর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত বা তাঁহাদের ভালবাসার পাত্র না হইয়া পারেন না, একথা বোধ হয় আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। সুতরাং আমরা যদি সরলভাবে কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণবিশ্রামাগার বা সেবাগার মঠ-মন্দিরাদিনির্ম্মাণে বাস্তবিকই যত্নপর হই, তাহা হইলে আমরা যে ভগবানের কৃপা পাইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলি, যাঁহারা বিষ্ণুমন্দির বা ভক্তমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—নির্ম্মাণ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদের গতি যে বৈকুণ্ঠমুখিনী, এ কথা সাধু ও শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের জন্য ব্যস্ত, সেই সাধুগুরু-সেবাব্রত বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণকারিগণ কখনও যমদণ্ড্য নহেন। শাস্ত্র বলেন, —যাঁহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা পাপিগণের ন্যায় যমদ্বারে যান না—বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হন।

ভগবানের সেবক আমাদের যখন গুরুকৃপায় এতাদৃশ পরম সুযোগবরণের সৌভাগ্য উপস্থিত হয় তখন যদি আমরা বিত্তশাঠ্য না করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় নারায়ণ প্রদত্ত ধনাদি দ্বারা শ্রীবিষ্ণুমন্দিরাদি নির্ম্মাণে প্রযত্ন করি তাহা হইলে অনর্থের মূলস্বরূপ এই অর্থের দ্বারাই আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে তৎপর হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এসব মঙ্গলময় কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য চেষ্টা করেন। ছান্দোগ্য বলেন, "পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহাদের ভগবজ্জ্ঞান লাভ ঘটে এবং ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি হয়, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই ব্রহ্মপুরে নীত হন।" সাধুগুরুর সেবা নিষ্কপটে না করিলে বা তাঁহাদের আদেশানুযায়ী হরিসেবায় নিযুক্ত না হইলে ভগবৎসেবাবৃত্তি জাগে না। সাধুসঙ্গ করিলেই ভগবৎসেবা করিবার লোভ হৃদয়ে স্থান পায় এবং তখনই জীবগণ প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃকে শ্রেষ্ঠ বুঝিয়া ভগবৎসেবাসাধনে ব্যস্ত হন এবং তৎফলে তাঁহারা অজেয় মৃত্যুকেও গুরুকৃপাবলে জয় করিতে পারেন। বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণকারী সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত ব্যক্তি যে যমদণ্ড্য নহেন—গুরুপাদপদ্ম যে তাঁহাদিগকে যমের হস্ত হইতে নিত্যকালের জন্য রক্ষা করেন তাহা গৌড়ীয়মঠাশ্রিত আমাদের দেখিবার সৌভাগ্যও হইয়াছে। গুরুভক্তির প্রভাব বর্ণন করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন,—"গুরুর্ন স স্যাৎ·········ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্" অর্থাৎ যিনি যমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি গুরুপদ-বাচ্য নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই নির্ভীক ও হতাশ-প্রাণে আশা-সঞ্চারী বাক্যের দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, সদ্‌গুরুচরণাশ্রিতের মৃত্যুভয় নাই, তাঁহারা যমদণ্ড্য নহেন; পরন্তু যাহারা গুরুসেবা করে না, বিষ্ণুমন্দির বা ভক্তাবাসাদি নির্ম্মাণ করে না, তাহারাই যমদণ্ড্য, তাহাদিগকেই যম শাসন করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণকারীর এতাদৃশী পরমা গতির কথা শ্রবণ করিয়া অনেকেরই হৃদয়ে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, যদি কোন পাপী ব্যক্তি পাপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা পাপনির্ম্মুক্তি বা পুণ্যলাভের আশায় বিষ্ণুমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন তাহা হইলে তাঁহারাও কি এই একই গতি প্রাপ্ত হইবেন? অথবা বৃন্দাবনে যে সা-জীর মন্দির, লালাজীর মন্দির প্রভৃতি আছে, তাঁহারা কি সকলেই বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, উদ্দেশ্যানুসারেই জীবের ফললাভ ঘটিয়া থাকে। তবে ইহাও সত্য যে, যদি এই সকল কার্য্য সদ্‌গুরুর আনুগত্যে সংসাধিত না হয়, তা'হইলে ইহার ফল—ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষ; কিন্তু সদ্‌গুরুর আশ্রিত ব্যক্তির গুরুপ্রীত্যর্থে যে বিষ্ণু-

মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য তাহা বৈকুণ্ঠগতি-দায়ক। সুতরাং মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য—চিরদিনই কর্ম্মকাণ্ড বা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর আনুগত্যে সতত ভগবানের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের দ্বিতীয় রাস্তা আর নাই। তাই বলি, সাধু সাবধান!

# বর্ষারম্ভে

আজ একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা শ্রীচৈতন্যবাণীর শুভ অষ্টত্রিংশ বর্ষারম্ভ-তিথিবাসর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্নস্বরূপ 'শ্রীচৈতন্যবাণী'র সেবা শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব বা শুদ্ধভক্তের কৃপাব্যতীত কেহ লাভ করিতে পারেন না। সর্ব্বাগ্রে অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের, শিক্ষাগুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্যবাণী-পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের, গুরুবর্গের ও পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীপাদপদ্মে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। নিষ্কপট প্রপন্ন ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভক্ত-ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে প্রকটিত হয়। 'মূঢ়ৈরবেদ্যম্, প্রণতৈর্ভিগম্যম্।'—প্রণতের গম্য, অভক্তপণ্ডিতাভিমানী অপ্রণতের গম্য নহে। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 'অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।' শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবক-লেখক-পাঠক-শ্রোতা জড়বিদ্যার অনুশীলনকারী লেখক-পাঠক-শ্রোতা হইতে বিলক্ষণ। সাধারণ অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই পার্থক্য অনুধাবনে অসমর্থ। 'জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা।'

> 'শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ
> সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
> শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
> প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌বৃণীতে।।'
>
> —কঠ ১।২।২

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—দুইটী পথ। ধীর ব্যক্তি শ্রেয়ঃ-পথ, বিবেকহীন ব্যক্তি প্রেয়ঃপথ গ্রহণ করেন। শ্রেয়ঃপথে সংযম শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া প্রথমে বিষের ন্যায় মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অমৃত। প্রেয়ঃ-পথ প্রথমে অমৃতের ন্যায় অনুভূত হইলেও পরিণামে বিষবৎ অতীব দুঃখপ্রদ। শ্রেয়ঃপন্থী লোক অল্প, অধিকাংশ প্রেয়ঃপন্থী। অধিক লোক সংগ্রহের চেষ্টা থাকিলে শ্রেয়ঃপথ পরিত্যক্ত হয়। অধিক লোকসংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণ প্রেয়ঃপন্থী হইয়া স্ব-পর কাহারও কল্যাণ সাধন করিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যবাণীর গ্রাহকগণ (পাঠকগণ) সাধারণ পাঠকগণের ন্যায় নহেন। তাঁহারা নিঃশ্রেয়সার্থী। তাঁহাদের মধ্যে উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠ তারতম্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহারা সকলেই ভগবদ্‌কৃপাপ্রাপ্ত। আজকের এই শুভ তিথিতে তাঁহাদিগকে প্রণতি অথবা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

# মহিষী-হরণ লীলা

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ]

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪০ পৃষ্ঠার পর ]

এই জন্যই স্মৃতিতে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা। এই ব্রহ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, মুনি ঋষিগণ তাহাদের সাধনার দ্বারা 'তৎস্বরূপতা'-কে প্রাপ্ত হইয়াও সেই 'তৎ স্বরূপের' অভ্যন্তরে যে স্বরূপ-শক্তির বিচিত্র লীলা রহিয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই; সুতরাং তাহারা সামান্যভাবে লক্ষিত পরতত্ত্বকে। অনভিব্যক্তি শক্তি, শক্তিমত্তা-ভেদতয়া' অর্থাৎ শক্তি এবং শক্তিমানকে পৃথক্ রূপে গ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ অভেদরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন, এই সামান্য ভাবে লক্ষিত অভেদরূপে প্রতিপাদ্যমান তত্ত্বই হইল ব্রহ্মতত্ত্ব। সেই একই তত্ত্ব আবার তাঁহার স্বরূপভূতা বিচিত্রশক্তিবলে যখন একটি বিশেষ রূপধারণ করেন এবং অন্যান্য শক্তি সমূহেরও অর্থাৎ স্বরূপভূতা নয় এমন্ জীবশক্তি ও মায়াশক্তি প্রভৃতির মূলাশয়রূপে অবস্থান করেন—কেবল তাহাই নহে; তাঁহার স্বরূপভূতা আনন্দশক্তি ভক্তিরূপ ধারণ করিয়া পরিভাবিত করিয়াছে সে সকল ভাগবত পরমহংসগণকে তাঁহাদের অন্তরিন্দ্রিয় এবং বাহ্য-ইন্দ্রিয় যিনি আনন্দময়রূপে পরিস্ফুট হন, তিনি তাঁহার বিবিধ বিচিত্র শক্তি ও শক্তিমান এই ভেদরূপে প্রতিপাদ্যমান্ হন, তিনিই একমাত্র বিশেষ্য এবং সমস্তশক্তি হইল তাহার বিশেষণ; এই অনন্ত-শক্তি বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট যিনি তিনিই ভগবান্। এইরূপ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হওয়াতে পুনরাবির্ভাবহেতু এই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অখণ্ড তত্ত্ব; আর অপ্রকটিত —বৈশিষ্ট্যাকারহেতু সেই ভগবানেরই অসম্যকারি-ভাবই নির্ব্বিশেষ-'ব্রহ্ম'।

এই ভগবানেরই আবার জীব ও জড়জগৎ-রূপ প্রকৃতি সংশ্রবে পরনাত্মারূপে প্রতিভাত হন। চিৎ-অচিতের অন্তর্য্যামীরূপে তিনিই পুরুষ, তিনিই—'কর্ত্তা'। যিনি ভগবান্ তাঁহার কেবল স্বরূপ-শক্তিতেই বিলাস, তিনি 'স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসময়', সুতরাং বিশ্বপ্রপঙ্গতাদি ব্যাপারে তিনি স্বয়ং অহেতু; কিন্তু জগৎ প্রপঞ্চ বিষয়ে তিনি স্বয়ং উদাসীন হইলেও তাঁহার অংশলক্ষণ পরমাত্মা-পুরুষই আবার প্রকৃতি-জীব-প্রবর্ত্তকরূপে সর্গস্থিত্যাদির হেতু হইয়া থাকেন। ভগবানের পরমাত্মারূপ অংশপুরুষই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড স্থিত, স্মৃতিতেও তাই বলা হইয়াছে—'বিষ্টভ্যাম-হমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। সুতরাং পরমাত্মা হইলেন জীব ও জগতের হেতুকর্ত্তা—যিনি আত্মাংশভূত জীবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেহাদি এবং দেহাদি-উপলক্ষিত তত্ত্ব-সকল সঞ্জীবিত করিয়াছেন, এবং যাঁহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া জীব এবং প্রধানাদি (প্রকৃতি) সকল তত্ত্ব স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরমাত্মা সর্ব্বজীবনিয়ন্তাং জীবের হইল আত্মত্ব, তাহারই আর স্বরূপশক্তির সহিত যুক্ত না থাকিয়া জীবশক্তি এবং মায়াশক্তির সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত তত্ত্বই হইলেন—জীবান্তর্য্যামী-'পরমাত্মা'।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিন তত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে পূর্ব্বাচার্য্য বৈষ্ণবগণের আলোচিত বিষয় স্মরণ করা হইল। শক্তি অভিব্যক্তির প্রকারভেদে এবং তারতম্য অনুসারে একই অদ্বয়-অখণ্ড পরম-তত্ত্বের তিন বিভিন্নাবস্থা মাত্র। এই অদ্বয়-অখণ্ড পরম তত্ত্বের মধ্যে যে অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি রহিয়াছে তাহা উপনিষদে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"ন তস্য কার্য্য করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রীয়া চ।।—শ্বেঃ ৬।৮

ব্রহ্ম চিদচিচ্ছক্তিযুক্ত চিন্ময় পরমেশ্বর অন্তর্লীন প্রকৃতি, পুরুষাদি অখিল শক্তিবিশিষ্ট, তাহা সমস্ত শাস্ত্রই স্বীকৃত।

অনন্তাব্যক্তরূপেন যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।।
—ভাঃ ৭।৩।৩৪

ব্রহ্ম অখিল চিদচিচ্ছক্তিযুক্ত, পূর্ব্বাচার্য্যগণও তাহা একবাক্যে স্বীকৃত। ন্যায়প্রস্থানেও বলিতেছেন—

"সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"। ব্রঃ ২।১।৩০, এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শ্রীপাদশঙ্কর বলিতেছেন—"একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তি যোগাদুপপদ্যতে বিচিত্রো বিকার প্রপঞ্চ ইত্যুক্ত তৎপুনঃ কথমবর্গাতে বিচিত্র শক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্মেতি"। এবং "উপসংহার দর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি"। ব্রঃ ২।১।২৪, এই শ্লোকের ভাষ্যেও তিনি বলিয়াছেন—"পরিপূর্ণশক্তিকং তু ব্রহ্ম, ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা"। শ্রুতিশ্চ ভবতি—ন তস্য কার্য্যকরণ চ বিদ্যতে ............ইত্যাদি।

শক্তি সমূহের অস্তিত্ব এবং লীলা বৈচিত্র্য কিছুই অনুভব করা যায় না, তাহা হইল ব্রহ্ম; আর যিনি স্বরূপশক্তির সহিত সাক্ষাৎভাবে লীলামগ্ন, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে স্পৃষ্ট না হইলেও সেই সকল শক্তির মূলাশ্রয়—স্বরূপ শক্তি সমূহের পূর্ণতম বিকাশে লীলানন্দময় ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষোত্তম তিনিই হইলেন স্বয়ং ভগবান্। সংক্ষেপে এই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিবরণ দিতে গিয়া শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—শক্তিবর্গের দ্বারা লক্ষিত ধর্ম্মের অতিরিক্ত যে কেবল জ্ঞান তাহাই হইল ব্রহ্ম, প্রচুর চিৎ-শক্তির অংশস্বরূপ যে জীবশক্তি এবং যে মায়াশক্তি এই দুই শক্তিদ্বারা বিশিষ্ট যে পুরুষ তিনিই হইলেন পরমাত্মা, আর পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট যিনি তিনি হইলেন সচ্চিদানন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

'কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি; মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥
চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য, নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি, তার বিভেদ অনন্ত॥'

ভগবানের এই অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিকে সাধারণভাবে তিনভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা হইল অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীব-শক্তি। শক্তির এই ত্রিবিধাভেদে মুখ্যতঃ বিষ্ণুপুরাণের একটি বচনের উপরই প্রতিষ্ঠিত—যেখানে শক্তিকে পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও বিদ্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

"বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয় শক্তিরিষ্যতে॥
—বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১

'হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ॥
তু—হলাদিনী ত্বয়িঃ শক্তিঃ সা ত্বয্যেকা সহভামিনী॥
—পঃ পুঃ সৃঃ ৪।১২৪

বিষ্ণুপুরাণে তিন প্রকারের শক্তির কথা বলা হইয়াছে, প্রথম হইল পরাশক্তি, দ্বিতীয় হইল ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা অপরাশক্তি এবং তৃতীয় শক্তি হইল কর্ম্মসংজ্ঞা অবিদ্যা শক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তিই হইল জীবভূতা শক্তি; কর্ম্মসংজ্ঞা অবিদ্যা শক্তির প্রভাবে এই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি সংসারে অখিলতাপ ভোগ করিয়া থাকে এবং এই অবিদ্যার সংস্পর্শেই এই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি সর্ব্বভূতের তরতমভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। অমূর্ত্ত যে ব্রহ্মের রূপ—যাহাকে জ্ঞানিগণ বিশুদ্ধ সন্মাত্র বলিয়া অভিহিত করেন—তাহার ভিতরেই সমস্ত শক্তির মূলশক্তি নিহিত রহিয়াছে—সেই মূলভূতাশক্তিই পরাশক্তি। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিকে আবার হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনভাগে বিভাগ করা হইয়াছে।

"হলাদিনী, সন্ধিনী সম্বিত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হলাদতাপকারীমিশ্রা নো গুণ বর্জ্জিতে॥"
—বিঃ পুঃ ১।১২।৬৯

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পরিষ্কারভাবে এইরূপ বলিয়াছেন—

"সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণে স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হলাদিনী-সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥"
—চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬১-২

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেই কেবল একমাত্র 'হলাদিনী' 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' শক্তিত্রয় অবস্থিত। হলাদিনী শক্তিই ভগবানকে আনন্দ প্রদান করেন এবং ভগবান্ হলাদিনীশক্তি দ্বারা জীবকে তাঁহার নিজের প্রতি প্রীতিধর্ম্ম প্রদান করেন। আবার ভক্তের ভগবৎ

প্রীতিতে বাধ্য হইয়া প্রীতি পুষ্ট করেন। 'অনুভাষ্য' বিষ্ণুপুরাণবাক্যে—তদীয় হলাদিনী-নাম্নী স্বরূপশক্তিই আনন্দরূপা যেহেতু এই শক্তিদ্বারাই ভগবৎস্বরূপে আনন্দ বিশেষ লক্ষিত হয় এবং ভগবান্ এই শক্তি দ্বারাই তত্তৎ আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন, ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত।

"কৃষ্ণকে আহলাদে, তাতে নাম—'হলাদিনী'।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হলাদিনী'-কারণ ॥
হলাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম-সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫৬-৫৯

অবতারিস্বরূপ কৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি-অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ শ্রীমতী রাধিকা সমস্ত কান্তা-গণের অংশিনী অর্থাৎ তাঁহার অংশ হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ বিস্তৃত হইয়াছেন। সেই সকল কান্তাগণ তাঁহার অঙ্গবিভূতিরূপে বৈভবগণমধ্যে পরিগণিত। বিম্বপ্রতিবিম্ব-রূপে মহিষী গণের বিস্তৃত। ইহার মধ্যে বিচার এই যে, লক্ষ্মীগণ রাধিকার বৈভব বিলাসাংশরূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রভাবপ্রকাশ-স্বরূপ। ব্রজদেবগণ তাঁহার নিজের কায়ব্যূহ-রূপ আকার ও স্বরূপ-প্রভেদে রসের কারণ হইয়াছেন। বহুকান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না, এইজন্য লীলার সহায়স্বরূপ এইরূপ অনেক 'প্রকাশ' তাঁহার দেখা যায়; তন্মধ্যে ব্রজরস সর্ব্বাধিক। নানাভাব-রস-ভেদে কৃষ্ণকে তথায় তিনি রাসাদি-লীলার আস্বাদ করান। ('অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য')।

"'মহাভাব-চিন্তামণি' রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী—তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৬৪

কৃষ্ণকান্তগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনা-রূপ, আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব—প্রকাশস্বরূপ ॥
আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি, বহুত' প্রকাশ ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৪।৭৪-৮১

শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনীর প্রবাহকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, স্বরচিত ভজনগীতে বলিয়াছেন—

উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিনী।
রাধা-অবতার সবে,—আম্নায়-বাণী ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিদ্ দিক্-দর্শন করা হইল। এই স্বরূপ-শক্তির সহিত বিচিত্র লীলাবিলাসেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে পূর্ণত্ব। ভগবান শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ প্রভৃতি যে ষড়্‌গুণ বুঝায় এই ষড়্‌গুণগুলি স্বরূপ শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। স্বরূপ শক্তির বিকাশ বলিয়া এই ষড়্‌গুণ ভগবানে কোনও প্রকারে আরো-পিত গুণ নহে, ইহাদের সহিত ভগবানের নিত্য সমবায় সম্বন্ধ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই স্বরূপ শক্তির প্রকাশ দুই-ভাবে, এক তাঁহার স্বরূপে আর তাঁহার স্বরূপ বিভবে। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ শক্তির মধ্যে হলাদিনী শক্তি শ্রীমতী-রাধাই প্রধানা অংশিনী। শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরূপে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন; কিন্তু অভেদে কখনও লীলার সম্ভব নয়; সেই জন্যই বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ নানা ভাবে অভেদের মধ্যে একটা ভেদ স্বীকার করিয়া বিবিধ লীলার স্থাপন করেন।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৪।৫৬

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হলাদিনী' নাম যাহার ॥—ঐ ৪।৫৯

স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতু রাধা ও কৃষ্ণ তো স্বরূপতঃ একই; স্বরূপতঃ যাহা এক তাহার আবার যুগলমূর্ত্তির কল্পনা কেন? ইহার উত্তরে এই যে, উভয়েই এক হইয়াও লীলাচ্ছলে আবার দুই—অভেদের ভিতেরই ভেদ। ভগবানের অচিন্ত শক্তি-বলেই এই অভেদে লীলাবিলাসে ভেদ, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হইল "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" সিদ্ধান্ত।

"রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিহলাদিনীশক্তিরস্মাদেকা-
ত্মানাবপিভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
·········॥"—শ্রীল স্বরূপগোস্বামীকৃত শ্লোকাংশ।

"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ·········ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভাবতাম·········।

১।৪।৩ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শাখাবৃহদারণক শ্রুতিতে ভগবান্ একা আনন্দ পাইলেন না; তিনি নিজের দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। পতি ও পত্নী হইলেন। অর্থাৎ শক্তিমান্ স্বরূপ শক্তিকে প্রকাশিত করিলেন। ইহা শ্রুতিরপ্র প্রমাণ।

উপরে পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধশক্তির শাস্ত্র-যুক্তি ও প্রমাণানুসারে যৎ কিঞ্চিৎ আলোচিত মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা অষ্ট মহিষী ও অন্যান্য মহিষীগণও স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। তাঁহার স্বরূপভূত বিভিন্ন শক্তিরই বিগ্রহ। সুতরাং শক্তিসমূহ সর্ব্বদা শক্তিমানেরই অনুগমন করিয়া থাকেন। যেরূপ অস্তগামী সূর্য্যের সমস্ত রশ্মি উঁহার তেজোমণ্ডলে একীভূত হয় অর্থাৎ শক্তিমানে অপৃথকভাবে প্রাপ্ত হয়, পুনঃ সূর্য্যোদিত হইলে সেই রশ্মিসমূহও পুনরায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়; অর্থাৎ প্রকাশিত হয়; তদ্রূপ। যথা গার্গ্যমরীচয়োর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তিং, তাঃ পুনঃপুনরুদ-য়তঃ প্রচরন্তি·········। প্রঃ উঃ ৪।২, এই শ্রুতিতে বস্তুশক্তি, বস্তুর সঙ্গে অপৃথক্ ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে ইহাই বলা হইতেছে। তদ্রূপ ভগবান্ শ্রী-কৃষ্ণের শক্তিসমূহও সর্ব্বদা ভগবানের সঙ্গে নিত্যই অপৃথক ভাবে অবস্থান করেন। পরম করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন জীব মঙ্গলের জন্য কোন লীলা ভৌমজগতে প্রকট করতঃ অবতীর্ণ হন, তখন শক্তিও শক্তিমানের তারতম্য-অনুসারে শক্তিও তদ্রূপ প্রকাশিত হন। লীলা শেষান্তে শক্তিমান ভগবান্ অন্তর্দ্ধানের সঙ্গেই শক্তিও অন্তর্হিতা হন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত মৌষল-লীলা শ্রীকৃষ্ণ নিত্য পার্ষদগণকে অন্তর্দ্ধান করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং স্বশক্তি সহিতই অন্তর্দ্ধান হই-য়াছেন। সুতরাং ভগবানের স্বরূপশক্তিকে ম্লেচ্ছ গোপ দস্যুগণ অপহরণ করা তো দূরের কথা দর্শন প্রাপ্ত তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

( ক্রমশঃ )

# বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সমাচার

[ ৫ ]

**নিউইয়র্ক ( মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ) ঃ—** [ অবস্থিতি—৬ জুন, ১৯৯৭ শুক্রবার হইতে ২০ জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত ]

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-সঙ্ঘসহ ( শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীরাসবিহারী দাস ও শ্রীভূপেন্দ্রসহ ) ফিনিক্স হইতে প্রাতের বিমানে রওনা হইয়া প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বাদে নিউইয়র্ক বিমান-বন্দরে ( নিউইয়র্ক সহরে ) অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। শ্রীরাসবিহারী দাসের ( শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্রের ) পরিচিত শ্রীবিধুভূষণ শর্ম্মা মোটরযানে তথায় ভি-ডি-ও ক্যামেরাদিসহ উপস্থিত হইয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহার বিমান-বন্দরে পেঁছিতে আধাঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁহার মোটরযানে সকলে জার্সি সিটিতে হন্কক্ এভিনিউস্থিত শ্রীরাজেশ পুরীর গৃহেতে আসিয়া উপনীত হন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়। নিউইয়র্ক সহর দেখাইবার জন্য শ্রীবিধুভূষণ শর্ম্মাজী

কিছু ঘুরাইয়া লইয়া আসেন। নিম্নতলায় স্নানাগার-শৌচাগারযুক্ত কক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। অন্যান্য সকলে দ্বিতলে অবস্থান করেন। শ্রীদেবদাস ঘোষ (কলিকাতানিবাসী মঠাশ্রিতা ভক্ত শ্রীমতী কমলা ঘোষের পুত্র) নিউ জার্সি হইতে মোটরযানযোগে আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন লাভ করিয়া উল্লসিত হন। তিনি বিবিধ-বিষয়ে আলোচনা-কালে যশড়া মঠের জন্য আনুকূল্য করিবেন—অভিলাষ ব্যক্ত করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব অবস্থান করেন নিউইয়র্ক সহরের দুইটী অঞ্চলে—(১) জার্সি-সহরস্থ শ্রীরাজেশ পুরীর গৃহে—৬ জুন হইতে ১৪ জুন পর্য্যন্ত এবং (২) রিচ্‌মণ্ড হিলে (Richmond Hillএ) ১২৭ ষ্ট্রীটস্থ বোলপুর—শান্তিনিকেতননিবাসী শ্রীবসন্ত কণার গৃহে ১৫ জুন হইতে ২০ জুন পর্য্যন্ত। শ্রীদেবদাস ঘোষের ইচ্ছায় রিচ্‌মণ্ড হিলে অবস্থান করতঃ তদঞ্চলে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। নিউইয়র্ক সহরটী বিশাল, লোক-সংখ্যাও অত্যধিক, কোন কোন স্থান পুরাতন—কলিকাতা সহরের ন্যায় পথচারীর ভীড় দেখা যায়। মার্কিণ-দেশে ফুটপাথে সাধারণতঃ পথচারী দেখা যায় না। রাস্তা-ঘাট খুব সুন্দর। সকলেই মোটর-যানে চলেন। বহু বহুতল গৃহ আছে। হাড্‌সন নদীর ভিতর দিয়া তিন কিলোমিটার হল্যাণ্ড টানেল (Tunnel) অতীব সুন্দর দর্শনীয়। প্রথম দর্শনেই বুঝা যায় অত্যন্ত ধনীর দেশ।

নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার-প্রোগ্রামের জন্য বিশেষভাবে যত্ন করেন—শ্রীদেবদাস ঘোষ, গুজরাটী ভক্ত শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভাই ও মার্কিণদেশীয় ইস্কনের গৃহস্থ শিষ্য অধ্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।

সিঙ্গাপুরের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজের অনুপ্রেরণায় ৭ জুন শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় নিউইয়র্কের পশ্চিম পার্শ্বে আপ-টাউনস্থিত ইস্কনের শ্রীভবানন্দ দাসের শিষ্য শ্রীঅদ্বৈত দাসের (পূর্ব্ব নাম—এড্‌ওয়াইন্ ব্রাইয়ানের (Edwine Bryan এর) বাসভবনে হরিকথা ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। ইস্কনের বহু ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শিষ্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি বহু লোকের মুখে বহু কথা শ্রবণে স্থানীয় ভক্তগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতেছে বুঝিতে পারিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে সকলকে শুদ্ধভক্তির মূল গুরুদেবেতে নিষ্ঠা রাখিবার জন্য বিশেষভাবে বলেন। তাঁহারা বহু প্রকার প্রশ্ন করেন—(১) গুরুপরম্পরা-সম্বন্ধ, (২) শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে কেন নাম পরিবর্ত্তন করিলেন? (৩) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী ছিলেন কিনা? (৪) রাধামদনমোহন, রাধাগোবিন্দ, রাধা-গোপীনাথ যখন হইতে পারে, তখন 'রাধাদামোদর' নাম কেন হইবে না? শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজ কাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন শ্রীসনাতন গোস্বামীর পূর্ব্বনাম 'শ্রীসন্তোষ দেব', শ্রীরূপগোস্বামীর পূর্ব্বনাম 'শ্রীঅমরদেব'। শ্রীঅবোধ-বিহারী লাল কাপুর নাকি ঐরূপ লিখিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব নিজ যোগ্যতানুযায়ী সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। ইস্কনের ভক্ত শ্রীব্যাসমূর্ত্তির মোটরযানে সকলে ফিরিয়া আসেন। ইস্কনের ভক্তগণ পুনঃ আলোচনার জন্য আগ্রহী হইলেও দূরবর্ত্তীস্থানে 'অবস্থান'হেতু ও বিভিন্ন স্থানে প্রচার-প্রোগ্রাম নির্দ্দিষ্ট থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের পক্ষে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভাইর ব্যবস্থায় ৮ জুন রবিবার জার্সি সিটিতে ১৪৭, উইন্‌ফিল্ড এভিনিউস্থিত শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-সঙ্ঘসহ শুভপদার্পণ করতঃ ইংরাজী ভাষায় হরিকথা বলেন। হরিকথার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মন্দিরে বহু 'গাইন্-জাতি'র ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ শ্রুত হয় প্রায় দুইশত/আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশগণ ভারতবর্ষ হইতে বহু ব্যক্তিকে মার্কিণদেশে আনিয়াছিলেন মজুর-খাটা কার্য্যে নিয়োগের জন্য। বংশপরম্পরায় এখন তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন এবং ভারতীয় পূর্ব্ব সংস্কৃতিও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বাহিরের চেহারা ভারতীয়-গণের মত। কিন্তু হিন্দী বা বাংলা ভাষায় কথা বলিলে তাঁহারা বুঝেন না। ইংরাজী ভাষাই এখন তাঁহাদের মাতৃভাষা। তবে তাঁহারা ভারতীয়গণের মত ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও মূর্ত্তিপূজাদি করেন, সেই সংস্কৃতি ছাড়িতে পারেন নাই। পূর্ব্ব-সংস্কৃতি-বিষয়ে তাঁহারা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। গাইন্

জাতির ব্যক্তিগণ এখন শিক্ষিত ও বড় বড় অফিসার, সকলে মজুরীর দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, এমন নহে। রিচ্‌মণ্ড হিলে বহু গাইন্‌ জাতির ব্যক্তি দেখা যায়। শ্রীবসন্তকণার গৃহের নিকটবর্ত্তী রাস্তার অপর পার্শ্বে একজন কলিকাতানিবাসী বাঙ্গালীর গৃহ—নাম শ্রীদ্বারকানাথ রায়, কিন্তু বাংলাভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন। একজন গাইন্‌ জাতির ভদ্রলোক অভিযোগ করিলেন তাঁহারা তাঁহাদের সংস্কৃতি জানিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদিগকে ভারতীয়গণ বুঝিতে সাহায্য করেন না, তাঁহারা হিন্দী বাংলা ইত্যাদি ভাষায় বলেন এবং হিন্দী-বাংলা গ্রন্থ লিখেন, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। সম্প্রতি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করায় ভারতীয় ধর্ম্মীয় কৃষ্টি বুঝিবার তাঁহাদের কিছু সুযোগ হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের ব্যবস্থায় ও তাঁহার মোটরযানে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসহ শ্রীরাসবিহারী দাস ও শ্রীভূপেন্দ্র উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় জাসিস্থ যোগ-সেণ্টার দর্শন করেন। এখানে প্রাকৃতিক চিকিৎসা-বিষয়ে—আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ এবং প্রাণায়ামাদি যৌগিক ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। অতঃপর শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস 'ব্রুক্‌লিনে' ইস্কন-প্রতিষ্ঠানে লইয়া যান। সেই সময় তথায় মহাভারতের একটী নাটক অভিনীত হইতেছিল। লণ্ডন হইতে সমাগত ইংরেজ ভক্তগণ উক্ত নাটকাভিনয় করিতেছিলেন। কেহ কৃষ্ণ, কেহ অর্জ্জুন, কেহ বা দুর্য্যোধনের অভিনয় করিলে দর্শকগণ আনন্দে মুহুর্মুহু করতালধ্বনি করিতে থাকেন। নাট্যমন্দিরটী নরনারীগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। শ্রীল আচার্য্যদেব বিদেশী ভক্তগণের দ্বারা ভারতীয় কৃষ্টির নাটকাভিনয় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইস্কনের শ্রীমৎ চারুস্বামীর সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎকার ও কথাবার্ত্তা হয়। রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকায় সকলে নিবাস-স্থানে ফিরিয়া আসেন।

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারী (শ্রীতুলসীদাস প্রভু), পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী :—**

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্‌ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারী (পূর্ব্বনাম শ্রীতুলসীদাস) বিগত ২৭ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে অপরাহ্ন ২টা ৪৫ মিঃ-এ ৭৩ বৎসর বয়সে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-স্মরণ করিতে করিতে নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জে মন্‌টোলা মহল্লা-চণ্ডীওয়ালি গোলিস্থিত নিজ বাসভবনে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীতুলসীদাস প্রভু পশ্চিম-পাকিস্তানে নিজ জন্মভীটা-সম্পত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে দেরাদুনসহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেরাদুনে অবস্থানকালে তিনি ইং ১৯৫০ সালে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসেন, প্রথমে তিনি ইং ৩ অক্টোবর ১৯৫২, বাং ১৭ আশ্বিন ১৩৫৯ হরিনামাশ্রিত হন, পরে ইং ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৩, বাং ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হন। তিনি নিষ্ঠাবান্‌ বৈষ্ণব ছিলেন। দেরাদুনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া পরে নিউদিল্লীস্থ পাহাড়গঞ্জে মণ্টলা মহল্লায় স্ত্রীপরিজনবর্গসহ আসিয়া অবস্থান করতঃ অতিকষ্টে সংসারব্যয় নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। কষ্টের মধ্যে থাকিলেও তিনি নিত্য হরিকথা শ্রবণ করিতেন। হনুমানরোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে যাইতেন এবং সাধ্যানুসারে সেবা করিতেন। মঠের সাধুগণ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তিনি বহু উদাহরণ দিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ অতিরসদভাবে বুঝাইয়া বলিতে পারিতেন। বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীজয়দয়াল ডালমিয়াজী তাঁহাকে তাঁহায় গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া প্রতিসপ্তাহে একদিন হরিকথা শুনি-

তেন। তিনি হরিকথার দ্বারা কতিপয় ব্যক্তিকে শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানের পরে যখন পাহাড়গঞ্জে পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মসম্মেলন হইত তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন। পরে পাহাড়গঞ্জে হরিমন্দির গোলিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হইলে তিনি নিয়মিতভাবে প্রাতে ও রাত্রিতে হরিকথা শুনিতে আসিতেন অসুস্থ শরীর লইয়াও। মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানাদিতে সুন্দর উদাহরণ-দ্বারা সহজ-সরলভাবে হরিকথা বলিয়া তিনি ভক্তগণকে সুখ দিতেন। তিনি মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

সম্প্রতি অতিরিক্ত অসুস্থ হইয়া চলচ্ছক্তিরহিত হওয়ায় মঠে আসিতে পারিতেন না, এজন্য তিনি দুঃখ করিতেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মঠাশ্রিত গৃহস্থ স্নিগ্ধ সেবাপরায়ণ ভক্ত শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজার) উপর দেখাশুনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ব্যাকুলতার কথা জানিয়া স্বয়ং শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ভক্তগণসহ তাঁহাকে দেখিতে তাঁহার গৃহে যান। তিনি অসুস্থ অবস্থায় উঠিয়া বসেন ও কিছু কথাও বলেন। কষ্ট হইলেও তিনি গুরুদেবকে স্মরণ ও হরিনাম করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবের স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মাহত ও বিরহসন্তপ্ত। তাঁহার শেষকৃত্যকালে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, নিউদিল্লী মঠের মঠরক্ষক শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীরামনাথ দাস প্রভু, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা) প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথি-পূজা সম্পন্ন হয়। তৎপরদিবস দ্বাদশী তিথিতে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব দিবসে শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারী প্রভুর বিরহোৎসবও বিরাটাকারে সম্পন্ন হয়। সহস্রাধিক ভক্ত ও ব্রজবাসী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীদেবদাস ঘোষ, ৭৪ ওয়েষ্ট লেক সোর, রক্‌ওয়ে, নিউ জার্সি আমেরিকা ঃ—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্তা, নিষ্ঠাবতী দীক্ষিতা শিষ্যা কলিকাতা-(কালীঘাট)-মহিম হালদার ষ্ট্রীটনিবাসী শ্রীমতী কমলা ঘোষের পুত্র ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত শুভানুধ্যায়ী শ্রীদেবদাস ঘোষ বিগত ২১ কার্ত্তিক (১৪০৪), ৭ নভেম্বর (১৯৯৭) শুক্রবার ভারতীয় সময় শেষরাত্রি ৩-৩০ ঘটিকায় শুক্লাষ্টমী তিথিতে মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হন। তিনি শ্রীকমলা ঘোষের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার পিতার নাম স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ। তিনি 'Computer Science'-এ (হিসাব-বিজ্ঞানে) এম্-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমেরিকায় উক্ত বিভাগীয় চাকুরী করিতেন। নিউ জার্সি সহরে অবস্থানের জন্য তিনি গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তথায়ই স্ত্রী-পুত্রাদিসহ তিনি থাকিতেন। সম্প্রতি শ্রীল আচার্য্যদেবের আমেরিকায় নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধপ্রেমভক্তির বাণী প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি নিউইয়র্কের ও নিউজার্সির বিভিন্ন স্থানে শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রচারপার্টীসহ লইয়া গিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য। তাঁহার বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহে দুইদিন অবস্থান করতঃ হরিকথা পরিবেশন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত মার্কিণদেশীয় ভক্তগণকে লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিপ্রচারের জন্য একটী প্রতিষ্ঠান 'Gokul' (Global Organisation of Krishnachaitanya's Universal Love) নামে রেজিষ্ট্রী করেন। তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীল আচার্য্যদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন অধিক সময় লইয়া আমেরিকায় আসিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য। অকস্মাৎ তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে মার্কিণদেশে চৈতন্যবাণী-প্রচারে একজন নিষ্কপট উৎসাহী সেবকের অভাব হইল।

শ্রীল আচার্য্যদেব গত ২১ জুন, ১৯৯৭ যখন তাঁহার গৃহে পূজা ও হরিনাম জপ করিতেছিলেন,
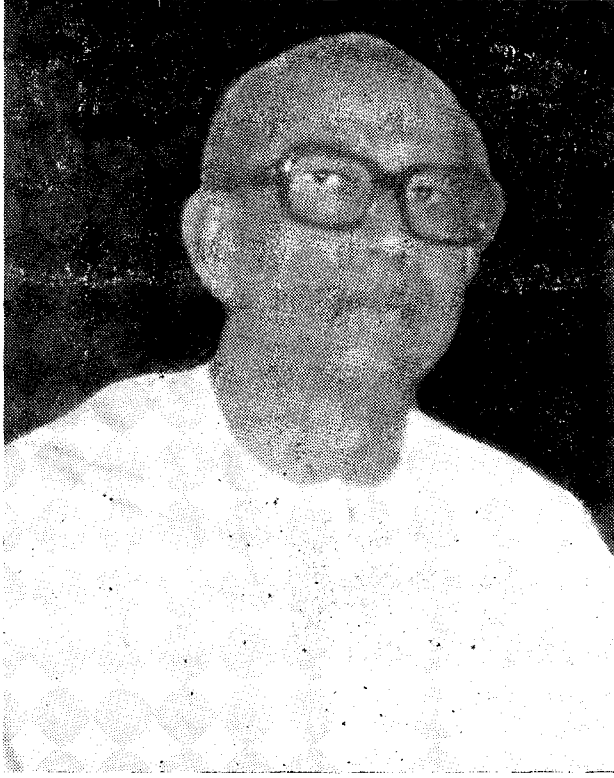
হঠাৎ তিনি আসিয়া একটী আসনে বসিয়া বলেন তিনি হরিনাম গ্রহণ করিবেন। পূজার উপকরণ তিনিই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হরিনাম গ্রহণে অনুকূল গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জ্জনের কথা বলিলে তিনি সব নিয়ম পালন করিতে প্রস্তুত হইলেন, সেদিন তিনি কোনও আহারও গ্রহণ করেন নাই। সতীর্থা কমলাদির সম্বন্ধ ধারণ করেন বলিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার স্বতঃপ্রণোদিত আগ্রহ দেখিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া তাঁহাকে হরিনামমন্ত্র প্রদান করেন এবং নিয়মসমূহ বলিয়া দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব চলিয়া আসিলেও শুনিয়াছেন তিনি নিষ্ঠার সহিত তিলক, হরিনামাদি করিতেন। পুত্র হরিনামাশ্রিত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার জননী পরমোল্লসিত হইলেও হঠাৎ হৃদ্‌রোগে তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হইয়া পড়েন। শ্রীল দেবদাস ঘোষ নদীয়া-জেলায় যশড়াস্থিত শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীল গুরুদেবের ভজনকুটীর নির্ম্মাণের জন্য স্থূল আনুকূল্য করিয়াছেন।

তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণববিধানমতে যথা-বিহিতভাবে কলিকাতা মঠে ১৭ নভেম্বর সুসম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনবর্গ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। দৈববশতঃ সেইদিন শ্রীল আচার্য্যদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। বহু ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন তাঁহার পতির অবর্ত্তমানেও তিনি যেন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে তাঁহাদের গৃহে যাওয়া বন্ধ না করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে

## হরিদ্বারে পন্তদ্বীপে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-শিবির

প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং লীলাভূমি শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি এবং বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশ অনুসারে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে হরকিপৌড়ী ( ব্রহ্মকুণ্ডের ) ভীমগোড়া ব্রীজের সন্নিকটস্থ পন্তদ্বীপ প্লট নং জি-২৪ মহল্লায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-শিবির সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ (১৯৯৮) শুক্র-বার হইতে শিবিরের কার্য্যারম্ভ হইয়া ২০ এপ্রিল, ৬ বৈশাখ (১৪০৫) সোমবার পর্য্যন্ত উহা খোলা থাকিবে। এতদুপলক্ষে মঠ-শিবিরে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শুদ্ধভক্তি অনুকূল বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে। প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ৮ এপ্রিল হইতে ১৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ক্যাম্পে অবস্থান করিবেন।

নিজ নিজ ব্যয়ে ও ব্যবস্থায় যাতায়াত করতঃ মঠ-শিবিরে অবস্থান ও আহারের ব্যয় বহন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ( স্ত্রী-পুরুষ ) পূর্ব্বে সংবাদ দিলে মঠ-শিবিরে বাসস্থান ও শাস্ত্রবিহিত আহারাদির ব্যবস্থা হইতে পারিবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভূমিভাড়া, তাম্বুভাড়া ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধি হওয়ায় এবং মূল্যের স্থিতাবস্থা না থাকায় মাথাপিছু প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যয় নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন। বহু ব্যক্তি কিরূপ কি খরচা পড়িতে পারে তাহা জানিতে ইচ্ছা করায় আমরা উহার একটা মোটামুটী হিসাব প্রদান করিলাম।

মঠ-শিবিরে অবস্থান ও ভগবৎপ্রসাদ সেবনেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভূমিভাড়া, তাম্বুভাড়া, বিদ্যুৎ-ভাড়া, দুইবেলা আহার বাবদ প্রত্যহ মাথাপিছু ৬০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

প্রত্যেক যাত্রী শীতনিবারক নিজ নিজ জামাকাপড় ও বিছানার সহিত মশারি এবং থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী, টর্চ্চ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য অবশ্য সঙ্গে লইবেন।

### স্নান যোগ

২৮ মার্চ্চ (১৯৯৮) শনিবার অমাবস্যা স্নান
৫ এপ্রিল রবিবার রামনবমী স্নান
১৩ এপ্রিল সোমবার বৈশাখী স্নান
১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার মহাবিষুব সংক্রান্তি মুখ্যস্নান


শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ক্যাম্প
পন্তদ্বীপ প্লট নং জি-২৪
ভীমগোড়া ব্রীজের সন্নিকটে
পোঃ টেলি ঃ হরিদ্বার, উত্তর প্রদেশ

নিবেদক—
হরিদ্বার কুম্ভ-শিবির কার্য্যনির্ব্বাহক
শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

| মুখ্য কার্য্যালয় ঃ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ |
|---|---|---|---|
| শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ | ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড | মথুরা রোড | সেক্টর ২০-বি |
| ১৮৭, ডি, এল্, রোড | কলিকাতা-২৬ | পোঃ বৃন্দাবন, জেঃ মথুরা | চণ্ডীগড়-২০ |
| দেরাদুন, ইউ-পি | পিন ঃ ৭০০০২৬ | পিন ঃ ২৮১১২১ | পিন ঃ ১৬০০২০ |
| পিন ঃ ২৪৮০০১ | ফোন ৪৬৪০৯০০ | ফোন ৪৪২১৯৯ | ফোন ৭০৮৭৮৮ |


---

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য মঠকর্ত্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না। দৈবানুরোধে অনুষ্ঠানসূচী পরি-বর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য। আরও জানান যাইতেছে যে, কুম্ভে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ কলেরার ইনজেক্‌সন ও তৎসহ প্রমাণপত্র ( সার্টিফিকেট ) অবশ্য লইবেন।

# আসাম প্রদেশে গোয়ালপাড়াসহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মাসব্যাপী দামোদরব্রত পালন—ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ প্রত্যহ নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় ও মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় ২৫ আশ্বিন ( ১৪০৪ ), ১২ অক্টোবর (১৯৯৭) রবি-বার শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশীতিথি হইতে ২৫ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত মাসব্যাপী শ্রীউর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীনিয়ম-সেবা আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়াস্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান সহযোগে ও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীদামোদরব্রতের পরেও ২৮ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্য-দেব উক্ত মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ অভিভাবকরূপে মায়াপুর হইতে এবং ত্রিপুরা আগরতলা হইতে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ও শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী মুখ্য সেবকরূপে গোয়ালপাড়া মঠের জরুরী সেবাকার্য্য সম্পাদনের জন্য পৌঁছিয়াছিলেন।

২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর বুধবার শ্রীল আচার্য্য-দেব বাঁকুড়া কেঞ্জেকুড়াস্থিত শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাসবিহারী দাস ( শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ) বিমানযোগে দমদম বিমানবন্দর হইতে ১০-৪৫টায় রওনা হইয়া গুয়াহাটী বিমানবন্দরে ১১-৪৫টায় শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। অতঃপর শ্রীপ্রভাত দেবের মোটরগাড়ী ও শ্রীপূর্ণকান্ত গগের মিনিবাসে অপরাহ্ন ১ ঘটিকায় পল্টনবাজারস্থ মঠে পৌঁছেন। কলিকাতার মহিলাভক্ত শ্রীমতী অরুণা কর এবং গুয়াহাটীর মহিলাভক্তদ্বয় শ্রীমতী স্নিগ্ধা হালদার ও শ্রীমতী শুভ্র হালদার একই বিমানে কলিকাতা হইতে আসেন। কলিকাতা ও নিউদিল্লী হইতে যাঁহারা ট্রেণযোগে পূর্ব্বেই গুয়াহাটী আসিয়া-ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গোয়ালপাড়া মঠে নিয়মসেবা-ব্রতের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার অগ্রিম বাসযোগে পৌঁছেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপুণ্যশ্লোক ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস ( দেরাদুন মঠের ) ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধি-কারী। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ ( কেঞ্জেকুড়া ), শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ মাধব মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্ম-চারী, শ্রীযোগেশ, শ্রীরাসবিহারী দাস, শ্রীবৃন্দাবন দাস ( শ্রীএস্ ভিক্টর ) রিজার্ভ মিনিবাসে ১০ অক্টোবর গুয়াহাটী হইতে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস বেলা ১১-৪৫টায় গোয়ালপাড়া মঠে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীমতী অরুণা কর, শ্রীমতী উষা ভদ্র, শ্রীমতী বেলা দে ও শ্রীমতী টুলু চৌধুরী—কলিকাতার মহিলা ভক্তগণ সেইদিনই বাসযোগে পৌঁছেন। পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডানিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপার্থ-সারথি দাসাধিকারী ( ওম্‌প্রকাশ লুম্বা ), সস্ত্রীক সর-ভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ গোয়ালপাড়া মঠে আসেন নিয়মসেবাব্রত পালনের জন্য। পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরনিবাসী শ্রীসুশীল কুমার পরাশর ও শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা এবং পাঠানকোটনিবাসী শ্রী-বালকৃষ্ণ ধীমান্ বিলম্বে পৌঁছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন দিনে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও পরিচয় আদি যতদূর

স্মরণ আছে নিম্নে উল্লিখিত হইল ঃ—

(ক) পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডানিবাসী (১) সস্ত্রীক শ্রী-রাজকুমার গর্গ, (২) সস্ত্রীক শ্রীবেদপ্রকাশ লুম্বা, (৩) স্ত্রী-কন্যাসহ শ্রীকুলদ্বীপ চোপড়া, (৪) সস্ত্রীক শ্রীশিব-চরণ দাস, (৫) শ্রীমনোজকুমার, শ্রীঅমিতকুমার ও শ্রীসুরেন্দ্র গোয়েল

(খ) পাঞ্জাব মান্‌সানিবাসী শ্রীবিশ্বম্ভর দাস

(গ) (১) পাঞ্জাব রোপরনিবাসী শ্রীযোগরাজ সেখ্‌রী, (২) সস্ত্রীক কস্তুরীলাল ভরদ্বাজ, (৩) স্ত্রী ও আত্মীয়াসহ শ্রীসুরজিৎ রায় কৌড়, (৪) স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়-সহ শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা

(ঘ) পাঞ্জাব জলন্ধরনিবাসী (১) শ্রীরাজেন গুপ্তা, (২) শ্রীরমাকান্ত আগরওয়াল

(ঙ) জম্মুনিবাসী (১) শ্রীমদনলাল গুপ্তা, (২) শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা

(চ) উত্তরপ্রদেশের দেরাদুননিবাসী (১) শ্রীবিষ্ণু-চরণ দাসের সহিত তিনজন মহিলা ভক্ত, (২) মঠা-শ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রেমদাস প্রভুজীর সহিত নয়মূর্ত্তি মহিলা ভক্ত

(ছ) নিউদিল্লী-জনকপুরীনিবাসী (১) শ্রীওম্‌-প্রকাশ বেরেজা

(জ) অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদনিবাসী (১) মঠা-শ্রিত ভক্ত শ্রীকরুণাকর, (২) সস্ত্রীক শ্রীবেঙ্কটেশ্বরলু

(ঝ) আসাম কোকরাঝাড়নিবাসী (১) স্ত্রীকন্যা-সহ শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (ডাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ), (২) মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকালীপদ সাহা

(ঞ) ত্রিপুরা আগরতলানিবাসী (১) সস্ত্রীক শ্রী-কৃষ্ণকুমার বসাক, (২) শ্রীকানাইলাল সাহা, (৩) শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী, (৪) শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, (৫) শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দাস বনচারী, শ্রীমতী পূর্ণিমা আদি কতিপয় মহিলা ভক্ত।

আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমা-বেশ হয়। উল্লেখযোগ্য ভক্ত ও সেবাপরায়ণ বা সেবাপরায়ণা ব্যক্তিগণের নাম ঃ—গুয়াহাটীর শ্রীমতী স্নিগ্ধা হালদার ও শ্রীমতী স্বপ্না হালদার। আগিয়ার শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী, বরদামালের শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীদেবানন্দ দাসাধিকারী, নিমুয়া বনিয়াগাঁওনিবাসী শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, মোঘো বালাচারির শ্রীধীরললিত দাসাধিকারী ও শ্রীজীবকৃষ্ণ দাসাধিকারী, গোলাঘাটের ডাঃ শ্রীদেবকীনন্দন দাসা-ধিকারী, মালাধরার শ্রীকিরণ দাসাধিকারী, ধনুভাঙ্গার শ্রীলব দাসাধিকারী ও শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী, গোয়ালপাড়া জেলার বাপুজিনগরনিবাসী শ্রীগোলোক নাথ (শ্রীগোকুলানন্দ দাসাধিকারী), গোয়ালপাড়া মঠের প্রতিবেশী শুভানুধ্যায়ী শ্রীনারায়ণ বৈশ্য, স্থানীয় ভক্ত শ্রীরতন সাহা।

মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত—নিয়মসেবাব্রতের সমস্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহ প্রত্যহ ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্কলিত 'শ্রীভজন-রহস্য' গ্রন্থের 'রহস্যের প্রাগ্‌বন্ধে' শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিয়মসেবাব্রতপালনেচ্ছু ব্যক্তিগণের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

"অহর্নিশকাল আটভাগে বিভক্ত হইলে প্রত্যেক কালখণ্ডকে 'যাম' বলে। নৈশকালে ত্রিযাম এবং দিবাভাগে ত্রিযাম, ইহার সহিত ঊষা ও সান্ধ্য-সম্মে-লনে অষ্টযাম। সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ কৃষ্ণভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইতরাস্মিতায় সার্ব্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। হরিসম্বন্ধিবস্তু-সমূহে প্রাকৃত বিচারের আরোপ করিলে জীবের বদ্ধ-ভাব হইতে মুক্তি ঘটে না। লব্ধস্বরূপ ভজনপর বৈষ্ণবগণ নিরন্তর কৃষ্ণসেবনপর। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলি অষ্টযামোচিত। শ্রীরূপ-পাদের একাদশ শ্লোক ও তদনুগ সকল মহাজনের অষ্টকালবিহিত ভজনলালসাময়ী কবিতা ভজনের নৈরন্তর্য্য বিধান করে। জড়কাল-দেশ-পাত্রাদি-বিমুক্ত হইয়াই শ্রীগুরুসেবকের শ্রীভজনরহস্য সর্ব্বদা আলোচ্য।"

ইতরাস্মিতায় অর্থাৎ অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে সার্ব্বকালিক ভজন সম্ভবপর নহে—ইহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। স্বস্বরূপে স্থিত বৈষ্ণবগণই নিরন্তর ভজন করিতে পারেন।

আমরা গুরুবর্গের নিকট শুনিয়াছি—পরমগুরু-পাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীদামোদরব্রত পালনকালে প্রথমে নিত্য জয়ধ্বনি, বন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব মঙ্গলারতি-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা ব্যতীত অষ্টযামে কেবলমাত্র শ্রীশিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোক স্মরণের-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং আটবার বসিয়া উহা স্মরণ-কীর্ত্তন করিতেন। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণের ব্যবস্থা পরে সংযোজিত হয়। শ্রীমঠের বিবিধ সেবা-সৌকর্য্যার্থে উহা এখন চারিবার বসিয়া সম্পন্ন করা হয়। পূর্ব্বাহ্নে 'ভজনরহস্য' গ্রন্থ, অপরাহ্নে 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' এবং রাত্রিতে 'শ্রীমদ্ভাগবত' অষ্টম স্কন্ধ হইতে গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অপরাহ্নে 'শিক্ষাষ্টক' ও রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ পূর্ব্বাহ্নে 'ভজনরহস্য' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন, কিন্তু বহু হিন্দীভাষী ভক্ত থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দীভাষায়, কখনও কখনও বা বিদেশী ভক্তের জন্য ইংরাজী ভাষাতেও বুঝাইয়া বলিতেন। শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভু কোন কোন স্থানে অসমীয়া ভাষায় বক্তৃতা করেন।

শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শুভ বির্ভাব-অধিবাস তিথি দিবস ব্যতীত গোয়ালপাড়া সহরে প্রত্যহ প্রাতঃ ছয় ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে দুইটী, তিনটী, চারটী, পাঁচটী রিজার্ভ বাসে এবং দুইটী মোটরগাড়িতে বিপুল সংখ্যক সাধু, ভক্ত, নরনারীগণ যাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে বিরাটাকারে নগর-সংকীর্ত্তন, নিয়মসেবাপালনমুখে হরিকথা, প্রাতঃরাশ প্রসাদের কোথায়ওবা দূরবর্ত্তী স্থানে মধ্যাহ্নে মহোৎসবের আয়োজন হয়। এইরূপ বিরাট প্রচারে সমগ্র গোয়ালপাড়া সহরে ও জেলায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সকলের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম প্রথম অপূর্ব্ব নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শন করিয়া নরনারীগণ আকৃষ্ট হন, পরে ব্যাপকভাবে তাঁহারা ফলমিষ্ট, গামছা প্রণামী ইত্যাদি দ্বারা রাস্তায় রাস্তায় সাধুগণের পূজা বিধান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া নগর-সংকীর্ত্তনে এবং মঠে সন্ধ্যারতিতে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইতে লাগিল। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বয়স্ক-বয়স্কা সকলেই ভগবানের নামে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ ও জনসমাবেশ অদৃষ্টপূর্ব্ব।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রথমে গুরুদেব-গুরুবর্গের গৌরভক্তবৃন্দের—নিতাই-গৌরাঙ্গের জয়গান-মুখে উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন সহযোগে অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে নৃত্য কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ মাধব মহারাজ, শ্রী-শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী। গোয়ালপাড়া সহরের বিভিন্ন এলাকায় এবং গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে যে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা নিয়ম-সেবাব্রতের ভক্ত্যঙ্গসমূহ এবং বৈষ্ণবসেবার জন্য প্রাতঃরাশ বা মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা ক্রমানুযায়ী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(১) প্রথম দিবস ৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর রবিবার পাশাঙ্কুশা একাদশী ঃ—

শ্রীমঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া স্থানীয় হুলুকান্দা পাহাড় পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমাকালে ভক্তগণের ভিতরে গোবর্দ্ধন পরিক্রমার স্মৃতি হয়। পাহাড়ের পূর্ব্বপার্শ্বে অতীব রমনীয় বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ, পাহাড়টি বিচিত্র বৃক্ষরাজি ও ঝর্ণাদির দ্বারা সুশোভিত। বহিরাগত ভক্তগণ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। ব্রহ্মপুত্রনদের পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়তলির রাস্তা কঙ্করপূর্ণ থাকায় ভক্তগণের নগ্নপদে চলিতে অসুবিধা হইয়াছিল।

( ২ ) রামনগর কলোণীতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা।

( ৩ ) নগরসংকীর্ত্তনান্তে স্থানীয় শ্রীশঙ্করদেব মন্দিরে নিয়মসেবার পূর্ব্বাহ্নকালীন পাঠকীর্ত্তন।

[ সাধারণতঃ নিয়মসেবার শ্রীদামোদরস্তবসহ প্রাতঃকালীন কৃত্য ও পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য শ্রীমঠেই সম্পন্ন হইয়াছে। যেদিন সহরের মধ্যে কোনও বিশেষ

স্থানে অথবা সহরের বাহিরে পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য করিতে হইয়াছে, সেইদিন মঠে প্রাতঃকালীন (দামোদরস্তবসহ ) কৃত্য সম্পন্ন করিয়া যাওয়া হইয়াছে ]

( ৪ ) সহরে কলিতাপাড়ায় নগরসংকীর্ত্তনকালে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য। ব্যবস্থাপক শ্রীনীরদ দাস।

( ৫ ) গোয়ালটুলি অঞ্চলে নগরসংকীর্ত্তন।

( ৬ ) নগরসংকীর্ত্তনে পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য সম্পন্ন হয় শ্রীমঠের অতিথিভবনে। অতিথিভবনটির সম্মুখে পাহাড়ের দৃশ্য মনোরম। মঠ হইতে অতিথি ভবনটি আধা কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তথায় সংকীর্ত্তনে যোগদানকারী ভক্ত ও পার্শ্ববর্তী নরনারীগণকে পুরী, তরকারী, হালুয়া প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

( ৭ ) ২নং কলোনীতে নগরসংকীর্ত্তন।

( ৮ ) আগিয়া রোডস্থ বলদমারি এলাকা হইতে 4 কিলোমিটার দূরবর্তী বাপুজিনগরে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীগোকুলানন্দ দাসাধিকারীর ( শ্রীগোলোকনাথ বাবুর ) গৃহে পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য। তিনি ভক্তগণকে খিচুড়ী প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

( ৯ ) সহরে ২নং কলোনী ও গোয়ালটুলী অঞ্চলে।

( ১০ ) সহরে কলিতাপাড়া, বাজাররাস্তা, জে-এন্ রোড এলাকায় নগর সংকীর্ত্তন। শ্রীল আচার্য্যদেবের জন্মস্থানের উপরে হলুকান্দাপাহাড়ে 'শিবমন্দির' দর্শনে ভক্তগণের ভীড়।

( ১১ ) সহরে গোয়ালটুলি শ্মশানটুলি, জেইন-রোড প্রভৃতি এলাকায় নগর সংকীর্ত্তন।

( ১২ ) সহরে বি-টি কলেজ, শাস্ত্রীনগর, বলদমারি এলাকায় নগর সংকীর্ত্তন।

( ১৩ ) সহরে মিলন নগর অঞ্চলে নগর সংকীর্ত্তন। রাস্তা দীর্ঘ হওয়ায় মিলন নগরে প্রাতঃকালীন কৃত্য।

(১৪) সহরে ২নং কলোনিতে নগর সংকীর্ত্তন—পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য ভক্ত শ্রীগোপাল সাহার গৃহে। ভক্তগণ খিচুড়ী প্রসাদ সেবা করেন।

( ১৫ ) সহরের বাহিরে গোয়ালপাড়া জেলায় 'বগুয়ানে' একটী মোটর গাড়িতে ও দুইটী রিজার্ভ বাসে যাওয়া হয়। বগুয়ানে নগর সংকীর্ত্তন পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য এবং শ্রীগোলকনাথবাবুর পূর্ব্বের গৃহে খিচুড়ী প্রসাদ। দেবকীনন্দন দাসেরও গৃহ সন্নিকটে। ব্যবস্থাপকদ্বয়—শ্রীগোলকনাথ বাবু ও দেবকীনন্দন দসাধিকারী

( ১৬ ) গোয়ালটুলি এলাকায় নগর সংকীর্ত্তন

( ১৭ ) সহরে পঞ্চরত্ন পাহাড়ের দিকে নগর সংকীর্ত্তন

( ১৮ ) সহরের বাহিরে গোয়ালপাড়া জেলায় দুবাপাড়ায় নগর সংকীর্ত্তন। দুইটী মিনিবাসে, একটী বড়বাসে ও একটী মোটরযানে যাওয়া হয়। মঠাশ্রিত ভক্ত পণ্ডিত শ্রীপ্রভুপদ দাসাধিকারীর গৃহে পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য ও প্রসাদসেবা ( মাদ্রাজ দেশীয় উক্মাপ্রসাদ )। সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী ও শ্রীপ্রভুপদ দাসাধিকারী ভাষণ দেন। পণ্ডিত প্রভুপদ দাসাধিকারী শ্রীল আচার্য্যদেবের আমেরিকায় ফিনিক্সে ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত গীতার শিক্ষার অসমীয়ায় অনুবাদ পাঠ করিয়া শুনান।

( ১৯ ) সহরের বাহিরে গোয়ালপাড়া জেলায় বরদামাল গ্রামে নগর সংকীর্ত্তন। দুইটী রিজার্ভবাসে ও একটী মোটরযানে যাওয়া হয়। শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারীর গৃহে পূর্ব্বাহ্ণ কৃত্য ও প্রসাদ সেবন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীদেবানন্দ দাসাধিকারীর গৃহেও সাধুগণ শুভ পদার্পন করেন

( ২০ ) সহরে নগর সংকীর্ত্তন

( ২১ ) সহরে নগর সংকীর্ত্তন। শ্রীঅন্নকূট উৎসব।

( ২২ ) গোয়ালপাড়া জেলায় মোঘো বালাসারিতে নগর সংকীর্ত্তন। দুইটী রিজার্ভবাসে ও তিনটী মোটরযানে যাওয়া হয়। মধ্যে শ্রীধীরললিত দাসাধিকারীর গৃহে অবস্থান ও নারিকেল প্রসাদ সেবন, মধ্যাহ্নে শ্রীজীবকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ। তাঁহার গৃহে শ্রীমন্দিরে নিত্য শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ সেবিত হইয়া থাকেন।

( ক্রমশঃ )

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,

(৫) গীতমালা ,, ,, ,,

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,

(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ

(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি—যন্ত্রস্থ (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ

(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্—যন্ত্রস্থ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা—যন্ত্রস্থ

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

..............................

..............................

..............................

..............................

Pin..............................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান**

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০**

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা


অষ্টত্রিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৪০৪



সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৪০৪
১৬ বিষ্ণু, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, রবিবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৯৮ { ২য় সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

## বিষয়—( সম্বন্ধ পর্য্যায় ) উপাস্য পর্য্যায়, উপাসক পর্য্যায় ও বাস্তব-অবাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ।।

উপনয়ন ব'লে একটি কার্য্য আছে। মনু বলেন,—

মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ ।।

শ্রুতির উক্তি হ'তে জানা যায়, মানুষের জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। মাতৃকুক্ষি হ'তে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে সাবিত্র্য সংস্কার-লাভে দ্বিতীয় জন্ম, তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভে তৃতীয় জন্ম। সর্ব্বাগ্রে আমরা পিতার ঔরসে মাতৃকুক্ষি হ'তে শরীর লাভ করি, এটা একপ্রকার শরীর ; দ্বিতীয় প্রকার শরীর—যে সময় আচার্য্য-পিতা ও গায়ত্রী-মাতার সংযোগে মৌঞ্জিবন্ধনকালে লাভ হয়। "ত্বাং অহং বেদ-সমীপে নেষ্যে" প্রভৃতি মন্ত্রে যখন আচার্য্য-পিতা বেদ অধ্যয়ন করা'বার জন্য মৌঞ্জিবন্ধন করেন, তখন আমাদের আচার্য্যের গৃহে যে জন্ম হয়, সে'টি দ্বিতীয় জন্ম। কেবল শরীরটা রক্ষা হ'ক, এমন নহে, বেদ অর্থাৎ জ্ঞান সংগ্রহ হ'ক—এই উপলক্ষ ক'রে মৌঞ্জিবন্ধন। তৃতীয় জন্ম হয় আমাদের যজ্ঞ-দীক্ষাকালে, এর নাম—দৈক্ষ্য-জন্ম। দৈক্ষ্য-জন্মের কার্য্য—যজ্ঞ—উপাসনা। 'উপাসনা' অর্থে— সমীপে বাস। 'উপ' পূর্ব্বক আস্ ধাতু ভাবে অনট্। ইহা দীক্ষা গ্রহণের পরবর্ত্তিকালের আনুষ্ঠানিক কার্য্য। বাস্তববেদমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমরা যে কার্য্য করি, তা'রই নাম—উপাসনা। যাঁ'র নিকট উপনীত হ'য়ে বাস করি, তাঁ'কে উপাস্য বলে ; তিনি বেদপুরুষ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। যে জন্য বাস করি, সেটা উপাসনা, সেটাই হচ্ছে—যজ্ঞ।

যজ্ঞের বিধি ভিন্ন যুগে ভিন্ন রকমের,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

১। ধ্যান-যজ্ঞ—সত্যযুগে, যখন চা'রপাদ ধর্ম্ম; ২। মখ-যজ্ঞ—ত্রেতাযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম্ম; ৩। পরিচর্য্যা-যজ্ঞ—দ্বাপরযুগে, যখন দুইপাদ ধর্ম্ম; ৪। কীর্ত্তন-যজ্ঞ—কলিযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম্ম বিনষ্ট হ'য়েছে, এক পাদে ধর্ম্ম কোনরূপে অবস্থান কর্‌ছেন।

বেদ-শাস্ত্র শ্রুতি বা কীর্ত্তনমুখে এখানে এসেছে। এখন কলিকাল—বিবাদযুগ; যে কোন কথা বলি না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে তর্ক, প্রতিবাদ হ'য়ে থাকে। হরিকীর্ত্তনই একমাত্র শ্রৌতপথ। ঐকান্তিক শ্রৌত-গুরু শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ ভাষ্যে নারায়ণ সংহিতার বাক্য উদ্ধার ক'রে বল্‌ছেন,—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥

উপাস্য-বস্তু-বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। যদি অচেতন পদার্থের নিকট বসে থাকি বা উপনীত হই, তা' হ'লে অচেতন পদার্থকে কাজে লাগিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়—আমাদের সেবা করিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে জিনিষটা চেতন, তা' স্বতন্ত্র, তা'র ঘাড়ে যদি উঠ্‌তে চেষ্টা করি, তা' হ'লে সে বাধা দেয়। পূর্ণ চেতন, পূর্ণ স্বতন্ত্রকে মোটেই আমাদের কাজে লাগা'তে পারি না, আমরা তাঁ'র কাজে লেগে যে'তে বাধ্য হই। আজকালকার 'ইউটিলিটেরিয়ান্ থিওরি' (Utilitarian theory) নদীর জল, বায়ু, নায়েগ্রা প্রপাত—সকলকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু আমরা চেতন বস্তুকে—পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুকে সেরূপভাবে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি না—তিনি আমাদের অধীনে আসেন না।

পৃথিবীতে থাকা-কালে আমাদের বিচার প্রবল হ'য়েছে, অন্য বস্তু আমাদের সেবা করুক—আমরা উপাস্য হই। আমরা উপাসকের সজ্জায় অন্য বস্তুকে যে পূজা কর্‌বার অভিনয় দেখাই, এই উপাসনা কি মিশ্রভাবযুক্ত, না অমিশ্র? ঋষিবংশ যজ্ঞাদি কর্‌তেন, ধ্যানাদি কর্‌তেন, তাঁ'রা অপরের সেব্য—এ বুদ্ধি কর্‌তেন না; তাঁ'রা দেবতাগণের সেবা কর্‌তেন। উপাসনাকাণ্ডে দেখি, তাঁ'রা,—

অগ্নে (প্রে) নয় সুপথা রায়ে অস্মান্,
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে
নম-উক্তিং বিধেম ॥

—প্রভৃতি মন্ত্রে দেবগণের স্তব কর্‌ছেন—স্তবগুলিকে উপাসনার অঙ্গ জ্ঞান কর্‌ছেন? এ সকল কথার প্রমাণ অতি প্রাচীনতম বৈদিক ইতিহাসে সুস্পষ্ট র'য়েছে। তাঁ'রা নিজদিগকে উপাস্য বস্তু মনে করেন নাই, দেবতার উপাসনা ক'রেছেন। সুতরাং 'উপাসনা' ব'লে যে জিনিষ, তা' নূতন তৈরী হ'য়েছে, এরূপ কথা কেবলজ্ঞানাবলম্বী বা কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্থির ক'রেছেন,—ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়াই পুরুষার্থ, এরূপ বিচার জন্মগ্রহণ কর্‌বার বহু পূর্ব্বে জীবের সহজ সরল বৃত্তিতে 'সেবা করব, উপাসনা করব',—এরূপ বিচারই ছিল। আজকাল কলিকালের বিচার হ'য়েছে,—উপাসনা পরবর্ত্তিকালে তৈরী হ'য়েছে; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেখানে চেতন ধর্ম্ম, সেখানেই উপাসনার কথা প্রচলিত ছিল। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম বা বেদ-বস্তু স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'য়েছিল—বাস্তব-সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হ'য়েছিল।

ব্রহ্মার সন্তানগণই ঋষি ও দেবতা। দেবতাগণ অশেষ দীপ্তিসম্পন্ন। এজন্য ঋষিগণ যত্নপূর্ব্বক দেবতাদের সেবা কর্‌তেন। এই সেব্য-সেবক-ভাব দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে চিরকালই ছিল।

আমাদের চেতনের আদি বিকাশে লক্ষ্য করি—সভ্যতা বা বুদ্ধিমত্তার আলোচনার প্রাক্কালেও লক্ষ্য করি যে, সেবা বা উপাসনা আমাদের স্বাভাবিকী বৃত্তি। পরবর্ত্তী সময়ে যত ধর্ম্ম-প্রণালী লক্ষ্য করি, প্রাগ্ ইতিহাস-সমূহেও দেখি, আমাদের সেবা করবার বৃত্তিটী স্বাভাবিক।

কলিকালে এত বিবাদ এসে উপস্থিত হ'য়েছে, যেহেতু আমরা প্রভুত্ব করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি। ইউটিলিটেরিয়ান্ থিওরি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে—যত বস্তু আমাদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি উপাস্য হ'বার জন্য কতই না উপাসনা করি। সভ্যতার প্রাক্কালে 'বিনিময়' বলে একটা ব্যাপার উদ্ভূত হ'য়েছিল। আমি

যদি কারো সেবা ক'রে দেই, তখন তিনি আমাকে কিছু মূল্য দেন। মনুষ্য-জাতি সেব্য-সেবকভাবে পরস্পরের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহজগতে সেবা করার যন্ত্র আমাদের এগারটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ ও মন। ঐ সকল করণের দ্বারা আমরা পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির পরিবর্ত্তন ক'রে থাকি। একজন শ্রেষ্ঠ হ'য়ে থাকেন, আর একজন অধীন হ'য়ে থাকেন। একজনের নিম্ন ভূমিকা, আর একজনের উচ্চ ভূমিকা। একজন আর একজনের সেবা কর্‌ছে।

মানবমাত্রেই—প্রাণীমাত্রেই—চিদচিৎ বস্তুমাত্রেই উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য—এই তিনপ্রকার সম্বন্ধে অবস্থিত—সেব্য-সেবকভাবে একবস্তু অপর বস্তুর সহিত অবস্থিত। যেখানে একের অধিক 'অনেক' ব'লে বস্তু উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানে একটি অপরকে সেবা করছে। চিদচিৎ জগতে আমরা এই উপাসনা ব'লে ব্যাপার লক্ষ্য করছি, অথচ আমরা বুদ্ধিমান্ ও যুক্তিপরায়ণ অভিমান ক'রে নির্ব্বিশেষবাদকে স্থাপন কর্‌তে চাই। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান যদি আমার উপাস্য হয়, তা' হ'লে সেরূপ উপাস্যের উপাসনা কর্‌বার জন্য আমি যে চেষ্টা করি, তা'ই আমার উপাসনা-চেষ্টা মাত্র। ( ক্রমশঃ )

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

## প্রয়োজনতত্ত্বম্—প্রয়োজন নির্ণয় প্রকরণম্

**ওঁ হরিঃ ॥ অবিদ্যা কল্পিত জড়বিশেষো ন প্রয়োজনম্ ॥ হরি ওঁ ॥ ৮০ ॥**

ছান্দোগ্যে। গো অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যোহ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ভাগবতে। স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ। তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ ॥ শ্রীজীবঃ। অথ জীবস্তদীয়াপি তজ্জ্ঞান সংসর্গাভাবযুক্তত্বেন তন্মায়া-পরাভূতঃ সন্নাত্মস্বরূপ-জ্ঞানলোপাৎ মায়া কল্পিতো-পাধ্যাবেশাচ্চ অনাদি সংসার দুঃখেন সম্বধ্যতে ॥ ৮০ ॥

অবিদ্যা-কল্পিত স্বর্গাদি জড়বিশেষ লাভই প্রয়োজন নয় ॥ ৮০ ॥

ছান্দোগ্য বলেন,—ইহলোকে গো, অশ্ব, হস্তী, হিরণ্য, দাস, ভার্য্যা, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রভৃতিকেই লোকে মহিমা বলে। আমি এতাদৃশ মহিমার কথা বলিতেছি না; কারণ প্রতিষ্ঠা বলিতে একের অন্যের উপর অবস্থিতি বুঝায় ॥ ভাগবতে,—স্বপ্নকালে যেরূপ পাত্র-মিত্র সৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী জীব নিজসৃষ্ট এবং উপলক্ষিত রাজ্যাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন তদ্রূপ সেই যোগী সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মে দেবেন্দ্রত্ব, নরেন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্য প্রভাবসকল অনুভব করেন। সুতরাং সেই সত্য আনন্দনিধি শ্রীনারায়ণকেই ভজন করিবে। অন্যবুদ্ধি করিয়া স্থূল বিরাটের অন্য ধারণায় আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাহাতে সংসার প্রবৃত্তি ঘটিবে। শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন,—জীবাত্মাসকল যদিও শ্রীভগবানেরই শক্তিসম্ভূত, তথাপি ভগবদ্ বিস্মৃতির হেতু ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া শক্তিদ্বারা পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া এই আত্মার নিজের স্বরূপজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া সেই মায়া-কল্পিত উপাধিসমূহে আবিষ্ট হইয়া অনাদি কর্ম্ম-জনিত সংসার দুঃখে বদ্ধ হইয়া পড়ে। [ ৮০ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ নাপি নির্ব্বিশেষঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮১ ॥**

ছান্দোগ্যে। অমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥ শ্বেতাশ্বতরে। তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি ॥ ভাগবতে। দুরবগমাত্মতত্ত্ব নিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিত মহামৃতাব্ধি পরিবর্ত্ত পরিশ্রমণাঃ। ন পরিলসন্তি কেচিদপবর্গমীশ্বর, তে চরণসরোজ হংস কুলসঙ্গ বিসৃষ্ট-গৃহাঃ ॥ শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দঃ তৎ শব্দার্থং প্রকট

পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধিস্তং শব্দার্থো ভবভয় তর ব্যগ্রচিত্তাদি দুঃখী। তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োর্ভিন্নয়ো বস্তুগত্যা ভেদঃ সেব্যঃ স খলু জগতাং ত্বং হি দাসস্তদীয়ঃ। যস্মিন্নুৎপত্তিমায়াৎ ত্রিভুবন সহিতং চন্দ্রসূর্য্যাদি সর্ব্বং যস্মিন্নাশান্তমান্তে ব্রজতি বিলয়ং স্ব স্ব কালেন যস্মিন্। বেদৈর্ব্রহ্মাপি বক্তুং প্রভবতি ন কদা যং গুণাতীতমীশং সোহহং বাক্যন্ত কস্মাদুপদিশসি গুরোর্মন্দভাগ্যায় মহং ॥ ৮১ ॥

নির্ব্বিশেষ অবস্থা লাভও প্রয়োজন নহে ॥ ৮১ ॥

ছান্দোগ্যে,—বায়ু, সূক্ষ্মমেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন এইগুলি যেমন আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া প্রখর সৌরতেজ প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রকটিত হয়, ঠিক তেমনি এই জীবাত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া ও পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন ॥ শ্বেতাশ্বতর বলেন,—তাঁহাকে ভক্তি প্রভাবে সাক্ষাৎ জানিতে পারিলেই মৃত্যু অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায়। ভাগবতে বেদস্তুতিতে। হে ঈশ্বর! ব্রহ্মানন্দ আবরণকারী রূপগুণলীলাময় তোমার যে দুর্ব্বোধ্য-তত্ত্ব জীবগণকে জানাইবার জন্য তুমি প্রপঞ্চে স্ববিগ্রহ প্রকট করিয়াছ, সেই প্রকটলীলাকারী তোমার চরিতাবলীরূপ মহামৃতসমুদ্রে মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরণশীল ত্যক্তাশ্রমী বিরলপ্রচার ভক্তগণ—যাঁহারা তোমার চরণকমলাস্বাদ পরায়ণ ভাগবত পরমহংসগণের শিষ্যোপশিষ্য পরম্পরার সঙ্গবলে গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্তিপদও কামনা করেন না ॥ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ বলেন,—তত্ত্বমসি শ্রুতিবাক্যে তৎ-শব্দের অর্থে পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রের প্রাকট্যরূপ পরমেশ্বর এবং ত্বং-শব্দের অর্থে ভবসংসারের জন্ম-মরণাদি ভয়দ্বারা ব্যগ্রচিত্ত এবং দুঃখী বদ্ধজীবকে বুঝায়। তাঁহাদের সম্পূর্ণ ঐক্য কখনই সম্ভবপর নয়, কারণ তাঁহাদের দুইয়ের মধ্যে বস্তুগত নিত্যভেদ বর্ত্তমান। তৎপদার্থবাচক বস্তু এই সমস্ত জগতের সেব্যবিগ্রহ ভগবান্ এবং ত্বংপদার্থবাচক জীব সেই ভগবানের নিত্যদাস। যে পরমেশ্বর দ্বারা এই ত্রিভুবনেরসহিত চন্দ্র সূর্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রাদি সকল উৎপন্ন হইয়াছে এবং অন্তে যাঁহার ইচ্ছায় এইসকল কালানুক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বরকে বেদবক্তা ব্রহ্মা কখনই জীবের সহিত এক বলিয়া বলেন নাই। আমাদের মন্দ ভাগ্যের ফলে কোন কোন গুরু সোহহং এইরূপ বাক্যের উপদেশ প্রদান করে। [ ৮১ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ পরমার্থে তস্য ন প্রয়োজনত্বং কিন্তু কচিদভিধেয়ত্বং ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮২ ॥**

কচিদভিধেয়ত্বং ঈশাবাস্যে। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকশ্চেকত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ছান্দোগ্যে। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥ শ্রীগোপালতাপন্যাং। সোহহমিত্যেব ধার্যাত্মানং গোপালোহহমিতি ভাবয়েৎ ॥ নৃসিংহোপনিষদি। পরে ব্রহ্মণি পর্যবসিতো ভবেৎ ॥ ন প্রয়োজনত্বং ভাগবতে। জ্ঞানে প্রয়াস-মুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাং তনুবাঙমনোভির্যে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ মহাপ্রভু। তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য। প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥ ৮২ ॥

পরমার্থ বিষয়ে তাহাদের প্রয়োজনত্ব নাই কিন্তু স্থলবিশেষে অভিধেয়ত্ব হইতে পারে ॥ ৮২ ॥

( ৫৩-৫৪ সূত্র দ্রষ্টব্য )

ঈশোপনিষদে,—মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে হৃদয়ে স্থান লাভ করে, হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সর্ব্বত্র পরমাত্ম সম্বন্ধদ্বারা ঘৃণা, শোক, মোহ ইত্যাদি তিরোহিত হয়, অতএব যে সময়ে সর্ব্বভূতের সহিত আত্মার একক দৃষ্ট হয়, তখন একত্ব-দর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে? ছান্দোগ্যে,—হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই সৎ অথবা হে শ্বেতকতো, তুমি তাঁহার। শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে,—আমিই সেই গোপালের সঙ্গেই সম্বন্ধবিশিষ্ট এইরূপে নিজেকে নিশ্চিত করিয়া আমি গোপাল অর্থাৎ তজ্জাতীয় বস্তু এইরূপে ভাবনা করিবে। নৃসিংহ তাপনীতে। পরব্রহ্ম শ্রীহরিতে নিজের শেষগতি ভাবিতে হইবে ॥ ভাগবত বলেন এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞান কিন্তু জীবের প্রয়োজন নহে, যথা—জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণতি-ভক্তি সহকারে সাধুমুখে তোমার কথা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্মান করতঃ কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিয়া যিনি স্থান-

স্থিত হইয়া জীবন যাপন করেন, হে অজিত! এই ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই তোমাকে আয়ত্তাধীন করেন॥ মহাপ্রভু বলেন,—তত্ত্বমসি ইত্যাদি অভেদপর বেদ-বাক্য জী.বর চিন্ময়ত্বসূচক প্রাদেশিকবাক্য এই সমস্ত মহাবাক্য নহে। শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবই বেদের মূল স্বরূপ মহাবাক্য; তাহাকে না জানিয়া কেবল প্রাদেশিক বাক্যার্থ লইয়া মায়াবাদীরা মতবাদ স্থাপন করে। [ ৮২ ]

**ওঁ হরিঃ॥ তত্ত্ব সর্ব্বত্র ন প্রশস্তং॥ হরিঃ ওঁ॥৮৩॥**

ঈশাবাস্যে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যা-মুপাসতে। ততো ভুয়ো ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ভাগবতে। শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং॥ যেন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্তুয্যস্ত ভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ। আরুহ্যকৃচ্ছে্ৰণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্য-ধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ চরিতামৃতে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ ৮৩॥

তাহা সর্ব্বত্র প্রশস্ত নয়॥ ৮৩॥

ঈশাবাস্যে কেবল অভেদবাদের ঘোর কুফল প্রদর্শন যথা,—যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি ভক্তি-বর্জ্জিত অভেদজ্ঞানে রত হইয়া নিজেকে পরতত্ত্ব বলিয়া ভাবনা করেন এবং এরূপের বিদ্যা অর্জ্জন করেন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আত্মবিনাশ সাধন করেন॥ ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে দেখা যায়,—হে বিভো! এই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া কেবল বোধ লাভ করিবার জন্য যে সকল লোক চেষ্টা করেন, ক্লেশই মাত্র তাঁহাদের চরম ফল হয়। স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তি যেরূপ কোন-প্রকার তণ্ডুল লাভ করে না, তদ্রূপ ভক্তিবিহীন জ্ঞানে কোন পরমার্থ লাভ হয় না। দেবগণ বলিতেছেন, হে অরবিন্দাক্ষ কেবল জ্ঞানচেষ্টার দ্বারা যাহারা আপনা-দিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভক্তির প্রতি নিত্যজ্ঞান না থাকায় তাহারা অশুদ্ধ বুদ্ধি। তাঁহারা জ্ঞানচেষ্টা দ্বারা অতৎবস্তু ত্যাগ করিতে করিতে পরমপদ পর্য্যন্ত যায়। আবার আশ্রয়রূপ তোমার পাদপদ্ম না পাইয়া অধঃপতিত হয়॥ ভক্তি-বিহীন জ্ঞান অমঙ্গলকর; ভক্তিদ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান-বৈরাগ্যই যথার্থ এবং মঙ্গলকর। [৮৩]　　(ক্রমশঃ)

# আমরা কাঁহার উপাসক?

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

কৃষ্ণই যখন স্বয়ং ভগবান্‌ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর এবং সকলের একমাত্র প্রভু তখন জীব মাত্রেই যে কৃষ্ণের উপাসক, কৃষ্ণের উপাসনাই যে আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই নিত্য কৃত্য, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ভবভীত আস্তিক ব্যক্তিগণের কেহ কেহ কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কৃষ্ণের সুখের জন্য নানা-বিধ ক্ষীণা চেষ্টা প্রদর্শন করেন। গৌড়ীয়মঠবাসী আমরা কিন্তু শুধু কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত নই। যাঁহারা কেবল কৃষ্ণের সেবার জন্য ব্যস্ত তাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ বর্ত্তমান। শ্রী-চৈতন্যমঠবাসী গুরুদাসগণ কৃষ্ণের উপাসনার জন্য ব্যস্ত না হইয়া "শ্রীকৃষ্ণ"-ভজনের জন্য লালায়িত। শ্রীকৃষ্ণ—শ্রী×কৃষ্ণ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মী-গণের অংশিনী শ্রীমতী গান্ধর্ব্বা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বলিতে গান্ধর্ব্বার সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গই লক্ষিতব্য বিষয়। শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী—গুরুশিরোমণি এবং জীবহৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভা-বের মূলকারণ স্বরূপা। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরু-বর্গ সকলেই তাঁহার কায়ব্যূহ বা অভিন্নাঙ্গ-স্বরূপ। তিনিই জীবগণকে তাঁহার একচেটিয়া সম্পত্তি কৃষ্ণ-সেবা প্রদানের একমাত্র মালিক; সুতরাং রাধাভিন্ন শ্রীগুরুসেবা বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবার ছলনা দাম্ভিকতা

মাত্র। 'শ্রীকৃষ্ণ' ভজন ছাড়িয়া অর্থাৎ গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে কৃষ্ণভজনের যে দুরাশা, তাহাতে স্থূলতুষাবঘাতের ন্যায় কেবল পরিশ্রমই সার হয়, কৃষ্ণকৃপা কোনকালেই লাভ হয় না। ইহাই "শ্রীকৃষ্ণভজন" ও "কৃষ্ণভজনের" বৈশিষ্ট্য।

এ জগতে শোভা সৌন্দর্য্য ও গুণের আধারস্বরূপ নানা প্রকার বস্তু বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণই অখিল রসের শোভা-সৌন্দর্য্যাদির মূল সমাশ্রয়। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূলাশ্রয়। আবার সেই পূর্ণতম ভগবান্ যাঁহার আশ্রয় ও বিষয়, সেই স্বরূপটি যে কত বড়, তাহা মানবজ্ঞানের, এমন কি, অনেক মুক্তপুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত সেই ভুবন-মোহন ও মদনমোহন যাঁহার দ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে নিত্যকালই দুই দেহ ধরিয়া আছেন, রাধাপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কেহ এই শ্রীকৃষ্ণভজন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনের কথা জীবকে উপলব্ধি করাইতে পারেন না।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট এবং এই শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রাণ, জীবন ও ভূষণ-স্বরূপ। সুতরাং কৃষ্ণকে শ্রীহীন করিয়া অর্থাৎ রাধাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি ঐকান্তিক-নিষ্ঠা-বিশিষ্ট না হইয়া বা তাঁহাকে একমাত্র মঙ্গলকামি বন্ধু না জানিয়া কৃষ্ণভজনের প্রয়াস ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। সুতরাং কৃষ্ণভজনে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা—কৃষ্ণের শ্রী অর্থাৎ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমের নিকট জীবের কর্ত্তব্যের কথা কায়মনোবাক্যে শ্রবণ না করিলে মঙ্গলের আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইবে। আশা করি, ভজন প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ভজনপথে অগ্রসর হইবেন এবং ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বাণীটী কণ্ঠহার করিয়া রাখিবেন।

"রাধাভজনে যদি রতি নাহি ভেলা।  
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥  
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।  
রাধাবিরহিত মাধব নাহি মানি॥  
কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।  
রাধা অনাদর করহ অভিমানী।  
কবহি নাহি করবি তাঁকর-সঙ্গ।  
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ॥  
রাধিকাদাসী যদি হোয় অভিমান।  
শীঘ্রই মিলহ তব গোকুল-কান॥  
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।  
রাধিকা-পদরজঃ পূজয়ে মানি॥  
উমা রমা সত্যা শচী চন্দ্রা রুক্মিণী।  
রাধা-অবতার সবে আম্নায়-বাণী॥  
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।  
ভক্তিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ॥"

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বা শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণের সেবা করিতে সমর্থ, জীবের সে সামর্থ্য নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ বিষয়টী উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় আগ্রহবিশিষ্ট হইলে আমরা পরমানন্দিত হইব ও তাঁহাদিগকে আমাদের প্রভুর একজন বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইব।

# মানবের পরমধর্ম্ম

[ গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত ]

বিশ্বমানবের বিরাট্ দেহ কখনও হয়ত' আপনাকে নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ মনে করিয়া নিয়ামকের আদৌ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। ইহাই পারমার্থিক (?) অরাষ্ট্রতন্ত্রবাদ বা ধর্ম্মের লেনিনবাদ। আবার যদিও কোন কোন সোভিয়েটের ন্যায় প্রকৃতির তাড়নায় প্রতিপদে প্রতিহত ও লাঞ্ছিত হইয়া গুপ্ত ও ব্যষ্টিগতভাবে কোন নিয়ামককে মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, তখনও সেই বিশ্বমানব বা ব্যষ্টিমানব এমন

এক প্রতীককেই নিয়ামকরূপে বরণ করে, যাহা মানবের মনোধর্ম্মের রুচির অনুকূল ইন্ধন সরবরাহ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনাকে নিয়মিত করিতে গিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কামের ত্রিবর্গ রচনা করে। আবার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে অবগুণ্ঠিত করিতে ধাবিত হয়। নিয়ামকের নিরিন্দ্রিয়ভাব কল্পনা না করিলে পাছে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তাণ্ডবকে কোন পরিপূর্ণ চিদিন্দ্রিয়বান্ পুরুষ গোয়েন্দার মত ধরিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় ত্রিবর্গের নিয়ামকের প্রয়োজনীয়তা যেরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিপোষকতা করিবার জন্য কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অপবর্গের নিরিন্দ্রিয় নিয়ামকও প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রযোজকের আসনে পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

বিশ্বমানব যে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সন্তরণ শিক্ষা করিয়াছে, তাহাতে তৃতীয় মান অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই ত্রিমিতির বাস্তবতা ব্যতীত আর কোন বাস্তবতাই তাহার পরিকল্পনার আধারে আসন পায় না। ত্রিমিতির রাজ্য হইতে তুরীয়ের যে একটা অনুমান হয়, তাহাতে তৎপ্রতিযোগী বা তদ্ব্যতিরেক পরিকল্পনাই স্বাভাবিক। বিশ্বমানব অনুমান করেন, যখন বিশ্বরূপে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ বা দার্শনিকের পরিভাষায় হ্রস্ব, দীর্ঘ ও পরিমণ্ডল আছে, তখন বিশ্বাতীত বাস্তবতা এমন কিছু হইবে—যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই অর্থাৎ যাহা নিরিন্দ্রিয়, নির্ব্বিশেষ ভাব মাত্র। বিশ্বমানবের ধর্ম্ম-পরিকল্পনা এই পর্য্যন্তই আরোহণ করিতে পারে, ইহাই তাহার ধর্ম্মের ধারণার "গৌরীশঙ্কর"। তাহার পরে আরোহণ করিতে গেলেই সে পতনের আশঙ্কা করে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ অথবা চতুর্থ বর্গ অর্থাৎ অপবর্গ মোক্ষ পর্য্যন্ত মানবমেধা ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে পারে; কিন্তু যখন পঞ্চম-মুরলীতান সেই তুরীয়ের মস্তকেও নৃত্য আবিষ্কার করেন, তখনই মানবের ধর্ম্ম হইতে মানবের পরমধর্ম্মের জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তখনই মানুষ সত্য—মানুষ সত্যের প্রাকৃত সাহজিকতা বা বাউলের বিকৃত কূপমণ্ডুকতা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া "নর-বপু তাহার স্বরূপ" পদের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। তখনই প্রাকৃত মানবের ধর্ম্ম হইতে অপ্রাকৃত মানবের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম হয়।

হেগেলের প্রিয় শিষ্য ফায়ার ব্যাক্ (Fireback) বিশ্বমানবের অনুকূল মতের প্রতিনিধিরূপে বলিয়াছেন —"প্রত্যেক ধর্ম্মই মানুষের রুচি অনুসারে সৃষ্ট। কাজেই আমরা দেখি, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেন নাই, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" এরূপ ভাবে Fireback এর তথা-কথিত দার্শনিক তত্ত্বে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইয়াছে মানুষ। তিনি আরও বলেন—দুনিয়ার মূলনীতিগুলি ঈশ্বরের আইন নহে, মনুষ্যের স্বাচ্ছন্দ্য। তাই তাঁহার মতে পুরাতন এক-ঘেয়ে ধর্ম্মমূলক দেববাদকে ছাটিয়া ফেলিয়া মানুষকে তাহার পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করাই মানবের ধর্ম্ম হওয়া উচিত।

Fireback ধর্ম্মের মূলনীতি ব্যাখ্যা করিবার সময় মানুষকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীন সত্তার (?) উপর মানবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু Carl Marx এর (১৮১৮-৮৩) মতে ইহা ভুল। মানুষ সমাজবদ্ধ, এজন্য ধর্ম্মের প্রতি মানুষের টান স্বাভাবিক নহে। উহা পূর্ণমাত্রায় সামাজিক। তাই Carl Marx ঘোষণা করিলেন—Religion is the opium of the people. অর্থাৎ ধর্ম্ম মানুষের নিকট আফিংএর মত মাদক বস্তু। তাহা মানুষের স্বাধীন-চিন্তা-শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সাম্যবাদের নায়কের এই বাণী আধুনিক কালের ভারতীয় মানবের চিন্তা-স্রোতেও যে সংক্রামিত হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিকগণ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদিও এক সময় Karenskir (কেরেন্স্কির) গণবাদ ও Marx (মার্কস্) এর সাম্যবাদের মধ্যে Bloodless revolution এর ন্যায় একটা পুনরভিনয় হইয়াছিল, তথাপি উভয়ের নীতিই ভারতীয় শূন্যবাদ ও চিন্মাত্র-বাদের ন্যায় অন্তিমে তত্ত্বতঃ সাযুজ্য লাভ করিয়াছে।

মানবের মনোধর্ম্মের কথায় মতভেদ ও পরিবর্ত্তনশীলতা অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস উভয়েই প্রমাণ করে। মানবের বিভিন্ন রুচি, মানব-মনের চাঞ্চল্য-ধর্ম্ম, অপস্বার্থের নানাপ্রকার ঘাত প্রতিঘাত মানব-ধর্ম্মকে যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় সর্ব্বদাই অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। অধুনা প্রকাশিত মোহেন-জো-দারোর সভ্যতা মানবধর্ম্মের ইতিহাসে একটি বিপ্লব সৃষ্টি

করিয়াছে। Sir John Marshall প্রমুখ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন সিন্ধুনদের পারে মোহেন-জো-দারো নামক স্থানে বিস্তর খনন করিয়া মাটীর নীচ হইতে সভ্যতার যে নিদর্শন উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা গবেষণা করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মোহেন-জো-দারোর সভ্যতা খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, মোহেন-জো-দারোর ধর্ম্ম আর্য্য-ধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অনার্য্যদের ছোঁয়াচ আর্য্যগণের দেবদেবীর পূজা-পার্ব্বণে লাগায় তাহার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ এই মতের প্রতিবাদে বলিয়াছেন, মোহেন-জো-দারোর ধর্ম্ম আর্য্য মানব-ধর্ম্মেরই শাখা-বিশেষ।

প্রাচী-প্রতীচীর এই সকল মতবাদ পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া মানব-ধর্ম্মের কথার যে সকল ভাঙ্গা গড়া করিতেছে, তাহা হইতে আমাদের আলোচ্য মানবের পরমধর্ম্মের বাণী সম্পূর্ণ পৃথক্। এই জন্যই মানব-সাধারণের ধর্ম্মের কথা না বলিয়া অতিমর্ত্ত্য মানবের পরম-ধর্ম্মই আমাদের আলোচনার বিষয়।

সাধারণ মানব মানবের পরমধর্ম্মের কথা প্রথম মুখে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না। কারণ প্রাণি-জগৎ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই তাহাদের উপাস্য দেবতারূপে বরণ করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর সার্ব্বজনীন মানব-ধর্ম্মের হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য শাস্ত্রে নানারূপ অনুশাসনের ব্যবস্থা আছে। যাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্পৃহা যতটা অধিক বা কম, তাহাদের অধিকারে তদনুরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা শাস্ত্র ব্যবস্থিত হইয়াছে।

শাস্ত্র মানবের বিমুখতা-রোগের নিদান-গ্রন্থ। আর আচার্য্য বা সদ্‌গুরু তাহার বৈদ্য। বিশ্ব-মানব রোগী ; রোগী কখনও নিজ-রোগের চিকিৎসা নিজে করিতে পারে না। সময়ে সময়ে তাহার নিজ-রোগ সারাইবার সাধ হয় বটে, কিন্তু নিজেই নিজের রোগের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে গিয়া রোগ-বৃদ্ধির উপকরণগুলিকেই 'ঔষধ' এবং পুষ্পিত পথ্যের ব্যবস্থা-বিজ্ঞানকেই 'শাস্ত্র' বলিয়া বরণ করে। এই জন্যই সদ্‌বৈদ্য বা অকৃত্রিম সদ্‌গুরুর একান্ত প্রয়োজনীয়তা। রোগী যদি নিদান-গ্রন্থ বা চিকিৎসা-পুস্তক দেখিয়া নিজেই নিজের রোগ সারাইতে পারিত, তাহা হইলে চিকিৎসক বা সদ্‌বৈদ্যসম্প্রদায়কে ধরাধাম হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। আবার রোগের ধর্ম্মবশতঃ রোগী সেইরূপ বৈদ্যেরই অনুসন্ধান করে, যিনি তাহার রোগ সারাইবার ছলনায় রোগ-বৃদ্ধির পুষ্পিত উপকরণগুলির উপরই ঔষধের লেবেল লাগাইয়া দিতে পারেন। যদিও রোগী রোগের ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাই করে এবং ব্যাধি-প্রশমক ঔষধের প্রার্থনাই করে, তথাপি রোগের এমনই স্বাভাবিক দুর্দ্দমনীয় লক্ষণ যে, কুপথ্য এবং রোগবৃদ্ধিকারক উপকরণগুলিতেই তাহার ঔষধ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। রোগ-জনিত কষ্ট নিজেকেই সহ্য করিতে হইবে, চিকিৎসককে তজ্জন্য কিছু ভোগ করিতে হইবে না, —ইহা জানিয়াও রোগের স্বাভাবিক লক্ষণ-বশতঃ যেসকল উপকরণে তাহার ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, রোগী তাহাকেই ঔষধ ও পথ্য মনে করিয়া নিজের মনকে নিজেই ভোগা দিতে চাহে।

বিশ্ব-মানবের এই দুরারোগ্য রোগ চিকিৎসার জন্য ভগবান্ ব্যাসদেব স্বয়ং বহু শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। ভগবানের নিঃশ্বসিত অপৌরুষেয় বাণী জগতে বেদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের যে পুরাণাদি শাস্ত্র-সঙ্কলন, তাহা শ্রুতিতে যে পুরাণাদির কথা শ্রুত হয়, সেই বেদ-পূর্ব্বযুগের পৌরাণিক আখ্যায়িকারই পরবর্ত্তী যুগোচিত প্রচলিত ভাষায় সঙ্কলন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বয়ং বহু বেদানুগ শাস্ত্রের বিস্তার করেন। তাঁহারই বৈভব বা বিস্তাররূপে যে-সকল মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের মূল ভাণ্ডারের কথাসমূহ সঙ্কলন করেন, তাঁহারাও অনেকে 'ব্যাস' নামে খ্যাত হন। কেবল অতীত কালে নহে, যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শ্রৌত-বাণী অবলম্বন করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারাও বর্ত্তমানে এবং অনন্ত ভবিষ্যতে বিভিন্ন ব্যাস নামে খ্যাত হইতেছেন ও হইবেন। সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের একমাত্র রাজকীয় টাকশাল হইতে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রাসমূহ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন। যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের রাজকীয়—অর্থাৎ স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের

নিজস্ব বলিয়া কথিত বাণীর রাজকোষ হইতে মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া কল্পিত কৃত্রিম মুদ্রাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মেকী অশ্রৌত মুদ্রা সাত্বতসমাজে গৃহীত হয় নাই ; কেন না, সেই মুদ্রাদ্বারা মানবের পরমধর্ম্মের জীবন-স্বরূপ আহার্য্য-দ্রব্য সংগৃহীত হইতে পারে না।

বিভিন্ন ব্যাস মানবের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই বিভিন্ন বৃত্তির অধিকারে উক্ত ত্রিবিধ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণাদি রচনা করিয়াও তৃপ্ত না হওয়ায় শ্রীনারদের উপদেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতে আগত শ্রৌত সিদ্ধান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক অমল পারমহংসী-সংহিতা বা নিগু'ণ পুরাণ রচনা করেন। তাহাই সাত্বত আচার্য্যগণের দ্বারা সমস্বরে বেদের ব্যাখ্যা, সমস্ত শ্রুতির সার মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক গ্রন্থ, সমস্ত পুরাণের সারভাগ এবং গায়ত্রী ও ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য প্রমাণ-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।*　　( ক্রমশঃ )

### *Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'*

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication : Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name : Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj—( temporarily appointed as Printer & Publisher )
   Nationality : Indian
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
   Nationality : Indian
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutt-26

I, Smd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1998

* "অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥"
"পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভাগবতোদিতঃ ॥"　( গারুড়ে )

# মহিষী-হরণ লীলা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠার পর ]

পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণের উক্তির যথাশ্রুত অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া, 'মহিষী হরণ সম্বন্ধে শ্রীপরাশর ঋষি ও মৈত্রেয় ঋষিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।'

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যাদবগণ অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্ত এবং রামকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে একমাত্র ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন, সেই সকল স্বামিহীনা মহিষীগণকে লইয়া আসিতেছিলেন। পথে ম্লেচ্ছ গোপদস্যুগণ স্বামিহীনা স্ত্রীগণকে অর্জ্জুন লইয়া যাইছেন দেখিয়া দস্যুদিগের বড়ই লোভ উপস্থিত হইল। তখন অত্যন্ত পাপাচারী, লোভোপহতচেতা ও অত্যন্ত দুর্ম্মদ গোপদস্যুগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল। এই অর্জ্জুন একাকী ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ভর্ত্তৃহীনা রমণীগণকে লইয়া যাইতেছে, অতএব তোমাদের বল ও বীর্য্য ধিক্। এই অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে। গ্রামবাসীদিগের পরাক্রম জানে না। ওহে মহাবল পুরুষগণ! যষ্টি গ্রহণ কর। এই দুর্ম্মতি অর্জ্জুন তোমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিয়া যাইতেছে। অনন্তর দণ্ডই যাহাদের অস্ত্র, সহস্র সহস্র গোপদস্যুগণ কেহ বা যষ্টি, কেহ বা লোষ্ট্ররূপ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই ভর্ত্তৃহীনা রমণীগণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন কুন্তিপুত্র অর্জ্জুন নিবৃত্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে সেই দস্যুগোপগণকে বলিলেন—ওরে ধর্ম্মজ্ঞানরহিত দস্যুগণ! তোমরা যদি মরিতে ইচ্ছা না কর, তবে একর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও।

হে মৈত্রেয়! দস্যুগণ অর্জ্জুনের বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া ধন ও কৃষ্ণের পরিবারস্থ রমণীগণকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাশক্তিশালী অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষীণ সেই দিব্যধনুঃ গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তারপর তিনি কষ্টে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন বটে; কিন্তু তাহা পুনর্ব্বার শিথিল হইয়া পড়িল। অর্জ্জুন তৎকালে চিন্তা করিয়াও অস্ত্রসমূহের মন্ত্রাত্মক প্রয়োগ স্মরণ করিতে পারিলেন না।

"চকারং সজ্যং কৃচ্ছ্রাচ্চ তচ্চাভূচ্ছিথিলং পুনঃ।
ন সস্মার তথাস্ত্রাণি চিন্তয়ন্নপি পাণ্ডবঃ॥"

—বিঃ পুঃ ৫।৩৮।২২

গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ক্রোধান্বিত হইয়া দস্যুগণের প্রতি যে শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে তাহাদের গাত্রের চর্ম্মমাত্র বিদীর্ণ হইল, কোন মতেই শরবিদ্ধ হইল না।

"শরান্ মুমোচ বৈ তেষু পার্থো বৈরিষ্বমর্ষিতঃ।
ত্বগ ভেদং তে পরং চক্রুরস্তা গাণ্ডীবধন্বনা॥"

—ঐ ২৩

যে সময় অগ্নির অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল ও যে সময় খাণ্ডববনদাহ হয়, সেই সময় অগ্নি অর্জ্জুনকে যে সমুদায় অক্ষয় শরসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন, গোপালগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তৎসমুদায়ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া শেষ হইল। অনন্তর অর্জ্জুনের সম্মুখেই দস্যুগণ কামের বশবর্ত্তী হইয়া পরমাসুন্দরী রমণীদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কোন মহিষী সম্মতা হইয়া নিজের ইচ্ছাতেই তাহাদের অনুগমন করিল।

"মিষতঃ পাণ্ডুপুত্রস্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
আভীরৈরপকৃষ্যন্তঃ কামাচ্চান্যা প্রয়ব্রজুঃ॥"

—বিঃ পুঃ ৫।৩৮।২৬

যখন অর্জ্জুনের বাস সমুদায় নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন তিনি শরাসনের অগ্রভাগের দ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দস্যুগণ তাঁহার সেই প্রহারে, ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক, হাস্য করিতে করিতে; অর্জ্জুনের সমক্ষেই ম্লেচ্ছগণ রূপবতী যাদবকামিনীদিগকে লইয়া যথা ইচ্ছা গমন করিল।

"প্রেক্ষতশ্চৈব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধকবরস্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছা সমস্তান্মুনিসত্তম॥"

—বিঃ পুঃ ৫।৩৮।২৮

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তখন অর্জ্জুন অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—হায়!

কি কষ্ট ! কি কষ্ট ! সেই ভগবান আমায় বঞ্চনা করিলেন। আমার অর্জ্জুনত্ব সেই বাহুদ্বয়, সেই মুষ্টি ও সেই স্থান সকলই বর্ত্তমান্, আমিও সেই অর্জ্জুন, কিন্তু হায় ! সেই শুভ অদৃষ্টের ন্যায় কৃষ্ণ ব্যক্তিরেকে আজ সকলেই অসারতা প্রাপ্ত হইল। আমার অর্জ্জুনত্ব ও ভীমের ভীমত্ব, সকলেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ; নচেৎ সেই হরি শ্রীকৃষ্ণের অভাবে আভীর দস্যুগণ কর্ত্তৃক আমি কি প্রকারে পরাজিত হইলাম।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণকে, ম্লেচ্ছ গোপদস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহরণ করা বুঝা যায় এবং মৈত্রেয় ঋষিকে, শ্রীপরাশর ঋষিও তাহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু আভীর দস্যুগণের **শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিকে অপহরণ করা কি সম্ভব ? এবং** পূর্ব্বোক্ত ২৬ শ্লোকানুসারে জানা যায় যে, কোন কোন মহিষী কর্ম্মচারিণী হইয়া স্বেচ্ছায় গোপদস্যুগণের সহিত গমন করিয়াছিল। "কামাচ্চান্যা প্রবব্রজুঃ"। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ সবাই পতিব্রতা শিরোমনি, সুতরাং তাহারা পরপুরুষ দস্যুগণের সহিত স্বেচ্ছায় গমনের কথা চিন্তা করা যায় না বা ভাবিতেও পারি না।

যে সব মহিষীগণকে ম্লেচ্ছ গোপদস্যুগণ অপহরণ করিয়াছিল, ত্রিকালজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ শ্রীবেদব্যাস মুনি দুঃখার্ত্ত অর্জ্জুনকে তাহাদের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ; তাহা বিষ্ণুপুরাণোক্ত অনুসারে উদ্ধৃত করিতেছি—

অর্জ্জুনের সম্মুখ হইতেই সেই গোপদসুগণ স্বামিহীনা সম্মানিতা মহিষীগণকে লইয়া প্রস্থান করিলে পর অর্জ্জুন অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে মথুরা নামক পুরীতে উপস্থিত হইয়া যাদবনন্দন শ্রীব্রজকে সেই রাজ্যের অধিপতি করিলেন। অনন্তর তিনি দুঃখার্ত্ত চিত্তে বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, তথায় ভগবান্ ব্যাসদেবকে দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। মহর্ষি, ব্যাসদেব, অর্জ্জুনকে চরণতলে প্রণাম করিতে দেখিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত এতদূর শ্রীহীন হইয়াছ ? তুমি কি রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করিয়াছ ? অথবা ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকী হইয়াছে ? তুমি এক্ষণে কি জন্য ঈদৃশ শ্রীহীন হইলে ? এইপ্রকার বহু প্রশ্ন অর্জ্জুনকে করিলেন।

পার্থ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন হে ভগবান্ ! বলিতেছি, শ্রবণ করুন, এই কথা বলিয়া, আপনার পরাভব বিশয়ক সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহর্ষে ! আমি সেই কৃষ্ণের সহস্র সহস্র পরিবারস্থ রমণীগণকে আনিতেছিলাম, দস্যুগণ লগুড় অস্ত্র দ্বারা আমাকে পরাজয় করিয়া আসার সম্মুখেই তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেল আমি যত্ন করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না।

"স্ত্রীসহস্রান্যনেকানি মন্নাথানি মহামুনে।
যততো মম নীতানি দস্যুভির্লগুড়ায়ুধৈঃ ।।
আনীয়মানমাভীরৈঃ কৃষ্ণ ! কৃষ্ণাবরোধনম্।
হৃতং যষ্টিপ্রহরনৈঃ পরিভূয় বলং মম ।।"

—বিঃ পুঃ ৫।৩৮।৫০১

হে মহামুনে ! আমি কৃষ্ণের যে সকল অন্তঃ পুরচারিণী রমণীদিগকে আনিতেছিলাম। দস্যুগণ যষ্টি প্রহারে আমাকে পরাভব করিয়া তাহাদিগকে হরণ পূর্ব্বক লইয়া গেল। অতএব আমি যে শ্রীহীন হইয়াছি, ইহা আশ্চর্য্য নহে। পিতামহ ! আমি অতীব নিলর্জ্জ, আমি নীচ লোকের নিকট অবমানিত ও কলঙ্কিত হইয়া এখনও যে জীবন ধারণ করিতেছি, ইহাই অদ্ভুত।

বেদব্যাস বলিলেন হে পার্থ ! তুমি লজ্জিত হইও না, তোমার শোক করাও উচিত নহে, সর্ব্বভূতেই কালের এপ্রকার গতি, ইহা অবগত হও। কালই মনুষ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গকারী। এ সকলই কালমূল।

ইহা বুঝিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর। তুমি যে একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণাদি নৃপতিগণকে বিনাশ করিয়াছ, তাহা কি তাঁহাদের কালকৃত হীনবলের নিকট পরাভব নহে ? তুমি যে কৌরবগণকে বিনাশ করিয়াছ এবং তোমাকে যে গোপদস্যুগণ জয় করিয়াছে, ইহা সকলেই সর্ব্বভূতময় শ্রীহরির লীলাবিলাস মাত্র জানিবে।

হে অর্জ্জুন দস্যুরা স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে বলিয়া যে তুমি তাহাদিগের প্রতি শোক করিতেছ, আমি ইহার যথাযথ বিবরণ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ-

পূর্ব্বক বৃথাশোক হইতে বিরত হও। এবম্প্রকার সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক মহিষীগণকে গোপদস্যুগণ হরণ করিয়াছিল, তাহাদের স্বরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"অষ্টাবক্রঃ পুরা বিপ্রো জলবাসরতোঽভবৎ।
বহূন্ বর্ষগণান্ পার্থ ! গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।।"
—বিঃ পুঃ ৫।৩৮।৭১

হে পার্থ ! পূর্ব্বকালে অষ্টাবক্র নামে মহর্ষি জলে বাস করিয়া বহুবর্ষ ব্যাপিয়া সনাতন ব্রহ্মের তপস্যা করিতেছিলেন। এই সময় দেবগণ অনেক অসুরকে জয় করেন, সেই কারণে সুমেরু পর্ব্বতে তখন এক বিজয় মহোৎসব হয়। হে অর্জ্জুন ! সেই মহোৎসবে গমন করিতে করিতে রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি নিরুপমরূপবতী শত শত সহস্র সহস্র সুরাঙ্গনারা পথিমধ্যে ঐ মহাত্মা ঋষিকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিনয়াবনত অপ্সরাগণ তাঁহারা স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন সেই জটাভারধারী মুনিকে সাদরে প্রণাম করিলেন। সেই ব্রাহ্মণদিগের বরণীয় অষ্টাবক্রমুনিকে যে যে প্রকার প্রসন্ন হইতে পারেন, ঐ অপ্সরাগণ সেই সেই প্রকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের স্তবে প্রসন্ন হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

"প্রসন্নোঽহং মহাভাগা ভবতীনাং যদিষ্যতে।
মত্তস্তদব্রিয়তাং সর্ব্বং প্রদাস্যাম্যতি দুর্ল্লভম ।।
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাস্তং বৈদিক্যোঽপসরসোঽব্রুবন।
প্রসন্নে ত্বয্যপর্য্যাপ্তং কিমস্মাকমিতি দ্বিজ ।।"
—বিঃ পুঃ ৫।৩৮।৭৬-৭৭

অষ্টাবক্র কহিলেন, মহাভাগ রমণীগণ ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। যদি কোন দুর্ল্লভ বস্তু চাও তাহাও আমি প্রদান করিতে সম্মত আছি। অনন্তর রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বৈদিক অপসরোগণ কহিতে লাগিলেন। আপনি প্রসন্ন হইলে আমাদের পক্ষে কোন অপ্রাপ্য কি থাকিতে পারে ?

"ইতরাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র ! প্রসন্নো ভগবান্ যদি।
তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তং বিপ্রেন্দ্র ! পুরুষোত্তমম্ ।।"
—ঐ ৫।৩৮।৭৮

অন্যান্য অপ্সরাগণ বলিলেন—আপনি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, পুরুষোত্তম বিষ্ণু যেন আমাদের স্বামী হন।

"এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা উত্ততার জলান্মুনিঃ।
দদৃশুস্তাস্তমুত্তীর্ণং বিরূপং বক্রমষ্টধা ।।"

ব্যাসদেব কহিলেন, মহর্ষি অষ্টাবক্র তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক জল হইতে উঠিলেন। তখন অপ্সরাগণ দেখিলেন যে, তিনি অষ্ট স্থানে বক্র ও অতীব কুৎসিত। অপ্সরাগণ তাঁহাকে বিরূপ দেখিয়া যত্ন করিয়াও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি তখন কুপিত হইয়া যাঁহাদের হাস্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, তোমরা আমাকে বিরূপ দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক অবমাননা করিলে, অতএব আমি তোমাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা আমার অনুগ্রহে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে পতিত্বে লাভ করিয়া পরে আমার শাপ অনুসারে সকলেই দস্যুহস্তে পতিত হইবে।

"যস্মাদ্বিরূপং মাং জ্ঞাত্বা হাসাবমাননা।
ভবতীভিঃ কৃতং তস্মাদেষ শাপং দদামি বঃ ।।
মৎ প্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তং পুরুষোত্তমম্।
মচ্ছাপোপহরতাঃ সর্ব্বা দস্যুহস্তং গমিষ্যথ ।।"
—ঐ ৫।৩৮।৮১-৮২

বেদব্যাস কহিলেন, অপ্সরাগণ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। মুনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তোমরা দস্যুহস্তে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করিতে পারিবে। অপ্সরাগণ এইরূপে মহর্ষি অষ্টাবক্রের শাপ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণরূপী বিষ্ণুকে ভর্ত্তাস্বরূপ লাভ করিয়া পরিশেষে দস্যুহস্তে নিপতিত হইয়াছেন। তুমি এবিষয়ে এক্ষণে অণুমাত্রও শোক করিও না। অখিলনাথ বিষ্ণুই সমুদায় উপসংহার করিয়াছেন।

"এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশব।
ভর্ত্তারং প্রাপ্য তা দস্যুহস্তং যাতা বরাঙ্গনা ।।"
—ঐ ৮৪

অপ্সরাগণ এইরূপে মহর্ষি অষ্টাবক্রের শাপ অনুসারে কৃষ্ণকে ভর্ত্তাস্বরূপ লাভ করিয়া পরিশেষে দস্যুহস্তে নিপতিত হইয়াছেন। হে পার্থ ! তুমি এ-

বিষয়ে এক্ষণে অণুমাত্রও শোক করিও না। শ্রীবেদ-ব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহিষীগণের স্বরূপ পরিচয় জ্ঞাত হইয়া অর্জ্জুন শান্তি লাভ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্মা দেবগণকে বলিয়াছিলেন—

"বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥"
—ভাঃ ১০।১।২৩

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিলেন—সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ লীলা করিবেন, তাঁহার প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত "তৎ-প্রিয়ার্থং তদ্ভক্ত্যর্থ সুরস্ত্রিয় সম্ভবন্তু" অর্থাৎ তাঁহার বিবিধ লীলা প্রদর্শনের জন্য দেবরমণীগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করুন।

বাস্তবেতে শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্দ্ধান-লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি নিজের স্বরূপশক্তিসহিতই অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকটনের সময় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে সেই মুনির শাপগ্রস্ত দেবরমণী অপ্সরাগণই শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের দেহে প্রবেশ করিয়া সেবা করিতেছিল, সবার অদৃষ্টে সেই দেবরমণীগণকে নিজস্বরূপশক্তি মহিষীগণের দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া মায়ারচিত দেহ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরূপেই সবার নিকট প্রতিভাত করাইলেন। সেই অষ্টাবক্র মুনি কর্ত্তৃক শাপপ্রাপ্তা দেবরমণী অপ্সরাগণই ম্লেচ্ছ, গোপদস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া মহর্ষি অষ্টাবক্রের শাপ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহর্ষির শাপ-বাক্য সত্যে পরিণত করিবার জন্য এই মহিষী-হরণ লীলাও তাঁহার মায়ারই রচিত কৌশল মাত্র ছিল, বাস্তবিক সত্য ছিল না।

বেদে বলিয়াছেন—"বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" সুতরাং যিনি বিশ্বের পালক, রক্ষক কর্ত্তা, তাঁহার লীলা ক্ষুদ্রজীব ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা জানিবেন কেমনে বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ।
জানন্তি পরমেশ্বরস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
—বিঃ পুঃ ১।৯।৫৩

সকল শাস্ত্রের সারস্বরূপ বেদ-বেদান্তশাস্ত্র যাহার বদন হইতে বিনির্গত হইয়াছে সেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ক্ষীরোদসাগরতীরে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিভাবে বলিয়াছেন—সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে দেবতারা জানেন না, মুনিগণ জানেন না; আমি স্বয়ং জানি না এবং মহাদেবও জানেন না। বাস্তবিক ভগবত্তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাঁহারা জ্ঞান-বানগণের চূড়ামণি, তাঁহারাও সেই নিখিলেশ্বরের লীলাক্রিয়া সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতাদেরও যখন দুঃসাধ্য, তখন ক্ষুদ্র-জ্ঞানবান্ মানুষ তো কোন্ ছার।

"শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের মৌষল-লীলা, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান লীলা, কেশাবতার ও মহিষীহরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা সমস্তই মিথ্যা, নিত্য অপ্রাকৃত লীলা নহে। মূঢ়মতি প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুর লোকদিগের মোহ ও ভ্রমোৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঐগুলি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।"—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী অনুভাষ্যে বলিয়াছেন।

## আসাম প্রদেশে গোয়ালপাড়াসহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মাসব্যাপী দামোদরব্রত পালন—ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ প্রত্যহ নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর ]

( ২৩ ) সহরে নগর সংকীর্ত্তন। হলুকান্দা-পাহাড়ে শ্রীনৃসিংহমন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য। তথায় ভক্তগণ উক্‌মা প্রসাদ ও নৃসিংহদেবের পরমান্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপক—শ্রীনীরদ দাস

( ২৪ ) গোয়ালপাড়া জেলার মালাধরায় নগর-সংকীর্ত্তন। তিনটী রিজার্ভবাসে ও দুইটী মোটরযানে যাওয়া হয়। শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারীর গৃহে পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য। খিচুড়ী, লাফরা, পরমান্ন, পাঁঠা প্রভৃতির দ্বারা ভক্তগণের সেবা বিধান করা হয়। পূর্ব্বের ন্যায় বাংলা ও হিন্দীতে ভাষণ প্রদত্ত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের আবির্ভাব স্থান ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ দর্শন করেন। ব্যবস্থাপকগণ—শ্রীকিরণ দাসাধিকারী, শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারী, শ্রীপুষ্পগোপাল দাসাধিকারী

( ২৫ ) সহরে নগর সংকীর্ত্তন। পুনঃ মঠের অতিথিভবনে পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য এবং ব্রতপালনকারী ভক্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী নরনারী গণকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা ( পুরী, আলুরদম, পরমান্ন প্রভৃতি ) পরিতৃপ্ত করা হয়।

( ২৬ ) গোয়ালপাড়া জেলার অগিয়াতে নগর সংকীর্ত্তন। দুইটী বড়বাস, একটী মিনিবাস এবং দুইটী মোটরকারে যাওয়া হয়। আগিয়া সহরের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহরেশ্বর সূত্রধর মহোদয় তাহার গৃহে খিচুড়ী প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। সভা অনুষ্ঠিত হয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে সভামণ্ডপে। ব্যবস্থাপক শ্রীহরেশ্বর সূত্রধর।

(২৭) গোয়ালপাড়া জেলায় ঠাকুরভিলা-বরজোড়ায় নগর-সংকীর্ত্তন। তিনটী বাসে ও একটী মোটরযানে ভক্তগণ যান। শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারীর গৃহে পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য ও উক্‌মা প্রসাদ গ্রহণ। শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ শ্রীমধুমঙ্গল দাসাধিকারীর গৃহে শুভপদার্পণ করেন।

(২৮) গোয়ালপাড়া জেলায় 'দুধনৈ'তে নগর-সংকীর্ত্তন। তিনটী রিজার্ভবাসে ও একটী মোটরযানে যাওয়া হয়। স্থানীয় শিবমন্দিরের সম্মুখে বৃক্ষরাজির তলে ছায়ায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসাদ পাওয়া হয় নূতন সংস্থাপিত মন্দিরে সহরের বাহিরে। মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীভাগ্যদাস ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে ছিলেন।

( ২৯ ) গোয়ালপাড়া জেলায় ধনুভাঙ্গায় নগর-সংকীর্ত্তন। ৪টী বড় বাস, একটী মিনি বাস ও দুইটী মোটরযানে যাওয়া হয়। পথে দরংগিরিতে ২০ মিনিট অবস্থান করা হইয়াছিল। বহু ভক্ত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। গৌহাটী মঠের পূজারী শ্রীপ্রাণগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বাশ্রমের গৃহপ্রাঙ্গণে সভা অনুষ্ঠিত এবং মধ্যাহ্নকালীন বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করা হয়। মহারাজদ্বয়ের ভাষণ ব্যতীত শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভুও অসমীয়া ভাষায় বলেন।

(৩০) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব অধিবাস তিথিবাসরে শ্রীমঠে প্রাতঃকালীন ও পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য সমাপনান্তে শ্রীমঠ হইতে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রার অগ্রে দুইটী সুসজ্জিত হাতী, তৎপশ্চাতে ব্যাণ্ডপার্টি, ঢোলপার্টি, রাভা কৃষ্টি পার্টি, তিনটি সুসজ্জিত পাল্কীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চা, নৃত্যকীর্ত্তনরত সাধুগণ ও তৎপশ্চাতে পুরুষ ও মহিলা সহস্রাধিক ভক্তগণ। গুয়াহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ রিজার্ভবাসে গুয়াহাটীর পুরুষ মহিলা ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে গোয়ালপাড়ায় পৌঁছিয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগ দেন। স্থানীয় নরনারীগণ বিরাট অভিনব শোভাযাত্রা দেখিয়া বিস্মিত হন। যুবকগণ পর্য্যন্ত বিপুল সংখ্যায় প্রবল উৎসাহে সংকীর্ত্তন করেন। সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শোভাযাত্রা মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে ফিরিয়া আসে।

শ্রীদামোদরব্রতকালে বিভিন্ন দিনে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে আনুকূল্যবিধানকারী ভক্তগণের নাম—

১। শ্রীমদনলাল গুপ্তা, জম্মু
২। শ্রীমতী অরুণা কর, কলিকাতা
৩। শ্রীধীরললিত দাসাধিকারী, মোঘো বালাচারি, গোয়ালপাড়া জেলা
৪। শ্রীমধুমঙ্গল দাসাধিকারী ( শ্রীমদনমোহন দাস ), ঠাকুরভিলা, গোয়ালপাড়া জেলা
৫। শ্রীগোপাল সাহা, ২নং কলোনী, গোয়ালপাড়া সহর
৬। শ্রীযোগেশ সাহা, ২নং কলোনী, গোয়ালপাড়া

সহর, শ্রীনরেশ ঘোষ, অশোকনগর, গোয়াল-পাড়া

৭। শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (ডাঃ রামকৃষ্ণ দেবনাথ), কোকরাঝাড়, (আসাম)

৮। শ্রীঅনিল ঘোষ (রেণুবাবু), শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ, গোয়ালটুলী, গোয়ালপাড়া সহর

৯। শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীকানাইলাল সাহা প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ, আগরতলা (ত্রিপুরা)

১০। দেরাদুনের মহিলা ভক্তবৃন্দ

১১। শ্রীমতী বেলা দে, কলিকাতা

শ্রীমঠের গৃহাদি ও অতিথিভবনের নির্ম্মাণকার্য্য, শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরের কার্য্য, পাল্কী নির্ম্মাণকার্য্যে বিশেষভাবে যত্ন করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রঞ্জন যাচক মহারাজ (গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক), গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-জীবন অবধূত মহারাজ, আগরতলা মঠের শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী ও শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ও পূজারী শ্রীদীনতারণদাস ব্রহ্মচারী। রন্ধনশালার আনুকূল্য বিধান করেন শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসাধিকারী। শ্রীল আচার্য্যদেবের কক্ষের নির্ম্মাণ ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন, কারুকার্য্যখচিত সিংহাসন, খাট-পালঙ্ক পাল্কী নির্ম্মাণকার্য্য শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী করিয়া বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হন। খাট-পালঙ্কের আনুকূল্য বিধান করেন বরদামালের শ্রীদেবানন্দ দাসাধিকারী।

১৫ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর শনিবার শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। শতাধিক উপচারে ভোগ নিবেদিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন শ্রীল আচার্য্যদেব। শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকৃত শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন। গোবর্দ্ধনের নিকটে নিবাসের জন্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকৃত প্রার্থনা পঠিত হয়। গোবর্দ্ধন পূজানুষ্ঠানের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা এবং গোপূজাও অনুষ্ঠিত হয়। সহস্রাধিক নরনারী শ্রীঅন্নকূট ভোগ দর্শন করিয়া উল্লসিত হন। উপস্থিত সকল ভক্তগণকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২৫ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাবতিথি উপলক্ষে সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সহরের নরনারীগণ ব্যতীত গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক যথাবিহিতভাবে গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ভক্তগণ সিংহাসনে সংস্থাপিত শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চায় ক্রমানুযায়ী পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা পরিক্রমা করেন। ব্রতানুকূল ফল মূল প্রসাদ পরিবেশিত হয়। পরদিন মহোৎসবানুষ্ঠানে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। রাত্রিতে সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীল গুরুদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীল গুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করেন বাংলা, অসমীয়া ও হিন্দী ভাষায়। শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী পাহাড়ীভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে রাভা ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ এবং সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ বৈষ্ণবগণের ও অতিথিগণের সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থায় মুখ্যদায়িত্বে ছিলেন। গোলাঘাটের ডাঃ দেবকীনন্দন দাসাধিকারী বাজার-কার্য্য সম্পাদন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, শ্রীদীনতারণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদামোদরদাস ব্রহ্মচারী (দামো), শ্রীপুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীরাধারমণদাস ব্রহ্মচারী (রবিন্), শ্রীনারায়ণ বৈশ্য, শ্রীরতন সাহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় দামোদর-ব্রতানুষ্ঠান মহোৎসবাদি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

১২ নভেম্বর বুধবার মঠের পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী ভক্ত শ্রীনারায়ণ বৈশ্যের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন; হরিকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়।

১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

প্রচার পর্য্যটক মহারাজের প্রার্থনায় ও ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব একটী বড়বাস, একটী মিনিবাস ও একটী মোটর যানে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় মঠ হইতে যাত্রা করতঃ পঞ্চরত্ন পাহাড় সংলগ্ন ঘাট হইতে ষ্টীমারের সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া বেলা ১০টায় সরভোগ মঠে পৌঁছেন। একটী বাস এক ঘন্টা বিলম্বে পৌঁছে। মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনান্তে গোয়ালপাড়া মঠে অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় সকলে ফিরিয়া আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব, সাধুগণ ও ভক্তগণ সরভোগ মঠের বহুমুখী শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। উক্ত দিবস গোয়ালপাড়া সহরে রাত্রি ৭ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব মঠ হইতে সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বাসযোগে কলিতাপাড়াস্থিত শ্রীবংশীদাস সাহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ নভেম্বর রাসপূর্ণিমা তিথিতে ৪০ মূর্ত্তি নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। উক্ত দিবস রাত্রিতে স্থানীয় হরিসভায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসংঘসহ গোয়ালপাড়া হইতে গুয়াহাটী পৌঁছিয়া এক রাত্রি গুয়াহাটী মঠে অবস্থান করতঃ ১৬ নভেম্বর বিমানযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধিকারী, দক্ষিণগণকগুড়ি, সরভোগ ( আসাম ) ঃ—**

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের নিকট বাল্য বয়সে ইং ১১ই জুন ১৯৫৯, বাংলা ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ সালে হরিনামপ্রাপ্ত শিষ্য এবং পরবর্ত্তীকালে বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট বাং ২০শে অগ্রহায়ণ ১২৯৮ ইং ২২শে নভেম্বর ১৯৯১ সনে কৃষ্ণমন্ত্রে দিক্ষীত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীপীতাম্বর দাসাধিকারী ( শ্রীপ্রিয়মাধব দাস ) বিগত ৭ই পৌষ (১৪০৪), ২৩ ডিসেম্বর (১৯৯৭) মঙ্গলবার কৃষ্ণা নবমী তিথিতে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে সরভোগে দক্ষিণগণকগুড়িস্থিত বাসগৃহে স্বধাম প্রাপ্ত হন। তিনি স্বধামপ্রাপ্তিকালে স্ত্রী, দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বধামগত পিতার নাম শ্রীফটিক চন্দ্র দাস। ইহার জন্ম ৭ আশ্বিন, ১৩৫৬ এবং স্বধামপ্রাপ্তির তারিখ ৭ পৌষ ১৪০৪। ইহার জননী মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা। ইনি নিষ্কপট বিশ্বাসী সেবক ছিলেন। শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দপ্রভু ও শ্রীভগবান দাস প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তির পর ইনি অল্প বয়সেও মঠের অভিভাবকরূপে কার্য্য করিতেন। ইঁহার প্রয়াণে সরভোগ মঠের স্থানীয় শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকের অভাব হইল। ইনি প্রতি বৎসর তাঁহার গৃহে ধর্ম্মসভা ও মহোৎসবের আয়োজন করিতেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহে বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করিতেন। ১৯ পৌষ, ৪ জানুয়ারী রবিবার বৈষ্ণব বিধানমতে শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভুর পৌরোহিত্যে শ্রীমদ্ কিশোরী প্রভুর তত্ত্বাবধানে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য তাঁহার নিজ গৃহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। স্থানীয় ভক্তগণ ব্যতীত জালাহঘাটের বৈষ্ণবগণও এই বিরহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও মঠের সেবকগণ এবং গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজও বিরহানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধিকারীর অকস্মাৎ প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ, বিশেষতো সরভোগ গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ বিরহ-সন্তপ্ত।

# বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সমাচার

[ ৬ ]

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১৩ পৃষ্ঠার পর ]

৯ জুন সোমবার অধ্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের ব্যবস্থায় তাঁহার মোটরযানে স্কার্সডালে ১৪৭, মুরল্যাণ্ড ড্রাইভস্থিত গুজরাটী সজ্জন শ্রীজয়সুখলাল বলসারের গৃহে সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুর লক্ষণ ও সাধুসঙ্গের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একঘণ্টা বলেন। সমুপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণ ভাষণ শ্রবণান্তে তাঁহাদের রীতি অনুসারে বহু-প্রকার প্রশ্ন করেন। প্রশ্নসমূহের যুক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের গৃহে আফ্রিকা হইতে আগত ইস্কন প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় পূজারী শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগণের পূজা ও আরতি বিধান করিলেন। শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী (শ্রীভূপেন্দ্র) রন্ধন করিলে ঠাকুরের ভোগ হয়। সমুপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যা-য়িত করা হয়। শীতের সময় বরফ পড়ে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয় বলিয়া নিউইয়র্ক-সহরে গৃহের মেঝে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এবং উহা গালিচার দ্বারা আচ্ছাদিত। এই-হেতু কেহই ভূমিতে বসিয়া আহার করেন না, চেয়ার-টেবিলে বসিয়া আহার করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ভূমিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণের জন্য একটী কক্ষে পৃথক ব্যবস্থা হয়। গৃহের মালিক শ্রীজয়সুখলালজী এবং পূজারী শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত ভূমিতে বসেন। পূজারী দীর্ঘাকৃতি স্থূলকায় মর্য্যাদাশীল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কথোপকথনকালে পূজারী মার্কিণ-দেশের সামাজিক চিত্রের যেরূপ বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব হতভম্ব হইলেন, মার্কিণদেশে চরিত্রের কোনও বালাই নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সেবকগণ রাত্রি পৌনে বারটায় সকলে ফিরিয়া আসেন।

১০ জুন মঙ্গলবার পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ যে স্থান হইতে প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন, ২৬ সেকেণ্ড এভি-নিউস্থ ইস্কন প্রতিষ্ঠানে হরিকথার আয়োজন হয় সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায়। বহু ইস্কনের ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব একঘণ্টা ইংরাজীতে ভাষণ প্রদান করেন। ইস্কনের ভক্তগণ উক্ত প্রতি-ষ্ঠানের পশ্চাতে পুরাতন দ্বিতল ঘরের কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন উক্ত কক্ষে পরমপূজ্যপাদ স্বামী মহারাজ অবস্থান করিতেন। উক্ত দিবস শ্রীদেবদাস ঘোষের মোটর-যানে যাতায়াত করা হয়। ফিনিক্স হইতে শ্রীঅকিঞ্চনদাস প্রভু রাত্রি ১০ ঘটিকায় নিবাস-স্থানে আসিয়া পৌঁছেন।

১১ জুন বুধবার পূর্ব্বাহ্নে নিউ জার্সি এলাকায় টোওয়াকোস্থিত (Towaco) ইস্কন মন্দিরে যাওয়া হয়। সকলে মন্দিরের চারিপার্শ্ব ঘুরিয়া দেখেন। স্থানটী সুপ্রশস্ত, সেবকগণের থাকিবার ঘর আছে। বৃন্দাবনস্থ ইস্কনের গুরুকুলে অবস্থানকারী সেবকের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীমন্দিরে পূজা-পাঠাদি হওয়ার পর শ্রীল আচার্য্যদেব আধাঘণ্টা ইংরাজী ভাষায় 'নিরপরাধে নাম গ্রহণের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে ক্রমশঃ রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদি শ্রবণের অধিকার হয়—' বিষয়টী বুঝাইয়া বলেন। নিকট-বর্ত্তী আমন্ত্রণকারী ইস্কনের গৃহস্থভক্ত শ্রীজয়রাম দাসের গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করেন। শ্রীজয়রাম দাস তাঁহার তিনটী অল্পবয়স্ক সন্তানকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় তিনি খুবই বিব্রত।

উক্ত দিবস শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভাইর ব্যবস্থায় রাত্রি ৭ ঘটিকায় জার্সি সহরে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে সভার আয়োজন হয়। শ্রোতাগণ অধিকাংশ গুজরাটী-দেশীয় ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ভাষায় 'হরিনাম সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা' সম্বন্ধে একঘণ্টা বলেন। ভাষণের আদি ও অন্তে নামসংকীর্ত্তন এবং শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়।

১২ জুন বৃহস্পতিবার জার্সি সহরস্থ শ্রীরতিলাল পেটেলের গৃহে পূর্ব্বাহ্নে এবং উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। প্রচারপার্টীর সেবকগণ

কর্ত্তৃক ভাষণের আদি ও অন্তে হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

U. N. O ( আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান )—প্লাজা ( 777 United Nations' Plaza ) নিউইয়র্ক ঃ —উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে ( ১২ জুন মধ্যাহ্নে ) মার্কিণ-দেশীয় ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের মোটরযানে U. N. O প্লাজার একটী বহুতল ভবনের সপ্তত্রিংশ তলে ডিরেক্টর জেনারেলের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেব সাক্ষাৎ করতঃ বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে আলোচনা ও নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি লিখিত অভিমতও পেশ করেন। এই বিষয়ে উদ্যোগী হন পরমপূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শিষ্য শ্রীপল-এইচ্-শেরবাও (দীক্ষিত নাম শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস )। মিঃ পল ডিরেক্টর জেনারেলের এসিস্টেণ্ট। ডিরেক্টর জেনারেল আলোচনা শুনিয়া হৃদয়ের উল্লাসভাব ব্যক্ত করেন। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব বিশ্বশান্তি প্রার্থনা সমিতির ম্যানেজিং ডিরেক্টর 'শ্রীকাজুও সুগানুমা'র ( জাপানদেশীয় ) সহিত সাক্ষাৎ করতঃ বিশ্বে তাৎকালিক শান্তির জন্য সমস্ত দেশের প্রতিনিধি লইয়া শক্তিশালী বিশ্বশাসন রাষ্ট্র সংস্থাপনের প্রস্তাব এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তির বাণী অনুশীলন ও বিস্তারের দ্বারা বিশ্বে স্থায়ী শান্তি সংস্থাপনের অভিমত ব্যক্ত করেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের শুনিবার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা বুঝাইয়া বলিলে তিনি প্রভাবান্বিত হন। তাঁহার সহিত অপর একজন ইংরেজ মহিলা অফিসারও সমাগ্রহে শ্রবণ করেন। তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তায় জানা গেল তিনি ওয়াশিংটনের Temple of Understanding প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্তা। কলিকাতায় সাউদার্ন এভিনিউতে শ্রীবি-কে বিড়লার উদ্যোগে Temple of Understanding-এর যে বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলন হইয়াছিল, হিন্দুগণের পক্ষ হইতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ অন্যতম প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়া নিজ অভিমত ইংরাজী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত Temple of Understanding প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মিসেস হোলিস্টারের সহিত উক্ত মহিলা অফিসার বিশেষভাবে পরিচিত। Temple of Understanding-এর secretary ফিন্‌লে পি-ডান্ গুরুদেবকে আমন্ত্রণের জন্য ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বের সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও মহিলা অফিসার হৃদয়ের উল্লাস ভাব ব্যক্ত করেন। তাঁহারা WCRP ( World Conference of Religion and Peace )-র মুদ্রিত একটী গ্রন্থ শ্রীল আচার্য্যদেবকে সমর্পণ করেন।

**জার্সি সিটিতে নগর সংকীর্ত্তন**

১৩ জুন শুক্রবার অপরাহ্নে গুজরাটী ভক্তের বাড়ীতে পাঠকীর্ত্তনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-সংঘ ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভাইর ব্যবস্থায় জার্সি সহরে Indian Market ( ভারতীয় বাজার এলাকার ) শ্রীগোবিন্দ মন্দির হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্যকীর্ত্তন করতঃ অগ্রসর হইলে ভক্তগণ অনুগমন করেন। নগর-সংকীর্ত্তন মন্দিরে ফিরিয়া আসিলে শ্রীল আচার্য্যদেব 'নগর সংকীর্ত্তনের' মহিমা-বিষয়ে যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণসহ ভাষণ প্রদান করিলে সমুপস্থিত নরনারীগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। উক্ত নগর সংকীর্ত্তনে ও সভায় শ্রীদেবদাস ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। ( ক্রমশঃ )

# আসাম প্রদেশস্থ তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগ মঠে বার্ষিক-উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে ও শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরি-

চালনায় আসাম প্রদেশের ৪টি শাখামঠের তেজপুরে (১৬ মাঘ ১৪০৪, ৩০ জানুয়ারী ১৯৯৮ শুক্রবার হইতে ১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত), গোয়ালপাড়ায় (২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত), গুয়াহাটীতে (২৪ মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত), সরভোগ-চকচকা-বাজারে (১ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ৩ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত) বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে গত ২৬।১। ১৯৯৮ তারিখে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ (মায়াপুর), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, (কৃষ্ণনগর), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ (নবদ্বীপ), শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস (যোগেশ), শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ১০ মূর্ত্তি রওনা হইয়া পরদিন ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে আসাম বন্ধ থাকার দরুণ ও সরভোগ ষ্টেশনের সন্নিকটে উগ্রবাদিগণ কর্ত্তৃক বোমা বিস্ফোরণের ফলে তাঁহারা গুয়াহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৭ ঘণ্টা বিলম্বে বেলা ১টায় আসিয়া উপনীত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ২৮।১।৯৮ তারিখে কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন গুয়াহাটী মঠে আসিয়া পেঁ ৗছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ২৮।১।৯৮ তারিখে আগরতলা হইতে বিমানযোগে গুয়াহাটী মঠে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া পেঁ ৗছেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সমভিব্যাহারে ১৯।১।৯৮ তারিখে কলিকাতা হইতে বিমানযোগে আগরতলা মঠে গিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বিদেশে প্রচারে যাইবেন বলিয়া এবৎসর আসামে প্রচারে যাইতে পারেন নাই। তিনি আগরতলা হইতে বিমানে ২৬।১।৯৮ তারিখে কলিকাতা মঠে পেঁ ৗছিয়া ২৮।১।৯৮ তারিখে প্রাতের বিমানে দিল্লী যান। দিল্লী হইতে ২৯।১।৯৮ তারিখে রাত্রিতে তিনমূর্ত্তি সেবকসহ বিমানযোগে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজও ট্রেনযোগে গুয়াহাটী মঠে আসিয়া পেঁ ৗছিয়াছিলেন। গোয়ালপাড়া মঠের সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী গুয়াহাটী হইতে গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবে সেবানুকূল্যের জন্য চলিয়া যান।

**শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ**—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস (যোগেশ), শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নয় মূর্ত্তি মঠের সাহায্যকারী শ্রীপূর্ণানন্দ গগৈ মহোদয়ের মিনিবাসে ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী বুধবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় গুয়াহাটী মঠ হইতে রওনা হইয়া বেলা ১টায় তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ৩০ জানুয়ারী প্রাতে বাসযোগে গুয়াহাটী হইতে রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে তেজপুর মঠে আসিয়া পেঁ ৗছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ৩০ জানুয়ারী মধ্যাহ্নে গুয়াহাটী মঠে বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তিনি অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় গুয়াহাটী হইতে বাসযোগে রওনা হইয়া রাত্রি ৭-১৫টায় তেজপুর মঠে আসিয়া উপনীত হন। সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজও উৎসবে আসিয়া যোগ দেন।

তেজপুরস্থ শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তনভবনে দিবসত্রয় অপরাহ্নে ও ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের অসমীয়া ভাষায় প্রাত্যহিক

অভিভাষণ ব্যতীত ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী শনিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১৮ মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধা নয়নমোহন জীউর পূর্ব্বাহ্নে পূজা ও মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ আরতি ও অপরাহ্নে সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমর মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রী-যদুনন্দন দাস ( শ্রীযোগেশ )।

শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী, শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ( শ্রীপুলক সরকার ), পূজারী শ্রীভুবনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীবনওয়ারী লাল টিব্রেওয়ালা, শ্রীঈশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, শ্রীনকুলচন্দ্র পাল, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীস্বপন দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া ঃ** গুয়াহাটী হইতে আগত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ আদি ১২ মূর্ত্তি ও তৎসহ শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীব্রহ্মবিদ্ দাসাধিকারী, শ্রীপরেশ বড়ো মোট ১৫ মূর্ত্তি ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বাসযোগে রওনা হইয়া বেলা ১১-১৫ ঘটিকায় গুয়াহাটী মঠে আসিয়া উপনীত হন। পরদিন ৩রা ফেব্রুয়ারী গুয়াহাটী মঠের সেবক শ্রীপরিতোষ দাস সহ ১৬ মূর্ত্তি শ্রীপূর্ণানন্দ গগৈর মিনিবাসে গুয়াহাটী মঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৮-২৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া বেলা ১টায় গোয়ালপাড়াস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। উপস্থিত হইয়াই পূজ্যপাদ মহারাজগণ শ্রীবিশ্বরূপ দাসাধিকারী ( শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র নাথ, নারাঙ্গী বাড়ী-বগুয়ান, জেলা গোয়ালপাড়া, অসম ) কর্ত্তৃক নবনির্ম্মিত শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধা দামোদর জীউর ভোগ রন্ধনশালার শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সহযোগে শুভ উদ্বোধন করেন। ২১শে মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে দিবসত্রয় ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভরালী জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিষয়া গোয়ালপাড়া বঙ্গাইগাঁও, শ্রীহরেশ্বর সূত্রধর প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আগিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন যথাক্রমে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ হাজারিকা অধ্যক্ষ, জিলা কারাগার-গোয়ালপাড়া ও শ্রীপ্রভাত চন্দ্র নাথ এড্‌ভোকেট, টিলাপাড়া-গোয়ালপাড়া। সভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'সর্ব্বোত্তম আরাধ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ', 'মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ ও শ্রেষ্ঠ' ও 'শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম'। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিগণের অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যহ অসমীয়া ভাষায় বক্তব্য বিষয়ের উপর ভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং বিভিন্ন দিনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, শ্রীমদ্ উদ্ধব দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী বাংলা, অসমীয়া ও রাভা ভাষায় বক্তৃতা দেন।

( ক্রমশঃ )

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "

(৪) গীতাবলী " " "

(৫) গীতমালা " " "

(৬) জৈবধর্ম্ম " " "

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "

(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "

(২৫) দশাবতার " " " "

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ

(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি—যন্ত্রস্থ (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ

(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্—যন্ত্রস্থ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা—যন্ত্রস্থ

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

..............................

..............................

..............................

..............................

Pin..............................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা


অষ্টত্রিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৪০৫



সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪২৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৪০৫
১৮ মধুসূদন, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, বুধবার, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৮ | ৩য় সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর ]

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন,—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—তিন রকম ধরণের বিচার যেখানে একীভূত হ'য়েছে, সেখানে বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমা। বিচিত্রতা লোপ হ'ক—একজন দেখ্‌ছে আর একজন দেখাচ্ছে—এ'দের উভয়ের বৃত্তি রহিত হ'য়ে যা'ক্—এই ব্যাপারটীর নাম—জাড্য। আলোকের দ্রষ্টা, আলোক এবং আলোক-দর্শন-কার্য্য নষ্ট হ'য়ে গেল, উপাসনার হাত থেকে—ত্রিতত্ত্বের হাত থেকে এড়িয়ে যে'তে পার্‌লাম মনে করি। আমরা কোন একটা কার্য্যের মধ্যে আছি—কর্ম্ম কর্‌তে বসেছি, তা' নষ্ট হ'য়ে গেলে কর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে যায়, আমাদের এবিচার উপস্থিত হ'য়েছে।

অনশ্বর বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর জগতের মধ্যে আমাদের তটস্থ অবস্থান। এখানকার প্রাকৃত সকল ধরণের কথা শেষ হ'বে—যদি আমরা তটভূমিতে গিয়ে পৌঁছি। অচিৎএর অনুসন্ধান যে-কাল পর্য্যন্ত কর্‌ছি, সেকাল পর্য্যন্ত মনে হ'চ্ছে, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা বিনষ্ট হ'লে আমরা অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার পা'ব। এরূপ প্রস্তাব যে স্থানে গিয়ে পৌঁছায়, সেস্থানের দুই দিক নেই—ব্রহ্মাণ্ড নেই, বৈকুণ্ঠ নেই। তটস্থশক্তি থেকে পরিণত হ'চ্ছে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। এটা হচ্ছে, সত্যবস্তুর একটা নশ্বর বিভাগ। এখানে যে উপাসক, উপাস্য, উপাসনা প্রভৃতির অভিমান ও আচরণ ক'রে থাকি, তা' এক নহে,—বহু। কথায় বলে, একজন সেবক বহু বস্তুর সেবা কর্‌তে পারে না। এখানকার বস্তুর যখন সেবা কর্‌তে যাই, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির সেবা হ'য়ে যায়। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা একীভূত হ'য়ে গেলে মহা হিংসা এসে উপস্থিত হয়।

বুদ্ধিমান্ লোকগণ বলেন যে, ইতিহাসে চিরদিন ভক্তির কথা র'য়েছে—ভক্তির বৃত্তিতে প্রত্যেক বস্তু সেবা-সেবক-ভাবে আবদ্ধ র'য়েছে। তা'র মধ্যে সেব্য হ'য়ে যাওয়াটাই অভদ্র।

উপাস্য হ'ব, না উপাসক হ'ব? এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, তা'দিগকে বলা হয়—বাউল। বাউল বলে,—"আমি ভোক্তা, এই গৃহ আমার ভোগ্য, গৃহ আমার সেবা কর্‌বে।" বাউল দুই প্রকারের—গৃহি বাউল ও ত্যাগি বাউল। কতকগুলি ত্যাগি বাউল আছে, তা'রা ভোগই কর্‌বে মতলব ক'রে কৃষ্ণসজ্জায় সজ্জিত হয়—কৃষ্ণ হ'য়ে যাওয়াটাই ভাল মনে করে। 'আমার অধীন অন্যান্য লোক থাকুক', তা'দের এরূপ বিচার!

শ্রীগৌরসুন্দর এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বেদান্ত বা বেদের তাৎপর্য্য কেবলাদ্বৈত-বাদ হ'তে পারে না। তিনি বলেন, বেদে তিন প্রকার কথা আছে,—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন। ইহারা বিপর্য্যস্ত হ'তে পারে না। মহাপ্রভু শক্তিপরি-ণামবাদের কথা বলেন, বিবর্ত্তবাদের কথা বলেন না।

বৃদ্ধবৈষ্ণব মধ্বাচার্য্যপাদ বলেন,—বিষ্ণুই পুরু-ষোত্তম বস্তু, তিনি পরতত্ত্ব। নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন, পরতত্ত্ব—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; কিন্তু এটা বদ্ধা-বস্থার কথা। মুক্ত অবস্থায় তা'র বিচার নিরস্ত হ'য়েছে। সকলের মূল বস্তু হ'চ্ছেন—বিষ্ণু; বিষ্ণুতেই তারতম্য আছে—তাঁতেই সব সৌন্দর্য্য আছে। আমা-দের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রেও আমরা দেখতে পাই,—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ।।

সদাচার যাঁর যত বেশী আছে, তিনি সেই পরি-মাণে শ্রেষ্ঠ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু আচার্য্যের নিকট তিনি আচার শিক্ষা ক'রেছেন। ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষাকর্ত্তা, তাঁ'রা রাজনীতি নিয়ে থাকেন। আর যাঁ'রা ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা ভগবৎসেবায় অত্যন্ত ব্যস্ত, তাঁদের অন্যান্য কার্য্য কর্‌বার সময় বড় কম।

ব্রাহ্মণের জীবন—ভিক্ষুকের জীবন। ব্রহ্মজ্ঞানই যাঁদের বৃত্তি, সমাজের কর্ত্তব্য—তাঁ'দের সেবা করা—সাহায্য করা। ব্রাহ্মণ তাঁ'দের যা' প্রয়োজন, ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা গ্রহণ কর্‌বেন, বেশী হ'লে বিতরণ করে দিবেন—রক্ষা কর্‌বেন না; রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য।

অনেকস্থলে যেমন আদমসুমারির মধ্যে যেখানে যত অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক, তা'দের সঙ্গে সাধুকে সমান মনে ক'রে ফেলা হ'য়েছে। সাধারণ অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডী বা সাধু-ভিক্ষুকের সহিত একাকার ক'রে ফেল্‌লে জিনিষটা উল্‌টে গেল।

Vragrancy Act নিষ্কপট পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর উপর প্রযুক্ত নহে; যদি ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে অধিক সময় সংগ্রহ কর্‌তে হয়, তা' হ'লে তা'র ব্রহ্মজ্ঞান সংগ্রহের সময় কম হ'য়ে যা'বে। এজন্য মনু ব'লেছেন, সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণের। ঠিক কথা; যাঁ'রা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁ'দের যখন যা' দরকার হ'বে, তাঁ'রা যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ-বৃত্তিতে গ্রহণ কর্‌বেন, তাঁ'দের সে জিনিষের জন্য ব্যস্ততা নেই। তাঁ'দের ব্রহ্মজ্ঞানালোচনার জন্য যত-টুকু দরকার, ততটুকু সমাজ দিতে বাধ্য। যে সমাজ ব্রাহ্মণাধীন নয়, সে সমাজ অসুবিধার অতল গর্ত্তে চ'লে যা'বে।

শূদ্রের উপাস্য বস্তু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। ইহ-জগতে যদি কেহ শ্রেষ্ঠতার অভিমান করেন, তা' হ'লে এরূপ ক্রমে যা'বেন। যিনি ব্রাহ্মণের মৃগ্য—সেব্য ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না, তাঁ'র এই জড়জগতের অন্যান্য কথায় এসে উপস্থিত হয়,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।

পুরুষের যেমন মুখ শ্রেষ্ঠ, বাহু তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা উরু কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা পদ কনিষ্ঠ অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ হ'তে ক্রমে অধমাঙ্গে অবতরণ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ উত্তম, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, বৈশ্য তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, শূদ্র সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। মুখমণ্ডল—সর্ব্বোত্তমাঙ্গ, তা'তে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির স্থান, আর মুখ বা কীর্ত্তনের স্থানের সন্নিবেশ আছে। যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তাঁ'র আকর পুরুষোত্তম বিষ্ণুর কীর্ত্তন করেন, সেই ব্রাহ্ম-ণের নামই—বৈষ্ণব। বিচার-বিবেচনাটা মাথা ক'রে দিচ্ছে। সমাজের বাহু, সমাজের উরু যে-কার্য্য কর্‌ছে, সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ ব্রাহ্মণ তা' নিয়মিত কর্‌ছেন। সমাজের পা এরূপভাবে চলা উচিত কি না, সেটা মাথা ব'লে দিচ্ছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব'লে

দিচ্ছেন,—এখানে বিচরণ করা যায়, এখানে বিচরণ করা যায় না। ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন, কৃষ্ণভূমিতে—নিত্যদেশে বিচরণ কর।

গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্।

( ভাঃ ১১।১৮।৪৩ )

যদি বাউল সম্প্রদায় বলে,—"আমি কৃষ্ণ সেজে ভোগ কর্‌ব" বা গৃহি বাউল যদি মনে করে,—'আমি গৃহ ভোগ কর্‌ব', তা' হ'লে বহির্জগতের সেবক হ'য়ে কয়দিন সেবা কর্‌তে পারা যা'বে? ব্রাহ্মণ যদি আত্মপ্রভব পরমেশ্বরকে সেবা না করেন—তিনি যা'র নিত্যসেবক, তাঁ'র সেবা যদি না করেন, তা' হ'লে তিনি ক্রমে ক্রমে পতিত হ'তে হ'তে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ হ'য়ে যান।

( ক্রমশঃ )

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্
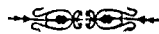
[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠার পর ]

**ওঁ হরিঃ ॥ চিদ্বিশেষ এব প্রয়োজনম্ ॥**
**হরিঃ ওঁ ॥ ৮৪ ॥**

ছান্দোগ্যে। ব্রয়াদ্‌যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবা-নেষোহন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবাগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যা চন্দ্র সমাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥ ব্রহ্মসংহিতায়াং। চিন্তামণি প্রকরসদ্মসুকল্প বৃক্ষ লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং। লক্ষ্মীসহস্রশত সংভ্রম সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ চরিতামৃতে। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁ'র গোলোক নিত্যধাম ॥ ৮৪ ॥

ইতি প্রয়োজন নির্ণয় প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

চিদ্বিশেষই জীবের প্রয়োজন ॥ ৮৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—তবে তিনি বলিলেন,—এই আকাশের পরিমাণ যেরূপ, হৃদয়ের মধ্যবর্তী আকাশের পরিমাণও সেইরূপ। দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই ইহার মধ্যে সংস্থাপিত, দেহধারী জীবের আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে বা যাহা নাই, সেই সমস্তও এই হৃদয়াকাশে সমাহিত ॥ ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—চিন্তামণিসমুহদ্বারা সংগঠিত নিত্যধামে যাহা অনন্ত সংখ্যক কল্পতরুদ্বারা শোভিত, তথায় কামধেনুসমূহের পালনকারী এবং সহস্র সহস্র লক্ষ্মীগণ তুল্য গোপিকাসমুহদ্বারা সুচারুরূপে সেব্যমান পরমপুরুষ গোবিন্দ নামক শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি ॥ এই শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্, সমস্ত অবতারগণের মূল অবতারী। ইহার নাম গোবিন্দ এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্যসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ গোলোকধামই ইহার নিত্য অবস্থানের ধাম। [ ৮৪ ]

ইতি প্রয়োজন নির্ণয় ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

## স্থায়ীভাব প্রকরণম্

**ওঁ হরিঃ ॥ বিশিষ্ট ভাবোহি রতিঃ ॥**
**হরিঃ ওঁ ॥ ৮৫ ॥**

ছান্দোগ্যে। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ গীতায়াং যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ অগ্নিপুরাণে অভিমানাদ্রতিঃ সা চ পরিপোষমুপেয়ুষী। ব্যতিচার্য্যাদি সামান্যাৎ শৃঙ্গার ইতি গীয়তে ॥ শ্রীরূপ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদবৌ ভাব উচ্যতে ॥ আবির্ভূত মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তি তৎস্বরূপতাং। স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ ॥ ৮৫ ॥

চিত্তেতে সবিশেষ ভাবই রতি ॥ ৮৫ ॥

ছান্দোগ্যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই আত্মা,

—এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এই-রূপ সবিশেষ জানিয়া, আত্মরতি আত্মক্রীড়, আত্ম-মিথুন, আত্মানন্দ হইয়া পূর্ব্বোক্ত সেই বিদ্বান্ স্বরাড্ হন ; সমস্ত লোকে তিনি অপ্রতিহত গতিপ্রাপ্ত হন ॥ গীতায়,—যে ব্যক্তি আত্মরতি হইয়াছেন অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও আত্ম-তত্ত্বকে জানিয়া আত্মবস্তুতেই নিরত, তিনি আত্মতৃপ্ত এবং আত্মবস্তুতেই সন্তুষ্ট হন। তিনি কেবল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করেন, অত-এব সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হন না। জগতে তাঁহার করণীয় কার্য্য কিছুই নাই॥ অগ্নি পুরাণ বলেন,—নিজের সিদ্ধ রূপাদির অভিমান দ্বারা ভগবদ্রতি পরিপুষ্ট হয়, তাহা ব্যভিচারী ইত্যাদি সামগ্রীর মিলনে শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—পূর্ব্বোক্ত সাধনভক্তি রুচি দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করিলে ভাবভক্তি হয়। উহার স্বরূপ—শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা, এই ভাবভক্তি প্রেমভক্তিরূপ সূর্য্যের কিরণসদৃশ। শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ-রূপ ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণাদি সর্ব্ববস্তুর প্রকাশকরূপে স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রাপঞ্চিক ভক্তগণের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত এবং উহাতে তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মনোবৃত্তি-স্বরূপতা লাভ করিয়া ব্রহ্মবৎ স্বয়ং প্রকাশ-রূপা হইলেও চিত্তবৃত্তিদ্বারাই প্রকাশ্যবৎ স্ফুরিত হয়। [ ৮৫ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ উল্লাসময়ীতর রাগশূন্যা রতিঃ প্রীতিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮৬ ॥**

তৈত্তিরীয়ে। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ॥ বিষ্ণুপুরাণে। নাথযোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজা-ম্যহম্। তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতেঽস্তু সদা ত্বয়ি ॥ যা প্রীতি-রবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনু-স্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥ চরিতামৃতে। সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম ॥ ৮৬ ॥

রতি উল্লাসময়ী ও ইতর রাগশূন্য হইলে প্রীতি নাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৬ ॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—তিনি আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। আনন্দময় পরমেশ্বর হইতেই এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়া পরমেশ্বরের দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে, ক্রমশ আনন্দময় পরমেশ্বরের দিকেই অগ্রসর হইয়া পরিশেষে তাঁহাতেই লীন হই-তেছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রহলাদের স্তবে—হে প্রভো, সহস্র সহস্র জীবযোনীতে আমি যে কোনটীতেই জন্ম-গ্রহণ করিনা কেন, সেই সেই জন্মে সর্ব্বদা তোমার শ্রীচরণে যেন অচলাভক্তি আমার হৃদয়ে অবস্থান করুক। বিষয়ীব্যক্তিগণের বিষয়ভোগের প্রতি যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তেমন তোমার স্মরণে আসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ তোমার প্রীতি অপসৃত না হউক ॥ প্রেমাঙ্কুররূপ রতি গাঢ় হইয়া পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমাকার ধারণ করে। [ ৮৬ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ দৃঢ় মমতাতিশয়াত্মিকা প্রীতিঃ প্রেমা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৮৭ ॥**

কঠে। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ গোপালোপনিষদি। এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে, নিত্যযুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান্। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়ে-দাত্মপদং তদৈব ॥ পঞ্চরাত্রে। অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহলাদো-দ্ধব নারদৈঃ ॥ শ্রীরূপম। সম্যঙ্‌মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশায়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৮৭ ॥

প্রীতি দৃঢ় মমতাতিশয়রূপিণী হইলে প্রেমনাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৭ ॥

কঠোপনিষদ্ বলেন,—সেই ভগবানকে প্রবচনের দ্বারা, বুদ্ধিশক্তির দ্বারা এবং বহুশ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না, কিন্তু যাঁহার অতিশয় ভক্তিবলে তিনি তুষ্ট হইয়া থাকেন তিনিই একমাত্র সেই পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দময় দিব্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ॥ গোপালতাপনী বলেন,—যে সমস্ত ভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামনা হইতে মুক্ত হইয়া এবং অনু-ক্ষণ ভাবভাবযুক্ত হইয়া প্রীতিদ্বারা ভজনা করেন, তাহাদিগকেই এই ভগবান্ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বিভুজ গোপরূপ এবং স্বীয় ধাম বৃন্দাবন ইত্যাদি প্রকাশ

করিয়া থাকেন। এই ভগবদ্ধামকেই শ্রুতিগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥ এই প্রেম সম্বন্ধে পঞ্চরাত্র বলেন,—যে ভাবভক্তিতে দেহগেহাদি অন্য বিষয়ে মমতা পরিত্যাগ করত শ্রীবিষ্ণু বিষয়ে মমতা প্রযুক্তা হয়, তাহাকে ভীষ্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব ও নারদাদি মহাজনগণ প্রেম বলিয়া থাকেন॥ শ্রীরূপ গোস্বামীর উক্তি যথা,—যে ভাবভক্তি নিজের প্রথম দশা হইতেও চিত্তের অতিশয় স্নিগ্ধত্ব সম্পাদন করে, পরমানন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তি করায় এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা প্রকাশ করে, সেই ভাবকেই পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। [ ৮৭ ]

ওঁ হরিঃ॥ বিশ্রম্ভাত্মপ্রেমা প্রণয়ঃ॥
হরিঃ ওঁ॥ ৮৮॥

তৈত্তিরীয়ে। যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাত্ম্যেহনিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোহভয়ং গতো ভবতি॥ ভাগবতে। উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ॥ শ্রীরূপঃ। প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটং তদ্গন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে॥ ৮৮॥

অটল বিশ্বাস স্বরূপ প্রেমই প্রণয়॥ ৮৮॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—যদি কোন উপাসক প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, প্রাকৃত শরীররহিত, অনির্ব্বচনীয়, সর্ব্বাধার অথচ স্বয়ং অনাধার এই পরমাত্মার আশ্রয়ে নির্ভয় পাইবার জন্য ধ্যাননিষ্ঠা সহযোগে ভক্তি অবলম্বন করেন, তবে তিনি নির্ভয়প্রাপ্ত হন। ভাগবতে,—মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামাকে বহন করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ বলেন,—যে রতিতে স্পষ্টতঃ সংভ্রমাদির প্রাপ্তিযোগ্যতা থাকিলেও তাহাতে যদি সংভ্রমলেশও স্পর্শ না করে, তবে তাহাকে প্রণয় বলে। [ ৮৮ ]

ওঁ হরিঃ॥ কৌটিল্যাভাসাত্মক ভাববৈচিত্র্যানুগুণ প্রণয়োমানঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৮৯॥

তৈত্তিরীয়ে। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি॥ ভাগবতে। কৃচিদ্ ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা॥ শ্রীরূপ। অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি॥ ৮৯॥

কৌটিল্যের আভাসপ্রাপ্ত ভাববৈচিত্র্যের অনুগুণ প্রণয়কে মান বলা যায়॥ ৮৯॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—সেই ব্রহ্মকে মননস্বরূপ বোধে উপাসনা করিলে উপাসক মানবান্ হইবে। ভাগবতে। মানিনী গোপিকাগণ কখনও কৃষ্ণের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া প্রেমভাবে বিহ্বলতা প্রদর্শন করিতেন॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—এই মান প্রাচীনদের মতে, সর্পের স্বভাবসিদ্ধ কুটিলগতির ন্যায় প্রেমেরও স্বাভাবিক গতি বক্রই হয়, এইজন্য কারণে ও অকারণে নায়ক এবং নায়িকার মান প্রকাশ হয়। [ ৮৯ ]

( ক্রমশঃ )

# সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

এই পৃথিবী বা সংসার অপরাধী জীবগণের শোধনাগার বা পরীক্ষার স্থল। এই পৃথিবী নিত্য নহে পরন্তু অল্পকাল স্থায়ী। সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই অচেতন অসৎ; এই ধ্বংসশীল অসৎ বস্তুর প্রতি আসক্তিই নানা বিপত্তি বা শোকোৎপত্তির কারণ। সেইজন্য ধীর ব্যক্তিগণ এ জগতের অনিত্যত্ব ও দেহাদি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর ক্ষণভঙ্গুরত্ব অবধারণ করিয়া অসৃজ্য নিত্য চেতন বস্তুর সন্ধানে ব্রতী হন। এতাদৃশী সদ্বুদ্ধির যেখানে অভাব সেইখানেই অনিত্য বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবলা ও তাহা সম্যক্ পূরণের অভাবে নানা অশান্তি।

মিষ্ট কথায় কোন উপদেশ দিলে চঞ্চলমতি শিশু তাহা ভুলিয়া যায় কিন্তু Chastising rod দ্বারা তাহাকে শাসন করিয়া শিক্ষা দিলে সে আর সে সব কথা সহসা ভুলে না। তাহাতে বালকের মহোপকার সাধিত হয়। সুতরাং মিষ্টবাক্যে শিশুকে ভালবাসা

অপেক্ষা তাহার প্রতি শাসনবাক্য-প্রয়োগই তাহার প্রতি করুণার পরিচায়ক। জীব আমরা বর্ত্তমানে কৃষ্ণবিমুখ—পরম শিক্ষণীয় ও পরম মঙ্গলপ্রদ ভগবৎসেবায় উদাসীন। এমতাবস্থায় জড়সুখ দিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মানন্দধিক্কারী সেবানন্দ হইতে বঞ্চিত রাখা ভগবানের অভিপ্রেত নহে বলিয়া তিনি আমাদিগকে শোধন করিবার জন্য দুঃখপ্রদানরূপ Chastising rod ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবানের এই মঙ্গলময় কার্য্যাবলীর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে যাওয়া উচিত নয়; পরন্তু অপরাধজ্ঞাপক।

যে পথে বিচরণ করা জীবের নিত্যাবৃত্তি, সেই শ্রৌতপথ, সেবাপথ বা শ্রীগুরুপ্রদর্শিত নির্ব্বিঘ্ন পথে না চলিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভোগত্যাগাদি আপাত ইন্দ্রিয়-সুখকর পথে ভ্রমণ করিবার বাসনা হৃদয়ে স্থান পাইলে বা ভ্রমণ করিলে নানা বিপত্তি আসিয়া আমাদিগকে সর্ব্বনাশ সাধন করে—কখনও দুঃখ আবার কখনও সুখ আসিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করে। সুখ ও দুঃখ পরস্পর আলো-আঁধারের ন্যায় অবস্থান করে। সেই হেতু সুখ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তদভাবে দুঃখই আমাদের সঙ্গী হইয়া পড়ে। সেইজন্য ভক্তগণ সুখ বা দুঃখ কোন কিছুর সন্ধান না করিয়া ভগবৎসেবার সন্ধানেই ব্রতী হন।

সাংসারিক বিপত্তি, অনর্থ বা অসুবিধাগুলি সুবিধার প্রাগবস্থা বা উন্নতিপথের সোপান-সদৃশ। যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা স্ব-স্ব কর্ম্মফলে অযাচিতভাবে আগত অনর্থগুলিকে পরীক্ষার স্থূল জানিয়া তাহা অতিক্রম করিবার জন্য যত্নপর হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হন। নিজেকে অসহায় বুঝিতে না পারিলে বা কষ্টে না পড়িলে কেহ কৃষ্ণকে ডাকে না। সেই জন্যই ভগবান্ তৎপাদপদ্ম স্মৃতিরঙ্গের কথা হৃদয়ে উদিত করাইবার জন্য কৃপা করিয়া আমাদিগকে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে ফেলেন। সাংসারিক অসুবিধা হইলেই ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়স্থল হইয়া নিজের সেবায় অধিকার দেন। গীতা বলেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

ভগবান্ দয়াময়। তাই আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদের সুবিধার জন্য নানাপ্রকার অভাব অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং বাধাবিপত্তিগুলিকে আমাদের মঙ্গলের কারণ জানিয়া ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে বা তাঁহার সেবাধিকার লাভ করিতে হইলে, যাঁহারা সতত ভগবানের সেবা করেন সেই হরিজনগণের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে; কারণ অভক্তিপথসমাকুল এই জগতে মঙ্গলের পথ ধরিতে হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ই একমাত্র সহায়ক। যদি কেহ কর্ণেন্দ্রিয় সাহায্যে মনোযোগ সহকারে প্রণত ও সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া সে সব কথা শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহার মঙ্গল না হইয়া পারে না; সুতরাং আমাদের যত অসুবিধাই আসুক না কেন, আমরা যেন অসুবিধার মধ্যেও ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ হইতে বিরত না হই। এই বাণী কায়মনোবাক্যে পালন করাই আমাদের সর্ব্বাবস্থায় কর্ত্তব্য। কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ যখন আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বৃথা তাহার জন্য ব্যস্ত না হইয়া ভগবৎ সেবালাভের জন্য যত্নপর হওয়াই মহাজনোপদেশ। তাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ভাগবতের এই শ্লোকটী আচরণ করিতে যত্নপর হইয়া জীবনযাপন করেন।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমান
ভুঞ্জান্ এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে ন দায়ভাক্॥"

# GURU-TATTVA*

( In Reality Who is Spiritual Guide )

**[ Tridandiswami Sreemad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj ]**

President-Acharyya, Sree Chaitanya Gaudiya Math

**Introduction**

Etymological significance of the word, "Guru" has been elaborately described in different Indian scriptures. It will not be wise to make the subject terse and beyond the scope of the subject by going through theoretical scholarly discussion which frustrates the real purpose of getting spiritual amelioration —practical realization of the Highest Bliss. Fundamental points relevant for devotional practice in procuring the Highest objective—Transcendental Divine Knowledge descending through preceptorial or disciplic channels as taught by realized souls, bonafide gurus, pure devotees with evidence from authentic scriptures—will be delineated.

**Ordinary usual meaning :**

GURU—Spiritual Master (Acharya), Preceptor, Professoı or Lecturer, Advisor, Teacher, Instructor, Initiator.

**Spiritual Interpretations**

alparn va vahuva yasya
shrutasyo palcaroti yab,
barnapeeha guıum
vidvachchhrutopakriyaya taya

( Manu 2/149 )

"As per scriptural prescript, one who imparts a bit or sufficient knowledge of the Vedas to deserving aspirant for his eternal benefit is termed 'Guru'."

gukarashchandhakarah syat
rukaratannirodhakah,
andhakara nirodhitvat
gururityabhi dheeyate

( Visvasar-tantra )

"'Gu' syllable of the word Guru denotes darkness ( nescience ) and the syllable 'Ru' denotes removal of darkness ( nescience ). One whe removes darkness-ignorance is considered Guru."

gukarashchandhakarah syat
rukarasteja uchyate
ajnana nashakam brahma
gurureva na samshayah

( Visvasar-tantra )

"'Gu' syllable signifies darkness-ignorance and 'Ru' syllable light. Therefore, it truely indicates without doubt, that the self-effulgent Para-Brahma, whose light removes darkness and/or ignorance, is Guru."

Ajnanatimirandhasya
Jnananjanashalakaya
chakshurunmeelitan yena
tasmai sri gurave namah

( Gaudiya Kanthahar )

"My prostrated obeisances to Shri Gurudeva who opens my blind eyes removing dark nescience with the application of the eye-salve of Divine Knowledge."

sakshad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh sricharanaravindam

( Vishvanath Chakravarty )

"The Spiritual Master is to be honoured as

---

* TATTVA

TAT—Transcendental Reality which cannot be comprehended by material senses, gross or subtle.

TATTVA—Inner Significance of Transcendental Reality.

much as the Supreme Lord because He is the most Confidential Servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by all authorities. I offer my respectful obeisances unto the Lotus Feet of such a Spiritual Master, who is bonafide representative of Sri Hari."

**Illumination**

The Spiritual Master ( Gurudeva ) is one with Supreme Lord Sri Hari in the sense that he is His dearest servitor. Gurudev is not the Enjoyer Bhagavan, but He is the Most Confidential Servitor. As such Tulasi (basil) leaf is offered on the Lotus Feet of Sri Hari, but not on the Lotus Feet of Gurudeva ; it is offered on the upper portion of His Spiritual Body, i.e., in His Hands.

yasya prasadat bhagavat prasado
yasyaprasadannagatih kutopi
dhyayamstuvamstasya yashastrisandhyam
vande guroh sri charanaravindam
( Vishvanath Chakravarty )

"I offer my respectful obeisances unto the Lotus Feet of the Spiritual Master after meditating and singing in adoration, His Glories in the morning, at midday and afternoon, by whose Grace I can get the Grace of Sri Hari ( the Supreme Lord ) and without Whose Grace and compassion, I have got no shelter."

sri gurucharanapadma kevalabhakatisadma
bande mui savadhana mate
jahara prasade bhai e bhava tariya jai
krishna prapti hoi jaha hoite
guru mukha padmavakhya chittete kariya aikya
ar na kariha mane asha
sri gurucharane rati ei se uttama gati
je prasade pure sarva asha
chakhu dano dila jei janme janme prabhu sei
divya jnan hride prokashita
prema bhakti jaha haite avidya vinasha jate
vede gaya jahara charita
( Srila Narottama Thakur )

"The Lotus Feet of His Divine Grace Sri Gurudeva is the abode of exclusive devotion. I chant the glories of Sri Gurudeva in devout adoration. One can cross the ocean of births and deaths as well as get Sri Krishna by His unfathomable Grace. I should be satisfied by reconciling the nectarean sayings emerging from the lotus-lips of Gurudeva with the thoughts of my mind ; nothing more should I expect to get. Devotion to the Lotus Feet of Sri Gurudev is the highest objective. All desires can be fulfilled by His Grace. It is by His grace I get the spiritual eyes to see God and thereafter, Divine Transcendental Knowledge is revealed within me. Thus, I have got prema-bhakti. My ignorance is removed. Such a Gurudev may become my eternal divine master in every birth. These Transcendental Pastimes of Gurudeva have been narrated in the Vedas.

We have heard one peculiar story of a community in India who do not acknowledge guru [ a head for spiritual guide ]. According to them, God is the only Guru and others are god-brothers. The eldest god-brother is called 'Dada Guru'. [ Dada—elder brother ]. This sort of conclusion is neither rational nor supported by scriptures. We find in this world that we accept authorities or experts in all matters. When we are acknowledging 'Guru' in every sphere, it seems absurd to declare that we need not require the help of Guru to know 'God'—Who is even beyond human cemprehension Those who espouse such an opinion are really not serious to know God. The indispensability for accepting guru for God-realisation is substantiated by scriptural evidence.

acharyavan purusho veda
( Chandogya Upanishad )

The person initiated "by Guru" can only know Para-brahma ( God ).

uttisthata jagrata
prapya varan nivodhata
kshurasya dhara nishita duratya ya
durgam pathastat kavayo vadanti
( Kathopanishad )

Veda, Divinity Himself, is giving beneficial instructions to the sadhus, "O Sadhus ! Rise up ! [ Withdraw your material senses from the material objects completely ] Awake ! [ Be reinstated in your own real self ] Sincerely endeavour to know God praying for the grace of the great saints. This world is as sharp as a razor and full of miseries ; as such it is very difficult to get deliverance. It is impossible to cross the ocean of births and deaths without worship of Divinity. The realized saints state that without careful, zealous efforts, nobody can get God-realization—the only panacea for the malady of worldly afflictions, i.e. nobody can cross the ocean of births and deaths without worship of God, taking absolute shelter at the Lotus Feet of Gurudeva."

Even the Supreme Lord Sri Krishna, Sri Gaurahari and Lord Ramachandra played the pastimes of accepting Guru to teach indispensability of accepting Guru. Sri Krishna, Sri Gaurahari and Sri Ramachandra accepted Sandipani Muni, Sri Ishwarapuripad and Sri Vasishtha Muni respectively as spiritual Guides.

( Contd. )

# মানবের পরমধর্ম্ম

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৮ পৃষ্ঠার পর ]

তমঃ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, আবার সত্ত্ব হইতে গুণগণ্ডীর অতীত অমিশ্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব—যাহাতে অধোক্ষজ ভগবান্ প্রকাশিত হন, তাহা শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই নির্গুণের কথা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই স্বয়ং ব্যাসদেব কীর্ত্তন করিয়াছেন। এজন্য আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে মানবের পরমধর্ম্মের কথা প্রাপ্ত হই। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার জীবন ও বাণী সেই শ্রীমদ্ভাগবতেরই মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে প্রকট করিয়া মানবের পরমধর্ম্মের আচার-প্রচার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীব্যাসের মূলবাণী অধিকারানুযায়ী অনুসরণ পূর্ব্বক ঋষিগণ বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন ; তাহাতে মানবের জাগতিক অধিকার হইতে ক্রমিকভাবে নির্গুণের দিকে অভিসারব্রতের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সাধারণ অধিকারে তাহা সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া বলা হয় নাই। আমাদের বহির্ম্মুখ অধিকারে জীবন যাত্রার প্রতি পদবিক্ষেপকে নিয়মিত করিবার জন্য শ্রৌত-সূত্র, ধর্ম্ম-সূত্র প্রবং গৃহ্য সূত্রাদি রচিত হইয়াছে। শ্রৌত-সূত্রে যাগ-যজ্ঞাদি বিধি, ধর্ম্ম-সূত্রে সামাজিক পৌরজনের আচরণ-সমূহ এবং গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থ-ধর্ম্মের ক্রিয়া-কলাপ পরিচালনের বিধি গ্রথিত রহিয়াছে। আমরা তাহাতে মানবের সাধারন ধর্ম্মজীবন-যাপনের অর্থাৎ একান্ত বহির্ম্মুখতা হইতে কথঞ্চিৎ উন্মুখতার দিকে জাগরণ লাভ করিবার অনুশাসন স্বরূপ ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সমূহের নাম শ্রবণ করি। কেহ কেহ বলেন এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আদিম ধর্ম্মসূত্রেরই পরবর্ত্তী সংস্করণের নব সংস্করণ। এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে অগ্রণীরূপে মানবধর্ম্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতার নাম শুনিতে পাওয়া যায় এবং বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র মানব-ধর্ম্মের বিভিন্ন অধিকারের অনুশাসন প্রচার করেন।

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরা।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥

১। মনু, ২। অত্রি, ৩। বিষ্ণু, ৪। হারীত, ৫। যাজ্ঞবল্ক্য, ৬। উশনা, ৭। অঙ্গিরা, ৮। যম, ৯। আপস্তম্ব,

১০। সম্বর্ত, ১১। কাত্যায়ন, ১২। বৃহস্পতি, ১৩। পরাশর, ১৪। ব্যাস, ১৫। শঙ্খ, ১৬। লিখিত, ১৭। দক্ষ, ১৮। গৌতম, ১৯। শাতাতপ, ২০। বশিষ্ঠ— ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ইঁহাদিগের মধ্যে মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রধান এবং সম্বর্ত্ত ও পরাশর প্রভৃতি গৌণ ধর্ম্মশাস্ত্রকাররূপে গণ্য হন। বৃদ্ধ গৌতমের মতে এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের সংখ্যা 'পঞ্চাশ', আবার কেহ কেহ বলেন 'শত'। প্রচলিত মনু এবং পরাশর প্রভৃতি ব্যতীত বৃদ্ধ মনু, বৃদ্ধপরাশর প্রভৃতির অস্তিত্বও কেহ কেহ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, এই সকল বৃদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের আদিম ও আকর গ্রন্থ। আবার কেহ কেহ বলিতে চাহেন, বৃদ্ধ অর্থে বিস্তৃত। এই মত গ্রহণ করিলে বৃদ্ধ মনু, বৃদ্ধপরাশর প্রভৃতি আদিম ও পূর্ব্ববর্ত্তী না হইয়া পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া পড়ে।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ মানবের যে ধর্ম্মের কথা বলেন, কিংবা মহাভারতাদি শাস্ত্রে গৃধ্র-মুষিক-বিড়ালাদির উপাখ্যানের মধ্যে মানবধর্ম্মের যে সকল নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় অথবা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"—শরীর রক্ষাই মানবের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মসাধন প্রভৃতি যে সকল উক্তি প্রবাদের মত প্রচলিত দেখা যায়, অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে সকল বিধি ধর্ম্মশাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাভারতাদি গ্রন্থে শ্রুত হয়, তাহা মানবের ধর্ম্ম বটে, কিন্তু মানবের পরমধর্ম্মের আনুকূল্য করিলেই তাহাদের সার্থকতা হইয়া থাকে। মানবের শরীর-রক্ষা সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বটে, কিন্তু শরীরচর্য্যা যদি মানবের পরমধর্ম্ম বিকাশ না করিয়া পশুধর্ম্ম বা বিমুখতাই বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে সেরূপ ধর্ম্মই অধর্ম্মের সেতু হইয়া থাকে। নাস্তিক চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ এবং তদনুরূপ অসংখ্য মানবের হৃদয়েও ঐরূপ শাস্ত্রবাক্যের সম্মান দেখা যায়। আবার শরীর রক্ষা করিয়া পরে পরমধর্ম্মের যাজন করিব, সুতরাং আগে শরীরের দিকেই লক্ষ্য করা যাউক—বহির্ম্মুখতার এরূপ রুচি ও যুক্তি লইয়া কেহ কেহ কার্য্যতঃ শরীরচর্য্যাকেই প্রচ্ছন্নভাবে মানবের পরমধর্ম্মরূপে স্থাপন করিয়া বঞ্চিত হয়।

মানবের পরমধর্ম্ম-যাজনে যাঁহাদের স্বাভাবিক রুচি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাঁহারা কি রুগ্ন, কি সুস্থ, কি অভাবগ্রস্ত, কি সম্পন্ন, কি নিঃস্ব, সর্ব্বাবস্থায় সকল ইন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বরং শারীরিক অসুস্থতা বা দুঃখ-দৈন্যকে মানবের পরম-ধর্ম্মের অনুশীলনে অধিকতর আনুকূল্য অর্থাৎ দেহের অনিত্যতা-ধর্ম্ম-বোধ সুদৃঢ়ভাবে জাগরূক করিয়া নিত্য ও পরমধর্ম্ম-যাজনে অধিকতর প্রণোদিত করিয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৮) বলেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

জীব স্বকৃত কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐসকল নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আপনার (ভগবানের) করুণার প্রতীক্ষায় কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা ভবদীয় (শ্রীভগবানের) পাদপদ্মে নমস্কার বিধান পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম লাভের অধিকারী।

গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া মানবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্মবিধান বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহার শেষ উদ্দেশ্য তত্তৎ কার্য্য মাত্র নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রে মানবের ধর্ম্ম বিহিত শরীর-চর্য্যার যে সকল বিধান আছে, বা সামাজিক সুশৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিগত অধিকার নিরূপণ পূর্ব্বক প্রত্যেক মানবের তত্তৎ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মের যে সকল ব্যবস্থা আছে, সে সকল মানবের ধর্ম্ম বটে; কিন্তু তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম;—"পরম ধর্ম্ম" নহে। ঐ সকল নৈমিত্তিক বা কনিষ্ঠ ধর্ম্মসমূহ পরমধর্ম্মের পূজা ও সাহায্য করিলেই উহারা "ধর্ম্ম" বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এইজন্য পারমার্থিক ধর্ম্মের প্রাথমিক পাঠ গীতার সর্ব্বশেষে সমস্ত বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও যাবতীয় নৈমিত্তিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানবের পরমধর্ম্ম আশ্রয়ের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, পরমধর্ম্মের উদ্দেশ্যে মানবের বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মযাজন বিহিত না হইলে ঐ সকল মানবধর্ম্মের কোনই মূল্য নাই,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥"
( ভাঃ ১।২।৮ )

অর্থাৎ মানবের ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি হরিকথায় রতি না জন্মে, তাহা হইলে উহা কেবল শ্রমেই পর্য্যবসিত হয়।

ত্রিবর্গ ও অপবর্গ ভেদে মানবের ধর্ম্ম দুই প্রকার। একশ্রেণীর মানবের বিচারে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল পুনরায় ধর্ম্ম—এইরূপেই চক্র ঘুরিতে থাকিবে। এই শ্রেণীর মানব দার্শনিক-গণের ভাষায় কর্ম্মমীমাংসক নামে পরিচিত। যাঁহারা —ত্রিবর্গকে মানবের পরমধর্ম্ম বলেন না, অপবর্গ-কেই মানবের পরমধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা আবার তিনটি বৈজ্ঞানিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। দার্শ-নিকের পরিভাষায় তাঁহারা জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তনামে পরিচিত। জ্ঞানী ও যোগীর মতে মানবের যে পরম-ধর্ম্ম অপবর্গ, তাঁহাকে মোক্ষ বলা হয়। ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ যাঁহারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণ ভগবানের নিত্য সেবায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা মানবের পরমধর্ম্ম-রূপ অপবর্গকে প্রেমভক্তি বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, কেবল ত্রিবর্গ হইতে মুক্তিলাভই মানবের পরমধর্ম্ম হইতে পারে না। দুঃখাভাব মাত্র—বাস্তব সুখ-বৈচিত্র্য নহে। মুক্তিতে দুঃখ-নিবৃত্তি আনুষঙ্গিক ভাবে ত' আছেই, পরন্তু নিত্যসুখের আস্পদ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি যে ভগবদ্বস্তু, তাঁহার সুখ-বৈচিত্র্যও তথায় বিদ্যমান। এইজন্য বৈষ্ণব-সুদার্শ-নিক-চূড়ামণি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ শাস্ত্রবাক্য হইতে দেখাইয়াছেন, "ভক্তিই মুক্তির যথার্থ স্বরূপ।*" শ্রীমদ্ভাগবত এবং সাত্বত পুরাণাদি-বিচারে নিশ্চলা হরিভক্তিই অপবর্গ; সেই অপবর্গের ফল কখনও অর্থ হইতে পারে না। আবার অব্যভিচারী অর্থের ফল কাম বা বিষয়ভোগ নহে। কামের ফলও ইন্দ্রিয় প্রীতি নহে; কারণ যে কাল পর্য্যন্ত জীব বাঁচিয়া থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই ইন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ করিতে পারে। নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি-লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাও প্রয়োজন নহে। ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥
( ভাঃ ১।২।৯-১০ )

—বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান-পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য-ধর্ম্ম, তাহার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের যে অব্যভিচারী অর্থ, তাহার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই। বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। যতদিন এই জীবন থাকে, ততদিনই কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগ-

* "যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি, যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্য-নিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ যথা হি মহাপুরুষপুরুষ-প্রসঙ্গঃ।" ( ভাঃ ৫।১৯।১৮-১৯ ) ইতি পঞ্চম স্কন্ধ-গদ্যানুসারেণ অপবর্গো ভক্তিঃ। তথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

"নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন। মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে ॥" ইতি।

অপবর্গের স্বরূপ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ ১৯ অধ্যায়ে ১৮ ও ১৯ শ্লোকে এরূপ বর্ণিত আছে,—"ভারতবর্ষে যে বর্ণের যেরূপ বিধান বা মোক্ষপ্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস-বানপ্রস্থাদি বিহিত আছে, তাহার অতিক্রম না করিয়া অথবা নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মের ভগবানে অর্পণাদিক্রমে নরমাত্রের অপবর্গ লাভ ঘটে। যে কালে মহাপুরুষ বিষ্ণুর জন অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়, তৎ-কালে নানা গতিলাভের কারণরূপা জীবের অজ্ঞান-গ্রন্থির ছেদন দ্বারা অপবর্গ লাভ হয়। সেই অপবর্গই বাসুদেবে অনন্য-নিমিত্ত অর্থাৎ অহৈতুকভক্তিযোগস্বরূপ। বাসুদেব পরমকল্যাণসৌন্দর্য্যাদি গুণবান্, সর্ব্বভূত-চিত্তাকর্ষক, জীবাত্মার সেব্য প্রাকৃত রাগাদিরহিত; বাক্যদ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য অলভ্য, মহাপ্রলয়কালে তাঁহার রূপ ও গুণের অনস্তিত্ব ঘটে না এবং প্রাকৃততত্ত্বের ন্যায় তাঁহার লয় নাই ও তিনি পরমাত্মা এবং ভজনীয়ত্বের পরমোৎকর্ষক। যিনি ভক্তের বিশেষ সঙ্গপ্রভাবে নানা গতিলাভরূপ বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হন, তিনি ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তিযোগলক্ষণযুক্ত অপবর্গ লাভ করিবেন।" এই পঞ্চম স্কন্ধোক্ত গদ্যানুসারে অপবর্গই ভক্তিরূপে কথিত হইয়াছে। আরও স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে—"হে জনার্দ্দন, তোমার প্রতি নিশ্চলা সেবাই মুক্তিপদবাচ্য; যেহেতু হে হরে, হে বিষ্ণো, মুক্তগণই কেবল তোমার ভক্তসমূহ।" তাহা হইলে উক্ত রীতি অনুসারে ভক্তিসম্পাদনই অপবর্গের স্বরূপ জানা যাইতেছে।

বস্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজনীয় নহে।

বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা হাটে বাজারে যাই; কিন্তু হাটে বাজারে যাওয়াই আমাদের শেষ ফল নহে। বস্তুসংগ্রহ হাটে যাইবার ফল বটে, কিন্তু তাহা শেষ ফল নহে। হাট হইতে কাঠ সংগ্রহ করি। কাঠ-সংগ্রহ ব্যাপারটী অন্য আর একটি ফলের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কাঠ সংগ্রহের ফল অন্ন-রন্ধন। কিন্তু তাহাই কি শেষ ফল? অন্ন পাকের ফল বা উদ্দেশ্য আহার;—আহারকেও শেষ ফল বলা যাইতে পারে না। কেন আমরা আহার করি? আহারের ফল জীবনধারণ। জীবনধারণই কি শেষ ফল? যাহারা উন্নততর ফলের সংবাদ রাখে না, তাহারা মনে করিতে পারে, আহারের জন্যই জীবনধারণ এবং জীবনধারণই শেষ ফল। কিন্তু কেবল জীবনধারণ করিয়াই মানুষ তৃপ্ত হয় না। জীবনধারণের পরেও আরও কিছু চায়। তাহা কি? কেহ বলিবেন, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা সুখভোগ। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই কি অটুট ও অপ্রতিহতভাবে করা যায়? ঘড়ি ধরিয়া থাকিলে দেখা যায়, এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি শেষ হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গুলি অবশ ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তথাপি তৃপ্তি হয় না। এজন্য কেহ কেহ মানবের শতায়ুকে বিস্তৃত করিয়া দেবতার শতায়ু লাভের জন্য স্বর্গের কামনা করে। স্বর্গে কি চরম ফল লাভ হয়? স্বর্গের প্রমোদপ্রবাহও শুকাইয়া যায়। স্বর্গ-সুখের গৌরীশঙ্কর হইতে জীবকে আবার মর্ত্ত্যের রসাতলে ফেলিয়া দেয়। এজন্য আবার কেহ কেহ এক ধাপ উচুতে উঠিয়া ব্রহ্মসাযুজ্যসুখ কামনা করেন। ইহা যেন হতাশ ব্যক্তির আত্মহত্যার ন্যায়—খট্টাভঙ্গে ভুমি-শয্যার ন্যায়—রোগ ও রোগীকে যুগপৎ এক আঘাতে শেষ করার ন্যায়। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ যে আকারেই থাকুক, তাহা কখনই চরম ফল হইতে পারে না। সর্ব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টাই সকল-ফলের মুখ্য ফল। তাহাই সর্ব্বকারণ-কারণ ফল। সকল ফল চরমে সেখানেই পর্য্যবসিত হয়। এজন্য মানবের পরম চরম ধর্ম্ম কৃষ্ণ-প্রেমা—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি।*

* যতো যশ্চ শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারো বিধীয়তে। তস্যাপ্যনুপমচরিতঃ ফলং ভক্তিরেব। ( যথা ভাঃ ১০।৪৭।২৪ )—

"দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ। শ্রেয়োভিবিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তিহি সাধ্যতে।" ( —ভঃ সঃ ৯৪ সংখ্যা )

শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমের বিধান আছে, তাহারও অতুলনীয় ফল এই ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম ইত্যাদি নানাবিধ মঙ্গলজনক উপায়-দ্বারা ভগবদ্ভক্তিই সাধিত হয়—কৃষ্ণভক্তিই ঐ সকল কর্ম্মের ফল;

স্কান্দে—"বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ। ক্লেশ এব ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ॥" ইতি।

ব্যভিচারিণী কামিনী যেরূপ বহুপুরুষের মনোরঞ্জন করিতে গেলেও কোন পুরুষেরই মনোবাঞ্ছা পূরণ বা সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণের যে সকল শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সমস্ত ক্রিয়ার ফল বৃথা দৈহিক পরিশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অথ উক্তং বৃহন্নারদীয়ে—

"যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং শতম্। তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে॥"

( শ্রীদামবিপ্র শ্রীভগবন্তম্ ভঃ সঃ ৯৬ )

—অর্থাৎ জল যেমন সমস্ত লোকের জীবন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ ভক্তিই সিদ্ধির প্রাণ বলিয়া কথিত।

# শ্রীগৌরাবির্ভাব-লীলা

[ ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ আচার্য্য ]

পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপ শুনি।
জম্বুদ্বীপেতে শ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষ গণি ॥ ১ ॥
ভারতমধ্যে শ্রেষ্ঠ মণ্ডল নবদ্বীপ।
নবদ্বীপমধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় অন্তর্দ্বীপ ॥ ২ ॥
অন্তর্দ্বীপ ভিতরে হয় শ্রীমায়াপুর।
মহাযোগপীঠ তাহে প্রভুরন্তঃপুর ॥ ৩ ॥
শ্রীশচী-শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
মাতাপিতা অবলম্বি শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৪ ॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে হন প্রকটন ॥ ৫ ॥
দৈবযোগে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়।
অমঙ্গল ভয়ে লোক কৃষ্ণনাম লয় ॥ ৬ ॥
কভু যে না বলে মুখে রাম, কৃষ্ণ, হরি।
গঙ্গাস্নানে ধায় সেও বলি' হরি হরি ॥ ৭ ॥
এমন অদ্ভুত লীলা করে গৌর রায়।
গ্রহণ-ছলে সবকে নাম লওয়ায় ॥ ৮ ॥
কলিযুগ ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
আবির্ভাবকালে তাহা কৈলা প্রবর্ত্তন ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
ভক্তগণ মনে দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ১০ ॥
বৃথা দিন যায় সবে ব্যবহার রসে।
না জানে কি অমঙ্গল হবে পরিশেষে ॥ ১১ ॥
অনিত্য বিষয় আর অনিত্য সংসার।
অনিত্য দেহ আর অনিত্য পরিবার ॥ ১২ ॥
দেখেও না দেখে নিজ মৃত্যু দুরাশয়।
প্রতিদিন সবলোক যায় যমালয় ॥ ১৩ ॥
কিসে এসব লোকের হইবে উদ্ধার।
ভক্তগণ মনে মনে চিন্তেন অপার ॥ ১৪ ॥
সকল ভক্তবৃন্দ অদ্বৈত পাশ গিয়া।
দুঃখ জ্ঞাপন করেন নিস্তার লাগিয়া ॥ ১৫ ॥
আচার্য্য কহেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকটনে।
এ সকল জীবের হইবেক মোচনে ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণে প্রকট করিব স্থির করি মনে।
নানাশাস্ত্র অন্বেষণ করিলা তখনে ॥ ১৭ ॥
গৌতমীয় তন্ত্রশাস্ত্রে দেখি' এক শ্লোক।
আনন্দে বিভোর আর সর্ব্বাঙ্গে পুলক ॥ ১৮ ॥
পাক্রিনু পাক্রিনু বলি' করে হুহুঙ্কার।
কৃষ্ণ প্রকট হ'বেন চিন্তা নাহি আর ॥ ১৯ ॥
শাস্ত্রের বচন কভু নহে ব্যভিচারী।
ভক্তলাগি' প্রকটিত হন (কৃষ্ণ) অবতারী ॥ ২০ ॥
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন।
অবতীর্ণ হন তাতে ভক্তই কারণ ॥ ২১ ॥
'তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥'২২॥*
( বিষ্ণুধর্ম্মবচন ও গৌতমীয় তন্ত্রবাক্য )

গঙ্গাজলেতে তুলসী করিয়া অর্পণ।
নিরন্তর করে অদ্বৈত কৃষ্ণারাধন ॥ ২৩ ॥
হুঙ্কার করি' আচার্য্য করে আবাহন।
নাড়ার হুঙ্কারে কৃষ্ণ আবির্ভূত হন ॥ ২৪ ॥
চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখবচন।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার প্রমাণ ॥ ২৫ ॥
'শয়নে আছিলু ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হুঙ্কারে ॥' ২৬ ॥
—চৈঃ ভাঃ অ ৮।৫১

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ব্রজেন্দ্রনন্দন এবে শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৭ ॥
কৃষ্ণবর্ণ লুকাইয়া পীতবর্ণ ধরি'।
আইলেন কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া নগরী ॥ ২৮ ॥
'শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত-ক্রমে চারিবর্ণ।
চারিবর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥' ২৯ ॥
—চৈঃ চঃ ম ২০।৩৩০

গর্গমুনিবচন ভাগবত প্রমাণ।
কৃষ্ণের নামকরণে কৈলা নির্দ্ধারণ ॥ ৩০ ॥

---

* 'তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।' ২২।

'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥'৩১॥*
—ভাঃ ১০।৮।১৩

তত্ত্বসন্দর্ভ শ্লোকেতে শ্রীরূপ গোসাঞি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ব বর্ণিলা তথাই ॥ ৩২ ॥
'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥'†
॥৩৩॥ ( তত্ত্বসন্দর্ভ ২ শ্লোক )

ভাগবত যেই কহে, সেই সে প্রমাণ।
ভাগবত অনুরূপ শ্রীরূপ লিখন ॥ ৩৪ ॥
'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ ॥'৩৫॥‡
—ভাঃ ১১।৫।৩২

ধর্ম্ম সংস্থাপন নহে প্রকট কারণ।
আনুষঙ্গে কৈলা প্রভু তাহা প্রবর্ত্তন ॥ ৩৬ ॥
রাধা মোরে প্রীতি করে কিসের কারণ।
আমার মাধুর্য্য রস করি' আস্বাদন ॥ ৩৭ ॥
রাধার কি সুখ হয় জানিবার তরে।
আইলেন কৃষ্ণচন্দ্র বাঞ্ছা সাধিবারে ॥ ৩৮ ॥
'বিষয়'-ভাবেতে তিন নহে আস্বাদন।
আশ্রয়ের ভাব কৃষ্ণ করিলা ধারণ ॥ ৩৯ ॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি'।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তিঁহো অবতরি ॥ ৪০ ॥
জগত ভরিয়া কৃষ্ণনাম বিতরণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম লৈয়া ভক্তগণ ॥ ৪১ ॥
অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে রস আস্বাদন।
শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ মুখ্য দুইজন ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা পার্থক্য এরূপ।
সম্ভোক্তার লীলা আর বিপ্রলম্ভ রূপ ॥ ৪৩ ॥
কৃষ্ণলীলা তাৎপর্য্য না শুনি না জানি।
অপরাধ করে অজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী ॥ ৪৪ ॥

গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ আপন স্বরূপ।
ব্যক্ত করিয়াছেন তিঁহো স্থানানুরূপ ॥ ৪৫ ॥
'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥'৪৬॥**
—গীতা ৯।২৪

অতএব কৃষ্ণচন্দ্র ভোক্তাভাব ছাড়ি'।
ভক্তভাবে আইলেন গৌররূপ ধরি' ॥ ৪৭ ॥
আপনি আচরি ভক্তি সবারে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ॥ ৪৮ ॥
'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥'৪৯॥ ‡
—গীতা ৩।২১

বিবিধ প্রকার হয় ঈশ্বরস্বরূপ।
ঐশ্বর্য্য-মর্য্যাদা-মাধুর্য্য-ঔদার্য্য রূপ ॥ ৫০ ॥
ঐশ্বর্য্যস্বরূপ বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ।
মর্য্যাদাস্বরূপ শ্রীদশরথনন্দন ॥ ৫১ ॥
মাধুর্য্যস্বরূপ ব্রজে ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগন্নাথসুত হন স্বরূপ উদার ॥ ৫২ ॥

অধিকারভেদে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান্।
ব্রজপ্রেম প্রদান করেন, নহে আন ॥ ৫৩ ॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা সবাকারে।
উত্তম অধম কিছু নাহিক বিচারে ॥ ৫৪ ॥

* 'তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন, অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' ৩১।

† 'অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।' ৩৩।

‡ 'যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।'৩৫।

** 'আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু লোকে আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না বলিয়া প্রকৃত তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়।' ৪৬।

‡ 'শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতেই অনুবর্ত্তী হয়।' ৪৯।

পাপী অপরাধী বলি' নাহিক উপেক্ষা।
কেবল শরণাগতি করেন অপেক্ষা ॥ ৫৫ ॥
কি মনুষ্য কিবা পশু স্থাবর জঙ্গম।
কিবা অন্ধ কিবা খঞ্জ পাপিষ্ঠ অধম ॥ ৫৬ ॥
যে আগে পড়িলা, তারে করিলা নিস্তার।
অবশ্য নিস্তারিবে মো-হেন দুরাচার ॥ ৫৭ ॥
কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অমায়ায়।
সকরুণ আশীর্ব্বাদ করহ আমায় ॥ ৫৮ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া আমা প্রতি হয়।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে যেন রতি উপজয় ॥ ৫৯ ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
সেবা অভিলাষ করে এ অধম দাস ॥ ৬০ ॥

# আসাম প্রদেশস্থ তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগ মঠে বার্ষিক-উৎসব

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর ]

২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৩ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধা দামোদর জীউ সুরম্য রথারোহণে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ. শ্রীযদুনন্দন দাস ( শ্রীযোগেশ ), শ্রী-অনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রী শ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্ম-চারী। রথযাত্রার পূর্ব্বে দিল্লী হইতে ট্রেনযোগে গুয়াহাটী এবং গুয়াহাটী হইতে বাসযোগে শ্রীঅনন্ত-রাম ব্রহ্মচারী গোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিয়া রথযাত্রা সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীল রামানুজ আচার্য্যের তিরোভাব তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাদামোদর জীউর পূর্ব্বাহ্নে পূজা মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ আরতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, পূজারী শ্রীদীনতারণ দাস, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীপীতাম্বর দাস, শ্রীরবিদাস, শ্রীবিশ্বরূপ দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীকিরণ প্রভু, শ্রীরতন সাহা, শ্রীলবকুমার দাসাধি-কারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী ঃ—**২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীবরাহদ্বাদশী তিথিতে শ্রী-বরাহদেবের অর্চ্চনান্তে পারণ ও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বিচিত্র প্রসাদ সেবন করতঃ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ ভক্ত মোট ৪৪ মূর্ত্তি ধেনুভাঙ্গার ভক্তবৃন্দসহ পূর্ব্বাহ্ন ৮-৫৫ মিঃ-এ গোয়ালপাড়া মঠ হইতে একটি রিজার্ভ ডিলাক্স বাসে রওনা হইয়া বেলা ১ ঘটিকায় গুয়াহাটী পল্টনবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। ২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে দিবসত্রয়ব্যাপী প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মসভার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন শ্রীকনক চন্দ্র ডেকা, প্রফেসার বি-টি-কলেজ, গুয়াহাটী, সভার প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীভবপ্রসাদ চালিহা, গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রীকিরণ চন্দ্র শর্ম্মা, অধ্যা-পক, বি. বড়ুয়া কলেজ, গুয়াহাটী। সভায় আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব', 'সর্ব্বোত্তম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ' ও 'ভক্তের কৃপাই ভগবানের কৃপা'। সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথিদ্বয়ের অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যহ অসমীয়া ভাষায় বক্তব্য রাখেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

সুহৃদ দামোদর মহারাজ এবং বিভিন্ন দিনে বক্তব্য বিষয়ের উপর ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ও গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ।

২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রী-গুরু গৌরাঙ্গ রাধানয়নানন্দজীউ বিজয়বিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ, আরতি, অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ রাজধানী গুয়াহাটী সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ প্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শোভাযাত্রায় নৃত্য-কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। পরদিন ১০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবে প্রায় সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ, শ্রীরাঘব ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীভূতভাবন দাস, শ্রীমদনমোহন দাস, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপার্থসারথিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপবনপুত্রদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরিতোষ দাস, শ্রীধীরললিত দাসাধিকারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

১১ ফেব্রুয়ারী বুধবার পূর্ণিমাবাসরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথিতে স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র হালদারের গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পিতৃদেবের আদর্শানুসরণে তাঁহার কন্যাগণ শ্রীমতী স্নিগ্ধা হালদার, শ্রীমতী স্বপ্না হালদার ও শ্রীমতী শুভু হালদার প্রতি বৎসরের ন্যায় এই-বৎসরও বিচিত্র উপচারে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করেন ও পূজ্যপাদ মহারাজগণকে বস্ত্রাদিও প্রদান করিয়াছেন।

সরভোগ মঠের বার্ষিক উৎসবের পর গুয়াহাটীতে ফিরিয়া মঠের বৈষ্ণবগণ ১৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রিতে রিহাবাড়ী-মিলনপুরস্থ শ্রীমতী বনানী দাস পুরকায়স্থের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ সংকীর্ত্তন ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

তেজপুর, গোয়ালপাড়া ও গুয়াহাটী মঠে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেকাদি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও তত্তৎ মঠের পূজারীগণের সহায়তায় সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। তিনটী মঠের রথসজ্জায় নিযুক্ত ছিলেন শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকিরণ প্রভু প্রভৃতি। গোয়ালপাড়া মঠের উৎসবকালে ঠাকুরের ভোগরন্ধনসেবায় নিযুক্ত ছিলেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীকিরণ প্রভু প্রভৃতি। বৈদ্যুতিক আলো, রথযাত্রা ও ধর্ম্মসভা চলাকালীন মাইকের দায়িত্বে ছিলেন শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী। এইবৎসর তিনটী মঠের রথযাত্রা, সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও ধর্ম্ম-সভাদি প্রোগ্রামানুযায়ী প্রারম্ভ হইয়া যথাসময়ে সমাপ্ত হয়, অধিক রাত্রি হয় নাই।

**শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ ( চক্‌চকাবাজার ) ঃ—** পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ১২ মূর্ত্তি ১৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার যাত্রার দিন নির্দ্ধারিত থাকিলেও অকস্মাৎ উক্ত দিবস অসম বন্‌ধ ডাকার দরুণ ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মঘা-নক্ষত্রে প্রাতঃ ৬-৪৫ মিঃ-এ গুয়াহাটী হইতে ডিলাক্স বাসে রওনা হইয়া বেলা ১০-১৫টায় সরভোগ শ্রী-গৌড়ীয় মঠে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন।

প্রবাদ আছে 'মঘা খাবিক ঘা'। মঘা শ্রীহরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণবগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও তাহার প্রতিক্রিয়া শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারীর উপর কিঞ্চিৎ প্রকট করিয়াছে।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবতিথিতে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ১ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ৩ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত বিশেষ সমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই-বার অসম প্রদেশে দ্বাদশ লোকসভা নির্ব্বাচন ১৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার নির্দ্ধারণ হওয়ায় এবং কোন কোন পার্টি নির্ব্বাচন বয়কটের হুমকি দেওয়ায় ও প্রতিনিয়ত বন্ধ ডাকার দরুন যানচলাচলের বিঘ্ন হওয়ার আশঙ্কায় ধর্ম্মসভাগুলিতে বাহিরের বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিগণের নাম সভাপতি ও প্রধান অতিথি-রূপে রাখা হয় নাই। পূজ্যপাদ মহারাজগণের পরি-চালনায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'শ্রীহরিনাম গ্রহণই কলি-কালের জীবের উদ্ধারের উপায়', 'শ্রীকৃষ্ণসেবাই সর্ব্বোত্তম সেবা' ও 'বিশ্বশান্তিতে শ্রীল প্রভুপাদের ভূমিকা'। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের অসমীয়া ও বাংলা ভাষায় প্রাত্য-হিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তব্যবিষয়ের উপর ভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত, শ্রীব্যাসপূজা তিথিতে), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ও সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ।

২ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বিজ্ঞাপিত প্রোগ্রামে থাকিলেও লোকসভা নির্ব্বাচনে সমস্ত পুলিশ-কর্ম্মী নিযুক্ত থাকায়, পুলিশ অধিকারী হইতে পারমি-শন না পাওয়ায় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুণ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হইতে পারে নাই। মঠাভ্যন্তরেই মঠের সাধুগণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের নিষ্ঠাবান্ সরল ও বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণ গৃহস্থ ভক্ত স্বধামগত শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধি-কারীর সরভোগ-দক্ষিণ গণকগুড়িস্থিত বাসভবনে পূজ্যপাদ মহারাজগণ, ব্রহ্মচারিবৃন্দ, শ্রীমদ্ কিশোরী-মোহন দাসাধিকারী, শ্রীমদ্ উপানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীশান্তিরাম বর্ম্মণ প্রভৃতি সহ শুভপদার্পণ করেন। শ্রীপ্রিয়মাধবের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী গীতাদাসীর (শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের আশ্রিতার) বাল-বৈধব্যদশা দেখিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের সহিত তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধ থাকায় হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিলে সমস্ত পরিবার ও উপস্থিত সকলেই বিরহব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ত্রিবিক্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ ও অন্যান্য মহারাজগণের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ কিছু সময়ের জন্য হরিকথা বলেন। শ্রীমদ্ মহাবীর মহারাজও কিছু বলেন। মঠ হইতে প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেও 'বৈষ্ণবাৎ গৃহ্নীয়াৎ জলম্' পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-দেবের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া প্রিয়মাধবের আত্মার প্রিয়কামনায় বৈষ্ণবগণ তথায় পুনর্ব্বার মিষ্ট দ্রব্যাদি গ্রহণ করতঃ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৩ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পুষ্পসমাধিমন্দি-রের সংলগ্ন সংকীর্ত্তনভবনে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা মন্দির হইতে সংকীর্ত্তন সহযোগে শুভা-গমন করিলে সুসজ্জিত সিংহাসনে সমাসীন হন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহা-রাজ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীবৈয়াসকি পঞ্চক, শ্রীসনকাদি পঞ্চক, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার পূজাবিধান করতঃ আরতি সম্পাদন করেন। তৎপরে বৈষ্ণবগণ ক্রমানুযায়ী শ্রীল প্রভু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। শ্রীব্যাসপূজা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মহিমাত্মক মহাজন পদাবলী, ভক্তিবিঘ্নবিনাশন ভক্তবৎসল ভগ-

বান শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর্র-জীউর ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত তারিখে অসমে লোকসভা নির্ব্বাচন থাকায় দূরবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের ভক্তগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় অধিক সংখ্যায় আসিতে না পারিলেও স্থানীয় ভক্তগণের প্রচুর ভীড় পরিলক্ষিত হয়।

৪ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশান্তিরাম বর্ম্মণের আহ্বানে কতিপয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার চক্‌চকাবাজারস্থ বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শান্তিরামবাবু বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য জলযোগের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রমানাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যচরণ দাস, পূজারীদ্বয়—শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস, শ্রীসঞ্জীব, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীঅম্বরীশ দাস, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠস্থ ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পরদিন ১৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার ১২ মূর্ত্তি বৈষ্ণবগণ প্রাতঃ ৫-৫২ মিঃ-এ নিউবঙ্গাইগাঁও প্যাসেঞ্জার ট্রেণে সরভোগ হইতে গুয়াহাটী যাত্রা করেন।

## কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-উৎসব পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টার্ড প্রধান কার্য্যালয় দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ২৬ পৌষ (১৪০৪), ১১ জানুয়ারী (১৯৯৮) রবিবার হইতে ১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের নাগরিকগণ ব্যতীত মফঃস্বল হইতেও বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

২৭ পৌষ, ১২ জানুয়ারী সোমবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিবাসরে শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধানয়নাথ জীউ অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক প্রাকট্য-তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের সাত্বতশাস্ত্র-বিধানানুযায়ী মহাভিষেককার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরহিত্যে এবং শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও পূজারী শ্রীপ্রাণপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারীর সহায়তায় সুসম্পন্ন হয়। মহাভিষেককালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ কৃপাপ্রার্থনামুখে সর্ব্বক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন হইতে থাকে। মহাভিষেক দর্শনের জন্য বহু নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বহির্গত হন। সংকীর্ত্তন শোভযাত্রা লাইব্রেরী রোড, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, হাজরা রোড, ডক্টর শরৎ বোস রোড, মনোহর পুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন বাগচি রোড, পণ্ডিতিয়া টেরেস, লেক রোড, লেক মার্কেট, রাসবিহারী এভিনিউ, সদানন্দ

রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, মনোহরপুকুর রোড ও সতীশ মুখার্জ্জী রোড হইয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পুরোভাগে ব্যাণ্ড-বাদ্যাদি, তৎপরে নৃত্যকীর্ত্তনরত সাধুগণ, পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণ এবং সর্ব্বশেষে পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণের রথাকর্ষণে শোভাযাত্রা দীর্ঘ হয়। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তৎপশ্চাৎ মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ মাধব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (যোগেশ)। আনন্দপুরের ও মেচেদার ভক্তগণ ও ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক মৃদঙ্গবাদন সেবাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে সভায় সমাসীন হন আসানসোল বি-বি-কলেজের অধ্যাপক ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসর-প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীশচীকান্ত হাজারী, আশুতোষ কলেজ, কলিবিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমর চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅবনী মোহন সিন্‌হা। ধর্ম্মসভার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে গুরুদাস কলেজের অধ্যাপক ডক্টর নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসর প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক, কলিকাতা মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ আশুতোষ দত্ত।

কলিকাতা-বেহালা ও খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ সপার্ষদে ধর্ম্মসভায় তৃতীয় অধিবেশনে যোগদান করতঃ অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ। সভায় বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'আধুনিক মনুষ্য সভ্যতা ও যথার্থ প্রগতি', 'সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য', 'ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস জীবের স্বতঃসিদ্ধ', 'ভগবৎকৃপা পূর্ণ শরণাগতির উপর নির্ভরশীল', 'ভবব্যাধির মহৌষধ বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ'।

এতদ্‌ব্যতীত কলিকাতা মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতা মঠের বনচারী ও ব্রহ্মচারী সেবকগণ এবং গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

## কলিকাতা মঠে শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের অভিভাষণ

কলিকাতা মঠে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে (২৮ পৌষ, ১৪০৪, ১৩ জানুয়ারী, ১৯৯৮ মঙ্গলবার) —'ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাস জীবের স্বতঃসিদ্ধ' নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর যে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার সারমর্ম্ম ঃ—ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাস যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তবে জীবেতে তার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না কেন? স্বতঃসিদ্ধ কেন বলা হয়েছে? জীব ভগবানের শক্ত্যংশ, শক্তির ধর্ম্ম শক্তিমানের পরিচর্য্যা। ভগবানেতে ভক্তি জীবাত্মার স্বাভাবিক নিত্যাবৃত্তি,

সেটা তৈরী করতে হবে না। সমস্ত চেতন প্রাণীর —আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। মনুষ্যজন্মে বিবেকের প্রকাশহেতু ভগবদ্ভজনের সুযোগ উপস্থিত হয়।

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥' (কঠ ১।৩।১৪)

'উঠ, জাগো মহদ্ব্যক্তিগণকে আশ্রয় করতঃ ভগবান্‌কে জানবার জন্য সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারার ন্যায় সংসার অতীব তীক্ষ্ণা ও দুরত্যয়া; একটুকু এদিক ওদিক হলেই কেটে যাবে। সংসারের প্রভাব থাকা পর্য্যন্ত ভগবানেতে মন যাবে না। ভগবানের জন্য ক্ষুধার উদ্রেক ও ভগবানেতে বিশ্বাস জাগ্রত হলে ভক্তির প্রকাশ দৃষ্ট হয়। প্রকৃত শুদ্ধ ভক্ত সাধুসঙ্গ প্রভাবেই জীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ ভক্তি প্রকাশিত হয়ে থাকে। সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ সাধুর মধ্যে যেগুণ আছে সে গুণটা অন্যত্র সঞ্চারিত হলে ভগবানকে আস্বাদন করার যোগ্যতা ভক্তির প্রকাশ হয়। প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব আবৃত হয়ে পড়ে। ভগবান্ ভক্তের মহিমা প্রখ্যাপনের জন্য ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছিলেন। ভগবানের স্বরূপ ও ভক্তের প্রকৃত স্বরূপ বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ অবধারণে অসমর্থ। এইজন্য দেখা যায় যার যা খুশী তাই বলে চলেছে। প্রকৃত পক্ষে তারা শাস্ত্রানুসারে কথা বলেন না। অনেকেই ভগবান সাজেন এবং ভক্তনামধারী ব্যক্তিগণ সেই ভগবানের পায়ে তুলসী দেন। শাস্ত্র বিগর্হিত আচরণে সেই সকল ব্যক্তির কোন সঙ্কোচ নাই। ভগবানের পাদপদ্মেই কেবল তুলসী অর্পিত হয়। সাজা ভগবান মানুষের পায়ে তুলসী দেওয়া শাস্ত্র বিগর্হিত।

অম্বরীষ মহারাজ স্থূলদর্শনে বিষয়ী, ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ হইলেও তত্ত্বতঃ ভগবান নারায়ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। দুর্ব্বাশা ঋষি বাহ্যবিচারে সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ হয়েও তাঁকে বুঝতে না পেরে তাঁকে নাশ করবার জন্য কৃত্যা নিক্ষেপ করেছিলেন। ভগবানের শাসন সুদর্শনচক্র কৃত্যাকে ধ্বংস করে দুর্ব্বাসা ঋষির প্রতি প্রধাবিত হলে দুর্ব্বাসা ঋষি দশদিকে, সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়ে, সুমেরু পর্ব্বতের গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়ে, ব্রহ্মা, শিবের নিকট গিয়েও সর্ব্বশেষে নারায়ণের পাদপদ্ম শরণ গ্রহণ করেন। নারায়ণ তখন দুর্ব্বাশা ঋষিকে বলেছিলেন ব্রহ্মা শিবাদির ন্যায় তিনিও অধীন, যে হৃদয় দিয়ে তিনি কৃপা করবেন সে হৃদয় তাতে নাই, সাধুগণ তাঁর হৃদয়কে গ্রাস করেছেন।

'অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ ॥'
—ভাঃ ৯।৪। ৬৩

'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥'
—ভাঃ ৯।৪।৬৮

নারায়ণ দুর্ব্বাশা ঋষিকে অম্বরীষ মহারাজের নিকট প্রেরণ করলেন। অম্বরীষ মহারাজ যদি ক্ষমা করেন, তবেই ক্ষমা হবে। ভগবানের নিকটে গেলেও ভগবানকে ভগবানরূপে উপলব্ধি হবে না। ভক্তের নিকট ভক্তি লাভ হলে ভক্তি দ্বারাই ভগবানের উপলব্ধি হয়।

কবে আমি ছাড়িব বিষয় অভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) দশাবতার „ „ „ „
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ
(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি—যন্ত্রস্থ (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ
(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্—যন্ত্রস্থ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা—যন্ত্রস্থ

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

..............................

..............................

..............................

..............................

Pin..............................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
অষ্টত্রিংশ বর্ষ – ৪র্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫
১৯ ত্রিবিক্রম, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ৩০ মে ১৯৯৮ | ৪র্থ সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠার পর ]

এক শ্রেণীর অর্ব্বাচীন ব্যক্তি ব'লে থাকেন,—এ জগতের দাসের বৃত্তি অত্যন্ত খারাপ ; সুতরাং পর জগতে আর দাসের বৃত্তি করব না, প্রভু হ'য়ে যা'ব —উপাস্য হ'য়ে যাব ! যেন পরজগৎ এই জগতের ন্যায়ই অসুবিধা-মিশ্রিত, ত্রিগুণ-তাড়িত জগৎ ! 'বৈকুণ্ঠ' কথাটী না জানা থাক্‌লেই এরূপ বিচার এসে উপস্থিত হয়—অবিকৃত বিম্বে বিকৃত প্রতিবিম্বের হেয়তা অনুমান ও আরোপ করা হয়। যেখানে কুণ্ঠাধর্ম্ম নেই—অমঙ্গলের কোন কথা নাই—যেখানে কেবল 'শ'—মঙ্গল, সেখানে অমঙ্গলের জিনিষ এখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সূর্য্য—স্বপ্রকাশ বস্তু, সেখানে আলো নিয়ে যেতে হয় না। একটা গল্প আছে। একজন মাঝি মনে করল যে, গুণ টানতে তা'র বড় কষ্ট হয়, অত্যন্ত অসমান স্থান, কাঁটা-খোঁচা প্রভৃতির উপর দিয়ে তা'কে যে'তে হয়, তা'তে অনেক সময় তা'র পদ ক্ষত হ'য়ে থাকে। অতএব যদি সে কোন প্রকারে বড় লোক হ'তে পারে, তা' হ'লে নদীর পারগুলিতে লেপ, তোষক, গদি প্রভৃতি বিছিয়ে নিয়ে তা'র উপর দিয়ে টান্‌তে পারবে। ঐ মাঝি এমন নির্ব্বোধ ছিল যে, সে তা'র দরিদ্রাবস্থার অসুবিধাগুলি তা'র ধনলাভের অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেল্‌তে চে'য়েছিল। তা'র এটা মাথায় ঢুকছিল না, যদি টাকাই পাওয়া যায়, তা' হ'লে আর তা'কে গুণ টান্‌তে হ'বে কেন ? যা'রা ইহজগতের কুসংস্কার, ইহজগতের বিচার-প্রণালী নিয়ে সেখানে যাচ্ছে—যা'রা আধ্যক্ষিক-বিচার অধোক্ষজরাজ্যে চালান দিতে চাচ্ছে ; মনে করছে,—এখানকার ন্যায় দাস-মনোভাব সেখানেও আছে, এখানকার ন্যায় অসুবিধাপূর্ণ দাস্য সেখানেও থাক্‌বে, তা'রা এই মাঝির ন্যায়ই অজ্ঞ। সেখানে যে দাস্য—মুক্তাবস্থায় যে দাস্য, তা'ই জীবের স্বভাব বা চরম স্বাধীনতা। সেরূপ দাস্যের দ্বারা অজিত ভগবান্‌ও জিত হন—সকল

প্রভুর প্রভুও বিক্রীত হ'য়ে থাকেন।

উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা আছে। একবার দেবতাগণের পক্ষ হ'তে ইন্দ্র ও অসুরগণের পক্ষ হ'তে বিরোচন ব্রহ্মার নিকট আত্মতত্ত্ব শিক্ষা কর্‌বার জন্য গমন কর্‌লেন। বিরোচন তাঁ'র বাহ্য-স্থূল দেহের প্রতিবিম্ব দর্শন ক'রে, তা'কেই আত্মা মনে কর্‌লেন, ইন্দ্র বিরোচনের ন্যায় তাড়াতাড়ি না ক'রে ব্রহ্মার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি কর্‌বার জন্য সহিষ্ণু হ'য়ে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং দেহ ও মনের অতিরিক্ত নিত্যবস্তুকে আত্মা ব'লে বুঝতে পার্‌লেন। বাইরের দিকে বিচারক-সম্প্রদায়ের যে বাউলগিরি কর্‌বার জন্য বুদ্ধি, সেটা হচ্ছে—অসুরবুদ্ধি। দেবাসুর-সংগ্রাম সকল সময়ই চল্‌ছে। এই যে উপাসনার পদ্ধতি—ভক্তির পদ্ধতি যা'দ্বারা সুরিগণ বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তম ব'লে দেখ্‌ছিলেন, তাঁ'কে যখন আক্রমণ করবার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হ'লো, তখন অদৈব-বিচার জীবের চেতন-বৃত্তিকে গ্রাস ক'রে ফেল্‌ল। মানুষ যখন অত্যন্ত অপস্বার্থ-পর হয়, তখনই বিষ্ণুপাসনাকে আক্রমণ করে। তখন তা'রা দেবতাগণের পদবী হ'তেও পতিত হ'য়ে যায়। দেবতারাও বাধা দেন; মনে করেন, তাঁ'রা বিষ্ণু হবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছে, আর একজন প্রতি-যোগী এসে উপস্থিত হ'য়েছে—এই বিচারে। সত্য, মহঃ, জন ও তপো লোকের পুরুষগণ স্বর্লোকের ভোগী দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন-না, পূর্ব্বোক্ত লোকের ব্যক্তিগণ—ত্যাগী-সম্প্রদায়।

সাধারণ লোকের বিচারে বিষ্ণু একটি দেবতা-বিশেষ, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণু কর্তৃক শক্তি-প্রাপ্ত দেবতা ন'ন! বিষ্ণু দেবতাবিশেষ হ'লে বহুদেবতাবাদ এসে যায়। সব দেবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্রহ্মের সহিত নির্ভিন্ন হ'য়ে যা'ব—ইহাই বহুদেবতাবাদ, পঞ্চো-পাসনা বা তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিজ্ঞা। তাঁরা আগেই ঠিক দিয়ে রেখেছেন, উপাস্যবস্তু নির্ব্বিশেষ, তাঁ'র উপাসনা করার দরকার নেই। কেবল কপ-টতা বা ছলনা ক'রে সাময়িক উপাসনা এবং সেই সাময়িক উপাস্যের অনিত্য নাম, অনিত্য গুণ, অনিত্য ক্রিয়া স্বীকার করা যা'ক। জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'তে পার হওয়ার জন্য তাঁ'রা এরূপ বিচার ক'রে থাকেন। তা' হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগ-একটি শ্লোক বলেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চবিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্যযুক্ত হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরোধী হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া; কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ হ'লে এই অভদ্র হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্মৃতিপথে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায় অর্থাৎ আমি যে নিত্যকৃষ্ণদাস,—এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়, তা'হ'লে সমস্ত অভদ্রে আগুন লেগে যায়—অভদ্রগুলির মূল পর্য্যন্ত পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়,—

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

সর্ব্বতোভাবে কেহ যদি হরিকীর্ত্তন করেন, তবেই তাঁ'র হরিস্মরণ হয়, তা'হলেই তিনি অমানী-মানদ-তৃণাদপি-সুনীচ হ'তে পারেন। "তৃণাদপি"-শ্লোকে 'সদা'-শব্দের অর্থ—কাম-ক্রোধাদির অবসর না দিয়ে অবিক্ষেপে হরিকীর্ত্তন। কাম-ক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই—জড়সম্ভোগবাদে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান বা বিপ্রলম্ভরসে আসক্ত ব্যক্তিরই তৃণা-দপি সুনীচত্ব।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

জাগতিক সত্যের একটা আপেক্ষিকতা আছে। আপেক্ষিকধর্ম্মে যে সত্যের উদয় হয়, তা' সত্যের শুদ্ধি নহে। পরমাত্ম-সেবা—জড়ের সেবা নয়। কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমোপাস্য—সদুপাস্য। সর্ব্বদা কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর—কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের পরিকর-বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন কর, যিনি অনুক্ষণ বলেন, তাঁর পাদপদ্মই সর্ব্বদা উপাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে নিত্য উপাস্য; তিনি নিত্য ভগবৎপার্ষদ, তাঁ'র সেবক বৈষ্ণবগণ—উপাস্য।

অনেকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতির একদেশদর্শী

বিচার বলেন ; শ্রুতি-মন্ত্রের সর্ব্বতোমুখী বিচার গ্রহণ কর্‌বার সহিষ্ণুতা স্বীকার করেন না। ভক্তিকে আশ্রয় কর্‌লেই মায়ার দুষ্পারা জলধি আমরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'য়ে যে'তে পারি। পূর্ব্বতন মহাজনগণের বর্ত্মানুবর্ত্তনই আমাদের ধ্রুবতারা। পূর্ব্বমহাজনগণ সত্ত্বশুদ্ধি লাভ ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত হ'য়েছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের নামই—বসুদেব। সেই হৃদয়েই জ্ঞান অর্থাৎ সম্বিদ্‌বিগ্রহ বাসুদেব, বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমা, বৈরাগ্য অর্থাৎ অভিধেয়-ভক্তি উদিত হয়। আমরা এরূপ বিচার অবলম্বন ক'রে অযৌক্তিক রাজ্য হ'তে পার পেতে পারি। 'তমঃ' অর্থে—মায়াবাদ, কর্ম্মবাদের ভোগ-প্রবৃত্তি। ত্রিদণ্ডিগণ এই বিচার অবলম্বন ক'রে সেইদিকে অগ্রসর হ'বেন। মানবজাতি সকলেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হ'বেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপা-
সিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো
মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥

( ক্রমশঃ )

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৫ পৃষ্ঠার পর ]

**ওঁ হরিঃ ॥ চেতো দ্রবাতিশয়াত্মক প্রেমৈব স্নেহঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯০ ॥**

বৃহদারণ্যকে। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাদনন্তরতরং যদয়মাত্মা ॥ ভাগবতে। বীক্ষ্যন্তঃ স্নেহসম্বদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ। ন্যরুন্ধন্নুদ্‌গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে। নির্য্যাত্যাগারান্নোঽভদ্রমিতিস্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ ॥ চরিতামৃতে। কাঁদিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাঞী। বিশ্বরূপসম না করিহ নিঠুরাই ॥ সন্ন্যাসী হৈয়া মোরে না দিল দরশন। তুমি তৈছে হৈলে মোর হইবে মরণ। [৯০]

চিত্তের অতিশয় দ্রব্যতা বিশিষ্ট প্রেমই স্নেহ ॥৯০॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর ; কারণ এই যে আত্মা, ইনি অন্তরতম ॥ পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ যথা ভাগবতে। স্নেহপাশে হৃদয় সম্যক্ বদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া পাণ্ডবাদি সকলেই পলকহীন নেত্রে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে যেই সকল স্থানে কৃষ্ণ গমন করিতেছিলেন সেই সকল স্থানেই তাঁহার পূজনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহ হইতে নির্গত হইলে বন্ধুপত্নীগণ অতিশয় আসক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে কোন প্রকার অমঙ্গল না হয় এইজন্য বিগলিত অশ্রু নিরুদ্ধ করিলেন ॥ চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশচীমাতার স্নেহের কথা পাষাণসদৃশ হৃদয়কেও বিগলিত করে। [ ৯০ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ অভিলাষাত্মক স্নেহ এব রাগঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯১ ॥**

বৃহদারণ্যকে। আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ ॥ কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্চরেৎ ॥ ভাগবতে। বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো। ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভব দর্শনম্ ॥ চরিতামৃতে। নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর। লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ তুমি সব করিতে পার গমনাগমন। গঙ্গাস্নানে কভু তার হবে আগমন ॥ আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি। তার যেই সুখ তাহা নিজ-সুখ মানি ॥ ৯১ ॥

অভিলাষস্বরূপ স্নেহকে রাগ বলা যায় ॥৯১॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—কেহ যদি এই পরমাত্মাকে, ইনি আমার এইরূপে জানিতে পারেন, তবে তাহার কি আর দুঃখ থাকিবে ? ভাগবতে কুন্তীদেবীর স্তবে,—হে বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ, যে সমস্ত বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে মুক্তিপ্রদ তোমার দুর্ল্লভ দর্শন লাভ হয়, আমাদিগের সেই প্রকারের বিপদ্‌সকল পুনঃপুনঃ উপস্থিত হউক ॥ চরিতামৃতে শচীমাতার

অভিলাষাত্মক স্নেহ নিমাইর প্রতি উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। [ ৯১ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ রাগোহনুক্ষণং বিষয়াশ্রয়য়োর্নবীনত্বং সম্পাদয়ন্ননুরাগঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯২ ॥**

তৈত্তিরীয়ে। এতমানন্দময় মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্, এতৎ সামগায়ন্নাস্তে। হা৩বু, হা৩বু, হা৩বু॥ ভাগবতে। যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহো গতস্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবং। পদে পদে বা বিরমেত তৎপদাচ্চলাপি যৎ শ্রীর্ন জহাতি কর্হিচিৎ ॥ শ্রীবাসুদেব ঘোষঃ ॥ না জানিয়া না শুনিয়া প্রীতি করিলাম গো পরিণামে পরমাদ দেখি। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে এমতি ঝরয় দুটি আঁখি॥ হের যে আমারে দেখ, মানুষ আকার গো, মনের অনলে আমি পুড়ি। জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িয়া রৈয়াছি গো পাকালিয়া পাটের ডুরি॥ আন্ধুয়া পুরুখে যেন, দীন হীন মীন হেন, নিঃশ্বাস ছাড়িতে নাহি ঠাঁই। বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাতি পিরিত গো তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই ॥৯২॥

রাগ তদীয় বিষয় ও আশ্রয়ের অনুক্ষণ নবীনত্ব সম্পাদন করিলে অনুরাগ নাম প্রাপ্ত হয় ॥৯২॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—যে ব্যক্তি অন্নময়াদি পুরুষে আত্মজ্ঞানে অতৃপ্ত হইয়া ক্রমে আনন্দময় পুরুষে সংক্রান্ত হন, তিনি ইচ্ছামত ভোগাধিকারী হন ও ইচ্ছামত আকৃতি হইয়া ভূরাদিলোকে সঞ্চরণ করেন এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক এই সামমন্ত্র গাহিয়া জীবে অনুগ্রহ বিতরণ করেন॥ ভাগবতে,—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ যদিও ভগবান্‌কে পার্শ্বে পাইয়া প্রতিনিত্য রাত্রিকালে তাঁহার চরণকমলযুগল প্রতিক্ষণ নবনবায়মানরূপে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেন, যে চরণকমল চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত কখনই পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারা সেই পদযুগল দর্শন স্পর্শনাদি করিয়া কখন বিরাম লাভ করিতেন না। [ ৯২ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ অসমোর্দ্ধ্ব চমৎকারেণোন্মাদনং মহাভাবঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৩ ॥**

ইতি স্থায়ীভাব প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

মুণ্ডকে। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ভাগবতে। গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দ দর্শনে। ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনা ভবেৎ ॥ শ্রীরূপঃ। ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়াঃ মহাভাব দশাং ব্রজেৎ যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ বরীয়সাম্ ॥ ৯৩ ॥ ইতি স্থায়ীভাব প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অসমোর্দ্ধ্ব চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন করিয়া অনুরাগ মহাভাব হয় ॥ ৯৩ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে,—যেমন নদীগুলি বিভিন্ননাম ও ও আধারবশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় ও পরিশেষে সমুদ্রেই অন্তর্হিত অর্থাৎ মিলিত হয়, তখন আর তাহাদের নাম-রূপের পৃথক্ পরিচয় থাকে না। সেইরূপ জীব অবিদ্যাজনিত নাম ও রূপসকলকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে মুক্তাবস্থায় ত্যাগপূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়॥ ভাগবত বলেন,—শ্রীগোবিন্দের দর্শনমাত্র দ্বারাই গোপীগণ পরমানন্দ লাভ করিতেন; তাঁহার বিনা দর্শনে গোপিকাদের প্রতি ক্ষণকাল শত শত যুগের ন্যায় পরিণত হইয়া অসহনীয় যাতনা প্রদান করিত॥ রূপগোস্বামী বলেন,—ইহাই সেই প্রৌঢ়ারতি, যাহা মহাভাব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহা মুক্তপুরুষসকল কামনা করেন এবং ইহা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণেরও কাম্যবস্তু। [ ৯৩ ]

ইতি স্থায়ীভাব প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

## রস প্রকরণম্

**ওঁ হরিঃ ॥ সামগ্রী পরিপুষ্টা রতিরেব রসঃ ॥ হরিং ওঁ ॥ ৯৪ ॥**

তৈত্তিরীয়ে। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ অগ্নিপুরাণে। ন ভাব হীনোহস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ। ভাবয়ন্তি রসেনাভি ভাব্যন্তে চ রসাইতি ॥ শ্রীভরত মুনিঃ। শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণী কৃতৌ। প্রমাতা তদভেদেন স্বয়ং যয়া প্রতিপদ্যতে ॥ চরিতামৃতে। এইসব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী ভাব। স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাবানুভাব ॥ সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের

মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর। মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর ॥ ৯৪ ॥

সামগ্রীদ্বারা পরিপুষ্ট হইলে রতিই রস হয় ॥৯৪॥

তৈত্তিরীয় বলেন,—পরব্রহ্মই রসরূপ আনন্দময়-পুরুষ। এই রসস্বরূপকে পাইলেই লোক প্রকৃত আনন্দবিশিষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণ বলেন,—রস কখনই ভাববর্জিত হয় না, তথা ভাবও কখনই রসবিহীন হয় না। রস দ্বারাই ভাবনা করিতে হয় এবং এই রস-কেই ভাবিতে হইবে॥ শ্রীভরতমুনির উক্তিতে,—বিভাবাদির সাধারণীকরণে এমন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, যে শক্তিদ্বারা ঐ কাব্য নাট্যাদির অনুভব-কর্ত্তা ধ্বনিজ্ঞ ভক্ত প্রমাতা সেই প্রাচীন ভক্তের সহিত নিজের অভিন্নতা জানিতে পারেন॥ চরিতামৃত বলেন,—রসের মূলস্বরূপ স্থায়ীভাবের সহিত চতুর্ব্বিধ সামগ্রী মিলনে রস হয়। এই সামগ্রী যথা,—রসের হেতুস্বরূপ বিভাব, রসের কার্য্যস্বরূপ অনুভাব, রসের কার্য্যবিশেষ রূপ সাত্ত্বিকভাব এবং রসের সাহায্যরূপ ব্যভিচারীতা। এই প্রকার কৃষ্ণভক্তিরস অত্যন্ত সুমধুর অবস্থা ধারণ করে যথা দধি, মিছরি, ঘৃত, মরীচ, কর্পূরাদির মিলন অমৃতরসোপম হয়॥ [৯৪]

ওঁ হরিঃ ॥ স চ পঞ্চবিধো মুখ্যঃ সপ্তবিধো গৌণঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৫ ॥

বৃহদারণ্যকে। যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্যে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মা-মৃতোঽমৃতং॥ বারাহে। পুত্র-ভ্রাতৃ-সখিত্বেন স্বামিত্বেন যতো হরিঃ। বহুধা গীয়তে বেদৈর্জীবোংশস্তস্য তে নতু॥ চরিতামৃতে। রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চ-ভেদ॥ ৯৫ ॥

সেই রস মুখ্য পঞ্চপ্রকার, গৌণ সপ্ত প্রকার ॥৯৫॥

বৃহদারণ্যকে,—আকাশাদি পঞ্চভূতের যথা পর পর গুণের আধিক্য। ঐরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎ-সল্য ও মধুর রস এবং এসকল পঞ্চ রসের ভক্তগণ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই শ্রীহরিকেই অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি, তাঁহাকে জানিয়া আমি অমর হই-য়াছি॥ বরাহপুরাণে,—শ্রীহরির সহিত ভক্তিমান্ জীবগণ পুত্র, ভ্রাতৃ, সখা, স্বামী, ইত্যাদি বহুতর সম্বন্ধ-দ্বারা যোগযুক্ত হইয়া সেবা করেন; এই সকল জীব-গণ সেই ভগবানেরই অংশ-স্বরূপ, কিন্তু ভগবান্ কখনই জীবের অংশ নহেন॥ চরিতামৃতে,—পঞ্চ মুখ্যরতি চতুর্ব্বিধ সামগ্রী মিলনে পঞ্চপ্রকার রস-রূপতা লাভ করে। এই পঞ্চরসই মুখ্য ভক্তিরস॥ [৯৫]　　(ক্রমশঃ)

# গুরুসেবা-শ্রম ও গুরুসেবা

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

সাধক-জীবমাত্রেরই প্রথমে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক গুরুসেবা-শ্রম স্বীকারের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এই সেবা-সুখ-দুঃখ বা গুরুসেবা-শ্রম জীবের সমস্ত অসুবিধা বিনাশ করিবার অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ। তজ্জন্য প্রত্যেকেরই গুরুসেবা-শ্রম-স্বীকারে দৃঢ়ব্রত হওয়া একান্ত কর্তব্য। এই গুরুসেবা শ্রম স্বীকার করিতে করিতে অনর্থগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে জীবগণ শুদ্ধহৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইয়া তৎপাদপদ্মে অনুরাগবিশিষ্ট হন। তখনই অন্যাভিলাষিতাশূন্য কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা অনা-বৃত্ত হইয়া আনুকূল্যে গুরুসেবা অনুশীলন করিবার সুযোগ জীবের ভাগ্যে ঘটে।

আমরা যেন ভুলক্রমে গুরুসেবা-শ্রম ও গুরুসেবা এক মনে না করি। একটী মিশ্রা ভক্তি, অপরটি শুদ্ধা ভক্তি; একটী গুরু-বৈষ্ণবানুগত জড় দেহমনের ক্রিয়া, অপরটী আত্মার ক্রিয়া। এই গুরুসেবাশ্রমে পূর্ণা-নন্দাভাব বা মিশ্রানন্দ পরিলক্ষিত কিন্তু গুরুসেবার বিমলানন্দ নিত্যনবনবায়মানভাবে উচ্ছ্বসিত। গুরু-সেবা-শ্রমে কেবল সেবাসুখস্পৃহা নাই, তাহাতে নিজ

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা অল্পবিস্তর অনুস্যূত আছে কিন্তু গুরু-সেবায় স্বেন্দ্রিয়তর্পণ বা স্ব-মঙ্গলামঙ্গলের লেশমাত্রও নাই পরন্তু সেখানে "ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু···স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ" এই মহাজন-বাণীর প্রভাব বিস্তৃত। সেব্যেন্দ্রিয়-তর্পণই তথায় সতত অনুসন্ধেয় ব্যাপার। সাধনক্রিয়া ও ভজনের ন্যায় গুরুসেবা-শ্রম ও গুরুসেবাতে পার্থক্য নিত্য বর্ত্ত-মান। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ও সর্ব্ব-দেবময় সুতরাং অদেব অবস্থায় অনর্থযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করা অসম্ভব। তবে তিনি কৃপা করিয়া সুযোগ দিলে জীব তদনুগত হইয়া গুরুসেবা সাধন করিতে থাকেন—গুরুসেবাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক গুরু-সেবালব্ধ সাধুগণের অনুসরণে গুরুকৃপা বা শুদ্ধ-গুরু-সেবা লাভের জন্য লুব্ধ হন।

দাস্যই জীবের স্বরূপ। সুতরাং জীব কাহারও গোলামখানাতে চাকরী না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। চাকরী পাইলেই তাহাদের আনন্দ আর যেখানে চাকরীর অভাব সে-খানেই নিরানন্দের সমাশ্রয়। এই চাকরী অর্থকরী বলিয়াই জীব চাকরীর জন্য এত লালায়িত। চাক-রীর মত চাকরী করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়ো-জনীয়তা আমরা সকলে বোধ করি। বাল্যকালে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে চাকরী জীবের ভাগ্যে ঘটিতে পারে। পরী-ক্ষোত্তীর্ণ বা শিক্ষিত না হইতে পারিলে চাকরীর সুযোগ প্রায়ই হয় না। সুতরাং অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে পাঠাভ্যাস পূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর যেমন অর্থদ চাকরী-লাভের এবং চাকরী হইলে পর অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, কৃষ্ণের চাকরী বা গুরুসেবা-লাভ সম্বন্ধেও কতকটা তদ্রূপই। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রথমে গুরুসেবা-শ্রম কায়মনোবাক্যে স্বীকার বা গুরুসেবার জন্য অশেষ ক্লেশকেও সাদরে বরণ পূর্ব্বক অনর্থ-নির্ম্মুক্তিক্রমে শুদ্ধ সেবালাভ করিয়া বা গুর্ব্বনুরাগী হইয়া কৃতকৃতার্থ হন। তখনই জীব গুরু-সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া গুরুদাসাভিমানে প্রমত্ত হন এবং গুরু-সেবা করিতে করিতে ক্রমশঃ তৎপাদ-পদ্মে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের এই সেবা নৈরন্তর্য্য-ফলে জীবের ভাগ্যা-কাশে সর্ব্বসুখস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়—গুরুপাদ-পদ্মে—গুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে প্রগাঢ় তৃষ্ণা বা অনুরাগ জীবকে নিজের স্বরূপ জানাইয়া পরে পরস্বরূপ জানায়। ইহাই গুরুসেবা-শ্রম ও গুরুসেবার বৈশিষ্ট্য। এই গুরুসেবাশ্রম স্বীকার না করিলে শুদ্ধসেবা-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই দুইটীর পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোক অনুসারে শ্রৌতপথ-গমনে উৎসাহবিশিষ্ট ব্যক্তির পতনের আশঙ্কা কম এবং দৃঢ়শ্রদ্ধগণের পক্ষে শুদ্ধসেবা-লাভ বা গুরুকৃপা-লাভ সম্ভব।

পাপমলিন বদ্ধ জীব আমরা যদি অলস হইয়া এই গুরুসেবাশ্রম-দণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণা বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারি, তাহা হইলে যে গুরু-সেবা বা গুরুপাদপদ্মে অনুরাগ দেবেরও দুর্ল্লভ, তাহা ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সম্ভব হইবে কি করিয়া? সুতরাং এই গুরুসেবাশ্রম দুঃখ নহে পরন্তু ইহা বিমলানন্দের দুঃখরূপী গুপ্ত চর বা বন্ধু। সুতরাং যাঁহারা গুরু-সেবাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন বা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহারাই যে গুরুসেবা বা গুরু কৃপালাভে একমাত্র অধিকারী বা তাঁহারা যে গুরুকৃপা নিশ্চয়ই পাইবেন, অনর্থনির্ম্মুক্ত হইয়া গুরুসেবা করি-বার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে কেহ যেন গুরুসেবাশ্রমকে গুরুসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত না হন বা অসুবিধায় না পড়েন, অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় গুরুসেবা হয়, ইহা মনে না করেন, আত্মার বৃত্তি গুরুসেবাকে দেহমনের বৃত্তি মনে করিয়া যেন ভ্রান্ত না হন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

# ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ]

ভক্ত কাহাকে বলে, সহজ উত্তর—যাঁহার ভক্তি আছে। ভক্তি অর্থাৎ সেবাবৃত্তি; যে যাঁহার প্রতি দৃঢ়ভক্তি থাকে সে তাঁহার ভক্ত। ইষ্টদেব বহুবিধ হওয়ায় ভক্তও বহুবিধ। শ্রীকৃষ্ণভক্ত, শিবভক্ত, সূর্য্য-ভক্ত এবং দেব-দেবীর ভক্ত। ভক্ত মানে স্ব-ইষ্ট-দেবের সেবক, সেবক সর্ব্বদা সেব্যের প্রীতিবিধানের জন্য প্রচেষ্টা। ভক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—সকামী ও নিষ্কামী। ইহজগতে ও পরজগতে স্ব-সুখবাসনা পূরণের জন্য যে স্ব-ইষ্টদেবের প্রীতিবিধানের জন্য সর্ব্বতোভাবে সেবাপ্রচেষ্টা করে তাহাদিগকে সকামী ভক্ত বলে, ইহাদিগকে শাস্ত্র বণিকসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। আর যাঁহারা বাসনাহীন কেবল নিজ ইষ্টদেবের প্রীতিবিধানের জন্য একান্তভাবে সেবাপ্রচেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে নিষ্কাম ভক্ত, শুদ্ধভক্ত বা ঐকান্তিক ভক্ত বলা হয়। যাঁহারা নিষ্কাম ভক্ত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বনিয়ন্তা জানিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রচেষ্টার সহিত সেবা করেন।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥"

—ব্রঃ সঃ ৫।১

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"

—চৈঃ চঃ আ ২।১০৬

সবার আশ্রয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণে মহাপ্রলয়ে স্থাবর-জঙ্গম সবার স্থিতি বা আশ্রয়। তজ্জন্য তিনি পরমেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥" —শ্বেঃ ৬।৭

যজুর্ব্বেদীয় শ্রুতিতে বলিয়াছেন—ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকপালদিগের পরম মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রজাপতিগণের অধিপতি, অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বের অধিপতি ও স্তবনীয় বা পূজনীয়, সেই স্বপ্রকাশ দেবকে আমরা জানি অর্থাৎ মহর্ষিরা জানেন। তাঁহার সমান বা তাহা হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান সকলকে নিয়মিত করেন। স্মৃতিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

'অহং সর্ব্বস্য প্রভবোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতাঃ॥'

আমি সকলের উৎপত্তিস্থান এবং এই বিশ্বে সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ আমা হইতে জাত এবং আমা হইতেই পালিত। ইহা জানিয়া জ্ঞানবান্‌গণ পরম প্রীতি সংযুক্ত হইয়া আমাকে একান্তভাবে আরাধনা করেন। অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব এবং তদতিরিক্ত লোকসমূহের যাবতীয় জড়চেতন পদার্থ শ্রীভগবান্ হইতে উদ্ভূত এবং জাত হইয়া তাঁহারই নিয়মে ব্যবস্থায় ও শাসনেই স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদীয় শ্রুতিতে বলিয়াছেন—

'ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥'

এই ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইহার ভয়ে ভীত হইয়াই অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু প্রধাবিত হয় অর্থাৎ লোকপালগণ স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই-রূপ পরম তত্ত্ব জানিয়া শ্রদ্ধাসহকারে অবিচলিত চিত্তে সর্ব্বারাধ্য জ্ঞানে শ্রীভগবানকেই ভজনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদেকনিষ্ঠ, তচ্ছরণাগত হইয়া পরমপ্রীতিপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে ভজন করিয়া থাকেন। এইপ্রকার যাঁহারা নিষ্কাম প্রীতিসহকারে ভজনশীল তাঁহাদিগের সেই বুদ্ধিযোগ ভগবান্ প্রদান করেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা চরমে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন।

শ্রীভগবদনুগ্রহ ব্যতীত বদ্ধজীবের পক্ষে ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে, শুদ্ধাভক্তি ভিন্ন ভগবদনুকম্পা বা অনুগ্রহ লাভের উপায়ান্তরও নাই; অতএব ভগবৎ-ঐকান্তিক সেবাভিলাষী মানবগণের পক্ষে শুদ্ধাভক্তিই সারবস্তু ও একমাত্র উপায় অবলম্বনীয়।

এইপ্রকার অবিরত ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ তন্নিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত সৎ-সাধু ব্যক্তিগণকে কৃপাপরবশ হইয়া পরম-করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি ও আন্তরিক স্নেহানন্দ সহকারে পরম প্রসাদ প্রদান করিয়া থাকেন।

কথিত ভক্তিযোগে নিরন্তর ভগবানের ভজনশীল নিষ্কাম ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবান্ অবস্থান করিয়া তাহার হৃদয়স্থিত দুর্জ্জয় কামনা, বাসনাসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের কঠশাখার শ্রুতিতে বলিয়াছেন—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥"
—২।৩।১৪

পরমার্থদর্শীর ভগবৎ-প্রসাদের লক্ষণ বলিতেছেন —যখন ভগবদুপাসকের হৃদয়ে নিগূঢ় ভগবদিতর সমস্ত কামনা ভগবৎ-প্রসাদে বিনষ্ট হয়, তখন সেই মরণধর্ম্মা উপাসক আর মৃত হন না অর্থাৎ অমরত্ব লাভ করেন এবং ইহলোকেই তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। বেদান্তেও বলিয়াছেন—"সমানা চামৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য"। ব্রঃ সূঃ ৪।২।৭। অর্থাৎ যখন সর্ব্ববিধ হৃদয়স্থিত কাম হইতে মুক্ত হয়, তখন মর্ত্ত্য ব্যক্তিও অমৃতত্ব লাভ করে। ভক্তজ্ঞানী পুরুষের জীবিতকালেই অমৃতত্ব লাভ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তৎকালে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই হয়, বলিয়াছেন।

"অনুপোষ্য বেদম্" অর্থাৎ অবিদ্যাদি ক্লেশ সম্বন্ধ আত্যন্তিকরূপে দগ্ধ না হইলেও ব্রহ্মবিদ্যা বা শুদ্ধা-ভক্তিবলে আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ হয়। কিন্তু এই স্থলে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যা থাকিতে অমৃতত্ব লাভ হওয়া কথার কোন অর্থই নাই এবং শ্রুতি কোন স্থানে এইরূপ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অমৃতত্বপদ ব্যবহার করেন নাই। "অনুপোষ্য" শব্দের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ পরিত্যাগ না করিয়া আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ হয় বলিয়া যে শ্রীপাদ্ শঙ্করভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সূত্রের বাক্যার্থের দ্বারা কোন প্রকারে প্রতিপন্ন হয় না, ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শ্রীপাদ্ নিম্বার্কভাষ্য। পুনঃ সেই শ্রুতিতেই বলিতেছেন—

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্ ॥"
—কঃ ২।৩।১৫

ভগবদ্ভজন দ্বারা ভগবৎ-প্রসাদের ফলে যখন সমস্ত ইতর কামনার সর্ব্বথা বিনাশ এবং ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাহার আর তুচ্ছ অবিদ্যা-সম্ভূত অহন্তা ও মমতাবুদ্ধি থাকে না, তখন প্রাথিব নশ্বর জ্ঞানের বাসনা চলিয়া যায়। এই তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যাদির কার্য্য সমস্ত কামনার নাশক, অতএব ভগবদ্ভজনের ফলে তত্ত্বজ্ঞানের পর মরণশীল মনুষ্য মৃত্যুহীন হয়, সেইজন্য শ্রীভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ সর্ব্বপ্রথমে বিশেষ আবশ্যক। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ, সকল বেদান্ত-শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ভগবদর্পিত নিষ্কাম ভক্তিযোগে চিত্ত-শুদ্ধির পর ঐকান্তিকভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণরূপ ভজন হইতে থাকে। সাধকের সদ্গুরুর উপদেশানু-সারে শ্রীহরিভজন করার ফলে ভগবৎ-স্বরূপের অনু-ভূতি বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই তাহার হৃদয়স্থিত অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় এবং যাবতীয় সংশয় নিরাস হয়।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥"
—ভাঃ ১১।২০।৩০

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—আমাকর্তৃক কথিত ভক্তিযোগে নিরন্তর আমার ভজন-শীল ভক্তের হৃদয়ে আমি অবস্থান করায় তাহার হৃদয়স্থিত কামনাসমূহ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই কামনা-বাসনারাশী অবিদ্যা উৎপন্ন হয়।

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয় ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২৪।২৩১

"এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধভক্তিমান্ ॥
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২৪।৯১-৯২

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদিস্থিতে ॥"
—ভাঃ ১১।২০।২৯

পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধাভক্তিযোগে যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়বাসনা অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥"
—ভাঃ ১।২।১৭

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরমপাবন এবম্বিধ সাধুদিগের হিতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা বা নামগুণ শ্রবণকারী ভক্তগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া অবিদ্যা পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন। কিভাবে ধ্বংস করেন তাহাও অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন—

"প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি সামলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥"
—ভাঃ ২।৮।৫

শ্রীহরি স্বীয়কৃত দাস্যসখ্যাদি ভাবরূপ শুদ্ধাপ্রীতি-ভক্তি প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তের কামক্রোধাদি-মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে এবং কিছুমাত্রও অবশেষ না রাখিয়া বিদূরিত করিয়া থাকেন, যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদনদী-তড়াগাদির জলের মলিনতা সম্পূর্ণ-ভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। সমস্ত কামনা, বাসনা অবিদ্যামলসমূহ বিনষ্ট হইলে শুদ্ধ অন্তঃকরণ লাভ হয়। তখন তাহার হৃদয়ে কেবল ভগবৎপ্রীতি সেবা ছাড়া অন্য কামনা থাকে না। যেমন নাগপত্নীগণের বাক্য—

"ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥"
—ভাঃ ১০।১৬।৩৭

যাঁহারা আপনার পদধূলি সেবাপ্রাপ্ত ভক্ত, তাঁহারা স্বর্গলোক কামনা করেন না, পৃথিবীর একাধিপত্য কামনা করেন না, ব্রহ্মপদ কামনা করেন না, রসা-তলের আধিপত্য কামনা করেন না, এমনকি যোগ-সিদ্ধি কিম্বা মুক্তিও কামনা করেন না। এইপ্রকার শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের চরণসেবানন্দেই মগ্ন থাকেন। তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় বলে কোন প্রার্থীব বস্তুই নাই। সেইপ্রকার নিষ্কাম শুদ্ধভক্তকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই রক্ষা ও পালন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদের বিনাশ নাই।

প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলি-লেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না, ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সুদুরাচার ব্যক্তিকে কেন সাধুরূপে পরিগণিত করিব? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, আন্তরিক সম্যক্ ভাবে শরণাগত হইলে, অচিরকাল মধ্যে তাঁহার বাহ্য দুরাচারত্ব বিদূরিত হইয়া থাকে এবং চিরকালের অধর্ম্মাত্মাও সদ্ভজন-মহিমার প্রভাবে, অনতিকাল মধ্যে শরণাগত চিত্ত হইয়া উঠেন। তিনি শীঘ্রই দুরাচারত্ব পরিত্যাগ করিয়া, সদাচারত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তিনি ক্রমশঃ বিষয়-ভোগ-স্পৃহা-নিবৃত্তিরূপা পরমা নিত্যা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদি আশঙ্কা করেন যে, কোন ভগবদ্ভক্ত যদি স্বকীয় চির অভ্যস্ত দুরাচারত্ব পরি-হার করিতে না পারিয়া ধর্ম্মাত্মা হইতে না পারে, তাহা হইলে সে কি নষ্ট হইয়া যায়? ইত্যাকার আশঙ্কা অনুভব করিয়া ভক্তানুকম্পা পরবশতাহেতু, তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন ঈষৎ ক্রোধজনিত সমর্থন-বাক্যে বলিতেছেন হে কুন্তিপুত্র অর্জ্জুন! এ বিষয়ে সন্দিহান হইও না; আমার ভক্তের এইরূপ মাহাত্ম অবিংস-বাদিত। অতএব তুমি ঢক্কা পটহাদি বাদন পূর্ব্বক প্রতিপক্ষগণের সম্মুক্ষে বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে, ভগবান্ বাসুদেবের ভক্ত অতিদুরাচার হইলেও এবং প্রাণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইলেও কখনই বিনষ্ট হন না, সুমঙ্গলই হইয়া থাকেন। অজামিল, প্রহলাদ, ধ্রুব গজেন্দ্রাদি ইহার দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রও বলিয়াছেন, "ন বাসুদেব ভক্তা-নামশুভং বিদ্যতে কৃচিৎ" অর্থাৎ বাসুদেব ভক্তগণের অশুভ কখনও হইতে পারে না।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার অভিপ্রায় —কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না, ইহা

তুমি নিশ্চিতরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল। "সুদুরাচারোহপি মাং ভজন্" নিরতিশয় দুরাত্মা ব্যক্তিও আমার ভক্তিপরায়ণ হইলে, অচিরাৎ শরণাগত প্রাণ হইয়া উঠেন এবং তদনন্তর শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তি নিগচ্ছতি।"

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাদৃশ অধর্ম্মাচার পরতন্ত্র ব্যক্তির সেবা-ভজন তুমি কিরূপে গ্রহণ কর ? "কামক্রোধাদিদূষিতান্তঃ করণেন নবেতিমন্ন পানাদিকং কথমশ্নাসি ?" কামক্রোধাদির দ্বারা মলিনান্তঃকরণ ব্যক্তির নিবেদিত—অন্ন-পানাদি তুমি কি রূপে ভোজন কর ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, "অত্র ক্ষিপ্রং ভবতি স ধর্ম্মাত্মা" শীঘ্রই সে ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা হয়। এস্থলে "ক্ষিপ্রম" এই পদদ্বারা ভাবী কাল সূচিত হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত হইবে, "শশ্বচ্ছান্তিং গমিষ্যসি" এইরূপ ভবিষ্যৎ কালের পদ প্রয়োগ না করিয়া "নিগচ্ছতি" অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, এই বর্ত্তমান কালের পদ প্রয়োগ করায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের পরই আমার ভজন-মার্গের অনুসরণ করিয়া অনুতাপ-প্রভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "অধর্ম্মকরণানন্তরমেব সামনুস্মৃত্য কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা ভবতি।" বারম্বার আপনাকে মনুষ্য-সমাজের কলঙ্ক ও নিরতিশয় অধম জ্ঞান করিয়া, সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। "শাশ্বৎ পুনঃ পুনরপি শান্তিং নির্ব্বেদং নিতরাং গচ্ছতি"। অথবা কিয়ৎকাল পরেই সে মানব যখন ধর্ম্মাত্মত্ব লাভ করিবে তখনও তাহা সূক্ষ্মরূপে তাহাতে বর্ত্তমান থাকা এই বিবেচনায় বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া-পদ প্রয়োগ সুসঙ্গত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। যেমন বীর্য্যবত্বা মহৌষধ সেবন করিলে, জ্বর-দাহ বা বিষ-দাহ ক্রমশ মন্দীভূত হইতে থাকিলেও, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় না, অথচ তখন সেই দাহ খর্ব্বীকৃত দেখিয়া, কেহ আর তাহা ধর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করে না ; "যথা পীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিয়ৎকালপর্য্যন্তং নষ্যদবস্থো জ্বরদাহো বিষদাহো বা বর্ত্তমানোহপি ন গণ্যতে ইতি ধ্বনিঃ"। তদ্রূপ পাপরূপ বিষাক্ত হৃদয়ে ভক্তিরূপ মহৌষধ প্রবেশ করিলে আর সে পাপকে, কেহ গণনায় আনিতে ইচ্ছা করেন না। তখন সেই ভক্তের দুরাচারত্ব এবং কামক্রোধাদির প্রবলতা হেতু, দুর্ব্যবহার সমূহ, ভগ্ন-দন্ত বিষধরের দংশনের ন্যায়, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। "ততশ্চ তস্য ভক্তস্য দুরাচারত্বগমকাঃ কামক্রোধাদ্যা উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবদ কিঞ্চিৎকরা এবজ্ঞেয়া ইত্যনুধ্বনিঃ"। অতএব তাদৃশ ভক্তদুরাচার হইলেও সর্ব্বদাই কাম-ক্রোধাদির উপশমরূপ শান্তি নিরতিশয় ভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, দুরাচার দশাতেও সে ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ। কোন কোন দুরাচার ভক্ত শেষকাল পর্য্যন্তও স্বকীয় দুর্ব্বৃত্ততা পরিহার করে না। তাহার কি দশা হয় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন কুপিতভাবে বলিতেছেন—হে কৌন্তেয় আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না ; তাহার প্রাণনাশ হইলেও ; অধঃপাত কখনই ঘটে না। "সে ভক্তো ন প্রনস্যতি তদপি প্রাণনাশে অধপাতং ন যাতি" এক্ষণে আবার আপত্তি লইতে পারে যে, ভগবান্ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা না করিয়া, "প্রতিজানীহি" 'প্রতিজ্ঞা কর' এই পদ দ্বারা অর্জ্জুনকে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিবার নিমিত্ত কেন আদেশ করিতেছেন ? ইহার উত্তরস্বরূপ কথিত হইতেছে যে. শ্রীভগবান্ স্বকীয় ভক্তের অপকর্ষ লেশও সহ্য করিতে কখনই সক্ষম নহেন, এইজন্য তিনি নানা স্থানে এবং নানা ব্যাপারে স্বকীয় প্রতিজ্ঞার খণ্ডন করিয়া এবং তজ্জন্য স্বকীয় (নিজের) অপকর্ষ অঙ্গীকার করিয়াও ভক্তের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি কদাপি যুদ্ধ ব্যাপারে অস্ত্রধারণ করিয়া শত্রু-সংহারাদি করিবেন না। কিন্তু তাঁহার একান্ত-ভক্ত শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে. তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাইবই। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে, স্বকীয়, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া, ভীষ্মের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবার জন্য রথচক্র ধারণ করিয়াছিলেন।

যাহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ এবং বাক্-বিতণ্ড-পরায়ণ, তাহারা ভগবানের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া উপহাসসূচক হাস্য করিতে পারে। কিন্তু ভক্ত অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা তাহাদিগের নিকট পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায় প্রতিত

হইবে। এইজন্যই তিনি অর্জ্জুনকে এই প্রতিজ্ঞায় নিয়োজিত করিয়াছেন। "সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্য ভাষিতং"—নিজভৃত্যের বাক্য সত্য করিবার জন্য সম্যক্‌ভাবে চেষ্টা করেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যাঁহারা অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি বিনষ্ট হইয়া থাকেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, অন্য দেবতার উপাসকগণের ফলপ্রাপ্তি হয় না এমন নহে; তাঁহারাও দেবতান্তরের উপাসনাজনিত ফলস্বরূপে তত্তদ্দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "যান্তি দেবব্রতা দেবান্" এই স্মৃতিবাক্যানুসারে ইহা অনিত্য ফল বলিয়া আপাততঃ মনে না হইলেও বস্তুতঃ ইহা কদাপি নিত্য ফলরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। উপাস্য দেবলোক-প্রাপ্তিরূপ সেই ফল কখনই নিত্যস্থায়ী হয় না। অন্য দেবতাসমূহ নশ্বর, নিত্য নহেন, তত্তদ্দেবলোকও নশ্বর অর্থাৎ কালে বিনষ্টশীল। সুতরাং তত্তদ্দেবোপাসক-গণ যে নশ্বর (বিনষ্ট) ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

একমাত্র ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই অবিনশ্বর ও শাশ্বত নিত্য। তদ্ব্যতিরিক্ত বিশ্বের সকল দেবতা, সকল লোক, স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল পদার্থ যাবতীয় সকলই নশ্বর ও অনিত্য বিনশ্বর। সুতরাং অন্য দেবোপাসকগণ বিশেষ বিধিসঙ্গত-প্রণালীক্রমে অন্য দেবোপাসনা সম্পাদন করিয়া চরমে তত্তদ্দেবলোক প্রাপ্তি-রূপ ফললাভ করেন বটে; কিন্তু সে ফলও নশ্বর এবং অচিরস্থায়ী। "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবতি" অন্য দেবতার পূজা করিয়া যে ফল লাভ করে, তাহা অচিরস্থায়ী; কারণ দেব-পূজকগণ অন্তিমে বিনাশশীল দেবতাগণকেই প্রাপ্ত হন। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত হইতে লোকসমূহ পুনর্জ্জন্ম-শীল, বিনষ্টশীল। সুতরাং স্মৃতিবাক্য অনুসারে কখনই পরম ফল নহে; সবই অন্তশীল। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মি-ল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ সহস্রা-ণ্যন্তবদেবস্য তদ্ভবতি"। বৃঃ ৩।৮।১০। হে গার্গি! অক্ষরব্রহ্মকে না জানিয়াই যে হোম যজ্ঞ করে, যজন করে, কি বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যাচারণ করে, তাহার সেইসব ফল অন্তপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্মৃতি-শ্রুতিবচন অনুসারে অন্য দেবতার ভক্তগণ ফলসহিত বিনাশপ্রাপ্ত হন।

শ্রুতিতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"অহন্ত্বনশ্বরো নিত্যো মদ্ভক্তা অপ্যনশ্বরাঃ।" অর্থাৎ আমিই অনশ্বর ও নিত্য, সুতরাং আমার ভক্তেরাও অবিনশ্বর ও নিত্য। যে সময়ে ব্রহ্মা-শিবাদি কোন দেবতার বিদ্যমানতা থাকে না, সেই বিশ্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখনও বিদ্যমান থাকেন এবং তিনি যখনই ইচ্ছা করেন তখনই অন্য দেবতার উদ্ভব হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়-কালে সকলকেই তিরোধান বা বিনষ্ট হইতে হয়; কিন্তু সেই সনাতন পরমপুরুষ ভগবান্ই নাশরহিত। তিনিই কেবল সমভাবে বর্ত্তমান থাকেন। "ন চ্যবন্তে চ মদ্ভক্তাঃ মহত্যাং প্রলয়াদপি।" শ্রুতিতে ভগবান্ বলিয়াছেন—আমার ভক্তগণ সুমহৎ প্রলয়াগমেও পুনরাবর্ত্তিত হন না। সেই নাশরহিত পরমপুরুষের ন্যায় তাঁহার একান্ত ভক্তগণও নাশহীনত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই ঈশ্বরকেই সর্ব্বতোভাবে শরণ কর, যাঁহার প্রসাদ-হেতু পরমা শাশ্বত শান্তি, নিত্য ধাম প্রাপ্ত হইবে। (ক্রমশঃ)
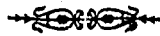
# GURU-TATTVA

**[ Tridandiswami Sreemad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj ]**

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৯ পৃষ্ঠার পর ]

[ Extracts from a sermon delivered by His Divine Grace Om Vishnupad 108 Sri Srimat Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj, illustrious Founder-Acharya of Sree Chaitanya Gaudiya Math—Registered Gaudiya Mission —on the Holy Day of His advent on Utthan

Ekadashi Tithi in 1967 at Sree Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26 ]

To me, Gurudeva manifests Himself in four distinct forms :

1. GU+RU—One Who destroys ignorance. The appearance of Absolute Knowledge, Bhagavan, removes ignorance. Hence, Original Guru is Bhagavan.
2. He who has engaged me in the service of Bhagavan directly is the second appearance of my Srila Gurudeva Most Revered Nityalilapravishta Prabhupad Srimat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Founder of the world-wide Sri Chaitanya Math and Sri Gaudiya Math Organisations [ missions ]
3. Vaishnavas are the third appearance of Gurudeva. What do they do ? As Gurudeva always engages His disciples in the service of His object of worship, Vaishnavas also do the same.
4. Disciples are the fourth manifestation of Guru. They, as disciples, actually do the work of a Guru, i.e. they engage myself always in the service of Sri Gurudeva. There is no scope of doing any antidevotional act of violation in their presence. If there is any violation, they will detect it. Hence, disciples are also my Guruvarga. Disciples perform Gurupuja by singing the glories of Gurudeva. I perform Gurupuja by hearing. But if by hearing those glories, I have got the evil motive of misappropriating it, that will not be Gurupuja. As chanting is bhakti, hearing is also bhakti. In whatever way devotees may express their hearts, they are all my objects of worship.

[The message of His Divine Grace Nityalilapravishta Om 108 Sri Srimat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur on the Holy day (Krishna-Panchami Tithi) of His Fiftieth Advent Anniversary at Sri Gaudiya Math, Ultadanga Road, Calcutta. (The Sermon was delivered in Bengali. It is difficult to understand the deep inner significance of his esoteric instructive message ) ]

Redeemer Sympathisers ! My Sri Gurudeva is the manifestation of the Pastimes of Vishnuvigrahah ( Godhead ) as His Absolute Counterpart Servitor. Though He is God's dearest Vishnuvigraha, yet he is dwelling in the hearts of all living beings of the world in the form of a Vaishnava to rescue fallen souls like me.

"Gurudeva in Human Form is the best among all living beings and is my sole object of worship As perfect man, in spite of His being Servitor of the Highest Object of worship of Vaishnavas, His relation with Sri Chaitanya Mahaprabhu is inconceivable simultaneous distinction and non-distinction. In Consideration of His non-distinct aspect, His Form is the highest object of worship. The visible world is eager to serve Him, but a man like me who is averse to God, is satisfied thinking Gurudeva a perfect man. Human beings, as devotees of that perfect man, are all Vaishnavas. They are manifestations of my Gurudeva in various forms. Positively, they are my Guruvarga and instructors ; negatively they are the persons, who at the time of their performing bhajan, are very much eager to hear delirium from an abominable wretched person like me. It seems to me I am capable of reciting what I have heard from Sri Gurudeva along with them unitedly. I have got no audacity to teach the world because peculiar characteristics of Vishnu-Vaishnava-Tattva are incomprehensible. Although they are eternally distinct, they are at the same time non-distinct which is inconceivable."

I have heard from Gurudeva that all objects of worship, all kinds of worshipper and worship are eternally incorporated in Absolute Undivided Knowledge [Advaijnan] Sri Krish-

na. In spite of their incorporation in Sri Krishna, they are eternal manifestations of variegatedness attached with divine pastimes. Myself and other living beings who are averse to Hari-Guru-Vaishnava [Supreme Lord-Spiritual Guide-Devotee ] like me, are deviated from Eternal Truth due to their forgetfulness of the knowledge of eternal variegated divine pastimes. Even I have got no capacity correctly to understand why I have become deviated. In the context of my feeling eternity, I am eternal servant of Sri Krishna. I have lost remembrance that I am eternal servant of Sri Krishna, as I have fallen into the pit of misconception of self.

The knowledge that I am the marginal potency of Sri Krishna is no win a dormant state due to above drawbacks. Hence, I have got this assumption that Absolute Bliss can be attained by aversion to the service of Sri Vrajendra Nandan Sri Krishna [ son of Nanda Maharaj ]. Who is All-powerful and All-knowledge. But that sort of antidevotional attitude is opposed to variegatedness of Eternal Divine Pastimes. I shall commit a blunder in thinking 'Mayavad contention' as 'Brahmajnan'.

That wrong assumption misdirects me and deprives me from the service of Gurudeva forever. I am unable to comprehend simultaneous distinction and non-distinction of my existence. 'Dva Suparna'—three mantras of Sruti have not been subject-matter of my discussion. I commit offence at the Lotus Feet of Sri Sridhara Swami, who is one with Vishnu Swami, sustainer of the pure devotion, when I do not discern in their teachings manifestations of simultaneous distinction and non-distinction due to forgetfulness of real self.

I have been deprived of the loving service of my most Beloved, by confusing pure Non-Dualism with Absolute Monism. I am avoiding the procedure of getting Transcendental Divine Knowledge descending through preceptorial channel-disciplic channel or Self-Effulgent Knowledge of the Vedas. As such I have imbibed in me, false material ego of becoming a judge to determine right and wrong by inviting deep nescience due to lack of ontological devotional knowledge. It is for this reason only as a non-vedist.

1. I commit offence at the Lotus Feet of the Vaishnavas by going to exaggerate efficacy of the Doctrine of Action [ Karma-Vichar ]
2. I conclude "panca-ratra system" as anti-Vedic.
3. I do harm to my eternal welfare by observing objects of worship—Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha as distinct from Vasudeva.
4. I have imbibed in me belief in Absolute Monism due to my offence at the Lotus Feet of Shandilya Rishi.

Sripad Purnaprajna Anandatirtha Madhavamuni [Sri Madhva-Acharya] has blessed me by manifesting his allegiance to vedavyas in this adverse situation. I am unable to express the extent of his grace unto me for my eternal benefit. Sri Gaurasundar distributed bountifully to all His associates, the sincere endeavour to serve the object of worship which has been inherited from Sri Madhavendrapuripad and preserved by him in the heart of Sri Ishwarpuripad. I was so long averse to Sri Hari due to my reluctance to serve the Lotus Feet of sri Raghunath Das Goswami, embodiment of esoteric bhajan, Raghunath Das Goswami's Bhajan under the benign guidance of Srila Rupa Goswami, who expanded the Gospel of Divine Love, is conspicuous.

Sri Jiva Gosvami, following the footprints of Sri Sanatan Goswami, pulled me by the hair and placed me on the Lotus Feet of Raghunath Das and Svarup Damodar as their eternal servant. I have got the opportunity to realise Sri Gurudeva as non-different from the Lotus Feet of Sri Narottam Thakur in view of my

being blessed in getting the privilege of hearing apophthegm flowing from the holy pen of Srila Kaviraj Goswami. I am a wretched insignificant creature of the world. Sri Vishvanath Chakravarthy is making the gesture of invoking Vyasapuja in one form or other by various alternative means to resist me from going astray. Vedantaeharya Sri Baladev Vidyabhushan, who made the pastimes of appearing as Guru to infuse divine power to Sri Madhusudan Das and Sri Uddhav Das, has rescued me from the menace of the path of logical altercation by pronouncing propriety of Vedic knowledge descending through preceptorial channel. Sri Vishvanath Chakravarthy is perceived by his associates as custodian of the world. In that context, Sri Vishvanath appeared as Absolute counterpart—grace incarnate of the Lord—to resist me in my attempt to know the Truth through empiricism. Srila Bhaktivinode Thakur, Absolute counterpart—Krishnavigraha, who is non-different from Krishna Dvaipayan Vedavyasmuni, has given me shelter at Vraja-pattan (at Chandrashekhar Acharya Bhavan—the holy place of sri Chaitanya Mahaprabhu's Vraja-lila pastimes) inside Nabadwip by His pen and devotional practice.

### ইং ১৯৯৮ সালে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথি-বাসরে ( ২৮ ফাল্গুন ১৪০৪, ১৩ মার্চ্চ ১৯৯৮ শুক্রবার ) গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

**দ্বিতীয় বিভাগ**

(১) শ্রীগোপাল চন্দ্র হালদার (চোয়াপাড়া, মুর্শিদাবাদ)
(২) শ্রীমতী সুপর্ণা ( মুড়াগাছা, ২৪ পরগণা )
(৩) শ্রীমতী সুভদ্রা ( ঐ )

**তৃতীয় বিভাগ**

(৪) শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাসাধিকারী ( মিছামারী, আসাম )
(৫) শ্রীসুচন্দ্রা ( মুড়াগাছা, ২৪ পরগণা )

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীপ্যারীমোহন দেবনাথ, ধর্ম্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা ঃ** শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের স্নেহের পাত্র ও শ্রীমঠের আচার্য্য ও সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেবনাথ গত ১৬ই মাঘ (১৪০৪), ৩০জানু- (১৯৯৮) শুক্রবার শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিবাসরে ৮৫ বৎসর বয়সে ধর্ম্মনগর সহরে নিজবাস ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সময় অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থায় স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধর্ম্মনগরবাসী ভক্তবৃন্দের সমুপস্থিতিতে তাঁহার শেষকৃত্য যথাবিহিত ভাবে সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার শেষকৃত্যের সময় ভক্তগণ অবিশ্রান্ত মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ধর্ম্মনগরে তাঁহার পারলৌকিক শ্রাদ্ধকৃত্যে ও বৈষ্ণবসেবা মহোৎসবে আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধারমণ দাস ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য

বহু বৈষ্ণব-সজ্জন যোগদান করিয়াছিলেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী নীরদা দেবী, চারপুত্র—শ্রীহরেন্দ্র দেবনাথ, শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ ( বৃষভানু ব্রহ্মচারী ) ও শ্রীরবীন্দ্র দেবনাথ এবং কন্যা—শ্রীমতী মাধবী দেবনাথকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় যোগ্য পুত্র শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের অনুকম্পিত শিষ্য, মঠের বিশিষ্ট সদস্য এবং পুরুষোত্তমধামস্থিত শ্রীমঠের মঠরক্ষক।

ইনি ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্ম্মনগর মহকুমায় নেতাজী রোডে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়স হইতেই তিনি ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাযুক্ত ছিলেন। পুত্র কন্যাগণকে ভগবদ্ভক্তি, বৈষ্ণব-সেবা, ঠাকুরসেবা ও শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণ কীর্ত্তনের জন্য তিনি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার চেষ্টায় বহুলোক শুদ্ধভক্তি সদাচার গ্রহণ করত বৈষ্ণবধর্ম্মে ব্রতী হন। তিনি মৃদঙ্গবাদক-সেবায় দক্ষ ছিলেন। সংগীত সাধনায় পারঙ্গতি হেতু ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি পর্য্যটক বিভাগ ও অন্যান্য সংগীত প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন।

পরমারাধ্য মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীলগুরু গুরুদেব তাঁহার মৃদঙ্গবাদনের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা গুয়াহাটী ও আগরতলা মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ তিনি মৃদঙ্গ বাদন সেবার দ্বারা বৈষ্ণবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। শেষ বয়সে দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের স্মরণ করিতেন। তাঁহার সংসারে অধিক আসক্তি ছিল না। কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই তাঁহার জীবন ছিল।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রতি তিনি প্রীতিযুক্ত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব যখনই আগরতলা মঠে আগমন করিতেন তিনি হরিকথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া আসিতেন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ধর্ম্মনগরে তাঁহার গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন এবং তথায়ও মহোৎ-সব অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ, বিশেষতো আগরতলাস্থিত মঠের ভক্তগণ বিরহসন্তপ্ত।

পণ্ডিত শ্রীধরমপাল শর্ম্মা, কিষণপুরা, জলন্ধর, ( পাঞ্জাব ) ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য পণ্ডিত শ্রীধরমপাল শর্ম্মা বিগত ১৫ মাঘ ( ১৪০৪ ); ২৯ জানুয়ারী ( ১৯৯৮ ) বৃহস্পতিবার শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে শেষ রাত্রি ৩-৪০ মিঃ-এ পাঞ্জাব প্রদেশের

জলন্ধর সহরে কিষণপুরা অঞ্চলস্থ নিজবাসভবনে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে ৬৯ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা স্বধামগত পণ্ডিত উদ্ধব দাস শর্ম্মা এবং জননীদেবী স্বধামগতা শ্রী গঙ্গাদেবী। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তিনি সহধর্ম্মিণী শ্রীসুদর্শন কুমারী, ৪টি কন্যা ও দুইটী পুত্রকে রাখিয়া গিয়াছেন। পাকিস্তানে ডেরা-গাজীখানে জন্মস্থান, জন্মদিন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই।

তিনি ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনামাশ্রিত ও ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৬শে এপ্রিল কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষানাম ধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী। তিনি স্থানীয় দমকল বিভাগে সুপার ভাইজার ছিলেন। বহু গুণে বিভূষিত শ্রীধরমপাল শর্ম্মা সুন্দররূপে হরিকথা বলিতে পারিতেন, উদাত্তকণ্ঠে 'হরিবোল' ধ্বনি দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ের উল্লাস বর্দ্ধন করিতেন। প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধবমন্দির রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের তিনি ট্রাস্ট্রী ও জেনের‍্যাল সেক্রেটারী ছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে তাঁহার অবদান যথেষ্ট। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে বিশ্ব হিন্দু মন্দিরে প্রধান পুরোহিত রূপে তিনি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাহার প্রচার ফলে ব্রিটেনের বহুব্যক্তি ভগবদুপাসনায় ব্রতী হন। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল অভিলাষ ছিল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে ইংল্যাণ্ডে আনিবেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য। গত বৎসর প্রতাপবাগস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দিরের বার্ষিক উৎসবকালে শ্রীধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারীর অসুস্থতার সংবাদে শ্রীমঠের আচার্য্যদেব তাহাকে দেখিতে আসিলে তিনি হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করতঃ ইংল্যাণ্ডে প্রচারে যাইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে অনুরোধ করেন এবং উক্ত প্রচারকার্য্যে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন ইহাও বলেন। কিন্তু অভিলাষ পূর্ত্তির পূর্ব্বেই তিনি স্বধাম প্রাপ্ত হন। তাহার মত যোগ্য ব্যক্তির স্বধাম প্রাপ্তিতে পাঞ্জাব দেশীয় ভক্তগণ মর্ম্মাহত এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

# কলিকাতা মঠে আগরতলানিবাসী মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্ষিক পারলৌকিক কৃত্য

অদ্য ১২ই চৈত্র ১৪০৪, ২৭ মার্চ ১৯৯৮, কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতিথিবাসরে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা সহরের কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত শুভানুধ্যায়ী স্বধামগত মোহিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের বার্ষিক পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণব বিধানানুসারে দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী বকুলরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, পুত্রদ্বয়—শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কন্যাত্রয়—শ্রীমতী শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী শিখা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী দীপা চক্রবর্ত্তী কলিকাতামঠে মোহিত বাবুর পারলৌকিক কৃত্যানুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীমোহিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বিগত ৫ এপ্রিল ১৯৯৭, ২২ চৈত্র ১৪০৩, কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথি বাসরে অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকায় পদ্মপুকুরস্থ হেলথ্ পয়েণ্ট নার্সিং হোমে স্বধাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার দাহকৃত্য কেওড়াতলায় যথাবিহিতভাবে সম্পন্ন হয়। ২ বৈশাখ ১৪০৪ তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য কলিকাতা মঠে বৈষ্ণব বিধান মতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি ৭৮ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হন। তাঁহার অকস্মাৎ প্রস্থান-সংবাদে শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। পশ্চিমভারতে প্রচারে যাওয়ার প্রাক্-কালে তিনি কলিকাতা মঠে আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ অনেক কথা আলোচনা করেন। তিনি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—'শরণাগতি', 'আমার কথা', 'অর্ঘ্য ও শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা', 'নিমাই-চরিত', 'শ্রীচৈতন্য-আলেখ্য'। স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকাতেও ধারাবাহিকভাবে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর ছিল। তিনি ত্রিপুরার 'কৃতিসন্তান' পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন রাজস্ব মন্ত্রী ও মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্যের সহিত গুরুভ্রাতারূপে তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার স্থাপিত শিশুশিক্ষাকেন্দ্র পরবর্ত্তিকালে প্রগতি বিদ্যাভবন নামে প্রথম শ্রেণীর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি আগরতলায় পৌর প্রতিষ্ঠানের Assessors এর পৌরকর নির্দ্ধারকরূপে-কার্য্য করাকালে মঠের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করিতেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ গভর্নমেণ্ট এডভোকেট।

মোহিতবাবুর স্বধামগত আত্মার প্রশান্তির জন্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

---

# বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সমাচার

[ ৭ ]

**[ সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোনেশিয়ায় ]**

১৫ মাঘ ( ১৪০৪ ) ; ২৯ জানুয়ারী ( ১৯৯৮ ) বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯-৩০ঘটিকায় শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও তৎ-সমভিব্যাহারে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাস-বিহারী দাস ( শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ), শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী ( শ্রীভূপেন্দ্রকুমার ) তিনটী মটরযানে এবং

স্থানীয় দিল্লীবাসী গৃহস্থ ভক্তগণ রিজার্ভ বাসে নিউ-দিল্লী-পাহাড়গঞ্জ গলি হরিমন্দিরস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া নিউদিল্লী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকায় আসিয়া উপনীত হন। বিমানবন্দরে ভক্তগণ কিছু সময় সংকীর্ত্তন করেন পরে বিমানবন্দরের বাহিরে সম্বর্দ্ধনাকারি ভক্তগণসহ শ্রীল আচার্য্যদেব যাত্রিগণের বসিবার নির্দ্দিষ্টস্থানে প্রায় দেড় ঘণ্টা বসিয়া অপেক্ষা করেন। রাত্রি ১২টার পর বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে বিমানযাত্রী ব্যতীত কাহারও প্রবেশ না থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও সঙ্গের তিন মূর্ত্তি মালপত্রসহ প্রবেশ করেন। সকলে মঠ হইতে আনীত প্রসাদ তথায় গ্রহণ করেন। বিমানবন্দরে জানা গেল সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় যাইতে প্রতি ব্যক্তি ২০ কেজি পর্য্যন্ত মাল লইতে পারেন। আমেরিকা পর্য্যন্ত বিমানে ৩০ কেজি মাল লওয়া যায়। শেষ রাত্রি ১-৫০ মিনিটে (ইংরাজী মতে ৩০ জানুয়ারী) ভারতীয় বিমান এয়ার ইণ্ডিয়ায় যাত্রা করা হয়। সিঙ্গাপুর যাইতে বিমানে ৫ ঘন্টা সময় লাগে। কিন্তু ৩০ জানুয়ারী সিঙ্গাপুর সময় পূর্ব্বাহ্ন ৯-১৫ মিঃ এ সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে বিমান অবতরণ করেন। সিঙ্গাপুর বিমানবন্দর খুবই সুন্দর ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীবিদ্যাপতি দাস, শ্রীদামোদর দাস প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণ সম্বর্দ্ধনার জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সিংঘিং রোডে ২৪ বুকস্থ ভবনে ১২ তলায় থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। উক্তদিবস রাত্রিতে শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে হরিকথার আয়োজন হয়। উক্তগৃহে বহু স্থানীয় ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় ১ ঘন্টা বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন—'সাধন ভজনের উদ্দেশ্য সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করা, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত না হওয়া। জীবের যাবতীয় দুঃখের কারণ ভগবদ্বিস্মৃতি। কলিযুগের জীব ধ্যান, যজ্ঞ ও সুষ্ঠুভাবে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিতে অসমর্থ। এইজন্য তাহাদের পক্ষে একমাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনই ঋষিগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।' ভাষণ ও সংকীর্ত্তনের পরে উপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীসুশীল কুমার দাসাধিকারী শ্রীল আচার্য্যদেবের শিক্ষাগুরু পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য।

সিঙ্গাপুর অতিশয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সুবিন্যস্ত সহর। স্থানীয় ভক্ত পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য শ্রী বিদ্যাপতি দাসাধিকারী সকলকে ৩১ জানুয়ারী প্রাতে সিঙ্গাপুর সহর ও সমুদ্র সৈকত ও দূর হইতে 'সন্তোষদ্বীপ' দেখাইবার জন্য লইয়া যান। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজের সহিত ট্রেভেলার চেক্ ভাঙ্গাইতে ও দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া শ্রীভূতভাবন দাস রাস্তা ভুলিয়া আসিতে না পারায় সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে অনেক বিলম্বে সে আসিয়া পৌঁছিলে সকলের চিন্তা দূর হয়। উক্ত দিবস রাত্রিতে লোরোঙ্গ সালেস্থ শ্রীবিদ্যাপতি দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব গৃহস্থ ভক্তগণ গৃহে থাকিয়া কিভাবে ভজন করিবেন শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের চরিত্র প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ মুখে ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া বলিলে ভক্তগণ খুবই সুখী ও প্রভাবান্বিত হন। বিদেশে সর্ব্বত্রই রীতি আছে সভার শেষে বহুবিধ প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া সকলে সুখী হন। বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা উপস্থিত ভক্তগণের সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রোতাগণের মধ্যে একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্র মহোদয় স্বয়ং মহারাজের নিকট আসিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করেন।

১৮ মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় ৫, চন্দর রোডস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। মন্দিরে শতাধিক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত মন্দিরের ব্যবস্থাপক সম্পাদক শ্রীজয়শঙ্কর উপাধ্যায়িয়া ( Jaishankar Upadhaiah )। সভায় ভক্তগণ অধিকাংশ হিন্দীভাষী হওয়ায় হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা হয়। শ্রীভূতভাবন দাস হিন্দী ভাষায় 'কৃপা কর হাম পর' ও 'রাধে রাধে গো বিন্দ' কীর্ত্তন করিলে শ্রোতাগণ আনন্দলাভ করেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক উদ্বোধনী ভাষণের পর শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ভাষায় হরিকথা বলেন।

### অষ্ট্রেলিয়া

মালয়েশিয়ার ভক্তগণের ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য মালয়েশিয়া যাইবেন বলিয়া বাক্য দিলেও ট্রান্‌জিট ভিসার দ্বারা তথায় যাওয়া অসুবিধা হওয়ায় মালয়েশিয়ায় প্রচার প্রোগ্রাম বাতিল হয়। উক্ত-দিবস রাত্রিতে কোয়ান্‌টাস এয়ার লাইনসের সিঙ্গাপুর হইতে অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী সিড্‌নী যাত্রা করা হয়। সিঙ্গাপুর হইতে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্ত্তা হইয়া সিড্‌নী যাওয়া হয়। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলেও জাকার্ত্তা বিমানবন্দরটি সুন্দর ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। ২ ফেব্রুয়ারী সোমবার অষ্ট্রেলিয়ার সময় পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ১৫ মিঃ-এ সকলে সিড্‌নী বিমান বন্দরে পৌঁছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় বাহিরের খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া নিষেধ থাকায় সকলে বিমানবন্দরে নামিয়া উদ্বেগবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিমানবন্দরের কর্ত্তৃপক্ষগণ কেবলমাত্র ফলগুলি লইতে দেন নাই। অন্য সব দ্রব্য লইতে বাধা দেন নাই। শুনিলাম অষ্ট্রেলিয়ার আয়তন ভারতের দ্বিগুণ হইলেও তাহার লোকসংখ্যা মাত্র দেড় কোটী। রাজধানী সিডনীর লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ এবং পরবর্ত্তী বড় সহর মেলবোর্ণের লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ। সুতরাং অবশিষ্ট সমস্ত সহরে ও গ্রামে লোক সংখ্যা ৭০ লক্ষ। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের মধ্য-প্রদেশে বিস্তৃত অঞ্চল মরুভূমি লোকবাসের অনুপযুক্ত। অধিকাংশ সহর ও গ্রাম সমুদ্রের তটের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। তথায় সংক্রামক ব্যাধি হইলে লোকসংখ্যা হ্রাস পাইবে এইভাবে সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ বাহিরের কোন ফল-তরিতরকারী দেশে প্রবেশ করীতে দেয় না। পোকা মাকরের দ্বারা সংক্রামক ব্যাধি হইতে পারে। সিডনি সহরে আমেরিকার মত বহুতল ভবন নাই। সহরের সেক্রেটারিয়েট ও দোকানঘর এলাকায় কিছু ঘন বসতি দেখা যায়। জমির কোন অভাব না থাকায় অধিকাংশ ব্যক্তি দূরে দূরে অধিক জমী লইয়া একতলা বাড়ী করিয়াছেন। সহরটির আয়তন বিরাট হইলেও সেই অনুপাতে লোকসংখ্যা অনেক কম। সহরের এক মহল্লা হইতে আর এক মহল্লায় যাইতে বহু সময় লাগে। রাস্তাঘাট আমেরিকার ন্যায়ই সুন্দর। সিডনী বিমানবন্দরে শ্রীরাজকুমার শর্ম্মা তাহার বন্ধুসহ উপস্থিত ছিলেন। বিমানবন্দর হইতে শ্রীরাজকুমার শর্ম্মার গৃহে পৌঁছিতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে। শ্রীরাজকুমারজী স্থানীয় ব্যক্তি হইলেও রাস্তা ভুল হওয়ায় বাড়ী পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হয়। সহরে গ্রীণেকার অঞ্চলে ৯।৬৫ চিস্‌ উইক্‌ রোডে তাহার গৃহ অবস্থিত। রাজকুমার শর্ম্মার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী আভা শর্ম্মা, পুত্র অভিষেক শর্ম্মা ও কন্যা বৃন্দা। তাঁহারা সাধুগণের সেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। পরদিন ৩ ফেব্রুয়ারী শ্রীঅদ্বৈত সপ্তমী তিথি বাসরে শ্রীরাজকুমার শর্ম্মার গৃহে প্রাতে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। পরে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রী অদ্বৈত আচার্য্যের তত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে কিছু কথা বলেন। উক্তদিবস রাত্রিতে ক্যাম্প সি-এলাকায় ডিউক স্ট্রীটস্থ শ্রীবিনোদ ওইজ গৃহে ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন। সভান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্রের বাল্যবন্ধু কিংসফোর্ড আন্‌জাক প্যারেডস্থ শ্রীদীনেশ মহাজনের গৃহে ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। তাহার গৃহটি নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইতে ৫০ কিলোমিটার দূরে। রাজকুমার শর্ম্মার গৃহ হইতে অপরাহ্ণ ৫-৩০টায় যাত্রা করতঃ রাত্রি ১২-১৫টায় ফিরিয়া আসা হয়। সভার উদ্বোধনে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী হিন্দীতে ও শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ইংরাজীতে শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচয় প্রদান করিয়া কিছু কথা বলার পর শ্রীল অচার্য্যদেব হিন্দী ও ইংরাজী দুই ভাষায়ই বক্তৃতা করেন। গৃহে সাধুগণের ও তাঁহাদের দ্বারা ভজন কীর্ত্তন শ্রবণের গৃহস্থগণের বিশেষ সৌভাগ্যফলেই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীরাজকুমার শর্ম্মার গৃহে ৯ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথি পর্য্যন্ত অবস্থান করা হয়। ভারোড জেলডার্স এভিনিউস্থ শ্রীভারু থাপার (Varu Thapa) (শ্রীবীরেন্দ্র সিং-এর গৃহে), স্প্রাউল স্ট্রীটস্থ (Sproul Street) শ্রীআনন্দময় দাসের গৃহে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশে, জর্জ্জেস্‌ হলস্থ ও-কে ড্রাইভস্থ (O K Drive) শ্রীঅজয় মেহেতার গৃহে, মাউণ্ট প্লেজেণ্ট এলাকায় রোজ প্যারেডস্থ শ্রীওমপ্রকাশ গুপ্তের বাসভবনে,

মিণ্টস্থিত শিবমন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার সংঘ-সহ আহূত হইয়া শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। এখানে কামবেল্ টাউননিবাসী (Cumbell Town) বাঙ্গালী ভদ্রলোক ডক্টর বি-চ্যাটার্জ্জির সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎকার হয়। ৯ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে শ্রীরাজকুমার শর্ম্মার গৃহে প্রাতে ও রাত্রিতে হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রির সভায় বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। সভার শেষে যোগদানকারী ভক্তগণ বিচিত্র প্রসাদ গ্রহণ করেন।

### হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ

**[ হনলুলু, মাওয়াই দ্বীপ, বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ ( বিগ্ আইল্যাণ্ডস ) Big Islands ]—**

২৭ মাঘ (১৪০৪); ১০ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৮) মঙ্গলবার শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, সিঙ্গাপুর WVA প্রতিষ্ঠানের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ এবং তৎসমভি-ব্যাহারে শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাসবিহারী দাস ও শ্রীভূতভাবন দাস—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকত্রয় শ্রীরাজকুমার শর্ম্মা ও শ্রীদীনেশ মহাজনের দুইটী মোটরযানে অপরাহ্ণ ১-৩০ ঘটিকায় গ্রীণ একরস্থ বাসভবন হইতে যাত্রা করতঃ প্রায় ১ ঘণ্টা বাদে সিডনী বিমানবন্দরে উপনীত হন। অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় কোয়াণ্টাস বিমানে (Quantus Airlines) রওনা হইয়া উক্তদিবস রাত্রি পৌনে ১০টায় সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে সকলে অবতরণ করেন। হনলুলু যাওয়ার বিমান সিঙ্গাপুর হইতে পরদিন প্রাতঃ পৌনে ৯টায় হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ও তাঁহার সেবকগণের সিঙ্গাপুরে থ্রি-এনট্রি ভিসা না থাকায় বিমান বন্দরে রাত্রি যাপন করিতে হয়। সিঙ্গাপুরের অধিবাসী শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহামহারাজের চলাফেরায় বাধা না থাকায় তিনি নীচে নামিয়া তীর্থ মহারাজের ও তাঁহার সঙ্গিগণের মাল পত্র ঠিকমত পৌঁছিয়াছে কিনা দেখিয়া উপরে সংবাদ দেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীরাসবিহারী দাস ও শ্রীভূতভাবন দাস বিশেষ অনুমতি লইয়া নীচে খোঁজ খবর করিতে গিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুরের ভক্ত শ্রীবিদ্যাপতি দাস সাধুগণের রাত্রি যাপনের জন্য একটি কক্ষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু মালপত্রের অনুসন্ধানে বিলম্ব হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ কক্ষটি অন্য প্রার্থীকে প্রদান করেন। দ্বিতলে উপযুক্ত নির্জ্জনস্থানে সকলের শয়ন বিশ্রাম হয়। সিঙ্গাপুরের স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীগৌররাজ দাস সাধুগণের সেবার জন্য প্রসাদ আনিয়াছিলেন। কিন্তু সংরক্ষিত কক্ষ না পাওয়ায় তাঁহারা প্রসাদ দিতে না পারায় দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীগৌররাজ দাস পুনরায় প্রসাদ লইয়া আসেন। কিছু বিদেশী ভক্তদের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার হয়। সিঙ্গাপুর হইতে গরুড় বিমানে যাত্রা করতঃ জাকার্ত্তা বিমান বন্দরে উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ১০ঘটিকায় সকলে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজও সঙ্গে আসেন। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্ত্তা বিমানবন্দর সুসজ্জিত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। জাকার্ত্তা হইতে হনলুলু যাইতে বৃহৎ গরুড় এয়ারবাসের জন্য ৫ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। জাকার্ত্তা বিমান বন্দরে গৌররাজ দাস প্রদত্ত প্রসাদ সকলে তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করেন। গরুড় বিমান অপরাহ্ণ ৪-৩০টায় রওনা হইয়া ১২ঘণ্টা বাদে উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০ ঘটিকায় হনলুলু বিমান বন্দরে অবতরণ করে। গরুড় এয়ারবাসে ৪শত যাত্রী যাইতে পারেন। যাত্রীসংখ্যা কম থাকায় রাত্রিতে শুইয়া যাওয়ার সুবিধা হইয়াছিল। বৈকাল ৪-৩০টায় রওনা হইয়া সেইদিনই কি করিয়া পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০টায় পৌঁছিলেন কেহ বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়াছিলেন। সকলে নিজ নিজ ঘড়ির সময় পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। হনলুলু বিমান বন্দরেও বিমান কর্ত্তৃপক্ষ মালপত্র পরীক্ষা করিয়া সমস্ত ফল অপসারিত করিলেন, সঙ্গে লইতে দিলেন না। স্থানীয় ভক্তদ্বয় শ্রীসুন্দররাজ দাস ( শ্রীসুন্দর গোপাল দাসাধিকারী ) ও মিণ্টার যশ ( Mr. Josch ) আচার্য্যদেব ও সাধুগণকে সম্বর্দ্ধনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসুন্দররাজ দাসের ব্যবস্থায় হনলুলুতে ৯১১, কাপোহো ( Kapoho ) প্লেসস্থিত শ্রীইন্দরলাল কাপুরের গৃহে সকলে অবস্থান করেন। (ক্রমশঃ)

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) দশাবতার " " " "
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ
(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি—যন্ত্রস্থ (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ
(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্—যন্ত্রস্থ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা—যন্ত্রস্থ

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

..................................

..................................

..................................

..................................

Pin..........................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান**

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০**

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

**অষ্টত্রিংশ বর্ষ — ৫ম সংখ্যা**

**আষাঢ়, ১৪০৫**

**সম্পাদক-সঙ্ঘপতি**

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

**সম্পাদক**

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

**মূল মঠ :**—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন : ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন : ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন : ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন : ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন : ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন : ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন : ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন : ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ) ফোন : ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৪০৫ | ৫ম সংখ্যা
২০ বামন, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ৩০ জুন ১৯৯৮

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৩ পৃষ্ঠার পর ]

কৃষ্ণই মূল উপাস্য বস্তু। যেখানে যত অধিষ্ঠান হ'তে পারে বা হ'বে, সকলেরই উপাস্য বস্তু। এই শুষ্ক বংশদণ্ডের, এই টেবিলের ( নিকটস্থ বস্তুগুলিকে হাতদ্বারা দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিলেন ) কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি সেবকের সেবা কর্‌বার জন্য সেবককে আকর্ষণ করেন। পরম সেবকের সেবা ব্যতীত যদি অন্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তি যায়, তা' হ'লে আর আমাদের ন্যায় বোকা খুঁজে পাওয়া যাবে না। যিনি সেবা করতে চান, তাঁর যিনি সেবা করেন, তিনিই অনন্ত পরতম-পরতম-পরতম-তত্ত্ব—তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ-কারণ-তত্ত্ব। পরতত্ত্ব কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ বলা হ'য়েছে—যাঁ'র রূপের খানিক অংশ পেয়ে তাঁ'র ভৃত্যসমূহ মহারূপবান্ হ'য়েছেন। তাঁ'র ভৃত্য-সম্প্রদায় ভগবান্‌কে সেবা কর্‌বার জন্য রূপকে সেবোপকরণ মনে করেন—উপাদান মনে করেন। কৃষ্ণের রূপের কোটী অংশের এক অংশের সহিত কোন রূপের তুলনা হয় না। যখন আমরা কৃষ্ণের সেবা করতে যাই, তখন আমাদিগকে রূপবান্ হ'তে হয়, আমরা তখন আমাদিগকে সাজা'তে চাই, তখন অভিসার ব'লে একটা কার্য্য হয়—"শুক্লাভিসার," আর 'কৃষ্ণাভিসার' চাঁদ উঠ্‌লে গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য যেরূপভাবে দৌড়োয়, আর চাঁদ না উঠলে যেরূপভাবে দৌড়োয়। রূপাভিসার, গুণাভিসার, পরিকরাভিসার, লীলাভিসার। ( এ সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল অন্যরূপ ধারণ করিল, তিনি সাধারণের সভায় এসকল কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া ভাব সঙ্কোচ ও বাক্যের আবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ) আমি এসকল কথা এ ভাষাতে বলতে চাই না—দুর্ব্বলা জিহ্বা ব'লে ফেল্‌ছে ; কিন্তু আমি এখানে ক্ষান্ত হ'লাম।

স্বয়ংরূপ—কৃষ্ণ, আর স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—শ্রীবলদেব প্রভু।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ
প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বানং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

নিতাই-পদ-কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায় ॥

নিতাই—স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব, স্বয়ংরূপ ন'ন। অন্য একটা বস্তুর সাহায্যে সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি—বলবান্ তিনি। তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সরিয়ে নেওয়া যায় না, তিনি নিঃশক্তিক ন'ন। বলশক্তি—বলদেবশক্তি-মত্তত্ত্বের শক্তিবিশেষ। যদিও তাঁ'তে শক্তিমত্তত্ত্বের বিচার প্রবল র'য়েছে, তথাপি তিনি শক্তিজ্জাতীয়। উপাস্য-পর্য্যায়ে কৃষ্ণের পরবর্ত্তী সময়ে বলদেব। তিনি মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনি-রুদ্ধরূপে বিরাজিত। এসকল ত্রিগুণের অন্তর্গত হ্রস্ব, দীর্ঘ ও পরিমণ্ডলকে পরাভূত ক'রে চতুর্থ আয়তনের কথা। পঞ্চম স্তরের কথা আরও উপরের। পঞ্চম রাগ—কৃষ্ণের মুরলীর কথা—

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুর-মুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়ে একীভূত যে নারায়ণ বস্তু, সেই জিনিষটি বলদেব প্রভুর দ্বারা প্রকাশিত হ'য়ে মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাঁ'র নিকট 'ব্যূহ' ব'লে একটা ব্যাপার আছে। উপাস্যতত্ত্বের পঞ্চ প্রকার স্বরূপ। যাঁ'রা অর্থপঞ্চক আলোচনা ক'রেছেন, তাঁ'রা এসকল কথা জানেন। অর্থপঞ্চকবিদ্ ব্যতীত আমরা অপরের নিকট জ্ঞান লাভ কর্‌তে পারি না। অর্থপঞ্চকের জ্ঞান না থাক্‌লে গুরুর কার্য্য হয় না।

অর্চ্চাবতার—আট প্রকার। অর্চ্চাবতার আমা-দের ন্যায় ভাগ্যহীন জীবকে—অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে কৃপা করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ। কোথায় সেই দ্বাপরান্তকালে কৃষ্ণ প্রকটলীলা ক'রে-ছিলেন, আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীব সেইকালে জগতে আস্‌তে পারে নাই—আমরা কৃষ্ণের দর্শন লাভ কর্‌তে পারি নাই—কৃষ্ণের কথা কিছুই জানি না; কিন্তু কৃষ্ণের অর্চ্চা আমাদের কত মঙ্গল কর্‌-ছেন। এই অর্চ্চা—সার্ব্বকালিক। আমরা বহু পরে জন্মগ্রহণ করেও কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছি। অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হ'য়ে তিনি আমাদের আত্মার সেবা-বৃত্তিকে উদ্বোধন কর্‌ছেন।

অন্তর্য্যামী—প্রত্যেক গুণমায়া ও জীবমায়া-রচিত বস্তুতে ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত আছেন এবং আমাদিগকে নিয়মিত কর্‌ছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

বৈভব—নৈমিত্তিক অবতারসমূহকে লক্ষ্য ক'রে বলা হ'য়েছে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

—প্রভৃতি শ্লোকে নৈমিত্তিক যুগাবতারকে লক্ষ্য কর্‌ছেন।

ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ একটাই জিনিষ। একপাদ দর্শনে সর্ব্বদর্শন হয়। ইহজগতে যে একপাদের বিচার, গণিতশাস্ত্রে তা'র কতকটা বুঝ্‌তে পারি—সেবকের কতটা প্রাচুর্য্য, সেব্যের কি ভাব, আমরা তা বুঝ্‌তে পারি।

পরতত্ত্ব—বাসুদেব, পরাৎপরতত্ত্ব—বলদেব, পর-তম পরাৎপরতত্ত্ব—কৃষ্ণ। বিষ্ণু—মূল আকরতত্ত্ব; যেমন দুগ্ধ অম্লের যোগে দধি। দুগ্ধ বিকার হ'য়েছে যেখানে, সেখানে দধিরূপ রুদ্রতা। বিষ্ণুর বস্তুতঃ বিকার নাই, কিন্তু আমার ধারণায় যে বিকৃত ভাব, সেইটি রুদ্রত্ব। বিষ্ণুতে বিকারের আরোপ করা গেলে মূল আকর বস্তুর ধারণা অবিকৃত বা যথাযথ (intact) না রেখে তাঁ'র পরিবর্ত্তন ক'রেছি যে জায়গায় অর্থাৎ mutilated, distorted form-এ যে আমাদের দেখা, তা' রুদ্রত্ব।

ব্রহ্মা—বিভিন্ন স্ফটিক আধারে সূর্য্যের প্রতি-ফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায়,—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ।
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র ॥
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

সূর্য্য—কালচক্রে অবস্থিত ১২টী রাশিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তিনি সুরমূর্ত্তি—দেবমূর্ত্তি। কালটা তাঁ'র বাইরের প্রকাশ।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥
( সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১।১ )

গণেশ—বিঘ্নবিনাশকারী। 'ললিতবিস্তর' পাঠে জানা যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষে এই গণনায়কত্ব বা গণাধিপত্য কিরূপ প্রবল ছিল। গণেশ জাগতিক কর্ম্মরাজ্যের সিদ্ধিদাতা, বৈশ্যগণের আরাধ্য। বৈশ্য-জগতে গণ-ধর্ম্ম, গণ-মত, গণগড্ডলিকার বিচারেরই প্রাবল্য।

বিষ্ণু—অবিকারী; তিনি সর্ব্বব্যাপী; তিনি মায়াধীশ; তিনি জীবের ভোগবৃত্তিদ্বারা সেবিত হন না। অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ জীবের ভোগ-পর চিন্তাস্রোতের দ্বারা সেব্য। কিন্তু বিষ্ণুর সেবা-কাঙ্ক্ষিগণের বিচার এইরূপ,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী হ'তে যে ১২৫টি প্রশ্ন করা হ'য়েছে, সেই সকল প্রশ্নের এক একটি ক'রে আলোচনা ৯ দিবসে অসম্ভব। আমরা কেবল ৯ দিবসে ৯টী মূল বিষয়ের প্রারম্ভিক আলোচনা কর্‌ব এবং ঐ ১২৫টী প্রশ্নের উত্তর ১২৫টী প্রবন্ধে কাগজে দিবার যত্ন কর্‌ব। অন্যান্য লোকেরা যে সকল উত্তর দিয়েছেন, তা' অনেক স্থলে অসম্যক, অনেক স্থলে বিকৃত উত্তর হ'য়েছে। আমরা কি কথা বল্‌তে বসেছি, তা'ও তাঁ'রা সুষ্ঠুভাবে ধর্‌তে পারেন নাই। আমাদের এই ৯ দিনের আলোচনা—থালার মধ্যে হাতী পোড়ার মত ব্যাপার হ'য়েছে। ৯ দিন ধ'রে মানুষ দুই ঘণ্টা ক'রে সময় দিবে, এত সৌভাগ্য হ'বে, তা'ও জানিনা। আমাদের এ আলোচনায় আমাদের বক্তব্য বিষয়ের একটা সূচী বা উপোদ্ঘাত মাত্র দেওয়া হচ্ছে, তা'তে অনেক কথা বাকী থেকে যাচ্ছে, মানবজাতির অনেক তর্ক র'য়ে যাচ্ছে। অনেক সময় আবার যদি বিস্তৃত ক'রে আলোচনা করা যায়, তা' হ'লে অনেকে ব'লে থাকেন, অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে যাচ্ছে। অনেকেরই এসব বিষয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই। যা'ক্ আমরা যতটা জগতে শ্রৌত-সিদ্ধান্ত প্রকাশ কর্‌তে পারি, ততটাই আমাদের সকলের মঙ্গল। আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হ'য়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমাকে এই স্থানেই ক্ষান্ত হওয়া দরকার। আমি সকলকে দণ্ডবৎ কর্‌ছি।

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৫ পৃষ্ঠার পর ]

**ওঁ হরিঃ॥ শান্ত রসঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৯৬॥**

ছান্দোগ্যে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত॥ ভাগবতে। ঋষয়ো বাতবসনা শ্রমণা উর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ চরিতামৃতে। শান্তভক্ত নবযোগেন্দ্র সনকাদি আর। শান্তরসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়॥ শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা॥ কৃষ্ণ-নিষ্ঠ তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে। এই দুইগুণ ব্যাপে সর্ব্বভক্তজনে॥ আকাশের শব্দগুণ যেন ভুত গণে॥ শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥ ৯৬॥

প্রথম মুখ্যরসের নাম শান্ত রস॥ ৯৬॥

ছান্দোগ্যে,—এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। ভাগবতে। দিগম্বর উর্দ্ধরেতা মুনিগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শান্তভাব হইয়া ব্রহ্মধামে গমন করেন॥ শান্তভক্তের উদাহরণ নবযোগেন্দ্র, চতুঃসন ইত্যাদি। এই শান্ত-রতি প্রেম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। এই রসের ভক্তেরা

কৃষ্ণে মমতাবিহীন নিষ্ঠাদ্বারা পরিচিত। পরতত্ত্বে পরংব্রহ্ম বা পরমাত্মরূপ জ্ঞানই ইহাদের প্রবল। আকাশের শব্দরূপ গুণ যেমন অপর সর্ব্বভূত মধ্যে প্রবিষ্ট হয়,তদ্রুপ শান্তের কৃষ্ণ নিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগরূপ গুণদ্বয় অপর সকল ভক্তগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। [৯৬]

ওঁ হরিঃ ॥ দাস্য রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৭ ॥

অগ্নিবেশমশ্রুতি। অংশোহ্যেষ পরস্য ভিন্নং হ্যেনমধীরিরে। ব্রহ্মদাস্য ব্রহ্ম কিতবা ইতি ॥ ভাগবতে। কিং চিত্রমুচ্যতে তবৈতদশেষবন্ধো দাসেধনন্য শরণেষু যদাত্মসাত্বং যো রোচয়েৎ সহমৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং শ্রীমৎ কিরীটতট-পীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্গন্ধ বাসো অলংকার চর্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥ চরিতামৃতে ॥ দাস্য ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥ কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে। পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥ ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর। শান্তেরগুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন ॥ দাস্য রতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥ ৯৭ ॥

দ্বিতীয় মুখ্য রসের নাম দাস্যরস ॥ ৯৭ ॥

অগ্নিবেশম শ্রুতি বলেন,—জীবগণ পরব্রহ্মের অংশ অতএব ইহাদিগকে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এরূপ জানিবে। ব্রহ্মদাস স্বরূপ জীব কিপ্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারে? ভাগবতে। হে অশেষবন্ধো। অনন্য শরণ দাসদিগকে সখ্যভাবে আত্মসাৎ কর; তাহা বিচিত্র নহে। যে তুমি স্বয়ং ঈশ্বরদিগের শ্রীমৎ কিরীট তট পীড়িত পাদপীঠ হইয়াও অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হইয়াও শাখামৃগ বানরগণের সহিত সখ্য করিতে রুচি প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে কৃষ্ণ, তোমার ব্যবহৃত মালা, গন্ধ, অলঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস আমরা, তোমার মায়াকে জয় করিব ॥ চরিত্রামৃত বলেন,—ভগবানের দাস্যভক্তগণের সংখ্যা অনেক। শান্তভক্তের কেবল স্বরূপ-জ্ঞানের সহিত প্রভুর অসীম ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান দাস্য ভক্তিতে যুক্ত হয়। ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দ্বারা দাস্যভক্তে সম্ভ্রম ও গৌরবাদি ভাব প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। শান্তের দুই গুণের সঙ্গে দাস্য ভক্তিতে সেবন রূপ আর একটা অধিক গুণ থাকে। এই দাস্যরতির চরমসীমা রাগপর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় [৯৭]

ওঁ হরিঃ ॥ সখ্যরসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৮ ॥

মুণ্ডকে দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ॥ ভাগবতে। অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলি সম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকং স্ফুটং সরোগন্ধ হৃতালি পত্রিক ধ্বনি প্রতিধ্বান লসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢং ক্ষুধার্দিতাঃ বৎসাসমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনৈকেস্তৃণম্ ॥ বাল্মীকী রামায়ণে। সোহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া। রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্ব্বথা জ্ঞাতিভিঃ সহঃ। চরিতামৃতে। সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন। শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়। দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সখ্যে বিশ্বাসময় ॥ কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ। কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগসীমা। সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ৯৮॥

তৃতীয় মুখ্যরসের নাম সখ্যরস ॥ ৯৮ ॥

মুণ্ডকোপনিষদ বলেন,—জীব ও পরমেশ্বর নামে দুইটি পক্ষী একসঙ্গেই সর্ব্বদা যুক্ত থাকে ও তাহারা পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন, একই শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। ভাগবতে,—কৃষ্ণ কহিলেন, হে বয়স্যগণ, অহো, এই পুলিন অতি রম্য। ইহাতে আমাদের কেলিসম্পৎস্বরূপ মৃদুবালুকা সকল বর্ত্তমান। প্রস্ফুটিত সরোবর জাত সরোজগন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট ভ্রমর ও পক্ষিগণের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে দ্রুম সকল শোভা পাইতেছে। এই স্থানে আমরা ক্ষুধার্দিত হইয়াছি, আমরা আহার করি, দিবস অতিবেল হইতেছে। বৎস সকল নিকটস্থিত তৃণে অল্পে অল্পে চরুক ও যমুনার জল পান করুক ॥ বাল্মীকি রামায়ণে গুহকের সখ্যভাব যথা,—হে লক্ষ্মণ, সেই রামচন্দ্রের প্রিয়সখারূপে আমিই এখানে বর্ত্তমান আছি, সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্র শয়ান অবস্থায় আছেন, আমি ধনুক হস্তে আমার সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত তাঁহার রক্ষা করিব, কোন চিন্তার কারণ নেই, তুমিও যাইয়া বিশ্রাম কর ॥ চরিতামৃত বলেন,—সখ্যের উদাহরণ বিশ্রম্ভ সখ্যে শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি ব্রজসখাগণ এবং গৌরবসখ্যে ভীমার্জ্জুনাদি পুরবাসীগণ। সখ্যভক্তিতে শান্ত ও দাস্যের গুণের সহিত বিশ্বাসময়তা অধিকরূপে থাকে। ব্রজসখাগণের সখ্যভাবে

কোন গৌরবের প্রতিবন্ধক না থাকায় তাঁহারা কৃষ্ণের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে নানাপ্রকারের ক্রীড়া করে কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করে। সখ্যে এবং বাৎসল্যে ভক্তগণের রতির সীমা অনুরাগ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। তারমধ্যে সুবলাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তাঁহাদের প্রেমদশা ভাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। [ ৯৮ ]

ওঁ হরিঃ ॥ বাৎসল্য রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৯৯ ॥

পারাশর্য্যায়ণ শ্রুতিঃ ॥ অংশোহ্যেষ পরস্য সোঽয়ং পুমানুৎপদ্যতে চ ম্রিয়তে চ নানাহ্যেষং ব্যপদিশতি পিতেতি পুত্রেতি ভ্রাতেতি চ সখেতি চেতি ॥ ভাগবতে। তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্। স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ সুধাসবং মত্বা পরংব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্॥ চরিতামৃতে। বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন॥ বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন। সেই সেই সেবনের ইহা নাম—পালন॥ সখ্যেরগুণ অসঙ্কোচ অগৌরব আর। মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥ আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান। চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥ ৯৯॥

চতুর্থ মুখ্যরসের নাম বাৎসল্যরস ॥ ৯৯ ॥

পারাশর্য্যায়ণ শ্রুতি বলেন,—এই জীব পরমাত্মার অংশ স্বরূপ। মায়াবদ্ধ হইয়া এই জগতে জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি স্বীকার করিয়া কখন পিতা, কখন পুত্র, কখন ভ্রাতা এবং কখন সখা ইত্যাদি পর্য্যায় দ্বারা সূচিত হন। আত্মাতে এই ভাবসকল নিত্য বর্ত্তমান। ভাগবতে দশমে,—তখন সেই সেই গোপবালকের জননীগণ বংশীরব শুনিয়া সত্বরে উত্থিত হইয়া পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্র জ্ঞানে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুত্রস্নেহে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধরূপ অমৃত পান করাইতেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা ও গুরুজন সকল বাৎসল্য রসের ভক্ত। শান্তের ও দাস্যের গুণ সকল বাৎসল্যে পালনরূপে প্রকাশ পায়। তারপর সখ্যের দুইগুণ অসঙ্কোচ এবং অগৌরবের সঙ্গে মমতাধিক্যও বাৎসল্যে দৃষ্ট হয়, যাহা দ্বারা তাড়ন ভর্ৎসনাদি ব্যবহারও দেখা যায়। চারিরসের গুণযুক্ত এই বাৎসল্য অমৃতের মত স্বাদু এবং ইহাতে কৃষ্ণ পাল্য এবং ভক্তগণ পালন কর্ত্তা। [ ৯৯ ] ( ক্রমশঃ )
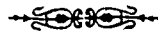
# অপ্রাকৃত বস্তুকে মাপিতে যাইও না

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

আমরা বদ্ধজীব। মেপে নেওয়া ধর্ম্মে সতত অবস্থিত হইয়া আমরা প্রায় সকলেই—মাপা যায় না যাহা সেই মায়াতীত শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবকেও মাপিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হই। ইহারই নাম বদ্ধতা বা ভগবানে সেবা-বুদ্ধির অভাবে ভোগবুদ্ধি। যেখানে সেবার অভাব সেইখানেই ভোগ বা ত্যাগ বুদ্ধির প্রাবল্য। বদ্ধজীবগণ সেবাহীন; তাই অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজ বস্তুকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিয়া লইবার অর্থাৎ মাপিয়া বা ভোগ করিবার চেষ্টাই তাহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই জীবের স্বভাবের বিকৃতাবস্থা বা বিরূপাবস্থা। সাত্বতগণ অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবার এই কৃত্রিম চেষ্টাকে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি বলিয়া থাকেন।

ভগবান্ কৃষ্ণ সকলের দ্রষ্টা বা ভোক্তা; তাঁহাতে দৃশ্য বা ভোগ্য অধিষ্ঠান নাই; সুতরাং যাঁহতে দৃশ্য অধিষ্ঠান নাই তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করা যে বৃথা প্রয়াস মাত্র তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি আমাদের দৃষ্ট নন একথা ধ্রুব সত্য তবে তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে দেখা দিতেও পারেন। এই স্বতন্ত্রতা তাঁহার নিজস্ব। সেইজন্য সেব্যের প্রতি বাহাদুরী করিতে না গিয়া নিজ চেষ্টার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে না গিয়া তাঁহার অহৈতুক-কৃপালাভের আশায় তত্তোষণার্থ তাঁহার সেবা করাই উচিত। ইহারই নাম ভক্তিপথ, শৌতপথ বা অবতার-পথ। তাই

বলিতেছিলাম, মায়াতীত বা মাপাতীত বস্তুকে বুঝিয়া লইতে যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।

ভোগের বস্তুকে মাপা যায়, নিজের গণ্ডীর মধ্যে আনা যায়, নিজের তাঁবেদার করা যায়; কিন্তু সেব্য বস্তু ভগবান্‌কে সেরূপ করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিলেও তাঁহাকে সেরূপ করা যায় না। তিনি অধোক্ষজ বলিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা সতত সংরক্ষণ করেন। তাই অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একত্রিত হইয়া তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও জানিতে পারে না। ইহাই অপ্রাকৃত বস্তুর বিশেষত্ব। তাই শাস্ত্র বলেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো<br>
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।<br>
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-<br>
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌॥<br>
( কঠ ২।২৩ )

ভগবান্‌ অবরোহ-মার্গে, শ্রৌতপথে বা গুরুকৃপায় লভ্য, অন্য উপায়ে নহে,—ইহা জ্ঞাপনার্থ শ্রুতি উপরি-উক্ত মন্ত্রের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন, এই ভগবানকে বেদাদি শাস্ত্রালোচনা দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহু শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকে একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন সেই ব্যক্তির নিকটেই তিনি স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন। এতাদৃশ শরণাগত ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশেও আমরা "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর" এই উপদেশ দেখিতে পাই। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রী শ্রীল প্রভুপাদও—'মীয়তে অনয়া' এই মাপিয়া ধর্ম্ম হইতে অবসর লাভ করিয়া 'অনয়া-রাধিতো' অর্থাৎ নিরন্তর আরাধ্য বস্তুর সেবা করিবার জন্য অনন্তমুখে উপদেশ দিতেছেন; কিন্তু আমাদের এমনি দুর্দ্দৈব যে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রবেশাধিকার নাই—এই কথা প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট আমাদের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করিতেছে না। তাই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবকে জানিতে ও মাপিতে যাইয়া আমরা বৃথা কালক্ষেপ করিতেছি ও অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছি—আমাদের শ্রদ্ধা বা গুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাস ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আমা-দিগকে অসৎসঙ্গে লুব্ধ করিতেছে। সুতরাং শাস্ত্রা-নুগত্য বা গুরুবৈষ্ণবানুগত্যরূপ রত্নকে হৃদয়ে স্থান দিয়া শাস্ত্রজীবন সাধুর সঙ্গে থাকিয়া পবিত্র জীবন-যাপনের জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হওয়াই উচিত, নতুবা মঙ্গলের আর রাস্তা কোথায়?

ভগবান্‌ যখন আমার একমাত্র প্রভু এবং যখন তিনি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন আমাকে তাঁহার নিজ স্বরূপ কৃপাপূর্ব্বক জানাইবেন তখন তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবারিকে মাপিয়া নেওয়া বুদ্ধিরূপ ছত্র-দ্বারা আবরণ করিয়া লাভ কি? সেইজন্য বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি লইয়া নিজ প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করেন। নিজ মালিকের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতাই সেবকের একমাত্র ধর্ম্ম। মালিকের প্রতি নির্ভর করিলে সেই নির্ভরশীল প্রভু-দাসাভিমানী ব্যক্তির আবার ভয় কোথায়? পরম মঙ্গল বা নিত্য শ্রেয়ঃ—কৃষ্ণোপলব্ধি সেই নিষ্কপট গুরুদাসগণেরই করায়ত্ত জিনিষ সুতরাং নির্ভরতা বা আনুগত্যই যখন অপ্রাকৃত উপলব্ধির একমাত্র উপায় তখন অন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ভজন-খর্ব্বতার প্রয়োজন কি? তাই বলি, ভাই সব, আজ হইতে আর অপ্রাকৃত বস্তুকে মাপিতে যাইও না। তৎপরি-বর্ত্তে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর কর, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা কর, সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধ হও। পাজী মনের কথা না শুনিয়া সাধুর কথা শুন এবং নিম্নলিখিত পদ্মারটী কণ্ঠহার করিয়া রাখ।

"কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়"<br>
"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।<br>
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

# ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ]

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠার পর ]

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"
—গীতা ১৮।৬২

হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই একমাত্র শরণ্য, নিয়ামক, কর্ত্তা ও শাসকজ্ঞানে কায়, মন ও বাক্য সকলই তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর। এইরূপ হইলে অনায়াসেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং সেই প্রসন্নতাবলে তুমি পরাশান্তি অর্থাৎ বিষয়োপরতি লাভ করিয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইবে, অপিচ শ্রীবিষ্ণুর পরমধামরূপ পরমপদ তুমি প্রাপ্ত হইবে। স্মৃতিতে বলিতেছেন—"মামুপেত্য ত কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" হে কৌন্তেয়! যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"
—গীঃ ১৪।২

এই জ্ঞানকে অনুষ্ঠান করিয়া আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিতেও জন্মে না এবং প্রলয়ে বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টিকালে তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং মহাপ্রলয়কালে বিনাশাধীন হইতে হয় না। অতএব যাঁহাকে আরাধনা করিলে নাশহীনত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যে বিধির অনুশরণ করিলে নাশহীনত্ব লব্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ যাতনার অবসান হয়, তাহাই সুবিধি এবং তাহাই অবলম্বনীয়।

অন্য দেবোপাসকগণ তত্তদ্দেবলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হয় যে, সে ফল কখনই প্রার্থনীয় পরম ফল নহে। কারণ তাহা ক্ষয় ও বিনাশশীল অচিরস্থায়ী। এমন কি ব্রহ্মলোকও বিনাশী। কার্য্যানুষ্ঠান-বিশেষের ফলস্বরূপে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়; কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণতাই মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু। সুতরাং ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত অনুৎপন্ন জ্ঞানিগণের পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। [ উত্তরোত্তর অধিকতর জ্ঞানলাভে মুক্তি-ফলপ্রদ হয়। উপাসনার প্রভাবে যাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা তথায় ক্রমশঃ জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিয়া কালবশতঃ ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভের সম্ভাবনা থাকে। ] ভক্তিদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিই সেই পূর্ণজ্ঞান। সুতরাং যাঁহারা ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না। এস্থলে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

অর্থাৎ তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার সহিত দেহ লাভ করিয়া পরিণামে জ্ঞানোৎপত্তি সহকারে পরমপদ লাভ করেন। এস্থলে যে 'পরস্যান্তে' শব্দ রহিয়াছে তাহার দ্বারা ব্রহ্মার পরমায়ুর শেষে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে এবং 'কৃতাত্মানঃ' শব্দের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মনোবৃত্তিসম্পন্ন এইরূপ অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কেবল কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও মোক্ষলাভ ঘটিবে না। যাঁহারা একমাত্র মুকুন্দকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তিবিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকে না; সুতরাং তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। এতদ্ব্যতীত জীবন্মুক্তগণ ভগবৎ-সেবাবিমুখতাজনিত পুনর্বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়।

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"
—বাসনাভাষ্য ধৃত

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিতেছেন—

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
—ভাঃ ১০।২।৩২

যদি কেহ বলেন যে, ভগবৎপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন কি ? শুষ্কজ্ঞানের দ্বারাই ত' ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—হে পদ্মলোচন, অপর যে সকল ব্যক্তি নিজদিগকে "মুক্ত" বলিয়া অভিমান করেন, আপনাতে তাঁহাদের প্রীতিভক্তি না থাকায় তাঁহারা মলিনচিত্ত। সেইসকল ব্যক্তি অতিশয় কষ্টে মোক্ষসন্নিহিত স্থানে অধিরোহণ করিলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর ( অবজ্ঞা ) করায় তথা হইতে অধঃপতিত হন। অন্য দেবোপাসকগণের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণও অধঃপতিত হন কি না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না।

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কৃচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।।"

—ভাঃ ১০।২।৩৩

হে মাধব! হে প্রভো! আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত পরমভক্ত ভাগবতগণ কখনও সুপথভ্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদনকারিগণের পালকসমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন।

যাহারা পাপযোনি-সম্ভূত অর্থাৎ অন্তজ, তাহারা সহজেই দুরাচার। তাদৃশ দুরাচারেরাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিহেতু অনন্যশরণ গ্রহণ করিয়া যোগীন্দ্রগণেরও সুদুর্ল্লভ ভগবৎ-পাদপদ্ম তাহাদের সহজেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চিত অর্থাৎ এই সত্যের ব্যভিচার নাই। কোথায় লোকদৃষ্টিতে ব্যভিচারদুষ্ট বনচারিণী গোপীগণ, কোথায় বা পরমাত্মায় তন্ময়ভাবে অধিরূঢ় সাধক-তপসীগণ অর্থাৎ ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শুদ্ধপ্রেমেই যোগীন্দ্রগণের দুর্ল্লভ বস্তু সহজেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ক্বেমাঃ স্ত্রীয়ো বনচারীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুরোঽপি সাক্ষা-
চ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ।।

—ভাঃ ১০।৪৭।৫৯

লোকদৃষ্টিতে ব্যভিচারদোষগ্রস্ত বনচারিণী এই গোপীগণ বা কোথায় ? আর পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক তাদৃশ প্রেমই বা কোথায় ? অহো! লোক যদি অমৃতের স্বরূপ না জানিয়া উহা সেবন করে, তাহা হইলেও অমৃত যেরূপ সেবকের কল্যাণ উৎপাদন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানভিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি সর্ব্বদা তাঁহার ভজন করেন বা প্রীতি ভক্তি আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনিও তাহার সাক্ষাৎ অভিষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেবও বলিয়াছেন—কিরাত, হূন ইত্যাদি পাপজাতিগণও শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণভজনের এতই উদার ভাব ও এমনই মহৎ প্রভাব যে, তাহাতে জাতি, কুল, বিদ্যা ও মান প্রভৃতি কিছুরই বিচারের প্রয়োজন হয় না এবং কোনরূপ কারণে কৃষ্ণভক্তকে বঞ্চিত হইতে হয় না। যাহাদিগকে মানবগণ ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্যজ্ঞানে পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন এবং দৈবাৎ যাহাদিগের ছায়াস্পর্শে আপনাদিগকে মহা-অপবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেই ম্লেচ্ছও অরণ্যচর ব্যাধাদি নিকৃষ্ট বংশজাত ব্যক্তিগণও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি-অধিকারী হইলে ভগবানের নিকট পরম প্রিয় হইয়া থাকেন। ভক্তিহীন, বিচার-বিহীন, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মূঢ়মতি বহির্ম্মুখগণ শুদ্ধাভক্তির প্রকৃষ্ট স্বরূপ ও মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণের উদার করুণা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং কৃষ্ণপ্রেমময়ের সবার প্রতি প্রেমের সমতা অনুভব করিতেও পারে না। সেইজন্যই পরম ভক্ত শূদ্রবিশেষকেও অবজ্ঞা করিয়া থাকে এবং প্রেমময়ী, ভক্তিময়ী নারী-কুলোত্তমাকেও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মানবগণ বাহ্য ব্যবহারের নিরতিশয় পক্ষপাতদুষ্ট। তাহারা মনে করে না যে, হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ না হইলে শ্রেষ্ঠ জন্ম বা আজন্মাচারিত পুণ্যানুষ্ঠান বা বহুযত্নার্জ্জিত বেদ-বিদ্যা কিছুই পারলৌকিক সদ্গতির সহায় হইবে না। তাহারা ইহাও মনে করে না যে, তাহাদিগের শিখা-সূত্র, ভক্তি-জ্ঞান-পরিশূন্য হৃদয়কে আলোকিত ও পবিত্র করিয়া তাহাদিগকে ভগবৎ-প্রাপ্তির পথে লইয়া যাইবে না। কৃষ্ণভক্তিশূন্য গঙ্গাস্নান, তীর্থ পর্য্যটন ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি তাহাদিগের পাপ-পরি-

ক্লিষ্ট অন্তঃকরণকে বিধৌত করিয়া পরম ফল প্রদান করিতে সক্ষম হইবে না। অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন হইয়া যাহাদিগকে তাহারা নিরতিশয় অবজ্ঞাচক্ষে দর্শন করিতেছে, হয়ত তাহাদিগের মধ্যে এমন ভক্তিমান্ মহাপুরুষ থাকিতে পারেন যে, তিনি শ্রেষ্ঠাভিমানী বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিকেও দর্শনদানে পবিত্র করিয়া চরমে পরম শান্তি লাভ করাইতে পারেন এবং সংসার-দুঃখ-দুর্গতির হস্ত হইতেও পরিত্রাণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রদান করিতে পারেন।

কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে যে সদ্গতিপ্রাপ্ত করা যায়, অন্য কিছুতেই তাহার কণিকামাত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এইরূপ ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে চণ্ডাল গুহক, রাক্ষস বিভীষণ, দৈত্য প্রহলাদ, পশুকুলোৎপন্ন হনুমান, জাম্বুবান, দাসীপুত্র বিদুর, শ্রীদামাদি গোপগণ, স্ত্রী ব্রজাঙ্গনাগণ প্রভৃতি অসংখ্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ভগবানের কৃপাসুলভ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তে নাধীত শ্রুতিগণা নোপাসিত মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥"

—ভাঃ ১১।১২।৭

তাঁহারা বাহ্য লোকলোচনে শ্রুতিশাস্ত্রের অনধিকারহেতু বেদ অধ্যয়ণাদি করেন নাই, কোন মহান উপাসনাকার্য্যও করেন নাই এবং কঠোর ব্রত ও তপস্যাদি আচরণও করেন নাই, কেবল কৃষ্ণভক্ত সঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধভক্তি দ্বারা যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্রগণের কাম্যবস্তু ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভ করিয়াছিলেন। বেদজ্ঞ ব্রহ্মাদি ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ স্ত্রীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অলৌকিক ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি দেখিয়া নিজেদের ভক্তিহীনতা কৃষ্ণ-অপ্রাপ্তিহেতু অনুতপ্ত হইয়া আত্মনিন্দাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥"

—ভাঃ ১০।২৩।৪১

এই স্ত্রীগণের, ইহাদের উপনয়নাদি-সংস্কার অনধিকারহেতু দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচারীব্রত পালনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যাচরণ, আত্মমীমাংসা বেদান্ত-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করে নাই, পবিত্রতাও ছিল না এবং শুভক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কিছুই করে নাই; তথাপি উত্তমঃশ্লোক মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তি দ্বারা যোগীগণেরও দুষ্প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু আমাদের দ্বিজত্বাদি লাভ হইলেও আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরণ হইতে বঞ্চিত। অহো! কৃষ্ণভক্তির কি অলৌকিক প্রভাব! কি মহীয়সী শক্তি! ভক্তিহেতু তাহারা করুণাময় ভগবানের নিজজনস্বরূপে পরিগণিত হইল; অস্পৃশ্য চণ্ডাল তাঁহার আলিঙ্গনের পাত্র হইল; গোপবালকগণ তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইল; আর গোপাঙ্গনাগণের সেই শুদ্ধাভক্তি-সম্পূরিত কলেবর তাঁহার পরম প্রীতির আস্পদ হইল এবং তাহাদিগের সেই পুণ্যময় তীর্থস্বরূপ সুপবিত্র পাদপদ্ম তাঁহার মস্তকে স্থান পাইল। কবে ভাগ্যবলে এরূপ শুদ্ধভক্তির কণিকামাত্র লাভ করিয়া ধন্য হইব? কবে আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া এইরূপ শুদ্ধভক্তির কণিকামাত্র লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইব? হে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরো! করুণার সাগর! অনাথবন্ধো! আর্ত্তজন-সহায়! তুমি কৃপা করিয়া কবে অধমকে শ্রীচরণের সেবা প্রদান করিয়া এই তমসাচ্ছন্ন গিরিগুহার ন্যায় দুর্গম হৃদয়-অভ্যন্তরে তোমার শুদ্ধাভক্তিরূপ বিমল রশ্মি কিঞ্চিৎ প্রবেশ করাইয়া দিও। তাহা হইলে ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

যুগধর্ম্ম, কাল-মাহাত্ম্যে, লোক অহঙ্কারের প্রাবল্যে, কুশিক্ষার দোষে, কু-সংসর্গের আবেগে নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিবিহীন কঠিন হৃদয়; সৎ-সাধুগণের উপদেশ এবং শাস্ত্রের মঙ্গলকর বাণী শুনিতে আর প্রবৃত্তি নাই, সৎ-সাধুগণের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে আর রুচি নাই, মহাপুরুষগণের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণের মতি নাই। আমরা ক্রমশঃ সকলই হারাইতেছি। প্রাকৃত জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিলেও চতুর্দ্দিক হইতে দুর্ভেদ্য অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে। সীমাহীন ভবসমুদ্রবক্ষে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের ন্যায় ভাসমান রহিয়াছি। হে করুণাময় ভগবান্! এ ঘোর বিপদে, নিদারুণ বিপত্তিকালে তোমার অহৈতুকী করুণা ব্যতীত আর পরিত্রাণের কোনই সম্ভাবনা নাই। হে কৃপাময়! কৃপা করিয়া ভক্তিরূপ অমৃত বারিসিঞ্চনে এ বিগত-জীব হতভাগ্যগণকে পুনর্জ্জীবিত

কর। শুদ্ধাভক্তিরূপ নিরাপদ পথ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে অকুল ভবসাগর পার করিয়া দাও। ক্ষণপ্রভার ন্যায় এ দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া এই অমূল্য জীবনদীপ কখন যে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে তাহার কোন ঠিক নাই।

"দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরোরজ-রাক্ষসান।
স্ববশে কুরুতে কালো ন কালস্যাস্তগোচরঃ॥"

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ ও রাক্ষসগণকেও মৃত্যু নিজের বশীভূত করে, কেহই মৃত্যুর অগোচরে থাকিতে পারে না। নীতিশাস্ত্রপ্রণেতা বিষ্ণুশর্ম্মা বলিতেছেন—

ব্যোমেকান্তবিহারিণোহপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধ সলিলান্মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি ? কিং সুচরিতং কঃ
স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসন প্রসারিত করো গৃহ্ণাতি দূরাদপি॥

পক্ষিগণ আকাশে নিভৃতস্থলে বিচরণ করিয়াও বিপদগ্রস্ত হয় ব্যাধ কর্ত্তৃক, মৎস্যগণ সমুদ্রের অতলজলে থাকিয়াও চতুর ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হয়, এবিষয়ে দুনীতি বা সুনীতি কি আছে ? আর বিশেষস্থান লাভেরই বা কি গুণ ? কারণ কালই বিপদরূপ হস্ত প্রসারিত করিয়া দূর হইতেও প্রাণীসমূহকে আকর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটায়।

"মরণং হি শরীরস্য নিয়তং ধ্রুবমেব চ।
তিষ্ঠন্নপি ক্ষণং সর্ব্বং কালস্যৈতি বশং পুনঃ॥"

শরীরের মৃত্যু নিশ্চিত ও সত্য। সকল প্রাণীই এজগতে ক্ষণকাল থাকিয়া পুনরায় মৃত্যুর অধীন হইয়া যায়। অতএব সব ক্ষণভঙ্গুর, ক্লেশবহুল, প্রাণীগণ অজর-অমর থাকিবার প্রযত্ন করিয়াও একস্থানে একভাবে থাকিতে পারে না, সবাইকেই সরিয়া যাইতে হয়। পঞ্চভূতাত্মক শরীর নিরতিশয় ক্ষণবিধ্বংসি। মৃত্যু প্রতিমুহূর্ত্তেই শিশু, বৃদ্ধ ও যুবা নির্ব্বিশেষে নিরন্তর রাশি রাশি প্রাণীসমূহকে কবলিত করিতেছে। অতএব মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী আক্রমণে কখন জীব-লীলা অবসান হইবে তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। অস্ত্রাঘাতে, বজ্রপাতে, আগ্নেয়াস্ত্রে, বিদ্যুৎ-স্পর্শে, যান দুর্ঘটনায় কতপ্রকার অঘটন ঘটাইয়া প্রাণীসমূহকে মৃত্যু গ্রাস করিতেছে।

ব্যাঘ্র, সর্প, হিংস্র প্রাণী-দ্বারা মনুষ্যগণকে মৃত্যু কবলিত করিতেছে, অপরদিকে মনুষ্যদ্বারাও প্রত্যহ পশু-পক্ষী, মৎস্যাদি জীব-জন্তু, লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে নির্ম্মমভাবে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দিতেছে। এ সংসার যেন মৃত্যুর সাগর, সাগরের জল অগাধ, তদ্রূপ সংসারে মৃত্যুও অগাধ। সাগর পারাপারহীন, সেইরূপ সংসারে মৃত্যুও পারাপারহীন। সংসারে পতিত জীবগণ কোনপ্রকারে কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। এই দুস্তর মৃত্যু হইতে উদ্ধারকর্ত্তা একজনই আছেন ; দ্বিতীয় চতুর্দ্দশভুবনে আর কেহই নাই। তিনি কে ? তিনি হইলেন সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! ময্যাবেশিতচেতসাং॥
—গীতা ১২।৬-৭

যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ ! আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল সাধককে আমি মৃত্যুভীতিযুক্ত ভীষণ সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। এই উদ্ধার সম্বন্ধে কালবিলম্ব ঘটে না। তাদৃশ ভক্তগণের উদ্ধার বিষয়ে বিলম্ব সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া আমি সত্বর স্বকীয় বাহন গরুড়স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে নিজধামে আনয়ন করিয়া থাকি।

বিশ্বপ্রপূজ্যচরণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরচিত ভজনগীতে বলিয়াছেন—

জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন
এবে করি গৃহসুখ।
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ
জীবনের ঠিক নাই॥

সংসার নির্ব্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন ।।
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যাবে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ সেবন ।।
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও।
গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ ।।

"সর্ব্বধর্ম্মোজঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈক জল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বোপধার্ম্মিকাঃ ।।"
—পঃ পুঃ

ভাবার্থ এই যে, সর্ব্বধর্ম্ম পরিশূন্য অথচ কেবল-মাত্র বিষ্ণুর নামমাত্র জল্পনাশীলগণ অনায়াসে যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন. সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণগণও তাহা প্রাপ্ত হন না। অতএব কৃষ্ণেতেই মনঃ সমাহিত কর, তাঁহাতেই বুদ্ধিকে অর্পণ কর। এইরূপ করিলে সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে, জন্ম-মৃত্যুরূপ ক্লেশের কবল হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবে। তখন কেবল নিত্যানন্দস্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং ভগবানের পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের বিনষ্ট বা বিনাশ নাই। প্রপূজ্যচরণ বৈষ্ণবগণের উপদেশ-বাণী উদ্ধৃত করিলাম।

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য হইতে তাঁহার বাক্যের সত্যতা ও সার্থকতা দেখিতে পাই। নানাপ্রকার কত না আপদ-বিপদ হইতে কৃষ্ণ ব্রজের নিজজনকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কালিয় নাগের বিষে নিজসখা ও গো-বৎসগণের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ করিলেন অর্থাৎ পুনঃ জীবিত করিলেন। কুপিত দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবলরোষ বর্ষণ, মহাঝটিকা ও বজ্র-পাত হইতে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়া তাহা-দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অঘাসুর, বৃষাসুর, ব্যোমাসুর, বকাসুর প্রভৃতির হাত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। দাবানলে দগ্ধীভূত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ আরও কতশত স্থানে কৃষ্ণই স্বভক্তগণকে বাঁচাইয়াছেন, কৃষ্ণই তাহাদের প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্তগণকে কখনও বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না, বরং তাঁহারা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন।

আর কি বলিব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ও চরণাশ্রিত ভক্তগণকে কৃষ্ণ তাঁহারই স্নেহ-প্রণয় দ্বারা লালনপালন করেন।

## ভ্রম-সংশোধন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার ৩৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'গুরুতত্ত্ব' প্রবন্ধে ৫ম পংক্তিতে Registered Gaudiya Mission-এর পরিবর্ত্তে Registered Institution হইবে।

# বিরহ-সংবাদ

## স্বধামে শ্রীসন্তোষ কুমার আগরওয়াল

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীসন্তোষ কুমার আগরওয়াল (দীক্ষানাম—শ্রীসত্য-গোবিন্দ দাসাধিকারী) বাংলাসন ১৪০৪ বঙ্গাব্দে ২৯ মাঘ বৃহস্পতিবার শেষরাত্রি ৫টা ১৫ মিঃ-এ কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া তিথিতে ইংরাজী সন ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হায়দরাবাদ সহরে ৬৭ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়া-ছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন স্ত্রী, তিনপুত্র (শ্রীগোপাল আগরওয়াল, শ্রীগোবিন্দ আগর-ওয়াল ও শ্রীরাজকুমার আগরওয়াল) ও পাঁচটী কন্যা। তাঁহার জন্মস্থান পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমান বাংলা-দেশে) গাইবান্দা জেলার অন্তর্গত শ্রীগোলাপবাগে। শ্রীমদ্ পিতৃদেব—স্বধামগত শ্রীলালচাঁদ আগরওয়াল। ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৫ মে মঙ্গলবার হায়দরাবাদ সহরে দেওয়ান দেউড়িস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তিনি শ্রীহরিনামাশ্রিত এবং ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৫ মে মঙ্গল-বার শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হন।

স্বধামপ্রাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি শ্রীমায়াপুর-ধামে যাইয়া ভজন করিবেন এইরূপ প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী গুরুদেবেকনিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায়, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদান এবং পাঞ্জাবে জলন্ধর সহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরাধা-মাধব মন্দিরে কার্ত্তিকব্রত পালন করিয়াছিলেন। হায়দরাবাদ মঠের বিভিন্ন প্রকার সেবায় তিনি আন্ত-রিকতার সহিত যত্ন করিতেন। হায়দরাবাদ মঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণের সং-কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ রথারোহণে নগর ভ্রমণের জন্য স্থায়ী সুরম্য রথ নির্ম্মাণে আনুকূল্য বিধান করিয়া তিনি শ্রীগুরুদেবের ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হন। তিনি শ্রীল গুরুদেবের মুখ-পদ্মবিনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণে আগ্রহবিশিষ্ট ছিলেন। সন্তোষবাবু ও তাঁহার পুত্রগণ বহুদিন পূর্ব্ববঙ্গে বাস করায় বাংলাদেশীয় কণ্ঠস্বরে ভাল বাংলা বলিতে পারিতেন বা পারেন, বুঝাই যায় না তাঁহারা বঙ্গভাষী নহেন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসংঘসহ হায়দরাবাদ সহরে তাঁহার নারায়ণ-গুদাস্থিত বাসগৃহে এবং তৎপরে হিমায়েতনগর রোডস্থ ফ্ল্যাট বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন এবং বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার পুত্রগণের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণসহ বর্ত্তমান বর্ষে গত ৩ জুন পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনামূলক হরিকথা বলেন।

তাঁহার গৃহে পুত্রগণ একাদশাহে ২৪ ফেব্রুয়ারী শ্রাদ্ধকৃত্য সুসম্পন্ন করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদ মঠে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

তাঁহার অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

**শ্রীযুক্তা বিনদাসুন্দরী সাহা** :—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিতা দীক্ষিতা ভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীযুক্তা বিনদাসুন্দরী সাহা গত ৬ ফাল্গুন, ১৪০৪ ( ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ ) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টা ২৫ মিনিটে সজ্ঞানে হরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি তাঁহার স্বামী মঠাশ্রিত শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী ( শ্রীহেমেন্দ্র চন্দ্র সাহা ), ৬ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণববিধান অনুযায়ী তাঁহার পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ স্থানীয় ৪টী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯ মাঘ, ১৩৭৭ ( ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ )-তে তিনি ও তাঁহার স্বামী হরিনাম ও দীক্ষা তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহন-জীউ স্বধামগত আত্মার আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করুন, এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

**শ্রীপতিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ( পশ্চিমবঙ্গ )** :—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীশ্রীপতিচরণ ব্রহ্মচারী বিগত ২৮ বৈশাখ ( ১৪০৫ ), ১২ মে ( ১৯৯৮ ) মঙ্গলবার প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় কৃষ্ণা-প্রতিপদ তিথিতে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান আসামপ্রদেশে গোয়ালপাড়া জেলায়। আগিয়া ডাকঘরের অন্তর্গত রামপুর গ্রামে। তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র নাথ। পিতার নাম স্বধামগত শিবেন্দ্র নাথ। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট ইং ১৯৫৩ সনে ৪ এপ্রিল হরিনামাশ্রিত এবং ইং ১৯৫৫ সালে ৭ জানুয়ারী কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষানাম—শ্রীশ্রীপতিচরণ ব্রহ্মচারী। তিনি অল্প বয়সে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতঃ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মঠে থাকিয়া সেবা করেন। ভিক্ষাসংগ্রহ-সেবায় তিনি বিশেষ উৎসাহী ও পারঙ্গত ছিলেন। একাদশাহে কৃষ্ণনগর মঠে ৮ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে শনিবার শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ হইতে বৈষ্ণবগণও উক্ত বিরহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ভগীরু নাথ উক্ত বিরহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

**শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর ( নদীয়া )** :—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত দীক্ষিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী আসামে উত্তর লক্ষ্মীমপুরে থাকাকালে গত ৭ জ্যৈষ্ঠ ( ১৪০৫ ), ২২ মে শুক্রবার বেলা ১২টা ২০ মিঃ-এ শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিবাসস্থান আসামে গোয়ালপাড়া জেলার উত্তর শালমারায় 'শালকোচা' পোষ্টাফিসের অন্তর্গত ভেলুপাড়া গ্রামে। তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীতনুরাম বর্ম্মণ, পিতার নাম স্বধামগত শ্রীপ্রাণেশ্বর বর্ম্মণ। তিনি ইং ১৯৫৯ সনের ২৪ মার্চ্চ হরিনামাশ্রিত এবং ইং ১৯৬০ সালে ২৪ জানুয়ারী কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' নাম প্রাপ্ত হন।

শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বিভিন্ন শাখা-মঠে থাকিয়া

সেবা করিয়াছেন। যৌবনকালের উদ্যম-হেতু তিনি পদব্রজে ভারত-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত অনিয়ম সহ্য না হওয়ায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। ডাক্তারগণের দ্বারা চিকিৎসিত হওয়ার পরেও পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। শারীরিক দুর্ব্বলতাহেতু পরিশ্রম-সাধ্য সেবা করিতে পারিতেন না।

তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে থাকিয়া ভজন করিতেন, বন্ধুগণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য মধ্যে মধ্যে আসামে যাইতেন। তিনি ভক্তিশাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন। তিনি স্নিগ্ধ স্বভাববিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন। উত্তর লক্ষ্মীমপুরে ১৮ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৫), ২ জুন (১৯৯৮) মঙ্গলবার তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হয়। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিরহ-সন্তপ্ত।

# বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সমাচার

[ ৮ ]

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮০ পৃষ্ঠার পর ]

কাপুরের গৃহেতেই সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি পৌনে ১০টা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরি-কথা বলেন। হরিকথার আদি অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। পরদিন কাপুরের গৃহে রাত্রিতে বিশেষ সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব 'সাধুসঙ্গের মহিমা' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বহুপ্রকার প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ সুখী ও উৎসাহিত হন। ১৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী মিষ্টার যশের গাড়ীতে হনলুলু সহর, সমুদ্রতট, পাহাড় ইত্যাদি দর্শন করেন। আমেরিকার অন্যান্য সহরের ন্যায় হনলুলু সহরে বহু বহুতল ভবন আছে। সমস্ত রাস্তা সুন্দর ও মসৃণ। এইরূপ একটি সহরও ভারতবর্ষে নাই। পাহাড়ে বহু প্রকারের ফলের বৃক্ষ এবং তাহাতে বিচিত্র ধরণের পক্ষীও আছে। স্থানটি গরমও নয় ঠাণ্ডাও নয়, নাতিশীতোষ্ণ সুখপ্রদ। প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। অধিকাংশ দর্শনার্থী আমে-রিকা ও জাপান দেশীয়। বহুতল বিল্ডিং সমূহ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে দর্শনার্থিগণের অবস্থানের জন্য। তাহাতে অবস্থান বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ, ধনশালী ব্যক্তিগণই থাকিতে পারেন।

হাওয়াই লোটাস সোসাইটীর (Lotus Society) উদ্যোগে হনলুলু সহরের বিভিন্নস্থানে, মাওয়াই দ্বীপে ও বিগ্ আইল্যাণ্ডে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে 'বার্নস্ এণ্ড নোবলস' ( Barnes and Nobles ) গ্রন্থবিক্রেতাগণের স্থানে ভাগবত হইতে 'নিমি-নবযোগেন্দ্র প্রসঙ্গ' আলোচনামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

হনলুলু হইতে বিমানে ১৪ ফেব্রুয়ারী মাওয়াই দ্বীপে যাইয়া ১৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় এবং ১৮ ফেব্রু-য়ারী বিগ আইল্যাণ্ডে যাইয়া ২২ ফেব্রুয়ারী হনলুলু ফেরা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় হনলুলু সহরে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট অডিটোরিয়ামে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারী বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রী-গৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীইন্দরলাল কাপুরের গৃহে পূর্ব্বাহ্নে ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিলে শ্রীল আচার্য্য-দেব শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাসবিহারী দাস শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা বর্ণনমুখে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস

হিন্দীতে, অন্যান্য সকলে ইংরাজী ভাষায় বলেন। তৎপরে সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

হনলুলু সহরে উক্তদিবস ( ১৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার ) আশ্চর্য্য দ্বীপে ( Magic Island-এ ) অপরাহ্নে সভার কার্য্য হইবে বিজ্ঞাপিত থাকায় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীরাসবিহারী দাস আদিসহ তথায় অগ্রিম ব্যবস্থাদির জন্য পৌঁছেন। উক্ত দিবস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ায় ব্যাসপূজা, পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান ও মহোৎসবে সকলে ব্যস্ত থাকায় ও শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়ায় আশ্চর্য্য দ্বীপে পৌঁছিতে অনেকটা বিলম্ব হয়। রাত্রিতে আবহাওয়া ক্রমশঃ অত্যধিক ঠাণ্ডা হইয়া পড়িলে খোলাস্থানে সভার কার্য্য করা সম্ভব না হওয়ায় নিকটবর্ত্তী মিষ্টার টম্ ক্যাপ্রিয়োর ( Mr. Tom Caprio ) গৃহে ব্যবস্থাপকগণ হরিকথার আয়োজন করেন। অবশ্য ম্যাজিক আইল্যাণ্ডে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত এবং প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব যথাসময়ে উপনীত হইয়া 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। মিঃ টম্ ক্যাপ্রিয় ভাষণ শুনিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং বলেন হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন কলেজে তিনি বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাপিওলানি কমিউনিটি ( Kapiolany Community ) কলেজে মধ্যাহ্নে এবং উক্তদিবস সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চার্চে ( পালি হাইওয়ে ) বক্তৃতা করেন। মধ্যাহ্নে গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবেদনারায়ণ মিশিরের গৃহে প্রসাদের ব্যবস্থা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারী রবিবার বৃহৎ দ্বীপ ( Big Island ) হইতে ফিরিয়া আসার পর ইস্‌কন্ প্রতিষ্ঠানের গৃহস্থ মার্কিণদেশীয় ধনাঢ্য শিষ্য শ্রীবৃন্দাবন দাসের গৃহে সাগরের তটে অপরাহ্নে সভার আয়োজন হয়। সাগরের তটবর্ত্তী দৃশ্যাবলী মনোরম, সর্ব্বক্ষণ বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। গৃহাভ্যন্তরে প.ঠকীর্ত্তনের পরে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে গৃহের বাহিরে আসিয়া নৃত্য কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলে সকলে উহা দেখিয়া পরমোল্লসিত হন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ( পারকার ) পরমোৎসাহিত হইয়া বলেন তাঁহার অতিথিগৃহে পরবর্ত্তিকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করিবেন। হনলুলু সহরের প্রসিদ্ধস্থান ওয়াইকিকিতে বহুতল ভবনের ছয়তলায় শ্রীসুন্দরগোপাল দাস ও মিঃ টম্ ক্যাপ্রিয় পূর্ব্বেই সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে উইণ্ডওয়ার্ড কমিউনিটি কলেজে ( Windward Community College ) এবং ২৪ ফেব্রুয়ারী লীওয়ার্ড ( Leeward ) কমিউনিটি কলেজে মধ্যাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া ভাষণ প্রদান করেন। কলেজসমূহে ভাষণের আদিতে অল্প সময়ের জন্য উদ্বোধনী কীর্ত্তন হয়। ভাষণের শেষে সমুপস্থিত অধ্যাপক, ছাত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহুবিধ প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর শুনিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। বলা বাহুল্য কথাবার্ত্তা, বক্তৃতা সবই ইংরাজী ভাষায় হয়। বক্তৃতাসমূহ টেপরেকর্ডে সংরক্ষিত এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারেরও ব্যবস্থা হয়। ক্যাপিলিওয়ানি কমিউনিটি কলেজে শ্রীল আচার্য্যদেব যে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন তাহার সারমর্ম্ম শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় পরে প্রকাশিত হইবে।

হনলুলু সহরের স্থানীয় ইস্‌কন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসংঘসহ শ্রীসুন্দররাজ দাসের এবং মিঃ যশের দুইটী মোটরযানে পূর্ব্বাহ্নে পদাপণ করেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীবলদেব, সুভদ্রা, শ্রীজগন্নাথজীউর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলে সুখী হন। ঠাকুরের আরতিকালে সকলে উল্লাসভরে কীর্ত্তন করেন। ইস্‌কনের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব ও সেবকগণকে শ্রীমন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে ঘুরাইয়া সব দর্শন করান। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের ভজনকুটীরও সকলে দর্শন করেন। একজন বঙ্গদেশীয় মঠের সেবকের সহিতও বাংলাভাষায় কথাবার্ত্তা হয়। তিনি প্রথমে ব্রহ্মচারী ছিলেন, পরে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইয়াছেন। ইস্‌কন হইতে চলিয়া আসার পর সাধুগণকে শ্রীসুন্দররাজ দাস ও মিঃ যশ মোটরকারে সুসজ্জিত পাহাড় এবং সাগরের সৈকত দর্শন করাইতে লইয়া যান।

সাগরের সৈকতের একস্থানে বহু দর্শনার্থীর ভীড়। দর্শনার্থিগণের মধ্যে শ্রীমায়াপুরের ইস্কন প্রতিষ্ঠানের বাঙ্গালী যুবকগণও ছিলেন। সাগরের একটি স্থানে একপ্রকার পোষাক পরিয়া ডুব দিলে অনেক প্রকারের বিচিত্র মৎস্য দেখা যায়। দর্শনার্থিদিগকে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া দেখিতে হয়। সাধুগণ উহা দেখিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় বেলা ১টায় নিবাসস্থানে ফিরিয়া আসেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে যশের পরিচিত ভক্তের গৃহে হরিকথা ও সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

### বিগ্ আইল্যাণ্ড ( বৃহৎ দ্বীপ )

অবস্থিতি ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২১ ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত।

পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের স্যানফ্রান্সিস্কোনিবাসী মার্কিণদেশীয় ধনাঢ্যশিষ্য শ্রীরামদাস প্রভুর এবং ইস্কনের শিষ্য স্বামী সারঙ্গ মহারাজের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের বৃহৎ দ্বীপস্থ শ্রীমন্দির ও আশ্রম পরিদর্শনে যান। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ এবং সেবকত্রয় হনলুলু বিমানবন্দর হইতে পৌনে ৮টায় রওনা হইয়া ৪৫ মিনিট বাদে বৃহৎ দ্বীপস্থ হিলো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। আমেরিকার সমস্ত বিমানবন্দরই সুবিন্যস্ত ও জাকজমকপূর্ণ। এখানে লাইন দিয়া বিমানে উঠিয়া সিট দখল করিতে হয়। যদি কেহ উক্ত বিমানে সিট্ না পায় সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তি বিমানে উঠিয়া যাইতে পারিবেন। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পক্ষে ইহা চিন্তাতীত। শ্রীমদ্ রামদাস প্রভুর আশ্রম হিলো সহর হইতে অনেকটা দূরে সহরের বাহিরে নির্জ্জনস্থানে 'হানুকায়' ( Hanuka )। পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া আশ্রমের দুইজন শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীভাগবতামৃত দাস ট্রাক ও একটি বড় ভ্যানগাড়ীসহ বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। বিমানবন্দর হইতে উক্ত মন্দিরে পৌঁছিতে সময় লাগে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। শ্রীমন্দিরে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের সেবিত পরমসুন্দর গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন, পার্শ্বে শ্রীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীবিগ্রহ। বৃহৎ দ্বীপে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির অবস্থিতি হেতু যে কোন সময় বিস্ফোরণের বা অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা বিদ্যমান। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির নিকটবর্ত্তী স্থানে বসতিসংখ্যা অত্যল্প। অধনী ব্যক্তিগণ অল্প মূল্যে জমী পাওয়ায় তথায় বিপদের ঝুঁকি লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ বসবাস করেন। শ্রীরামদাস প্রভুর শ্রীমন্দিরটী জীবন্ত আগ্নেয়গিরি হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, ভয়ের কারণ নাই। বৃহৎ দ্বীপে আগ্নেয়গিরির অবস্থিতিহেতু পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে উক্ত মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে—'গোল্ডেন ভলক্যানো টেম্পল্' ('Golden Volcano Temple')। মহাবদান্য অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর হুঙ্কারে ভক্তির সকল প্রকার বাধা, এমনকি মায়াবাদ বিচারও ধূলিসাৎ হয়। মনে হয় সেইপ্রকার চিন্তাস্রোত হইতেই 'গোল্ডেন ভলক্যানো টেম্পল' নামের তাৎপর্য্য। রামদাস প্রভু বহু অর্থব্যয়ে বিশাল অতিথিভবন নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন, বিশাল মন্দিরও নির্ম্মিত হইবে।

৬ ফাল্গুন ( ১৪০৪ ), ১৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার জলপ্রপাত ক্ষুদ্রনদী এবং পর্ব্বতের তলদেশে বহু বৃক্ষাদিপরিপূর্ণ শ্রীরামদাস প্রভুর ও শ্রীমদ্ সারঙ্গ মহারাজের ভজনানুকূল নির্জ্জন স্থান দেখাইবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে এবং তাঁহার সঙ্গের সেবকগণকে একটী মজবুত ট্রাকে শ্রীমন্দিরের সেবক শ্রীভাগবতামৃত দাস বহু সাবধানতার সহিত লইয়া যান। পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া খাড়াভাবে অবতরণ করিয়া নীচে যাইতে সকলের ভয় হইতেছিল। রাস্তা অপ্রশস্ত, সম্মুখে গাড়ী আসিলে পাশ কাটাইয়া যাওয়ার উপায় নাই। দ্বীপপুঞ্জের জঙ্গলে ব্যাঘ্র-সর্পাদি হিংস্র প্রাণী দেখা যায় না। বন্যশূকর ও বন্যঅশ্ব আছে। বন্যঅশ্ব হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট নহে। শিকারীগণ বন্যশূকর মারিতে কখন কখনও জঙ্গলে আসে। সাগরের তটের নিকটবর্ত্তী একান্তস্থানে থাকিয়া ভজন করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া সুন্দর দ্বিতল-ত্রিতল কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। বাগানে পুষ্পোদ্যান ও বিভিন্ন প্রকার ফল ফুলের গাছ আছে। যাঁহারা পাহাড়ে উঠিতে অসমর্থ তাঁহাদের গাড়ীর সহায়তা ছাড়া

ফিরিবার উপায় নাই। উক্ত দুর্গমস্থানেও মাঝে মাঝে কিছু বসতিও আছে। বিষধর সর্পাদি না থাকায় চলাফেরাতে কোন ভয় নাই। কতিপয় ব্যক্তিকে দেখা গেল পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছেন। এইপ্রকার দুর্গমস্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণেতে নিশ্চয়ই বহু অর্থ ব্যয় হইয়া থাকিবে। শ্রীল আচার্য্যদেব সঙ্গিগণসহ উক্ত ট্রাকে বেলা পৌনে আটটায় 'Golden Volcano Temple'এ (স্বর্ণ আগ্নেয়গিরি মন্দিরে) ফিরিয়া আসেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে উক্ত মন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। সভায় বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব ভাগবতের একটী প্রসঙ্গ আলোচনামুখে দীর্ঘ একঘণ্টা হরিকথা বলেন। হরিকথার আদি-অন্তে নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে সংকীর্ত্তনে বৈষ্ণবগণ নৃত্যকীর্ত্তনেতে প্রমত্ত হইয়া উঠেন।

পরদিবস ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জে Pahoa-স্থিত একটী চার্চ্চে (Earth Aware) পৌনে পাঁচটার সময় বিশেষ সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব 'Golden Volcano Temple'-এর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণমুখে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। Pahoa স্থানটী জীবন্ত আগ্নেয়গিরি হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমদ্ সারঙ্গ মহারাজ প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য তথায় অগ্রেই পৌঁছিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তথায় শ্রোতাগণের সমাবেশ হয়। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। ঠিক্ তাহার পরবর্ত্তী কলিযুগে রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করতঃ রাধাভাবসুবলিত গৌরহরির আবির্ভাব। শ্রীগৌরহরি শুদ্ধভক্তি প্রাপ্তির বাধাসমূহকে বিদূরিত করিবার ইচ্ছা ও শক্তি লইয়া আসেন। তাঁহার হুঙ্কারে সর্ব্বপ্রকার ভক্তিবিরুদ্ধ কল্মষ ধ্বংস হয়, যে প্রকার আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ ঘটিলে আগ্নেয়গিরি হইতে উত্থিত নদীর ধারার ন্যায় অগ্নিসমূহ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহাদি সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলে। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে এতৎসম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥
সেই সিংহ বসক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥

—চৈঃ চঃ আ ৩।৩০-৩১

'সুবর্ণ' শব্দে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উদ্দিষ্ট এবং জীবের কল্মষ-নাশকারীরূপে মহাপ্রভু আগ্নেয়গিরির ন্যায় এইরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশিত হয় বলিয়া মন্দিরের নাম 'Golden Volcano Temple' রাখা হইয়াছে। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় মন্দির হইতে বাহির হইয়া সকলে সোয়া পাঁচ ঘটিকায় ফিরিয়া আসেন।

২১ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীমদ্ স্বামী সারঙ্গ মহারাজ কার্য্যব্যপদেশে বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি দেখাইবার জন্য স্বর্ণ আগ্নেয়গিরি মন্দিরের সেবকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও তাঁহার সেবকগণকে দুইটী মোটরযানে লইয়া যান। দক্ষিণ হিলোতে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির অবস্থিতি। প্রথমে আগ্নেয়গিরি কিভাবে বিস্ফোরণ হয় এবং স্রোতের ন্যায় অগ্নির চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতিতে কিরূপ ধ্বংস সাধিত হয় তাহা মুভিতে (চলচ্চিত্রে) দেখিতে সকলে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করেন। আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে বিবরণী পুস্তকও প্রদত্ত হয়। একপথে প্রবেশ, অন্যপথে প্রস্থান। নদীর ধারার ন্যায় অগ্নির প্রবাহ যে সরোবরে প্রবিষ্ট হয় তৎসংলগ্ন স্থানে আগ্নেয়গিরি দৃষ্ট হয়। সম্মুখে প্রাচীরযুক্ত রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয় নিম্নে অবস্থিত জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরিতে স্থানে স্থানে ধূম নির্গত হইতেছে। একজন সাহসী ব্যক্তিকে নীচে নামিয়া আগ্নেয়গিরির উপর দিয়া নিশ্চিন্তে চলিতে দেখা গেল। অতঃপর সুড়ঙ্গ দেখিবার জন্য অন্য পার্শ্বে সিঁড়ির মাধ্যমে অনেকটা নীচে নামিতে হয়। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া চলিয়া অন্য পথে সকলে বাহির হইলেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শিষ্যা শ্রীমতী মঙ্গলাদেবীর গৃহে হরিকথা ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্থানটী একান্ত, অচিড়্ল্যাণ্ড নামে কথিত। ঘরের দ্বিতলে বহু ভক্তের

সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে আগ্নেয়গিরির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন,—'পৃথিবীর ভিতরে, বৃক্ষাদি সমাকীর্ণ বনের ভিতরে ও সহরাদির মধ্যেও অগ্নি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আপাতদৃষ্টিতে বৃক্ষ-সমূহ-সমাকীর্ণ পর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে মনোজ্ঞ। কিন্তু তন্মধ্যে অগ্নি প্রবিষ্ট আছে। বৃক্ষসমূহের সংঘর্ষে প্রজ্জ্বলিত দাবানলে সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হয়। তদ্রূপ আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর প্রতীয়মান জনপদে গোষ্ঠী সংঘর্ষে দাবানলের ন্যায় পৃথিবীতে নিয়ত ধ্বংস সাধিত হইতেছে। হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সংসারে দাবানল নির্ব্বাপিত হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সভাশেষে সকলে সংকীর্ত্তনানন্দে ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন। শ্রীমতী মঙ্গলাদেবী কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন তাঁহার একটি পুত্র ভারতবর্ষে আছে। বোধ হয় বর্ত্তমানে ছেলেটি নবদ্বীপে থাকিতে পারে।

### মাওই দ্বীপ

[ হনলুলু হইতে ১লা ফাল্গুন (১৪০৪); ১৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৮) শনিবার বিমানযোগে মাওই দ্বীপে যাইয়া পরদিন ফিরিয়া আসা হয়। ]

১৪ ফেব্রুয়ারী শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাসবিহারী দাস ও শ্রীভূতভাবন দাস (শ্রীভূপেন্দ্রকুমার) হনলুলু কাপহো প্লেসস্থিত শ্রীইন্দ্রলাল কাপুরের গৃহ হইতে শ্রীসুন্দরদাসজী ও যশজী দুইটী মোটরযানে প্রাতঃ ৬-১৫টায় রওনা হইয়া ৬-৪৫ মিঃ-এ হনলুলু বিমানবন্দরে উপনীত হন। হনলুলু হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৮-১৫ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ মাওই বিমানবন্দরে পৌঁছিতে ৪৫ মিঃ সময় লাগে। প্রত্যেকটি বিমানবন্দরই সুন্দররূপে সুসজ্জিত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। এই প্রথম অভিজ্ঞতা হইল বিমানে সিটনম্বর থাকে না, লাইন দিয়া উঠিতে হয়। পিছনের যাত্রী সিট না পাইলে তাহাদের জন্য অন্য বিমান প্রস্তুত আছে। ভারতবর্ষের বাসের মত এখানে বিমান চলে। মাওই বিমানবন্দর হইতে বিমানের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থায় ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত যাত্রিগণকে পৌঁছাইয়া দেয়। সঙ্গে মালপত্র বিশেষ কিছু না থাকায় কোনও অসুবিধা হয় নাই। শ্রীসুন্দরদাসজী সহায়তার জন্য সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি মাওই দ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব সংঘাশ্রম পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য একটি বড় গাড়ী রিজার্ভ করিয়া লন। আগ্নেয়গিরি পর্ব্বত দেখিয়া আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাব হইলে শ্রীরাসবিহারী দাস আপত্তি করিলেন, কারণ তাহাতে আশ্রমে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইবে। রন্ধন, আহার ও হরিকথা প্রোগ্রামেরও অসুবিধা হইতে পারে। তজ্জন্য বরাবর আশ্রমে যাওয়াই স্থির হয়, মাঝপথে সাগরের তটে অবস্থান করতঃ প্রাতরাশ গ্রহণ, সাগরের সুন্দর দৃশ্যাবলী দর্শন করা হয়। বেলা ১১টায় সকলে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীতুরিয়দাস আচার্য্য ইস্কনের শিষ্য ত্যক্তাশ্রমী ছিলেন। কোনও কারণবশতঃ তিনি মাওইতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করেন। স্বামী স্ত্রী তাঁহারা উভয়েই স্নিগ্ধস্বভাববিশিষ্ট। তাঁহাদের গৃহের নিকটেই দুইটী কুটীরে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের জন্য নির্দ্দিষ্ট কুটীরটী—বাসের আকৃতির ন্যায়, পশ্চাতে বহু বৃক্ষাদিপূর্ণ জঙ্গল। রাস্তাও ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের মত। উক্ত স্থানে আসিয়া সকলের ভারতবর্ষের স্মৃতি হইল। এলাকাটির নাম হাও-মানাহাইকো। চৈতন্য বৈষ্ণবসংঘ আশ্রমটী একটুকু উপরে অবস্থিত। শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরযানে উক্ত মন্দিরে সভায় যোগদানের জন্য শুভপদার্পণ করেন। অন্যান্য সকলে পদব্রজে যান। সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত সভাতে হরিকথা ও কীর্ত্তন হয়, শ্রীতুরীয়দাস আচার্য্য মহোদয়ের আশ্রিত শিষ্যগণই অধিকাংশ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বিশ্বাসের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায় বিষয়টি শ্রীধ্রুবচরিতাদি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া বলিলে সকলে পরিতুষ্ট হন। পরদিনও তথায় পূর্ব্বাহ্নে সভা ও মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের কপিল-দেবহূতি সংবাদ প্রসঙ্গাবলম্বনে সাধুর লক্ষণ বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলেন। সভাশেষে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত

হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের হনলুলুতে ফিরিয়া যাইবার বিমানের সময় হওয়ায় উৎসব পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

শ্রীসুন্দরগোপাল দাসজীর ব্যবস্থায় বড় গাড়ীতে সকলে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় মাওই বিমানবন্দরে পেঁ ৗছিয়া ৪-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ আধা ঘণ্টা বাদেই হনলুলু বিমানবন্দরে আসিয়া পেঁ ৗছেন। বিমানবন্দর হইতে সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট অডিটোরিয়ামে সান্ধ্য সভায় যোগ দিতে যান এবং তথা হইতে ইন্দরলাল কাপুরের গৃহে ফিরিয়া আসেন।

**বালি, ইন্দোনেশিয়া ঃ**—১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার হনোলুলু সহরের ওয়াইকিকিস্থিত (Waii-Ki-Ki) নিবাসস্থান হইতে রাত্রি পৌনে ১১টায় যাত্রা করতঃ হনোলুলু বিমানবন্দরে পেঁ ৗছিয়া শেষরাত্রি ১টা ২৫ মিঃ-এ গরুড় Air Lines-এ এয়ার বাসে ইন্দোনেশিয়ার—দেনপাশার যাত্রা করা হয়। ইংরাজী মতে যাত্রা করা হয় ২৬ ফেব্রুয়ারী। Denpasar শব্দের অর্থ দক্ষিণ বাজার [ Den—South, Pasar—Market ]। (Date-line অতিক্রম করায়) পরদিন ২৭ ফেব্রুয়ারী প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় দেনপাশার বিমানবন্দরে সকলে পেঁ ৗছেন। ইন্দোনেশিয়ার গরুড় বিমানটী বিরাট ও যথেষ্ট মজবুত। চারিশত যাত্রী বহন করিতে পারে। যাত্রী কম থাকায় শুইয়া আসার সুযোগ হইয়াছিল। ফরাসীদেশীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবিন্দুমাধব দাসাধিকারীর ব্যবস্থায় বালিনিবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীগোকুল দাসাধিকারী প্রভু বিমানবন্দরে অন্য ভক্তসহ উপস্থিত ছিলেন সম্বর্দ্ধনার জন্য। বিমানে ইন্দোনেশিয় ও ইংরাজী ভাষায় প্রচার করা হয়। বিমানে সিটের পিছনে ইংরাজী ভাষার সহিত ইন্দোনেশিয় ভাষা রোমান অক্ষরে লেখা আছে। যথা—Fasten Seat belt while seated

ইন্দোনেশিয়—Kenakan Sabuk Pengaman Selama Anda Duduk.

Life Vest is under your seat

ইন্দোনেশিয়—Pelampurg Ada Dibawah Kussi Anda

ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের চালচলন, চেহারা কতকটা ভারতীয়দের মত। ইন্দোনেশিয়া মুসলমান রাষ্ট্র হইলেও বালি স্থানটি হিন্দু অধ্যুষিত। এমনকি সেখানকার মুসলমানগণও রামায়ণ মহাভারত চর্চ্চা করেন। বালিতে ভীম ও অর্জ্জুনের বিশাল মূর্ত্তি রাস্তায় প্রদর্শিত দেখা যায়, এইরূপ বিশাল মূর্ত্তি ভারতবর্ষেও দেখা যায় না। রামায়ণ-মহাভারতে সংস্কৃতির প্রভাবহেতু তাঁহারা বিমানের নাম 'গরুড়' রাখিয়াছেন। স্থানীয় সভায় একজন শ্রোতা নিজ-পরিচয় দিয়া বলিলেন যদিও তিনি মুসলমান, হরিনাম শুনিতে ও করিতে ভালবাসেন।

দুইটী মোটরযানে বিমানবন্দর হইতে গোকুল প্রভুর নিবাসস্থান মন্দিরে পেঁ ৗছে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায়। পেঁ ৗছিবার পর ভূতভাবন দাসের একটী ব্যাগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে একজন সেবক তাঁহাকে লইয়া গাড়ীতে বিমানবন্দরে পেঁ ৗছেন, অন্বেষণের পর ব্যাগটী পাওয়া যায়। উক্ত দিবস পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের তিরোভাব তিথিপূজা ও উৎসব। দিবসে উৎসব সম্ভব না হওয়ায় রাত্রিতে উৎসবের আয়োজন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ সহরের বিভিন্নস্থানে যাইয়া সকলকে উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। তাঁহার প্রচারে মন্দিরে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়, কিন্তু অধিকাংশ শ্রোতা ইংরাজী বুঝেন না। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বোত্তমতা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া বলেন। শ্রীমন্দিরের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী Interpreter (দোভাষী) রূপে স্থানীয় শ্রোতাগণকে বিষয়টী বুঝাইয়া দেন। তাঁহার সহায়করূপে তাঁহার শিক্ষিতা স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। অবশ্য শ্রোতাগণের মধ্যে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিও ছিলেন। সভাশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে নৃত্যকীর্ত্তন করেন, ভক্তগণও কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইয়া ওঠেন। সমুপস্থিত শ্রোতাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারী প্রাতে ৫-৩০ ঘটিকায় গোকুল

সিঙ্গাপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করিতেছেন। আচার্য্যদেবের বামপার্শ্বে সম্মুখে শ্রীবিদ্যাপতি দাস

প্রভুর গৃহ হইতে সকলে প্রস্থান করতঃ দেনপাশার বিমানবন্দর হইতে গরুড় বিমানে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৮-২০ মিঃ-এ জাকার্ত্তা বিমানবন্দরে পৌঁছেন, পুনঃ তথা হইতে ৯-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া পৌনে ১২টায় সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

সিঙ্গাপুরে বিমানবন্দরে একটী ব্যাগ পাওয়া না যাওয়ায় বিমানবন্দরে অভিযোগ পেশ করা হয়। পরে জানা গেল—জাকার্ত্তায় বিমান পরিবর্ত্তনের সময় বিমান কর্ত্তৃপক্ষ উহা উঠাইতে ভুল করিয়াছেন। সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে শ্রীবিদ্যাপতি প্রভু, শ্রীসুশীল-কুমার, শ্রীজগন্নাথ দাস, শ্রীদামোদর দাস উপস্থিত ছিলেন। সিং মিং রোডস্থ ২৪ Block-এ পূর্ব্বের নিবাসস্থান ১২ তলায় সকলে অবস্থান করেন। শ্রী-বিদ্যাপতি প্রভু বৈষ্ণবগণের মাধ্যাহ্নিক-প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীগৌর-রাজ দাস (শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারীর) গৃহে হরিকথা, কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। সভায় বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

১লা মার্চ্চ রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎ-সমভিব্যাহারে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ও শ্রীভূপেন্দ্রকুমার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স বিমানে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় সিঙ্গাপুর হইতে রওনা হইয়া রেঙ্গুন হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় কলিকাতা বিমান-বন্দরে পৌঁছেন। বহু ভক্ত সম্বর্দ্ধনার জন্য বিমান-বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে বিশেষ সভা ও মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীদামোদর দাস সিঙ্গাপুর হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রী-নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগ দিতে আসার সময় খোয়াযাওয়া ব্যাগটী লইয়া আসেন।

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ
(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি—যন্ত্রস্থ (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ
(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্—যন্ত্রস্থ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা—যন্ত্রস্থ

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

..........

..........

..........

..........

Pin..........

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য-বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
অষ্টত্রিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৪০৮
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

**অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

**অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৬-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৪০৫
২৩ শ্রীধর, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, শনিবার, ১ আগষ্ট ১৯৯৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

## শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আজ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা কর্‌বার দিবস। বিগত বর্ষেও আমার সৌভাগ্য হ'য়েছিল—শ্রীগুরুদেবের পূজা কর্‌বার ; আজও সে সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। ভগবৎকৃপায় শ্রীগুরু-সেবা কর্‌বার সুযোগ আমরা একবৎসর কাল পেয়েছি। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁ'র সেবা হ'তে আমাদিগকে বঞ্চিত কর্‌বার অভিলাষ কর্‌তেন, তা'হ'লে বর্ষব্যাপী জীবন লাভ কর্‌তাম না। এই বর্ষব্যাপী যে জীবন লাভ ক'রেছি, তদনুরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা কর্‌তে পেরেছি কিনা, সে বিষয় আলোচনা কর্‌বার সময় এসেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন যে, আমরা সকলে মিলে ভগবানের সেবা কর্‌বো। 'আমরা' এই শব্দে তিনি একজনকে লক্ষ্য ক'রে বলেন নাই। অনেকে স্বার্থপর হ'য়ে বলেন,—আমিই সেবা কর্‌বো, বা আমারই একা কার্য্য প'ড়েছে, অন্যের তা'তে অধিকার নেই। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের দয়ার্দ্র চিত্ত বলেন,—এসো, হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ। সকলের চেয়ে বড় জিনিষ ব'লে সেটা অপরে কর্‌তে দোবো না, সেরূপ হিংসা আমার গুরুপাদপদ্মের নেই। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন করা যায়, তা' সঙ্কীর্ত্তন। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"। সঙ্কীর্ত্তনের অন্তর্গত বন্দনা—স্তুতি।

বাহিরের দিকে দেখতে গেলে স্তাবকের স্থান—নিম্নে, স্তবনীয়ের স্থান উচ্চে ; কথাটি তৃতীয় পক্ষ শ্রবণ ক'রে বেশ বুঝতে পারেন, স্তাবকের মহিমা স্তবনীয় বস্তু অপেক্ষা স্তবকার্য্যে কতদুর অধিক অগ্রসর হ'য়েছে ও অধিক আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না করলে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্য্যটি করতে হ'বে, তা' কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। গৌরসুন্দর ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন. একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে ব'লেছেন ; কিন্তু যখন ভগবান্‌কে ডাকি তখন যদি তাঁকে ভৃত্যত্বে (?) পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁ'র সাহায্য গ্রহণ করতে চাই, তা'হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যে ভাবে ডাক্‌লে তাঁবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পেঁ ীছে না। কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্র পূর্ণ চেতন বস্তু, কা'রও বশ্য ন'ন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না কর্‌লে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পেঁ ীছে না।

আর একটি কথা হচ্ছে, 'তৃণাদপি সুনীচ" হয়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহ্যগুণসম্পন্ন না হই, তা' হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই তবে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের বিরুদ্ধ ভাবাবলম্বন করতে হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই, ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁকে ডাক্‌লে কিছু অভাব হ'বে না, তা' হ'লে সে সময় সহনশীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে —অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ্য অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধার করব, এরূপ মতলব এঁটে রাখি, তা' হ'লে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না। আত্মম্ভরিতা অধিক থাক্‌লেও ভগবান্‌কে ডাকা হয় না—আত্মম্ভরিতা বিনাশ কর্‌বার চেষ্টায় নিযুক্ত থাক্‌লেও ডাকা হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে স্তবাদি করি—ভগবান্‌কে না ডেকেও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য—আমরা নিষ্কপট 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ কর্‌তে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয় ; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফল-প্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তবমঙ্গলবিধাতা। আশ্রয় জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যা'বে, সেই মুহূর্ত্তে জগতে নানা অভিলাষ উপস্থিত হ'বে। আবর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কি ভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে,—কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার কর্‌তে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেল্‌তে হয়।

নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজন-প্রণালী প্রদান করেন ; সুতরাং আমাদের বর্ষারম্ভে গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য। শ্রীরূপ প্রভু ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ব'লেছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্।"

নিজের শত শত পারদর্শিতার দ্বারা অজ্ঞেয় রাজ্যে, দুর্জ্ঞেয় রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না—যে সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখ্‌তে দেওয়া হচ্ছে না—ভবিষ্যৎকাল ব'লে যে জিনিষটা, তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। অতি-লোকবিচার যেখানে সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদিগকে পেঁ ীছিয়ে দিতে পারে না। যে-সকল কাল গত হ'য়েছে, তা'তে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান লাভ ক'রেছি ; কিন্তু আগামীকাল—যা, জানি না—যে চক্ষু দুই এক মাইল মাত্র দেখ্‌তে পারে —যে কর্ণ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুন্‌তে পারে, সে প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্যজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা—

পূর্ণ রাজ্যের কথা—জান্‌তে পারি না। সেইরূপ রাজ্যে কেবল নিজের পারদর্শিতার দ্বারা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা কর্‌লে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি না ; রাবণের সিঁড়ি বাঁধবার চেষ্টার ন্যায় সিঁড়ি কিছুদূর উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালম্বভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারে না, চুরমার হ'য়ে নীচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে অজ্ঞেয় রাজ্যে উঠ্‌তে চাইলেও আমরা অধঃপতিত হ'য়ে পড়ি, আর লঘুকে 'গুরু' কর্‌লেও আমরা অধঃপতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা' বিচার করবো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু। সেতার শেখানর গুরু বা কসরৎ শেখানর গুরুর কথা বলছি না, তা'রা মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকেও পাই,—সে গুরু, গুরু নয় ; সে পিতা, পিতা নয় ; সে মাতা, মাতা নয় ; সে দেবতা, দেবতা নয় ; সে স্বজন, স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন—আমাদিগের নিত্য জীবন দিতে না পারেন—এই জড়-জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জ্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে, বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব-সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা' হ'লে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার কর্‌তে না পারেন, তিনি খানকতক দিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারেন প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা করবেন? আমার গুরুদেব যাঁ'দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী ; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।

যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সে' গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই—সে' গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান কর্‌তে দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি-তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে—ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে এক-দিনের জন্য 'গুরুপূজা' কর্‌তে এসেছি, তা'নয়, নিত্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের গুরুপূজা। (ক্রমশঃ)

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৫ পৃষ্ঠার পর ]

ওঁ হরিঃ ॥ মধুর রসঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১০০ ॥

বৃহদারণ্যকে। তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিধক্তো নবাহং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিধক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ

নান্তরং ॥ ভাগবতে। এবং শশাংকাংশু বিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথারসাশ্রয়াঃ ॥ চরিতামৃতে। মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় ॥ সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়। কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার। রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবলমধুর। অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার ॥ ১০০ ॥

পঞ্চম বা চরম মুখ্যভাবের নাম মধুর রস ॥১০০॥

বৃহদারণ্যকে,—প্রিয়া পত্নীর দ্বারা আলিঙ্গিত ব্যক্তি যেমন বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানে না, ঠিক তেমনি এই প্রত্যগাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানেন না ॥ ভাগবতে,—এইরূপে চন্দ্রকিরণ-বিরাজিত রাত্রে অনুরক্তা অবলাগণের সহিত সেই সত্যকাম কৃষ্ণ আত্মতত্ত্বে অবরুদ্ধরতি হইয়া শরৎ-কাব্য কথাশ্রয়ে আনন্দ সেবা করিয়াছিলেন ॥ শ্রীচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন,—মধুর ভক্তির কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং সেবার চরমসীমা দৃষ্ট হয়। ইহাতে অসঙ্কোচ, লালন, মমতা ইত্যাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রেয়সীগণ কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। ইতর সমস্ত রসের গুণ এবং মধুরের নিজস্বগুণ মিলিত হইয়া এই পঞ্চগুণে শ্রীকৃষ্ণের চমৎকারময় সেবা সম্পাদন হয়। মধুরের পরাকাষ্ঠায় অধিরূঢ় মহাভাবের উদয় হয় [ ১০০ ]

ওঁ হরিঃ ॥ উত্তরোত্তর মুখ্যরস প্রশংসা ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ১০১ ॥

বৃহদারণ্যকে। অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাং স্পৃষ্টোঽনুচিত্তো ময়ৈব। তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত উর্দ্ধ্বং বিমুক্তাঃ ॥ ব্রহ্মসংহিতায়। ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্। যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ চরিতামৃতে। পঞ্চবিধরস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য। মধুর নাম শৃঙ্গার ভাবেতে প্রাবল্য ॥ ১০১ ॥

ঐ পঞ্চ প্রকার রসে মধুর রসের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা ॥ ১০১ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন—সূক্ষ্ম, বিস্তীর্ণ পুরাতন মার্গটি আমায় স্পর্শ করিয়াছে, উহা আমার দ্বারা অবশ্যই অনুভূত হইয়াছে। ধীর ব্রহ্মজ্ঞেরা সেই মার্গে যুক্ত হইয়া দেহত্যাগান্তে মোক্ষধামে গমন করেন ॥ ব্রহ্মসংহিতায়। হে ব্রহ্মন্, অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বিশ্বাস দ্বারা আমারই ভজনা করিবে। আমার বিষয়ে যে যে ভক্তিরসের ভাবনা করিবে, সিদ্ধিকালে অনুরূপ চরমফল পাইবে ॥ এই প্রকারে পঞ্চবিধরসে শান্ত হইতে দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশেষে মধুর রস এইসব রস অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে [ ১০১ ]

ওঁ হরিঃ ॥ হাসাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র ভয়ানক
বীভৎসেতি গৌণরসঃ সপ্তবিধঃ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ১০২ ॥

হাস্যরস স্তলবকারে। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ বীররসঃ শ্বেতাশ্বতরে। বীরান্ মা নো রুদ্র ইত্যাদি ॥ করুণরস শ্বেতাশ্বতরে। অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ॥ রৌদ্রস্তৈথবঃ একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশানীভিঃ ॥ ভয়ানক কঠে। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ বীভৎসশ্ছান্দোগ্যে। ইমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্বম্রিয়স্বেত্যেত তৃতীয়ংস্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সতে ॥ অগ্নিপুরাণে। রাগাদ্ভবতি শৃঙ্গারো রৌদ্রস্তৈক্ষ্ণ্যাৎ প্রজায়তে। বীরোঽবষ্টম্ভজঃ সঙ্কোচভূর্বীভৎস ইষ্যতে। শৃঙ্গারাজ্জায়তে হাসো রৌদ্রাত্ত করুণা রসঃ। বীরাচ্চাদ্ভুত নিষ্পত্তিঃ স্যাদ্বীভৎসাদ্ভয়ানকঃ ॥ শ্রীরূপঃ। হাসাদ্ভূত স্তথা বীরং করুণোরুদ্র ইত্যপি। ভয়ানকঃ স বীভৎসঃ ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥ ১০২ ॥

হাস্য, অদ্ভূত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই সপ্ত প্রকার গৌণরস ॥ ১০২ ॥

তলবকারে হাস্যরস,—পরমেশ্বর কর্তৃক জয়লাভে দেবতারা কিন্তু গর্ব্ববোধ করিতে লাগিলেন, কারণ

তাঁহারা মনে করিলেন, আমরাই এই জয় করিয়াছি, এই উৎকর্ষ আমাদেরই। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার বলেই এই জয় হইয়াছে দেবতারা বুঝিল না॥ শ্বেতাশ্বতরে বীররস ;—হে জীব দুঃখ নাশক পরমেশ্বর, আমাদের উৎসাহি ভৃত্যবর্গকে অনিষ্ট করিও না ইত্যাদি॥ করুণরস শ্বেতাশ্বতরে,—বদ্ধজীব নিজের দীনতাবশত দুঃখ করিয়া থাকে। সেইখানেই রৌদ্ররস যথা,—যিনি এই সমস্ত সংসারকে স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা নিয়মিত করিতেছেন সেই রুদ্র অর্থাৎ সংসার রোগ বিদ্রাবণকারী পরমেশ্বর—অদ্বিতীয়ই। প্রলয়কালে রুদ্রমূর্তিতে তিনিই সমস্ত সংহার করিবেন॥ কঠোপনিষদে ভয়ানকরস,—বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বর দণ্ডধর এবং প্রকাশশালী বজ্রতুল্য নিয়ামক যাহার ভয়ে অগ্নিদাহ করিতেছে, সূর্য তাপ প্রদান করিতেছে, ইন্দ্র, বায়ু ইত্যাদি দেবগণ নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন যমও ভয়ে দৌড়াইতেছেন॥ বীভৎসরস ছান্দোগ্য—এই জীবগণ "জন্মাও ও মর" এই ঈশ্বরাদেশক্রমে পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান। এই কারণেই ঐ লোক পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং এই গতিকে ঘৃণা করিবে॥ অগ্নিপুরাণে,—রাগদ্বারা শৃঙ্গাররস, তীক্ষ্ণতা দ্বারা রৌদ্ররস উৎপত্তি হয়। ভুজবলাদি উৎসাহ দ্বারা বীররস, ঘৃণা সঙ্কোচাদি দ্বারা বীভৎস উদয় হয়॥ শৃঙ্গার হইতেও হাস্যরস, রৌদ্র হইতে করুণরস, বীর হইতে অদ্ভূত রস এই সকল নিষ্পন্ন হয়, বীভৎস হইতে যথা ভয়ানকের নিষ্পত্তি হয়॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—হাস্য, অদ্ভূত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গৌণরস॥ [ ১০২ ]

**ওঁ হরিঃ॥ গৌণাস্তু মুখ্যান্ পরিচরন্তো ভক্তি রসাব্ধিং পরিবর্দ্ধয়ন্তি॥ হরিঃ ওঁ॥ ১০৩॥**

**ইতি রসপ্রকরণং সমাপ্তম্॥**

মুণ্ডকে। যথা নদ্যঃ সান্দমানাঃ সমুদ্রন্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় তথেতি॥ অগ্নিপুরাণে। অপার কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ। তথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে॥ শৃঙ্গারো চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ। সচেৎ কবির্বীতরাগো নীরস ব্যক্তমেবতৎ॥ কবিভির্যোজনীয়া বৈভবাঃ কাব্যাদিকে রসাঃ। বিভাব্যতেহি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে॥ শ্রীরূপঃ॥ ভক্তানাং পঞ্চধোক্তানামেষাং মধ্যত এবহি। ক্বাপ্যেকঃ ক্বাপ্যনেকশ্চ গৌণেষ্বালম্বনো মতঃ॥ অমীপঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসামতাঃ। এষু হাস্যাদয়ঃ প্রায়ো বিভ্রতি ব্যভিচারিতাম্॥ ১০৩॥

ইতি রসপ্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

গৌণ রসগুলি মুখ্যরসে বিচরণ করিতে করিতে ভক্তিরস সমুদ্রকে পরিবর্দ্ধন করে॥ ১০৩॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন—যেমন নদীগুলি বিভিন্ন নাম ও আধারবশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় এবং পরিশেষে সমুদ্রেই অন্তর্হিত হয় সেই প্রকার, ইত্যাদি॥ অগ্নিপুরাণ বলেন,—অনন্তপার কাব্যময় জগতে কবিই হচ্ছেন প্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, যাহা দ্বারা এই কাব্যময় বিশ্ব রচিত হইয়া নানারূপ ধারণ করে। শৃঙ্গাররসকে অবলম্বন করিয়া কবি আনন্দময় কাব্য জগতের উৎপত্তি করেন। সে কবি যদি রাগবিহীন হন, তবে তাহার সৃষ্ট কাব্যসকল নিরানন্দজনক হইবে। কাব্যের মধ্যে কবির দ্বারা বিভিন্ন রসযোজনা দ্বারা কাব্য বৈভবযুক্ত হয়। রতি আস্বাদনের হেতুগুলিকে বিভাব বলিয়া জানিবে॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তমধ্যেই গৌণরসে হাস্যাদি রসের কোনও একজন দাস অবলম্বন হয়। কোথাও বা করুণাদি গৌণরসে শান্তদাসাদি অনেকেই আলম্বন হয়। শান্ত দাস্যাদি পঞ্চবিধ ভক্তব্যতীত হাস্যাদি গৌণরস সম্ভবপর নহে, শান্ত প্রভৃতি ঐ পাঁচটিই হরিভক্তিরস বলিয়া সম্মত, এই পঞ্চরসে হাস্যাদি প্রায়ই ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। [ ১০৩ ]

ইতি রস প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥

# দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া অনেক সময় শ্রীগুরু-তত্ত্বে 'ছোট বড়' জ্ঞান করিয়া থাকি ; কিন্তু শ্রেয়ঃপথ-প্রদর্শক শ্রীগুরুতে এতাদৃশ 'ছোট বড়' জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান নিরয়প্রাপক—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং এ বিষয়টী আলোচিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

বদ্ধজীবমাত্রেই মনোধর্ম্মী। তাহাদিগকে এই মননধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য যিনি অনুগত-জনকে মন্ত্র প্রদান করেন—মন্ত্ররূপী কৃষ্ণদান করেন, তিনিই দীক্ষাগুরু ; আর যাঁহারা এই দীক্ষাগুরুর সন্ধান দেন বা নিজ জীবনে আচরণ করিয়া সকলকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহারাই শিক্ষাগুরু-শব্দবাচ্য। আবার দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। দীক্ষাগুরু এক, কিন্তু শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন। দীক্ষা ও শিক্ষাভেদে শ্রীগুরুর দ্বিত্ব কথিত হইলেও উভয়ে অভিন্ন। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর লীলাভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়ে সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তদীয় ভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

"মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্।
শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি ॥"

মন্ত্রগুরু একজন, যেহেতু অনেক দীক্ষাগুরু-গ্রহণের নিষেধ আছে। শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষা-গুরুর প্রায়ই একত্ব ; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। এ বিষয়ে শ্রবণগুরুর সম্বন্ধ হইতেই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ ঘটে এবং সাধুসঙ্গে শ্রীগুরুসেবা করিতে করিতে জীবের দিব্য-জ্ঞান লাভ হয়। মন্ত্রদীক্ষা-লাভই ভগবানের অনুগ্রহ। তৎপূর্ব্বে ভগবানের শুভদৃষ্টি বা কৃপা জীব পায় নাই বুঝিতে হইবে। নির্হেতুক ভগবদ্ভজনের প্রয়াসী হইয়া নিষ্কপটচিত্তে ভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা না জানা-ভগবৎপ্রেষ্ঠ গৌরনিজজন শ্রীগুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হয় না—কৃষ্ণ-কৃপালাভ জীবের ভাগ্যে ঘটে না। কৃষ্ণ যেসকল নিষ্কপট আর্ত্ত জীবের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাদের সহিত তাঁহার নিজজনের সাক্ষাৎকার করা-ইয়াছেন তাঁহারাই কৃষ্ণকৃপা পাইয়াছেন, অন্য কেহই পান নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥

—এই শাস্ত্রবাক্য আলোচনা দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, সদগুরুর কৃপাপ্রাপ্ত জীব কৃষ্ণকৃপা লাভ করিয়াছেন বা তাঁহার শুভদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন। তবে এই সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই অথচ সদগুরুকৃপালাভের জন্য উদগ্রীব এমন ব্যক্তিগণের অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, আজীবন যাহা-দের সঙ্গ করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গ ভুলিয়া—তাহা-দের শিক্ষা বা উপদেশ বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বশরণ্য আর্ত্তার্ত্তিহর শ্রীভগবানের নিকট নিষ্কপটে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন আর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যে 'হে ভগবন্, আমার হৃদয়ে তাদৃশ সদ্বুদ্ধির প্রেরণা দাও যদ্দ্বারা আমি সদ্গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি। এই অসৎসমাকুল পৃথিবীর যেখানে তুমি গুরুরূপে অব-স্থান করিয়া জীবমঙ্গলের জন্য নররূপে অবস্থান করিতেছ তাহা যেন আমি জানিতে পারি।' যদি কেহ এরূপ আর্ত্ত ও নিষ্কপট হইয়া কৃপালাভার্থ উন্মুখ হন বা বাস্তবিক কৃপাপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল বা ব্যগ্র হইয়া থাকেন তাহা হইলে শ্রৌতপন্থা বা সদ্গুরুচরণাশ্রিত আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ তাদৃশ সরল ও কৃপাপ্রার্থীর নিকট আত্ম-গোপন করিয়া থাকিতে পারিবেন না ; পরন্তু তাঁহার নিজজনের মঙ্গলময়াবস্থিতির সন্ধান প্রদান করিয়া তাহাকে ভবকূপ হইতে উদ্ধার করিবেনই করিবেন। এ বিষয়টী আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যিনি বাস্তবসত্য লাভে একান্ত যত্ন-পরায়ণ, ভগবান্ তাঁহার নিকটই আচার্য্যবেষে অযা-চিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তিনি যে জীবের একমাত্র পরম বন্ধু ইহা সেবোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জানাইয়া জীবকে আশ্বস্ত ও লুব্ধ করেন এবং দুর্দ্দৈব বশতঃ দুর্ব্বলতা বা অশ্রদ্ধা হৃদয়ে স্থান পাইলে সেই আত্মবিধ্বংসী রাক্ষসীদ্বয়ের গুপ্ত আক্রমণ হইতে রক্ষা

করিবার জন্য অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত সরল নির্ভরশীল সেবকগণকে উপদেষ্টারূপে দুর্ব্বল সেবকগণের নিকট প্রেরণ করেন। অর্থাৎ মায়াভয়-বিহ্বল অনর্থাক্রান্ত জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শতমুখী চেষ্টা সতত অবাধগতিতে নিযুক্তা। আর যে ব্যক্তি বঞ্চিত হইতে অভিলাষ করে ভগবান্ও তাহার নিকট "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই প্রতিজ্ঞানুসারে মায়াদেবী কর্ত্তৃক বঞ্চক গুরু প্রেরণ করেন। অর্থাৎ তাহারা গুরুরূপী ভগবান্কে না পাইয়া বঞ্চককে সেব্যের আসন দিয়া ভজনের নাম করিয়া ভোগে ব্যস্ত হয়। তাই বলি, সেবোন্মুখ শ্রেয়ঃকামী অবঞ্চক ব্যক্তিই সদ্গুরুর সাক্ষাৎ পান। আর সেবাবিমুখ প্রেয়ঃকামী অসদ্-গুরুর দর্শন পাইয়া অসদ্গুরু ও বঞ্চকের সাহায্যে ভবকূপে পতিত হয়।

বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর কৃপায়—সদ্গুরুচরণাশ্রিত গুরুদাসগণের অযাচিত কৃপাফলে আমরা সদ্গুরুর সন্ধান পাই। গুরুদাসগণ সেই অধোক্ষজ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া জগতের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলে ইহার সন্ধান পাইয়া ভাগ্যবান্ জনগণ কৃতার্থ হন। সুতরাং সেই গুরুদাসাভিমানী প্রকৃত সাধুগণ শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত চেতনময়ী শ্রীহরি-কথা যখন আমাদের নিকট কীর্ত্তন করেন তখন যদি আমরা তাঁহাদের চেতন বা জীবনিয়ামক কথাগুলি মনোযোগ সহকারে উপকৃত হইবার আশায় শ্রবণ করি বা গ্রহণ করি তাহা হইলে তাঁহাদের সেই সুতীক্ষ্ণ বাক্য-অসি হৃদ্গ্রন্থি ছেদন করিয়া আমাদের চিত্ত নির্ম্মল করে এবং তখন ভগবান্ সেবোন্মুখ নির্ম্মল-চিত্তে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া কৃপা করেন। ভগবৎ-কৃপাবলেই জীবের গুরুপাদপদ্ম লাভ হয় এবং জীব অনুগত হইয়া সেবামগ্ন থাকিলে গুরু-ভগবানই তাঁহার সরলতা ও আর্ত্তি দেখিয়া নিজেকে নিজে জানান বা ধরা দেন; সুতরাং গুরুপলব্ধি-বিষয়ে অস্থির না হইয়া বা তাঁহাকে নিজচেষ্টা দ্বারা মাপিয়া লইতে না যাইয়া সূর্য্যালোকে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় গুরু-কৃপালাভের জন্য প্রতীক্ষা বা ধৈর্য্য ধারণ করা বুদ্ধি-মান্ ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা এই উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যে নির্ভরশীল, গুরুকৃপা-লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে অনতিবিলম্বেই হয়। আর যে যে পরিমাণে এই মহাজনোপদেশের প্রতি আস্থাহীন সে সেই পরিমাণে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে অবস্থিত এবং গুরুকৃপা-লাভে তাহার পক্ষে সেই পরিমাণে সময়-সাপেক্ষ।

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য গৌরপার্ষদ জগদ্গুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা প্রথম পরিচ্ছেদে সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে তাঁহার বাণী —

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥"
"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥"

ভগবানের কৃপা হইলে শ্রীগুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে অর্থাৎ ভগবান্ই আচার্য্যরূপে দিব্যজ্ঞান-প্রদানরূপ মহদনুগ্রহ-প্রদর্শনের জন্য শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। এই দিব্যজ্ঞান-দাতা শ্রীগুরু-দেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া জানিবেন। তবে কৃষ্ণসহ প্রকৃতপক্ষে নিত্য সেব্যসেবক-ভাব-রহিত হইয়া শ্রীগুরুদেব কোন অংশেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত লীলাবৈচিত্র্যে ভিন্ন নহেন, এরূপ নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—সেবক ভগ-বান্, তাই তাঁহার আচরণে নিরন্তর হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই—সেবাপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবে সেব্যের সেবা ব্যতীত অন্যভাবে প্রকাশিত নহেন এবং প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে বিষয়বিগ্রহবুদ্ধি অর্থাৎ ভোক্তৃবুদ্ধির অবকাশ নাই। আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎ-প্রকাশত্বের পরিচায়ক। গুরুদেবে চৈতন্যদাস্য ব্যতীত অন্য প্রকাশের সম্ভাবনা নাই বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে সেবক-ভগবান্, আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে সেব্য ভগবান্ বা বিষয়-ভগবান্ বলিয়াছেন। আচার্য্যদেব—সেব্য-ভগবানের অভিন্নাঙ্গ, গৌরের দ্বিতীয় দেহ—নিজেকে নিজে প্রকাশ করিবার জন্য বা লীলাবিলাসার্থ স্বেচ্ছা-

ময় গৌরেরই গুরুরূপ ধারণ বা উপদেষ্টার আসন-গ্রহণ ; সুতরাং আমরা যদি এই ভগবদভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট বা তদনুগত না হই তাহা হইলে শত শত ব্যসন বা অনর্থ আসিয়া গুরুভক্তিরহিত আমাদিগকে ভক্তসজ্জায় কেবল সংসারে বাস করাইবে। কর্ণধারহীন নৌকার সাহায্যে সমুদ্রপারের ন্যায় গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টা নিরর্থক হইবে। সুতরাং আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণোপলব্ধির কৃষ্ণানুরাগপ্রাপ্তি জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ও আকাশকুসুম চিন্তার ন্যায় বৃথা। গুরুসেবাশ্রমই গুরুসেবা লাভের উপায় এবং গুরুসেবা বা গুর্ব্বানুগত্যে যে কৃষ্ণসেবা তাহারই নাম—জীবের কৃষ্ণসেবা। সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণসেবার স্বতন্ত্র অধিকার জীবের নাই। সুতরাং কেহ যেন গুরুদাসাভিমান ছাড়িয়া গুরু হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ না করেন।

শিক্ষাগুরু গুরুদাসগণই দীক্ষাগুরুর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আমাদের ন্যায় কৃপাবঞ্চিত হতভাগ্য জীবগণকে গুরুমাহাত্ম্য জানান। এই শিক্ষাগুরু দুই রূপে অর্থাৎ চৈত্ত্যগুরুর ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥"

আমাদের অন্তরে অন্তর্য্যামিভাবে বাস করিয়া যিনি আমাদিগকে ভজনকুশল বিবেক দান করেন, যিনি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী আমাদের সমস্ত অশুভনাশক স্বগতি অর্থাৎ পার্ষদত্ব প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন সেই ভগবান্ই আমাদের শিক্ষাগুরু। কিন্তু এই অন্তর্য্যামী ভগবানের ব্যতিরেকভাবে আমাদের প্রতি কৃপা আমরা বুঝিতে পারি না বা তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় না বলিয়া কৃষ্ণই অনেকসময় আচার্য্যবেষে শিক্ষা-গুরু হন—দীক্ষা-গুরুই শিক্ষাগুরুর আসন গ্রহণ করেন অথবা গুরো-কৃপোপলব্ধ বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে উপদেশমুখে ভজন-শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা জানি, হরি, গুরু এবং বৈষ্ণব পরস্পর অভিন্নাত্মা ; সুতরাং দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুর প্রতি উচ্চাবচ-ভাব হৃদয়ে পোষণ না করিয়া তাঁহাদিগকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-জ্ঞানে তাঁহাদের চরণে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হওয়াই একান্ত দরকার।

# পরমধর্ম্ম

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ]

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় পরমধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠশ্লোকেই প্রতিজ্ঞাবাক্যরূপে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

—ভাঃ ১।২।৬

যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। অর্থাৎ যাহাতে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী ফলাভিসন্ধাশূন্যা এবং অপ্রতি-হতা ভক্তি উৎপন্ন, তাহাই মনুষ্যগণের জন্য পরম-ধর্ম্ম, উহার দ্বারা মন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়।

পরমধর্ম্মের তাৎপর্য্য কি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকেই স্পষ্টরূপে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ

সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥
—ভাঃ ১।১।২

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পরের উৎকর্ষ সহনক্ষম অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ডাশ্রিত্য মাৎসর্য্যবিহীন সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছে। সেই নির্ম্মৎসর সদ্ধর্ম্মে ফলাভিসন্ধিলক্ষণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং সালোক্যাদি মুক্তিবাঞ্ছারও অবস্থান নাই। এই পরম গ্রন্থের অনুশীলনফলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ মায়িক তাপ এবং তাহার মূলকারণ অবিদ্যাখণ্ডনকারী পরমানন্দানুভবকারক নিত্যকাল অবিনাশী অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতত্ত্বের অনুভব হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'কৈতব' ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তারমধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
—চৈঃ চঃ আ ১।৯০-৯২

"প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ" ইতি।
'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে—'কৈতব',—'আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥
—ঐ মঃ ২৪।৯৪

'প্র'-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥
—ঐ মঃ ২৪।৯৬

এই অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুষ্ঠেয় প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্মের নিরূপণ করা হইয়াছে। পরমধর্ম্মের এক বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে প্রোজ্ঝিতকৈতব; যে ধর্ম্মে 'কৈতব' সম্যকরূপে বর্জ্জিত, তাহাই পরমধর্ম্ম। 'কৈতব' বলিতে আত্মবঞ্চনা জানা যায়। এই শ্লোকের টীকায়—শ্রীশ্রীধরস্বামীপাদ বলিয়াছেন যে—"পরমস্তে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধানলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি।" শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে পরমধর্ম্ম বলার কারণ এই যে, ইহাতে কৈতব অথবা ফলাভিসন্ধানলক্ষণ কপটত্ব প্রকৃষ্টরূপে বর্জ্জিত হইয়াছে। 'উজ্ঝিতকৈতব' প্রয়োগেই এই অর্থ প্রকাশিত হয়, তথাপি প্র-উপসর্গের প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে এখানে মোক্ষ-বাসনা পর্য্যন্তও বর্জ্জিত। ইহার একমাত্র লক্ষ্য নিষ্কাম শ্রীভগবদারাধনা, ভগবৎপ্রীতি সেবা বা শুদ্ধা ভক্তি।

শ্রীশ্রীধরস্বামীপাদের উল্লিখিত টীকায় জানা যায় যে, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাধকের স্বয়ং নিজের জন্য কোনপ্রকারই ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। এমনকি ইহকালের সুখৈশ্বর্য্যের বা পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখ হউক, এমনকি সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তিসমূহও কোনপ্রকার মুক্তিরই প্রাপ্তির বাসনা হয় না; কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই সুখের নিমিত্ত তাঁহার প্রীতিসেবাবাসনা—তাহাই পরমধর্ম্ম। পরমধর্ম্মের তাৎপর্য্য কি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকেও জ্ঞাত হওয়া যায়।

... ... ... ...

"স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥"
—ভাঃ ১।২।১৩

শ্রীহরির তুষ্টিতেই সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণের প্রাণোৎসর্গময়ী সেবা বা প্রীতি-সেবা। সেবার তাৎপর্য্য হচ্ছে সর্ব্বতোভাবে সেব্যের প্রীতি-বিধান। এইজন্য যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবারই বাসনা, সেইটি জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরমধর্ম্ম হইবে। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অন্য কোন হেতু থাকে, সে ধর্ম্ম হইতে পারে! কিন্তু পরমধর্ম্ম নহে, কেননা সেটি জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম নহে বা হইতে পারে না।

সাধারণতঃ দুই প্রকারের ধর্ম্মের কথা শুনা যায়—প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থেরও কথা শুনা যায়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিন প্রকারের পুরুষার্থের কাম্য হইতেছে ইহলোকের সুখসম্পদ এবং পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখভোগ, এই

ত্রিবর্গ সাধক ধর্ম্মের নাম প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। আর যখন একমাত্র সাযুজ্য মুক্তিকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তখন যে ধর্ম্ম সেই মোক্ষের সাধন, সেইটির নাম হয় নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। কিন্তু পরমধর্ম্ম এই দুই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম হইতেও অতীত। পরমধর্ম্মের সাধক স্বয়ং নিজের জন্যও কিছুই কামনা করেন না, এমনকি যোগীন্দ্র, জ্ঞানীন্দ্র-গণের চরম-পরতম কাম্য সাযুজ্য-মোক্ষ পর্য্যন্তও কামনা করেন না। কিন্তু একমাত্র নিষ্কাম, ইহাই পরমধর্ম্মের লক্ষণও নহে বা ইহাই প্রধান লক্ষণও হইতে পারে না। তাহা হইলে সেটি কি? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী প্রীতিসম্বন্ধ সেবাবাসনাই পরমধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ; এই বাসনার ফলস্বরূপ বা তদ্বাসনার আনুষঙ্গিকভাবে নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না, সমস্ত বাসনা তাৎপর্য্যময়ী প্রীতি-সেবা।

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিত ভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থ যশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥

—ভাঃ ৩।১৫।৪৮

হে ভগবন্, ভবদীয় যশ পরম মনোহর, সুতরাং একমাত্র কীর্ত্তনযোগ্য ও পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ। যে সকল কুশল রসতত্ত্ববিৎ ভক্তগণ আপনার শ্রীচরণে শরণাগত, তাঁহাদিগকে যদি আপনি মোক্ষপদও দিতে অগ্রসর হন, তথাপি তাঁহারা উহাকে গ্রাহ্য করেন না অর্থাৎ ভগবান্ মোক্ষপদ প্রদান করিলেও ঐকান্তিক প্রীতিসেবাপরায়ণ ভক্তগণ তাহাকে গ্রহণ করেন না, আপনার কুটিল কটাক্ষের ভয়যুক্ত ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি বলিব? অর্থাৎ ইন্দ্রাদি-দেবপদ স্বর্গ, আপনার ভ্রূভঙ্গীর নির্দ্দেশমাত্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

—ভাঃ ৩।২৯।১৩

আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি—আমার সমান ঐশ্বর্য্য, সারূপ্য—সমানরূপতা, সামীপ্য—আমার নৈকট্যলাভ, একত্ব-সাযুজ্য প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই। অর্থাৎ অনন্যভাবে প্রীতিসেবাপরায়ণ ভক্তগণ পাঁচ প্রকারের মুক্তিসমূহকে ভগবান্ প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না।

"'মৎসেবয়া' প্রতীতং চ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎকাল বিপ্লুতম্॥"

—ভাঃ ৯।৪।৬৭

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিলেন—আমার ভক্তবৃন্দ আমার সেবায় আনন্দিত হইয়া সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিকেও চাহেন না, অর্থাৎ কামনা করেন না, আর কাল কর্ত্তৃক ধ্বংসশীল অন্য ব্রহ্মপদ প্রভৃতিতে তাঁহাদের অভিরুচি কি প্রকারে হইতে পারে?

"ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি
যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥"

—ভাঃ ১০।১৬।৩৭

নাগপত্নীগণ বলিলেন—স্বর্গ, সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মার পদবী, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভব মুক্তিপদ, এসমস্ত কোনকিছুরই আমরা কামনা করি না; আপনার পদারবিন্দের ধূলির শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান্ কপিলদেবও নিজমাতাকে বলিয়াছেন যে—এই আত্যন্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া প্রীতিভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি ভক্তকেও নির্গুণ করিয়া দেয়, আর সে বিদিত তত্ত্ব হইয়া ভগবানের নিত্যসেবায় স্থিত হইয়া যায়। ফলে পরমানন্দের প্রাপ্তি হইয়া যায়, যাঁহার সম্মুখে কোন প্রাপ্য বিষয় অবশিষ্ট থাকে না।

"স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক বিদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবয়োপপদ্যতে॥"

—ভাঃ ৩।২৯।১৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় উদ্ধবকে বলিলেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের একতর বহু কায়কৃচ্ছ্র সাধনদ্বারা সিদ্ধি হইলেও অপর পুরুষার্থত্রয়ের সিদ্ধি অনায়াসে হইবে এইপ্রকার

নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতিতে ভক্তের কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, স্বর্গ ও মোক্ষাদি বাঞ্ছা হয় তবে বাঞ্ছাপূর্ত্তি অনায়াসে হয়। স্বয়ং ভগবানের বাণী—

"যৎকর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥"
—ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসেই তৎ-সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি বৈকুণ্ঠ-লোকও লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্ত ঐসব প্রাপ্তির বাঞ্ছা করেন না, কিন্তু কোন ব্যক্তির বাঞ্ছা হয় তবে বাঞ্ছাপূর্ত্তি অনায়াসে হয়।

"কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কঞ্চন ॥"
—ভাঃ ১০।৩৯।১৩৬

শ্রীল শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! ভগবান শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে ভক্তের অলভ্য কোন অবশিষ্ট কি থাকিতে পারে? অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে ত্রিভুবনের সমস্ত বস্তুই লব্ধ হওয়া যায়। তখন ঐকান্তিক ভক্ত একমাত্র ভগবানের প্রসন্নতা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না।

এই শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্ব সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥—চৈঃ চঃ
"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়াদত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥"
—ভাঃ ১১।২০।৩৪

যেহেতু ধীর সাধু ভক্তগণ কেবলমাত্র আমার প্রতিই প্রীতিযুক্ত, সেইজন্য তাঁহারা মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না।

"মাং প্রাপ্য মানিন্যপবর্গ সম্পদং
বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ্ এব তৎপতিম্।
তে মন্দভাগ্যা নিরয়েঽপি যে নৃণাং
মাত্রাত্মকত্বাৎ নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ ॥"
—ভাঃ ১০।৬০।৫৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহিষী শ্রীরুক্মিণীর প্রতি বলিয়াছিলেন হে মানিনি! অপবর্গ এবং নিখিল সম্পদের অধীশ্বর আমাকে লাভ করিয়াও যাহারা যে সকল বিষয় অতি নিকৃষ্ট যোনিতে সুলভ, তাদৃশ বিষয়-সমূহই প্রার্থনা করিয়া থাকে, ঐসকল পুরুষের পক্ষে বিষয়াত্মক নিকৃষ্ট যোনিই সুসঙ্গত হইয়া থাকে, অতএব তাহারা মন্দভাগ্য।

অনাদি বহির্ম্মুখতাবশতঃ জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়ার প্রভাবে তাহার দেহে আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, জড়দেহকেই 'আমি' মনে করিতে থাকে। জড়দেহের অভ্যন্তরে যে জড়াতীত চিন্ময় জীবাত্মা আছে, সে জীবাত্মাই বাস্তব 'আমি' সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাহার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হওয়ার দরুণ সেই সুখস্বরূপকে প্রাপ্ত করিবার জীবাত্মার এক স্বাভাবিকী চিরন্তনী বাসনা। সেই বাসনা জীবের জড়দেহের জড়েন্দ্রিয়-গণের অভ্যন্তর হইতে বিকশিত হয় এবং বিকশিত হওয়ার পর ইন্দ্রিয়গণের রঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়-গণের বাসনার রূপেই প্রতিভাত হয়। জীবাত্মার সেই বাসনার যে সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্যই হয়, কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ তাহা জানিতে পারে না। সে মনে করে যে, এই দেহেরই এবং ইন্দ্রিয়গুলির সুখভোগের বাসনা। তজ্জন্য সে দেহেন্দ্রিয়ের সুখানুসন্ধানে তৎপর হয়। যে জড়সুখ প্রাপ্ত হয়, জড় দেহেন্দ্রিয়ের কারণ তাহা জড়াতীত জীবাত্মার সুখবাসনার তৃপ্তি করিতে পারে না; তাহার বঞ্চনাই মাত্র হয়। ইহাই কৈতব অথবা আত্মবঞ্চনা।

ধর্ম্ম, অর্থ আর কাম—এই তিন বস্তুই কৈতব বা আত্মবঞ্চনা; কেননা এই ত্রিবর্গ দ্বারা কেবল দেহ আর ইন্দ্রিয়গণের সুখেরই প্রাপ্তি হইতে পারে। ইহার পুরুষার্থতাও নাই। কেননা মায়ামুগ্ধ জীবও নির-বচ্ছিন্ন সুখ এবং আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি চায়। উক্ত ত্রিবর্গে তো না নিরবচ্ছিন্ন নিত্য সুখ প্রাপ্ত হয়, আর না আত্যন্তিকী দুঃখও নিবৃত্তি হয়; জন্ম-মৃত্যুর অব-সানও হয় না। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহও নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে না।

চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষে আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি হয়, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখও প্রাপ্ত হয়; এইজন্য

মোক্ষের পুরুষার্থতা, কিন্তু মোক্ষের মধ্যে সাযুজ্য-মোক্ষে সেব্য-সেবকত্ব তাই স্ফুরিত হইতে পারে না; ইহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ভাব স্ফুরিতই হয় না, আর শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির সম্ভাবনাও চিরকালের জন্য অন্তর্দ্ধান হইয়া যায়। এইজন্য সাযুজ্য মুক্তিও কৈতব প্রধান। জীব যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই যাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম, সেই জীব মায়ামুগ্ধতা-বশতঃ এই জ্ঞান না থাকার কারণেই কৈতবরূপ চতুর্ব্বর্গের প্রতি প্রধাবিত হয়।

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব ।।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ।।"

—চৈঃ চঃ আ ১।৫০-৫১

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের বাসনা অজ্ঞানের কারণ, এই অজ্ঞানতমকে 'কৈতব' বলা হয়। এই চতুর্ব্বর্গমধ্যে মোক্ষের বাসনা প্রধান কৈতব, যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি অন্তর্দ্ধান হইয়া যায়। আর সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি প্রাপ্ত করিয়া সাধক বৈকুণ্ঠপার্ষদত্বকে লাভ করিয়া থাকেন; এখানে সেব্য-সেবকত্ব ভাব স্ফুরিত হয় এবং স্বরূপ-গত সেবা-বাসনাও স্ফুরিত থাকে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম হওয়ার দরুন সেখানে পার্ষদগণের ভিতরে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানই প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়। তাহাতে সেবা-বাসনার সম্যক্ স্ফুরণ হইতে পারে না। কেননা সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তিকে প্রাপ্ত হইলেও নিরন্তর প্রভুভগবানের একই লোকে অথবা তাঁহার সমীপে বাস করায় তথায় সমান ঐশ্বর্য্যভোগ প্রাপ্ত হয়, ফলে স্বতস্ফুরিতভাবে সেবা-বাসনা হয় না। "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ"। ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২১। ঈশ্বরের সহিত মুক্তপুরুষের কেবল ভোগবিষয়েই সমতা প্রাপ্ত হওয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, সামর্থ্যের সাম্য উপদেশ করেন নাই।

সারূপ্যমুক্তি-প্রাপ্তগণ প্রভুভগবান্ সঙ্গে সমান রূপ, লাবণ্যতাদি সাম্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় যথোচিতভাবে সেবা করিতে পারেন না, কেননা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেব-কের অধিক রূপলাবণ্যাদি থাকে ততক্ষণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভগবানের দর্শনপিপাসায় নিরন্তর দর্শনাভিলাষী হইয়া সেবা করিতে চাহিবে। কিন্তু রূপাদি সাম্যতা হইলে পর প্রভুর দর্শনের জন্য সেবা করিবার চাহিদা থাকিবে না। আর যদি একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ-কারিগণ নিজপ্রভুর সেবানন্দ হইতে চিরতরের জন্য বঞ্চিত হইয়া থাকিবে, কেননা মুক্তিপ্রাপ্তিমাত্রেই সাধক প্রভুভগবানের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, সাধকের ব্যক্তিগত অস্তিত্বই থাকিবে না। যখন সেব্য-সেবকই থাকিবে না সেবা কি প্রকারে করিতে পারিবে? সালোক্যত্ব, সামীপ্যত্ব, সমানধর্ম্মত্ব সমানরূপত্ব এবং একত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিমমতা বুদ্ধিও জাগ্রত হইতে পারে না, এই-জন্য ইহাদের প্রাণোৎসর্গময়ী ও মমতা-বুদ্ধিময়ী প্রীতিসেবা সম্ভব হয় না। তজ্জন্য সালোক্যাদিকেও 'কৈতব' বলা হইয়াছে।

এই সমস্ত কারণেই শ্রীশ্রীধরস্বামীপাদাদি টীকা-কারগণ 'ধর্ম্মঃ' প্রোজ্ঝিতকৈতব ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন—যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহ-কালের বা পরকালের সুখসম্পদের অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা বিদূরিত করিয়াছেন, এমনকি সালো-ক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিকেও কোন প্রকারের মুক্তির বাসনা পর্য্যন্ত থাকে না; থাকে কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্যময়ী প্রীতিসেবার বাসনা, তাহাই পরমধর্ম্ম।

যিনি এই পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তো মুক্তি চাহেনই না; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপযাচক হইয়া মুক্তি দিতে চাহিলেও প্রীতিসেবাপরায়ণ ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না। স্বয়ং ভগবানেরই এই বাক্য—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য, সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ।।

—ভাঃ ৩।২৯।১৩

ব্রজ মাধুর্য্যময় ধাম, এই ধামে ঐশ্বর্য্যও পূর্ণতম-রূপে অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু ঐশ্বর্য্য এখানে মাধুর্য্যের অনুগত, সে মাধুর্য্যদ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়া মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। মাধুর্য্যের প্রভাবে ব্রজের পরি-করগণের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঈশ্বরবুদ্ধি থাকে না; তাঁহার ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেও তাহা মনে আসে না যে ঐ ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের। তাহারা নিতান্ত স্বজন

বুদ্ধিতেই প্রাণোৎসর্গময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রীতিসেবা-বাসনা কৃষ্ণেতর-বাসনার কোনও বস্তুর দ্বারা প্রতিহত হয় না অর্থাৎ অপ্রতিহতভাবে প্রীতিসেবা প্রবাহিতা হইতে থাকে। এইজন্য তাঁহার প্রতি সেবাবাসনাই পূর্ণতম সার্থকতা প্রাপ্ত করাইতে পারে। এইপ্রকারের সেবা-বাসনাই পরমধর্ম্মের লক্ষ্য হইয়া থাকে।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনার নাম প্রেম। এই প্রেমপ্রাপ্তিতেই পুরুষগণের চরমতম সার্থকতা এবং এই প্রেমের প্রভাবেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব মাধুর্য্যের ঘনবিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আস্বাদলাভ সম্ভব।

ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
—চৈঃ চঃ ম ২১।১০৬

সেই মাধুর্য্য অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহে এবং পরব্যোমে ( বৈকুণ্ঠে ) যতপ্রকারই ভগবৎস্বরূপ আছেন, তাঁহাদের সবার মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকেন। বেদবাণী যাহাকে পতিব্রতা-শিরো-মণি বলিয়া বর্ণন করেন, সেই লক্ষ্মীগণকেও তিনি আকৃষ্ট করাইয়া থাকেন। এমন কি সেই মাধুর্য্যের আকর্ষণী শক্তি ঐপ্রকার যে তাহা শ্রীকৃষ্ণেরও মন হরণ করে।

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
—চৈঃ চঃ ম ৮।১৪৭

যিনি এই মাধুর্য্যের আস্বাদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার মন অন্যত্র গমন করে না, তিনিই "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দী" হইয়া থাকেন। এইজন্য যে প্রেমের ফলস্বরূপ এই মাধুর্য্যানন্দ আস্বাদন করা যায়, সেই প্রেমকে পরম পুরুষার্থ বলে। ইহা চার পুরুষার্থ হইতে অতীত, এই কারণে ইহাকে পঞ্চম-পুরুষার্থও বলে।

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
—চৈঃ চঃ আ ৭।১৪৪

এই ত পরম ফল—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৪

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির অনুষ্ঠানই পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত নবধা ভক্তিকেই শুদ্ধাভক্তি বলে। শুদ্ধাভক্তিতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়।

শুদ্ধাভক্তি হইতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণের মধ্যে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী আদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই শ্রীমদ্ভাগ-বত-প্রোক্ত পরমধর্ম্মের কথা বিতরণ করেন নাই। পরমকরুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্বয়ং আচরণ করিয়া আচার্য্যরূপে তাহার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া আচণ্ডালে বিতরণ করিয়াছেন। পরমধর্ম্মের নামান্তর রাগমার্গীয় ধর্ম্ম অথবা শুদ্ধাভক্তি ধর্ম্ম।

স্মৃতিতে নিজপ্রিয় সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া "মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" ইত্যাদি এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণও এই পরমধর্ম্মেরই আভাস প্রদান করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে সূত্রের সঙ্কেত মাত্রই প্রকাশিত। শ্রীরাধাভাব-কান্তি ধারণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণই এই পরমধর্ম্মের কথা অতি বিস্তৃতভাবে, বিশুদ্ধভাবে আপামর জীবজগতের সম্মুখে বিপুলভাবে প্রচার করিয়াছেন।

এই পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা লভ্যবস্তুর সম্বন্ধও শ্রীকৃষ্ণই অতি সংক্ষেপে তাহা নির্ণয় করিয়া-ছেন—"মামেবৈষ্যসি" অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু এই প্রাপ্তির তাৎপর্য্য কি? কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে, এই সম্বন্ধে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ কিছু নির্ণয় করেন নাই। এই কলিযুগে তিনিই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণকালে শ্রীরায়রামানন্দের মুখে সেই প্রাপ্তির সম্বন্ধে বিশদভাবে নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়ার তাৎপর্য্য প্রীতি-প্রেম সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসেবা প্রাপ্তি, প্রীতিসেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সম্পাদন। ভক্তের প্রীতিপূর্ব্বক সম্পাদিত সেবায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া যায়। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী"। ইহা মাথুর শ্রুতির বাক্য। ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যায়, ভক্তিই ভক্তকে ভগবান্ দর্শন করায়, শ্রীভগবান্ও ভক্তিবশ, ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

প্রেমরূপী বস্তুর স্বরূপ সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও তাহার গাঢ়তায় তারতম্য প্রাপ্ত হয়, যেমন ইক্ষুরস উত্তাপ সাধনের তারতম্যের অনুসারে গাঢ়তাও তারতম্যতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহার মধুরতা অপরিবর্ত্তিতভাবে থাকিয়া 'সিতামিশ্রি' নামে সর্ব্বোত্তমতা রূপ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ গাঢ়তার তারতম্যানুসারে প্রেম অনেক বৈচিত্রী ধারণ করে; তাহার পরিণামস্বরূপ ভক্তের সেবা এবং শ্রীকৃষ্ণের সুখ ও প্রেমবশ্যতাও অনেক বৈচিত্রী ধারণ করে। প্রেমবশ্যতাই প্রেমের আশ্রয় ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাকে উৎপন্ন করে।

প্রেম গাঢ়তা তারতম্যের অনুসারে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারপ্রকারের পরিকর-ভক্ত বিদ্যমান—দাস, সখা, বাৎসল্য এবং কান্তাগণ। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও যথাক্রমে—দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তপ্রেম নামে অভিহিত হয়। দাস্যের অপেক্ষা সখ্যে, সখ্যের অপেক্ষা বাৎসল্যে, ব্যৎসল্যের অপেক্ষা কান্তাপ্রেমে, প্রেমের গাঢ়তার এবং তজ্জনিত ভক্তের প্রতি সমত্ব-বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়কত্বার এবং প্রেমবশ্যতার উৎকর্ষ হয়। সমস্ত পরিকর ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঐক্যভাবের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ দাস্যভাবের ভক্তগণের প্রাণপ্রিয় প্রভু, সখ্যভাবের ভক্তগণের অন্তরঙ্গ সখা, বাৎসল্য ভক্তগণের পুত্রভাবে মমতাধিক এবং কান্তাগণের প্রাণবল্লভ। কিন্তু ঐপ্রকার হইলেও দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য এই তিন ভাবের ভক্তগণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়প্রেম তাহার সম্বন্ধের অনুগত থাকে; তাঁহার প্রেমসেবার বাসনা সম্বন্ধের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া অভিব্যক্ত হয় না। কিন্তু কান্তাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ সেই তাহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়প্রেমের অনুগত, তাঁর প্রেম তাহার সম্বন্ধের অনুগত নহে। অতএব তাঁহার কৃষ্ণসেবার বাসনা বিকাশের পথ সর্ব্বতোভাবে অপ্রতিহত থাকে। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীগণ যে প্রকার প্রয়োজন হয় সেই প্রকারই করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহারা বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম, স্বজন-আর্য্যপথ আদিও ত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে চতুর্থ পরিচ্ছেদে আদিলীলায় তাহা উল্লেখ করিয়াছেন—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥ ১৬৭ ॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥১৬৮॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৬৯ ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥১ ০॥
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ ২০৭॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখলাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ ১৭২ ॥
আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার ॥ ১৭৪ ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৭৫ ॥

এইজন্য কান্তাপ্রেমের সম্বন্ধে শ্রীরায় রামানন্দের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের জীবগণকে অবগত করাইয়াছেন যে এই কান্তাপ্রেমেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ প্রাপ্তি সম্ভব।

"পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।৮৮

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম সেবাপ্রাপ্তি কান্তাভাবেই সম্ভব। কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-

বশ্যতাও সর্ব্বাতিশায়িনী শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ অপরিশোধনীয় প্রেম-ঋণে চিরকালের জন্য আবদ্ধ থাকা, এই কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নিজের শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।"

—ভাঃ ১০।৩২।২২

হে ব্রজসুন্দরীগণ! নিজের দুশ্ছেদ্য গেহশৃঙ্খলাকে সম্যকরূপে ছিন্ন করিয়া আমার সঙ্গে মিলন হইয়াছ. তোমাদের এই মিলন নিরবদ্য নির্ম্মল অনিন্দনীয়, কেননা তোমরা নিজের সুখ আশাকে নিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হও নাই। সেবাদ্বারা আমার প্রীতির সম্পাদনই 'তোমাদের' এই মিলনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এইপ্রকারে মিলিত হইয়া নিজের সেবাদ্বারা আমার প্রীতি-বিধানরূপ যে সাধুকার্য্য করিয়াছ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সমান আয়ু প্রাপ্ত হইলেও আমি সেই সাধু-কার্য্যের প্রত্যুপকার সাধন করিতে পারিব না; অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারাই তাহার পরিশোধ হউক। আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী থাকিলাম।

এই 'প্রেমের' অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব 'ঋণী' হয়,—কহে ভাগবতে।।

—চৈঃ চঃ ম ৮।৯১

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।।

—চৈঃ চঃ ম ৮।৯০

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে।।

—চৈঃ চঃ আ ৪।১৭৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায়রামানন্দের মুখে এই রহস্যকে পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরভুক্ত দাসগণ, সখাগণ, বাৎসল্যগণ এবং কান্তাগণ কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও ইহা বলিয়াছেন যে সাধকের অভি-প্রায় অনুসারে এইসব পরিকরগণ কোন না কোনও একভাবের পরিকরের আনুগত্যে ভজন করিলে সাধকও যথাসময় শ্রীকৃষ্ণের পরিকরভুক্ত হইয়া স্বীয় ভাবানুরূপ লীলাবিলাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। "মামেব এষ্যসি" স্মৃতির বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ যে বাক্য অতি সংক্ষেপে নিজ-প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, সেই বাক্যের বিস্তার তিনিই শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রদান করিয়াছেন। ইহা বিশেষভাবে বিবরণ জানিলেপর ভজনের জন্য লোভ উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অশেষ কৃপা করিয়া ভজনবিষয়ে সাধকের লোভকে জাগ্রত করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অহৈতুকী করুণার এক বৈশিষ্ট্য।

এখানে যে বলা হল তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের "মামেব এষ্যসি" বাক্যের পূর্ণ তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। ইহার বিশেষতা আরও আছে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যই ভগবতার সার, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন, শ্রীকৃষ্ণতেই এই মাধুর্য্যের সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্ত।

"যদ্যপি কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য।।"

—চৈঃ চঃ ম ৮।৯৩

কিন্তু এই মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ স্বয়ং ভগ-বান শ্রীকৃষ্ণের কেন আবির্ভাব হয় এই বাক্য প্রথমে (পূর্ব্বে) কেহই জানান নাই, স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনও এই বিষয়ে স্ফুটরূপে কিছু বলেন নাই। প্রেমের বিষয়-প্রধান বিগ্রহই এই মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ হয় অথবা আশ্রয়-প্রধান বিগ্রহে চরমতম বিকাশ হয়, এই কথা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টরূপে কোথাও ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দররূপেই তিনি এই বিষয়ে ব্যক্তভাবে শ্রীরামানন্দ প্রভু-দ্বারা প্রকাশ করাইয়া-ছেন—

সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য—সর্ব্বশক্তি—সর্ব্বরস-পূর্ণ।।

—চৈঃ চঃ ম ৮।১৩৫

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কামগায়ত্রী-কামবীজে যাঁর উপাসন।।
পুরুষ, যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।।

—ঐ ৮।১৩৭-১৩৮

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত—সর্ব্ব-চিত্ত-হর।।

— ঐ ৮।১৪২

স্ব-রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ অনর্পিত-উন্নতোজ্জ্বলা ভক্তির প্রকাশক শ্রীচৈতন্যদেবের স্তব করিয়াছেন—

"রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবর্ত্ম ক্রিয়া
মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং
বা কিয়ৎ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা
ভক্তের্বর্ত্ম করীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ।।"
—চৈঃ চন্দ্রামৃত ১।৭

শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অবতারে রাক্ষসকুল ও দৈত্য-কুলের যে বিনাশ-সাধন, তাহা এমন কি হিতজনক মহৎ কার্য্য! কপিলাদি অবতারে যে সাংখ্যযোগাদি ক্রিয়ামার্গ প্রদর্শন তাহাই বা এমন কি গুরুতর! গুণাবতার ব্রহ্মাদির যে জন্মস্থেমভঙ্গাদিলীলা, তাহারই বা মহত্ব কতটুকু! কিংবা বরাহাবতারে প্রলয়-জল-মগ্না পৃথিবীর উদ্ধারসাধনাদির যে অনুষ্ঠান তাহাও এমন কি কল্যাণকর বিষয়! সে সকলকে আমরা বহুমানন করি না, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমদানের নিকট সামান্য মাত্র, আমরা শ্রীভগবানের প্রেমোজ্জ্বলা পরাভক্তির পথপ্রদর্শক, সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য-রূপের স্তুতি করি।

শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমের বিষয়-প্রধান বিগ্রহ, তাহা মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ তাঁহার মদনমোহন-রূপে প্রকাশিত। আর তদভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দররূপে তিনি প্রেমের আশ্রয়-প্রধান বিগ্রহ; এই আশ্রয়-প্রধান বিগ্রহের মাধুর্য্য প্রথমোক্ত অনুসারেই রসরাজমহা-ভাব, দুই একরূপ হওয়ার দরুণ ভগবানের মদন-মোহনরূপের অপেক্ষাও অধিকতর চমৎকারিত্বময়, অধিকতর আনন্দোন্মাদময় প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ে স্বয়ং কিছু বলেন নাই যে তাঁহার "মামেব এষ্যসি" বাক্যে তাঁহার বিষয়-প্রধান বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই প্রাপ্ত হইবে অথবা আশ্রয়-প্রধান বিগ্রহ শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকেই প্রাপ্ত করিতে পারিবে। শ্রীগৌরসুন্দর এই দুই প্রকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। এক নিজে রসরাজ মহাভাব, দুই এক রূপকে প্রকট করিয়া তিনি ভঙ্গিমায় জানাইলেন যে সাধক তাঁহার স্বরূপেরও সেবা লাভ করিতে পারিবে। সেই মিলিততনুকে শ্রীল স্বরূপগোস্বামী স্বরচিত কড়চায় বলিয়াছেন—

"রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিহর্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকা
আত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।"

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হলাদিনীশক্তি-ক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাস-তত্ত্বের নিত্যত্ব প্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব শ্রীরাধার ভাব ও দ্যুতি (অঙ্গকান্তি) দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন যে—রাধা —শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমান তত্ত্ব। 'শক্তিশক্তিমতোর-ভেদঃ' এই বেদান্তবাক্যের অর্থ এই যে কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক করা যায় না। কিন্তু অবিচিন্ত্য শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাস-রসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক্ অথচ যুগপৎ এক। ... ... ...। শ্রুতিতেও দেখিতে পাই—"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ... ... ... স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্॥ বৃঃ উঃ ১।৪।৩। ব্রহ্ম একাকী আনন্দ পাইলেন না; তিনি দ্বিতীয় সঙ্গীলাভ ইচ্ছা করিলেন। তিনি নিজের দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। এইভাবে পতি ও পত্নী হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোহে হৈলা একঠাঁই।।
—চৈঃ চঃ আ ৪।৫৬-৫৭

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"
—ভাঃ ১১।৫।৩২

যিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির বর্ণন করেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ (গৌরবর্ণ), যাঁর শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈতাচার্য্যরূপ অঙ্গ, তথা তাঁহার অনু-গত শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তবৃন্দরূপ উপাঙ্গ এবং 'হরে-কৃষ্ণ'-ভগবন্নামাদি অস্ত্রস্বরূপ ধারণ করেন—কলিযুগে

সুবুদ্ধিমানগণ ঐপ্রকার ভগবানের শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তন-প্রধান উপচারে অর্চ্চনা ( পূজা ) করেন।

এই শ্লোকের একাধিকবার উল্লেখ করিয়া প্রভু কৌশলে জানাইয়াছেন যে সাধক তাহার গৌরাঙ্গসুন্দর স্বরূপেও সেবা লাভ করিতে পারিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, এইহেতু নিজে উপাস্যত্বের কথাকে স্পষ্ট শব্দে না বলিয়া তাহাতে ভঙ্গিমাপূর্ব্বক অবগত করিয়াছেন এবং নিজাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীমন্নিত্যানন্দের শ্রীমুখে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা শ্রীল লোচনদাস কীর্ত্তন করিয়াছেন—

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম-মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া ॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায় ॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল ॥
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নামরে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে যে আমার প্রাণরে ॥

ইত্যাদি বাক্যে সেই কথাকে স্পষ্টরূপেও জানাইয়া দিয়াছেন এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি—'কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ' এবং কৃষ্ণভজনকে উপদেশ আদি প্রভু স্পষ্টশব্দেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইপ্রকারে দেখা গেল যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা—স্বয়ং ভগবানের এই উভয় স্বরূপের সেবাপ্রাপ্তিই "মামেব এষ্যসি" বাক্যের সার্থকতা, শ্রীগৌরই এই কথা অবগত করাইয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও এই কথাই বলিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র আর সেথা রাধাকৃষ্ণ।" এই উভয় স্বরূপের মাধুর্য্যের যুগপৎ আস্বাদনের যে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার বর্ণন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি স্পষ্টভাবে নিরূপণ করিয়াছেন—

চৈতন্যলীলা—অমৃতপুর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দোঁহে মিলি' হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥
—চৈঃ চঃ ম ২৫।২২৯

অমৃতের সঙ্গে কর্পূরের সংমিশ্রণে আস্বাদনের আনন্দোন্মাদ অত্যন্ত বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। শ্রীগৌর-লীলা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার মিলনেও এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দোন্মাদের আবির্ভাব হয়। পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাধক যে প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দোন্মাদনাময় মাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাও অবগত করাইয়াছেন। পরমধর্ম্মের প্রচারে এবং তাঁহাতে প্রাপ্য বস্তুর পরিচয় প্রদান করিতে তাঁহারই কৃপা এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরমধর্ম্মের প্রচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার এক বৈশিষ্ট্য আরও আছে যে, প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে ভক্ত পঞ্চবিধ মুক্তিকেও নরকের তুল্য মনে করিয়া দেয়। তাহা নিজ-অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষ বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥"
—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৫

যে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী শ্রীগৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনসাধ্য 'কৈবল্য' বা ঈশ্বর-সাযুজ্য মুক্তিকে নরকতুল্য মনে করে, সকাম ধর্ম্মনিষ্ঠজনের বাঞ্ছিত বা লব্ধফল অমরপুরী আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক মনে জন্মায়, কালসর্প-রূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত বিষদন্ত সর্পকুলের মত পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পূর্ণসুখময়ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীট-পদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরবর্ত্তী কালের লোকগণও তুচ্ছ কামনা-বাসনাকে লইয়া মত্ত না থাকিয়া তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরম-কৃতার্থতা লাভ করেন। লোকগণকে পরমধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার

জন্য প্রভুর এই উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ, তাঁহার পরম করুণার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যকে নির্দ্দিষ্ট করে—

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যদি গৌর না হৈত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে ॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥
গাওো গাওো সবে গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভব সংসারে এমন দয়াল
আর নাহি কোন জন ॥"

"যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ
পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥"

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ২।৭

একমাত্র যাঁহার পাদসরোজে অনন্যভক্তি হইতেই পরম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়, তুমি সেই জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ চৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

# হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ সহরে, দেওয়ান্‌দেউড়ীস্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ১২ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৫), ২৭ মে (১৯৯৮) বুধবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি হইতে ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ৩০ মে শনিবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে অংশগ্রহণকারী প্রচারকগণ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ শর্ম্মা), শ্রীজীবেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস (শ্রীবিমলেন্দু পরুয়া), শ্রীগৌরগোপাল দাস নিউদিল্লী ষ্টেশন হইতে এ-পি এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন রাত্রি ৮ ঘটিকায় অগ্রিম প্রচারসঙ্ঘরূপে সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলে হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

জলন্ধর (পাঞ্জাব) হইতে শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু), শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (শ্রীবিপিন কুমার আগরওয়াল), ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব) হইতে শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ কুমার চোপরা) এবং রোপর (পাঞ্জাব) হইতে শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর দাসাধিকারী (শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা) ২৩ মে এ-পি এক্সপ্রেসযোগে হায়দরাবাদ পৌঁছেন হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ২৬ মে মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে বিমানযোগে রওনা হইয়া অপরাহ্ন দেড় ঘটিকায় হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ এবং সমুপস্থিত বহু ভক্ত

বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। হায়দরাবাদ মঠে সকলের পৌঁছিতে বেলা ৩টা হয়।

১২ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে বুধবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ব্বাহে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদজীউ বিজয়-শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক সংকীর্ত্তনসহযোগে সুসম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীহলধরদাস ব্রহ্মচারী। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় নাট্যমন্দিরে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে ডক্টর কৃষ্ণবল্লভ ডাবে, এম্-এ, এল্ এল্ বি, পি-এইচ্-ডি ( Dr. Krishnavallabh Dave M.A., L-L.B. Ph.D ) সভাপতিরূপে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যসরকারের হস্ত-শিল্প ও তন্ত-শিল্প বিভাগের মন্ত্রী শ্রীএন্ কিস্টাপ্পা ( Sree N. Kistappa ) প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষক ও সাংবাদিক শ্রীমুরলীধর শর্ম্মা (Murlidhar Sharma, Eminent Educationist and Journalist) বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। নির্দ্ধারিত 'দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার'—বক্তব্য বিষয়ের উপর দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজও বক্তৃতা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া বলেন ভগবদ্‌বিস্মৃতিই জীবের যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ। ভগবদ্‌স্মৃতি-লাভে কলিযুগে একমাত্র সাধন হরিনামসংকীর্ত্তন। ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগের যুগধর্ম্ম, উক্ত সাধনসমূহ কলিযুগের উপযোগী নহে।

উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে ঠাকুরের বিশেষ ভোগ ও আরাত্রিকের পর বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহা-প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠে রাত্রির দুইটী অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্য-দেব ভাষণ প্রদান করেন, সহরের অন্যত্র প্রোগ্রামে যোগদানহেতু তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ দুইদিন রাত্রিতে এবং প্রত্যহ প্রাতে হরিকথা বলেন।

৩০ মে শনিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডাদিসহ হায়দরাবাদ সহরের দেওয়ান দেউড়ী, পাথরঘাট্টি হাইকোর্টের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন। নগ্নপদে পরিক্রমাহেতু সূর্য্যের তাপে রাস্তা তপ্ত হওয়ায় যোগদানকারী ভক্তগণের কষ্টানু-

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির
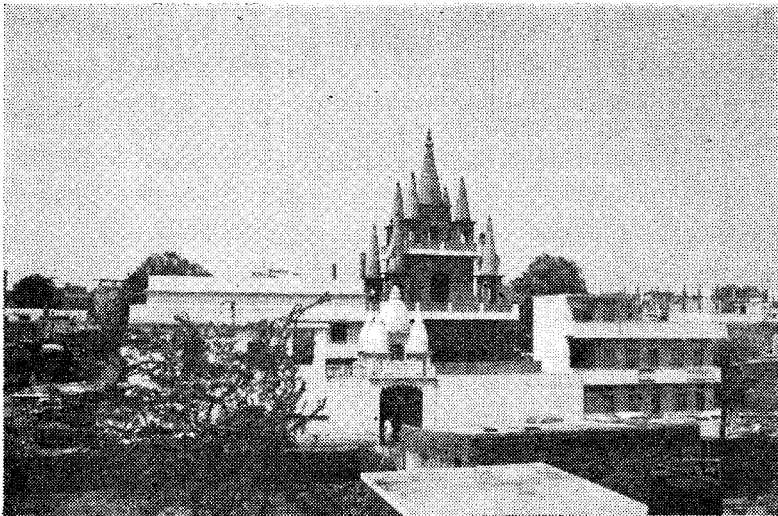
ভব হয়। হায়দরাবাদে গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অস্বাভাবিকরূপে অধিক ছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া হায়দরাবাদ-প্যাটেলমার্কেট রেকাবগঞ্জে স্বধামগত শ্রীমদনলাল আগরওয়ালের (শ্রীমতী কমলাবাইর), গৌলিপুরায় রামনগর কলোনিস্থিত চৌরাস্তায় সভামণ্ডপে—উদ্যোক্তা জি, ভেঙ্কটেশ্বরলু (G. Venkateswarlu), রেকাবগঞ্জস্থিত শ্রীগজানন গুপ্তার নূতন গৃহে ও তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থ শ্রীএস্ মল্লে সামের, হায়দরাবাদ-সাহগঞ্জস্থিত শ্রীমদনমোহন দ্বারকার, ছত্রীনাকাস্থিত শ্রীপি ব্রহ্মানন্দ চারির, রেকাবগঞ্জস্থিত শ্রীমতী কিরণবাঈ ও শ্রীঅনিতাবাঈর, গৌলিপুরাস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের, হিমায়েতনগর রোডস্থ শ্রীগোপাল আগরওয়াল ও শ্রীগোবিন্দ আগরওয়ালের (মঠাশ্রিত স্বধামগত পিতা শ্রীসন্তোষ আগরওয়ালের) বাসভবনে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের বিশেষ প্রচেষ্টায় মঠের সংলগ্ন জমী গো-শালার জন্য সংগৃহীত হয়।

মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীজি চন্দ্রাইয়া), শ্রীমধুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহলধরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাকর, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীনরোত্তম দাস, শ্রীগুরুপদ দাস প্রভৃতির সেবাপ্রযত্নে হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীমতী শান্তি দত্ত, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)**ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা ভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীমতী শান্তি দত্ত বিগত ১৯ বৈশাখ, ৩ মে রবিবার শুক্লাষ্টমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৪-৪০ মিঃ-এ কাঁচরাপাড়া সহরে ৭২ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। তিনি নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগর সহরে গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীহরিনামাশ্রিতা হন। তাঁহার স্বধামগত পতি ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দত্ত কাঁচরাপাড়া সহরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কাঁচরাপাড়া পলিক্লিনিক তাঁহারই সংস্থাপিত।

স্বধামগত আত্মার নিত্য কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

## ভ্রম-সংশোধন

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ৩৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত বিরহ-সংবাদ শিরোনামে ৯৩ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত শ্রীপতিচরণ ব্রহ্মচারীর পিতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীশিবেন্দ্র নাথ এবং তাঁহার পিতার নাম স্বধামগত শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র নাথ হইবে।

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „

(৪) গীতাবলী „ „ „

(৫) গীতমালা „ „ „

(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „

(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „

(২৫) দশাবতার „ „ „ „

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ

(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি—যন্ত্রস্থ (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ

(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্—যন্ত্রস্থ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা—যন্ত্রস্থ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

Pin.

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী


শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টত্রিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৪০৫



**সম্পাদক-সঙ্ঘপতি**

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

**সম্পাদক**

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

**অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

**অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৪০৫
২৪ হৃষীকেশ, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ | ৭ম সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৩ পৃষ্ঠার পর ]

গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু, তিনি জগদ্গুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে 'শিক্ষাষ্টক' ব'লেছেন, সেই শিক্ষায় মহান্তগুরু এবং মহান্তগুরুপাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল সর্ব্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহান্তগুরুর পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন।

আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া কর্‌বার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকা-সমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব পড়েছেন তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবন-ব্যাপী ভগবানের সেবা কর্‌তে হ'বে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন,—আশ্রয়জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতিবস্তুতেই বিরাজমান।

চুত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকুলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥

[ হে চুত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অন্যান্য পরহিতকর যামুনতটবাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দেও, কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য বোধ হইতেছে। ]

রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চ'লে গেছেন, মুক্ত-পুরুষ গোপীগণ সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন, গোপীগণের আধ্যক্ষিকতা কি তখন প্রবল ? ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কি তখন প্রবল ? এই সকল কথা আমাদের গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুন্‌বার অবসর হয়। নন্দ-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোবিন্দ প্রভৃতি চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য রস-ময় শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ—পর্য্যটন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই এই সকল কথা স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা কর্‌বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সেবা লাভ কর্‌বার আর উপায় নেই।

আমরা আজও যে অনেক কথা শুন্‌বার অবসর পেলাম, কেমন নিষ্ঠার কথা পেলাম—যদিও ইংরাজী ভাষায় * অনেক কথা বলা হ'য়েছে, তা'তে আমা-দের শুন্‌বার অনেক বিষয় ছিল। আমরা যেন গুরুপাদপদ্মে এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর্‌তে পারি। বিভিন্ন আধারে প্রতিফলিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিম্ব আমাদের শিক্ষার জন্য নিয়তই অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশ ক'রে থাকেন। আমি দাম্ভিকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র জীব, আমার এই সকল শুন্‌বার অধিকার কেন হয় ? শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য শুন্‌বার অবসর দিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে জানাচ্ছেন, 'ওহে ক্ষুদ্র জীব, তুমি গুরুপাদপদ্মে এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর।" বিভিন্ন আধারে আমার গুরুপাদ-পদ্মের প্রকটিত মূর্ত্তির ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি দেখ্‌লে মনে হয়, আমার ইঁহাদের সঙ্গে হরিসেবা করবার জন্য কোটি কোটি জন্ম লাভ হউক—ইঁহাদের সঙ্গে আমার কোটি কোটি জন্মের ভগবৎসেবাবিমুখতা নষ্ট হ'য়ে যা'ক্।

যখন আমি দক্ষিণদেশে মঙ্গলগিরিতে মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার জন্য গিয়েছিলাম, তখন সেখানে আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—'আমরা যখন প্রথম মুখে মঠে এসেছিলাম, তখন আপনার বন্ধু-বান্ধবের চরিত্র ও ভগবৎসেবানুরাগ দর্শন ক'রে আমাদের কত উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি ক্রমশঃ খর্ব্ব হ'য়ে যাচ্ছে, আমরা রকম রকম বিচার কর্‌তে বসেছি। কতিপয় ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন ক'রে গৃহে প্রবেশ ক'রেছেন।' আমি তদুত্তরে বল্লাম, গৃহে প্রবেশ কর্‌লেই যে হরিভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বল্‌তে পারি না। আমি ত'দেখছি আশ্চর্য্য বৈষ্ণবসকল ! আমি দেখ্‌ছি তাঁ'দের বৈষ্ণবতা—হরিভক্তি আরও কত বেড়েছে ! আমি কতটা পাষণ্ড ছিলাম, তাঁ'দের সঙ্গে আমার সেই পাষণ্ডতা কত কমে গেছে ! আমি দেখ্‌ছি আমি বিমুখ হ'লেও সকলেই হরিভজন কর্‌ছেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের কৃপায় আমি জান্‌তে পেরেছি।

"বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম না পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজে তিঁহ এই মাত্র জানে॥"

আমি ত দেখছি সকলে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজন করছেন—ভগবানের সংসার সর্ব্বতো-ভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছে—কেবল আমার মঙ্গল হলো না সকলেরই মঙ্গল হলো। আপনারা অশান্তভাবে চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছেন, আপনাদের ভগবৎসেবায় উৎকণ্ঠা অধিক ; তাই বল্‌ছেন, তাঁ'রা আরও অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তাঁ'দিগকে হরিভজন কর্‌তে দেখেও আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না, আপনারা চা'ন যে, আপনা-দের প্রাণপ্রভুর সেবা তাঁ'রা আরও কোটিগুণ অধিক-তরভাবে করেন ; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়—আমার ক্ষুদ্র আধার, তাঁ'দের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্র ভাজনে আমি ধর্‌তে পারছিনা, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তাঁ'দের হরিভজনের চেষ্টা উপ্‌ছে পড়ছে, ইঁহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। ইঁহারা কেমন আশ্চর্য্য আদর্শ জীবন দেখিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। আমিই কেবল হরি-ভজন কর্‌তে পারলাম না ; আমি কেবল পরছিদ্র দর্শনে ব্যস্ত, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর হ'ব, না আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ছি !

বৈষ্ণবের ছিদ্র কা'রা অন্বেষণ করে ?—আধ্য-

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর এম্-এ মহাশয়ের পঠিত ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন।

ক্ষিক সম্প্রদায়—যা'দের বাহ্যবিষয়-প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল—যা'রা হরিভজনবিমুখ। আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাঁ'র হরিভজনটা খুব বেশী হ'য়েছে, তাঁ'র হৃদয় খুব উন্নত হ'য়েছে, তাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন, তা' ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়েছেন। যিনি ধনী হ'য়েছেন, তিনি তৃপ্তিলাভ করেছেন বলেই আর ধনার্জ্জনের ক্লেশ কর্তে চা'ন না।

গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন যে, ভগবানের ভক্ত-সকলের কখনও অমঙ্গল হয় না—তাঁ'দের কখনও বিনাশ নেই—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

( গীঃ ৯।৩০-৩১ )

যাঁ'রা অনন্যভজন ক'রেছিলেন, তাঁ'রা কখনও কি অধঃপতিত হ'তে পারেন? নিশ্চয়ই তাঁ'রা মঙ্গল লাভ ক'রেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ; তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ করতে পার্ছি না।

( ক্রমশঃ )

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

## রসাস্বাদন প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ সামগ্রী চতুর্বিধা॥ হরিঃ ওঁ॥ ১০৪॥

মাণ্ডুক্যে॥ ব্রহ্মচতুষ্পাৎ॥ অগ্নিপুরাণে। স্থায়িন্যষ্টোরতিমুখ্যা স্তম্ভাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। মনোহনুকূলেহনুভবঃ সুখস্য রতিরিষ্যতে॥ শ্রীরূপঃ। অথাস্যাঃ কেশবরতেঃ লক্ষিতায়া নিগদ্যতে॥ সামগ্রীপরিপোষণে পরমা রসরূপতা। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিস্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥ ১০৪॥

সামগ্রী চারি প্রকার॥ ১০৪॥

মাণ্ডুক্য বলেন,—এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদযুক্ত॥ অগ্নিপুরাণ বলেন,—স্থায়ীভাবের সঙ্গে সামগ্রীরূপে মিলিত হয়,—স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাব প্রধান রূপে, এবং বিভিন্ন ব্যভিচারী ভাব সকল। কৃষ্ণ-সেবায় ভক্তের সেবোন্মুখী মনের অনুকূল সুখকেই রতি বলা যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—কেশব বিষয়ক এই রতি বিভাবাদি সামগ্রীর সাহচর্যে পরিপুষ্ট হইয়া পরম রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই স্থায়ীভাব শ্রীকৃষ্ণরতিই—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাবকদম্ব দ্বারা শ্রবণাদি কর্তৃক ভক্তজনের হৃদয়ে চমৎকার বিশেষে পুষ্টা আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলেই ভক্তিরস হয় [ ১০৪ ]

ওঁ হরিঃ॥ আলম্বনোদ্দীপনাত্মকো বিভাবঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ১০৫॥

কঠে। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ অগ্নিপুরাণে। বিভাব নাম সদ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ। রত্যাদি ভাব বর্গোহয়ং যমাজীব্যোপজায়তে॥ শ্রীরূপঃ। তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥ ১০৫॥

বিভাবই প্রথম সামগ্রী। তাহা দুইপ্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন॥ ১০৫॥

কঠ বলেন,—পরমেশ্বররূপ এই আলম্বনই পরম শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এই আলম্বনকে জানিয়া জীব পরমধাম প্রাপ্ত হয়॥ অগ্নিপুরাণে,—বিভাব নামক এই রসের হেতু আলম্বন ও উদ্দীপনাত্মক। রতি ইত্যাদি ভাববর্গসকল এই দুই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়॥ শ্রীরূপ বলেন,—রতি আস্বাদনের হেতুগুলিকে বিভাব বলিয়া জানিবে। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন [ ১০৫ ]

ওঁ হরিঃ ॥ ত্রয়োদশ লক্ষণাত্মকোঽনুভাবঃ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ১০৬ ॥

তৈত্তিরীয়কে ভৃগুস্তস্মৈ জাতা বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তন্ত্রয়োদশমন্নং প্রাণং মনোবিজ্ঞান মিতি ॥ অগ্নিপুরাণে আরম্ভ এব বিদুষামনুভাব ইতিস্মৃতঃ। সচানুভূয়তে চাত্র ভবত্যুত নিরুচ্যতে ॥ শ্রীরূপঃ। নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোট্টনং। হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকোনপেক্ষিতা। লালাস্রাবোট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োপি চ ॥ ১০৬ ॥

দ্বিতীয় সামগ্রীর নাম অনুভাব, তাহা তের প্রকার ॥ ১০৬ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণের নিকট প্রশ্ন করিলেন,—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সেই ত্রয়োদশ তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন ॥ অগ্নিপুরাণে, স্থায়ীভাবে বিভাবাদির মিলনের প্রারম্ভেই তাহার কার্য্য যাহা প্রকট হয় তাহাকে অনুভাব বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। যাহা অনুভূত হয় তাহাই এখানে অনুভাব নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই ত্রয়োদশ অনুভাব শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা, প্রভৃতি ত্রয়োদশ বাহ্যিক বিকার দ্বারা চিত্তস্থ ভাবের বোধ হয় [ ১০৬ ]

ওঁ হরিঃ ॥ অষ্টলক্ষণঃ সাত্ত্বিকঃ ॥ হরি ওঁ ॥১০৭॥

মুণ্ডকে। প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ অগ্নিপুরাণে। অষ্টাস্তম্ভাদয়ঃ সত্ত্বাদ্রজসস্তমসঃ পরং ॥ শ্রীরূপঃ। চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটং। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছেদ্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী। তে স্তম্ভস্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথবেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা স্মৃতাঃ ॥ ১০৭ ॥

তৃতীয় সামগ্রী সাত্ত্বিকভাব ; তাহা অষ্ট প্রকার ॥ ॥ ১০৭ ॥

মুণ্ডক বলেন,—ইনিই প্রাণ, যেহেতু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ইহাকে যিনি সেইরূপে জানেন ও সাক্ষাৎ করেন, তিনি পরমেশ্বর সম্বন্ধে অত্যুক্তি করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার যে ভক্ত ভগবানকে লইয়াই ক্রীড়ারত, তাঁহাতেই রতি সম্পন্ন এবং ভগবৎ প্রীত্যর্থে ক্রিয়াপরায়ণ, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ অগ্নিপুরাণে,—স্তম্ভাদি এই অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সম্পূর্ণভাবে রজোগুণ ও তমোগুণ বিরহিত শুদ্ধসত্ত্বের ক্রিয়া ॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—চিত্ত সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল মনকে প্রাণে সমর্পণ করে, প্রাণও বিকার প্রাপ্ত হইয়া দেহকে যথেষ্ট বিক্ষোভিত করে, তখনই ভক্তদেহে স্তম্ভাদি ভাবের উদয় হয়। সাত্তিক ভাব আটটি—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য অশ্রু ও প্রলয় [ ১০৭ ]

ওঁ হরিঃ ॥ সঞ্চারিস্তু ত্রয়স্ত্রিংশলক্ষণঃ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ১০৮ ॥

ঐতরেয়ে। যদেতদ্‌হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি ॥ সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ অগ্নিপুরাণে। বৈরাগ্যাদির্মনঃ খেদো নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে ইত্যাদি ॥ শ্রীরূপঃ ॥ নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো, দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌচ মদগর্ব্বৌ। শঙ্কা ত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতি তথা ব্যাধিঃ। মোহো, স্মৃতিরালস্যং জাড্যংব্রীড়াবহিত্থা চ। স্মৃতিরথ বিবর্ক চিন্তা মতিধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকঞ্চ ॥ ঔগ্র্যামর্ষাসূয়া শ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ। সুপ্তির্ব্বোধ ইতীয়ং মে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ ॥ ১০৮ ॥

চতুর্থ সামগ্রী সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, তাহারা তেত্রিশ প্রকার ॥ ১০৮ ॥

ঐতরেয় বলেন,—এই যে হৃদয় ও এই যে মন ইঁহারাও উপলব্ধির কারণ। ইঁহাদের বৃত্তিগুলির নির্দ্দেশ যথা,—সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টিঃ, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি ( রাগাদি দুঃখ ), স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু ( অধ্যবসায় ), অসু ( জীবিকাবৃত্তি ), কাম, বশ, এই সমস্তই প্রজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের নামধেয় অর্থাৎ বহিরঙ্গ রূপভেদ হইতেছে। অগ্নিপুরাণ বলেন,—বৈরাগ্য, মানসিক খেদ, নির্ব্বেদ

ইত্যাদি সমস্ত সঞ্চারীভাবরূপে বলা হইয়াছে ॥ শ্রীরূপ বলেন,—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ—এই তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব। [ ১০৮ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ ভক্তিরসোহি মায়াগন্ধশূন্য পরমার্থ স্বরূপগত চিদ্বৈচিত্র্যং ॥ হরি ওঁ ॥ ১০৯ ॥**

বৃহদারণ্যকে। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ তাপনী শ্রুতৌ। সকলং পরং ব্রহ্মৈবৈতৎ। যো ধ্যায়তি ভজতি সোহমৃতো ভবতীতি ॥ ভাগবতে। নিভৃত মরুন্মনোহক্ষ দৃঢ় যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুং স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ ॥ শ্রীরূপঃ। সর্ব্বথৈব দুরূহোহয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ। তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ পরমানন্দতাদাত্ম্যাদ্ রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ। রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি ॥১০৯॥

ভক্তিরসই মায়াগন্ধশূন্য পরমার্থ স্বরূপগত চিদ্বৈচিত্র্য ॥ ১০৯ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই আত্মার বিষয় জানিয়া প্রজ্ঞা অবলম্বন করিবেন। তিনি বহু শব্দের চিন্তা করিবেন না, কারণ তাদৃশ বাক্যসকল গ্লানিকর ॥ তাপনী শ্রুতি বলেন,—এই সমস্তই পরব্রহ্মেরই; সেই সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষকেই যে ধ্যান করে এবং ভজনা করে, সে নিশ্চয়ই অমৃতত্বপ্রাপ্ত হয় ॥ ভাগবতে—শ্রুতিগণ কহিলেন, মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুকে নিভৃতে দৃঢ়রূপে যোগযুক্তহৃদয়ে মুনিগণ যাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকেই শত্রুভাবে অসুরগণ স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত হন। ব্রজস্ত্রীগণ তাঁহারই সর্পাকৃতি ভুজদণ্ডে আসক্তচিত্ত হইয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের ন্যায় কান্তভাবে তাঁহার চরণপদ্মসুধা লাভ করিয়াছি। (ইহাকে রাগানুগা সাধনভক্তি বলা যায়)। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—অভক্তগণের নিকট এই ভক্তিরস সর্ব্বথাই দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু শ্রীহরিচরণারবিন্দই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তগণই এই ভক্তিরসের একমাত্র আস্বাদক। এই রতি হলাদিনীশক্তির অংশ বলিয়া পরমানন্দমূলাই, শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতার হিসাবে কৃষ্ণরূপ বিভাব হলাদিনীশক্ত্যাত্মক, ভক্তরূপ বিভাবতারত্যাবিষ্টই, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ রতি হইতেই জাত হয়, সুতরাং রত্যাদির অর্থাৎ রস্যবস্তুর বিভাবাদি ও এই রসের পরমানন্দতাদাত্ম্যবশতঃ শ্রীভগবদ্বশীকারি মহানন্দস্বরূপে এই রসের স্বপ্রকাশতা (মন আদির নিরপেক্ষ প্রকাশযুক্ততা) এবং অনন্য স্ফূর্ত্তিশীল অখণ্ডতা সিদ্ধ হইল। [১০৯]

(ক্রমশঃ)

# "শ্রী" ও "৺"
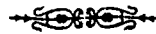
[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

জীবিতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ও মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে '৺' লিখিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। গতানুগতিকভাবে আমরা প্রায় সকলেই এই আদর্শের অনুকরণ করিয়া থাকি। আমরা শিশুকাল হইতেই নামোল্লেখ করিবার এই রীতিতে অভ্যস্ত হই।

উচ্চারণকালে '৺' এই চিহ্নটী 'ঈশ্বর' শব্দে উচ্চারিত হয়। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, পূজনীয়-কল্যাণীয়, উচ্চ-নীচ, ধাম্মিক-অধাম্মিক, সাধু-অসাধু যে কোনও মৃত-ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে এইরূপ চিহ্ন প্রদান এবং নামোচ্চারণকালে তৎপূর্ব্বে 'ঈশ্বর' শব্দ উচ্চারণ করিবার প্রথা আমরা বঙ্গীয় সমাজের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা বঙ্গদেশেরই নিজস্ব। সংস্কৃতসাহিত্যে 'স্বর্গীয়', 'পরলোকগত' কিংবা স্বধাম-

গত' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের রীতি আছে।

'৺' চিহ্নটী যেন 'শ্রী'র বিপরীত বা প্রতিযোগী। এই চিহ্নটি কোন মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে তাহার মৃত্যুবোধক হইয়া থাকে কিন্তু প্রচলিত সাহিত্যে দেবতার নাম, দেবতার স্থান বা তীর্থস্থানাদির পূর্ব্বে এই চিহ্নের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ৺দুর্গা, ৺ষষ্ঠীদেবী, ৺চন্দ্রনাথ, ৺কাশীধাম প্রভৃতি। এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়,—কেবল মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে উহা মৃত্যুবোধক, দেবতা বা তীর্থাদির নামের পূর্ব্বে তদ্রূপ নহে। কারণ কাশীধামাদি, তীর্থস্থানের অস্তিত্ব, সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ।

কেহ কেহ বলেন, '৺' এই চিহ্নটী ওঁকারের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন। ওঁকার বা প্রণবের ওকার বিলুপ্ত হইয়া গেলে কেবল চন্দ্রবিন্দুটী অবশিষ্ট থাকে। মনুষ্য মৃত্যুর পর ওঁকার-স্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন তাহার কোন রূপ থাকে না; তাহার নির্ব্বিশেষ অবস্থা বুঝাইবার জন্য '৺' এইরূপ একটী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া ঈশ্বর হইয়া পড়ে; এজন্য মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর-শব্দের উচ্চারণ বা ঐরূপ চিহ্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

মৃতব্যক্তির নামকে 'শ্রী'হীন, জীবিতব্যক্তির নামকে 'শ্রী'-যুক্ত করিবার প্রথা সাহিত্যে ও সমাজে চলিয়া আসিতেছে। সম্মানের তারতম্যের সহিত 'শ্রীযুক্ত', 'শ্রীযুক্তা', 'শ্রীমৎ', 'শ্রীমান্', 'শ্রীল', 'শ্রীশ্রী', 'শ্রীশ্রীশ্রী', 'পঞ্চশ্রীক', '১০৮শ্রী', 'কোটিশ্রী' প্রভৃতি 'শ্রী' শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রথা আমরা সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, আচার, ব্যবহার ও পদ্ধতির মধ্যে দেখিতে পাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োগমন্ত্রাদির মধ্যে 'শ্রী'যুক্ত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণের বিধি রহিয়াছে। বিষ্ণুর নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। 'শ্রীমূর্ত্তি'শব্দে বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ হয়; কেবল মূর্ত্তি, প্রতিমা বা প্রতীক শব্দ বিষ্ণুবিগ্রহে প্রযুক্ত হয় না। বিষ্ণুর তীর্থাদি ও পর্ব্বাদি সর্ব্বদাই শ্রীযুক্ত, যেমন 'শ্রীবৃন্দাবন', 'শ্রীরামনবমী' প্রভৃতি। 'শ্রীমতী'-শব্দ শ্রীরাধিকাতেই রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থে রাধিকাকেই বুঝায়। "জয়শ্রী" বলিতেও একমাত্র শ্রীরাধিকাই লক্ষিতা হইয়া থাকেন। 'শ্রীঅঙ্গ' বলিতে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান প্রভৃতির চিদানন্দদেহই লক্ষিত হয়। 'শ্রীধাম' 'শ্রীনাম', 'শ্রীকাম' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর 'স্থান', 'নাম' ও 'অভীষ্ট'কে বুঝাইয়া থাকে। মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বেও 'শ্রী'শব্দের প্রয়োগ হয়। গুরুদেবের নামোচ্চারণকালে তাহার নামের পূর্ব্বে ওঁশ্রী, অষ্টোত্তরশতশ্রী বা বিষ্ণুপাদ বলিবার আদেশ পরমার্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

"যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্ ॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ ॥

( হঃ ভঃ বিঃ ১।৬০ নারদপঞ্চরাত্র বচন )

নারদপাঞ্চরাত্র বলেন, যতাত্ম ব্যক্তি যেখানে সেখানে অভক্তির সহিত গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবেন না। মস্তক, অবনত করিয়া ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণব, বিষ্ণুপাদ, শ্রী ও তৎপরে শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিবেন।

বিষ্ণুর শক্তির নাম—'শ্রী'। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যই তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্রবৈরাগ্যের মধ্যস্থলে স্থিত। যেমন শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ তদ্রূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের 'শ্রী'ই অঙ্গী, আর ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য গুণসমূহ অঙ্গ।

অবৈষ্ণবসম্প্রদায় অনেক সময় বৈষ্ণবগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—"বৈষ্ণবগণ অত্যধিক 'শ্রী'র পক্ষপাতী; তাঁহারা 'শ্রীঅঙ্গ', 'শ্রীমহাপ্রসাদ', 'শ্রীবৈষ্ণব', 'শ্রীবিষ্ণু', 'শ্রীমূর্ত্তি' প্রভৃতি শ্রী-সংযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াও ক্ষান্ত হন না; মৃত (?) ব্যক্তি বা দেবতার পূর্ব্বেও 'শ্রী' বসাইয়া থাকেন, যেমন 'শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীচৈতন্য' শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ইত্যাদি।" এজন্য আধুনিক প্রগতির ধূয়ায় সাহিত্যে ঐসকল নামকে সম্পূর্ণ শ্রীহীন না করিতে পারিলে সাহিত্যপ্রগতি যেন স্থগিত ও অতৃপ্ত হইয়া পড়ে! ঐসকল শ্রী যেন আবর্জ্জনা-সদৃশ!

সেদিন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংস্কৃতের প্রবীণ অধ্যাপক আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াই যেন বলিতেছিলেন—"আপনারা মৃতব্যক্তির নামের

পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সাহিত্যের ও সমাজের প্রগতি ও আচারের বিরুদ্ধে ঐরূপভাবে মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' লিখিবার আপনাদের কি যুক্তি আছে ?" আমরা উত্তরে বলিলাম যে, আমরা কখনও মৃতব্যক্তির নাম 'শ্রী' শব্দের সহিত উল্লেখ করি না। এই উত্তরের প্রতিবাদে তিনি বলিলেন—আপনারা চৈতন্যকে 'শ্রীচৈতন্য', 'শ্রীশ্রীচৈতন্য'—বলেন না কি ? 'শ্রীরূপ', 'শ্রীসনাতন' বলিয়া রূপ-সনাতনের উল্লেখ করেন নাকি ? আমরা বলিলাম—তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে একটী 'শ্রী' কেন, অগণিত শ্রীই নিত্যসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছে। শ্রীচৈতন্যের পদনখ হইতেই 'শ্রী' প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ সমগ্র 'শ্রী'র মূলপুরুষ। কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী সেবাশ্রী রূপ ধারণ করিয়া শ্রীরূপগোস্বামিরূপে প্রকটিত। জগতে যে সকল 'শ্রীমান্' হইয়াছেন ও হইবেন, তাঁহারা শ্রীরূপের পদনখশ্রীর আংশিক আভাসের দ্বারাই পরিপূর্ণ হইতে পারেন। সামাজিক ও সাহিত্যিকগণ জাগতিক ব্যক্তিগণের নামের পূর্ব্বে যে 'শ্রী'-শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা কিছুদিন পরে তাঁহারাই 'বি-শ্রী' করিয়া দেন। মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই সামাজিকগণ সেই সকল ব্যক্তিকে 'শ্রী-হীন' করিয়া ফেলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের শ্রী, শ্রীচৈতন্যদাসগণের শ্রী, শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহগণের অর্থাৎ গুরুবর্গের শ্রী, শ্রীচৈতন্যশক্তির শ্রী, বৈষ্ণবগণের শ্রী, বৈষ্ণবগণের শ্রী বা শোভা নিত্য শ্রী। তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাই-তাঁহাদের 'শ্রী'রও বিয়োগ নাই, তাঁহারা ভগবানের নিত্য সেবাশ্রীতে বিভূষিত।

সামাজিক প্রথানুসারে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে তাহার জীবিতকালেও যে শ্রীযুক্ত করিয়া বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ আপেক্ষিক ও অনিত্য শ্রীর সংস্পর্শের দ্যোতক অধিকাংশস্থলে গতানুগতিক কপটতা-ব্যঞ্জক। দ্বিতীয়তঃ বহির্ম্মুখগণের জীবিতোত্তরকালে যে তাহাদিগকে শ্রীহীন করিয়া 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করা হয়, তাহাও তত্ত্বান্ধতার পরিচায়ক। শ্রীবিহীনকে 'ঈশ্বর' বলা—কিরূপ যুক্তি ? শ্রীযুক্ত ব্যক্তিই—ঈশ্বর। শ্রীবিহীন ঈশ্বর (?) 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দের ন্যায় তত্ত্ব ও সদ্‌যুক্তির বিরোধী শব্দাড়ম্বর নহে কি ? দরিদ্র অথচ নারায়ণ ( লক্ষ্মীনাথ ) যেরূপ বিরুদ্ধার্থ ও ব্যর্থ শব্দ, শ্রীবিহীন ঈশ্বরও সেরূপ ব্যর্থ ও বিরুদ্ধার্থ। সোণার পাথরের(?) বাটীর ন্যায় শ্রীবিহীন ঈশ্বর ও দারিদ্র্যযুক্ত নারায়ণ প্রভৃতি শব্দ মায়াবাদ এবং পরমেশ্বরের নিত্যসেবা-বিরোধের বিচার হইতে হরিবিমুখ সমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যতত্ত্বের মধ্যে শ্রীই অঙ্গী বা প্রধান, সেই শ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরত্বই বা কিরূপে সম্ভব ?

আমাদের এই সকল কথা শুনিবার পর পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—আপনাদের তত্ত্বকথা ত' শুনিলাম, কিন্তু আপনাদেরই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যক ও আচার্য্যসন্তান-নামে পরিচিত মহাশয় ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই তাঁহার স্বধাম-গত পুত্রের নামের পূর্ব্বে '৺' এই চিহ্ন প্রয়োগ করিয়া-ছেন। ইহা ছাপার হরফে প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন।

আমরা সাহিত্যিক পণ্ডিতবরের এইরূপ নজিরের সাক্ষ্যের কথা পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিয়াও বলিলাম—আমরা কোন ব্যক্তিগত বিচার বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। সত্য ও আদর্শ যাহা, তাহাই বলি-লাম ; কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব মৃত ব্যক্তিগণকে শ্রীহীন করিয়া তাহাদের নামোল্লেখ করিতে পারেন, কিম্বা তাহাদের নামের পূর্ব্বে স্বধামগত ইত্যাদি শব্দও প্রয়োগ করিতে পারেন। আর ইহ জগত হইতে অপ্রকট হইবার পরেও ভগবদ্ভক্ত্যাশ্রিত বৈষ্ণবের নামের পূর্ব্বে শ্রীশব্দই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ, তাঁহারা ইহ জগৎ হইতে অন্যস্থানে গমন করিয়াও তাঁহাদের চেতনের বৃত্তি দ্বারা নিত্য হরিসেবাই করেন। তাঁহারা সেবা-শ্রী হইতে কোনদিনই বিচ্যুত হন না এবং উত্তরোত্তর সেবা শ্রীযুক্ত হইয়া থাকেন। মহা-ভাগবত বৈষ্ণবের ত' কথাই নাই, তাঁহারা নিত্য অপ্রাকৃতধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত-দেহে ভগবানের নিত্যসেবা করিতে থাকেন। এজন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকে যদৃচ্ছয়া।।
পুনস্তেনৈব যাসান্তি তদ্‌বিষ্ণোঃ শাশ্বত পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।

( পাদ্মোত্তরখণ্ড ২৫৭।৫৭-৫৮ )

যেরূপ সুমিত্রা নন্দন ভরত ও লক্ষ্মণ যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহসকল স্বতন্ত্রেচ্ছা বশতঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভূত হন, ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও সেইভাবেই আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভাবেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ন্যায় কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্ম নাই।

যাঁহারা বস্তুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের পূর্ব্বে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও 'শ্রীমৎ', 'শ্রীল' বা বহুশ্রী সংযুক্ত করাই সমীচীন শাস্ত্রবিধি। তাঁহারা আশ্রয়জাতীয় নিত্য ভগবৎসেবক ও বস্তুসিদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া মায়াবাদী ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচারের অনুকরণে তাহাদের নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করা কেবল অযৌক্তিক নহে—পরন্তু পরমেশ্বরের বিরোধচেষ্টা। সাধারণ জীবত ঈশ্বর হইতেই পারে না, মুক্ত পুরুষগণও পরমেশ্বরেরই নিত্য সেবা করিয়া থাকেন—তাঁহারা ঈশ্বরের আসন অধিকার করেন না।

# বেণু-গীত

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ]
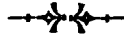
ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা।
ন্যবিশদ্বায়ুনা বাতং সগোগোপালকোঽচ্যুত ॥১॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত ২০শ অধ্যায়ে শরৎ ঋতুর সম্পদে সমৃদ্ধিশালী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া বংশীধ্বনি করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া গোপীগণ পরস্পর যে কথোপকথন করে, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইতেছে।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোসমূহ ও গোপবালকগণের সহিত এইরূপ গুণসম্পন্ন বনে প্রবেশ করিলেন। শরৎ ঋতুর সমাগমহেতু ঐ বনে জলাশয়ের জল স্বচ্ছ হইয়াছিল এবং বায়ু পদ্মযুক্ত জলাশয়ের সম্পর্কে সুগন্ধি হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ভাবার্থ—শ্রীশুকদেব এই অধ্যায়ে পূর্ব্বাধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শরৎ ঋতু বর্ণন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা বলার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন। অতএব এই অধ্যায় তাঁহার লীলার্থ বৃন্দাবনে প্রবেশ কথা বলা যাইতেছে। শ্রীশুকঃ—অদ্ভুত শোভা সম্পন্ন শ্রীরাধার শুক ( প্রিয় ) হওয়ার দরুণ ইহাকে 'শ্রীশুক' বলা হইয়াছে। "শ্রীযুক্তঃ শুকঃ শোভাতিশয়াৎ, যদ্বা শ্রিয়ঃ শ্রীরাধায়া শুক, শ্রীশুকঃ ইত্থমিতি।" শরৎ ঋতুর গুণযুক্ত সেই বৃন্দাবন অত্যন্ত সুশোভিত হইয়াছিল, এবং জলাশয়ের নির্ম্মল জলে প্রস্ফুট পদ্মফুলের সুগন্ধে সংযুক্ত বায়ু মন্দ-মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল। সুশীতল এবং সুগন্ধি সরোবরের বায়ু সমস্ত বনে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। "শরৎ স্বচ্ছানি জলানি যস্মিন্ তৎ পদ্মাকরস্য তড়াগস্য সুগন্ধিনা বায়ুনা ব্যাপ্তং। অথবা পরমা লক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীরাধারানীর করকমলের সুগন্ধই বনে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। কেননা শ্রীরাসেশ্বরী নিজহস্তে, সেই বনে পুষ্প চয়ন করিত, সেইজন্য সেই বন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। "যদ্বা পদ্মাকরৈঃ শোভনো গন্ধো যস্য তেন বাতেন ব্যাপ্তং, যদ্বা পদ্মকর সুগন্ধিনা শ্রীলক্ষ্মী কর গন্ধেন বাতং পদ্মায়া মহালক্ষ্যাঃ করো হস্তস্তেন পুষ্পোপচয়াৎ সংক্রান্তং সুগন্ধিনা পরমোদ্দীপকং বনম্।" গো-গোপবালকগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বনে প্রবেশ করিলেন। "গাবঃ গোপালকাশ্চ তৎ সহিতোঽচ্যুতো ন্যবিশৎ"।

এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'অচ্যুত' বলা হইয়াছে, ভাব এই যে বনবিহার, লীলাদির সুখের অভাব কখনও সেই পরম সুখ হইতে চ্যুত বিয়োগ হয় না, অর্থাৎ বিচ্ছেদ হইতে হয় না, সদা সর্ব্বদা রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং সুখস্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান সংযুক্ত থাকে। "বন ক্রীড়াদ্যভাবেপি সুখচ্যুতি নাস্তীতি"।

কুসুমিত বনরাজি শুষ্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্ট সরঃসরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চকুজ বেণুম্ ॥ ২॥

**অনুবাদ**—সেই মধুপানে মত্ত ভ্রমরকুল ও পক্ষিগণ পুষ্পিত বৃক্ষশ্রেণীর উপরে বসিয়া রব করিতেছিল, তাহাদের-কলরবে বনের সরোবর, নদী ও পর্ব্বতসমূহ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও গোপবালকগণের সহিত সাতিশয় শোভা যুক্ত বনে প্রবেশ করিয়া গো চারণ করিতে করিতে বংশী বাজাইতে লাগিলেন।

**ভাবার্থ**—সেই বনে বিভিন্ন বর্ণের এবং বিভিন্ন জাতির পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছিল। "অত্র বন শব্দেন বৃক্ষ সমুচ্চয় উচ্যতে, কুসমিতঃ পুষ্পোপেতাঃ বনরাজয়ঃ বৃক্ষ পঙক্তয়ো যস্মিন্"। তথায় মধুপানে মত্তভ্রমরগুলি গুঞ্জন করিতেছিল, আর বিধি শ্রেণীর পক্ষিগণের নিনাদে সদা মুখরিত হইতেছিল। "শুষ্মিভির্মত্তৈঃ স্বজাতি শ্রেষ্ঠৈর্বাভঙ্গৈর্দ্বিজকুলৈঃ পক্ষিগণৈশ্চঘুষ্টানি শব্দিতানি"। এবং সুশীতল সচ্ছ জলপূর্ণ সরোবরগুলি কল কল নিনাদে প্রবাহিত নদীসমূহ এবং সুন্দর পর্ব্বত সংযুক্ত সেই বনে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত প্রবেশ করিয়া গোচারণ করিতে করিতে সুমধুর মুরলীবাদন করিলেন। "মধুপতিঃ শ্রীকৃষ্ণো গাশ্চারয়ন্ বেণুং চুকূজ"। "বেণুম্ চুকূজম্" শব্দ কোকিল ইত্যাদি পক্ষিগণের ধ্বনিতেই প্রযুক্ত হয়। এখানে অভিপ্রায় এই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের কূজন সদৃশ অর্থাৎ কোকিল কণ্ঠস্বরের ন্যায় সুমধুর বেণুবাদন করিলেন।

তৎ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং সমরোদয়ম্।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥৩॥

**অনুবাদ**—কোন কোন ব্রজবাসিনী গোপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই কামোদ্দীপক বংশীধ্বনী-শ্রবণ করিয়া পরোক্ষভাবে তাহাই নিজ নিজ প্রিয় সখীদিগের নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

**ভাবার্থ**—কামোদ্দীপক, শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশীধ্বনী অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভাবকে, তাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিবর্দ্ধনকারী ছিল। সেই বেণুধ্বনী শুনিয়া গোপীগণের হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। কোন গোপী বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অলক্ষিতভাবে শীঘ্রতা পূর্ব্বক বনে গিয়া সেখানে শ্যামসুন্দরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া লজ্জার কারণ শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, প্রসঙ্গ চলিলে পর অত্যন্ত সংকোচের কারণ কিছু অপরোক্ষের ন্যায়, অর্থাৎ যেন শ্রীকৃষ্ণকে দেখাই হয় নাই ভাবে, তাঁহার নিজ সখীকে রূপ, গুণ এবং বংশীধ্বনির প্রভাব বর্ণন করিতে লাগিলেন।

"স্মরোদয়ম্ যস্মাৎ তৎ কৃষ্ণস্য বেণুগীতমাশ্রুত্য, তৎ সমীপং গত্বাতত্রত্যং বৃত্তমনুভূয়াগত্য কাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ পরোক্ষং যথাভবতি তথা স্ব সখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্"। কেননা প্রেমের কথা ত গোপন করা উচিৎ।

"অদর্শনে দর্শন মাত্রাকাঙ্ক্ষা
দৃষ্ট্বা পরিষ্বঙ্গরসৈকলোলঃ।
আলিঙ্গিতায়াঃ পুনরায়তাক্ষাঃ
আশাসতে বিগ্রহয়োরভেদম্"॥

দর্শনের পূর্ব্বে প্রিয়তমের দর্শনের মাত্রাভিলাষ হয়, আর দর্শন হইলে পর 'পরিষ্বঙ্গ' হৃদয়ে আলিঙ্গনের জন্য মনে লালসা হয়। প্রিয়ের মিলনের পর সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং পুষ্প-মালার ব্যবধানও অসহ্য হইয়া যায়। প্রেমপ্রদীপের সমান দুইরসিকে প্রেমী এবং প্রেমাস্পদের হৃদয়রূপী গৃহকে আলোকিত করিয়া প্রজ্বলিত থাকে। যদি তাহা বাণীদ্বারা বর্ণন করা যায় ত সে ক্ষীণ হইয়া যায় অথবা পূর্ণভাবে সমাপ্ত হইয়া যায়। এই প্রেমের স্বভাবই যে প্রেমাস্পদকে মিলনের পূর্ব্ব হৃদয়ে তাঁহার মিলনের উৎকণ্ঠা হয়, আর মিলনের পশ্চাৎ বিয়োগের ভয় হয়।

প্রেমের কি বিলক্ষণ রীতি? নিখিল রসামৃত সিন্ধু আর সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণসুধায় অবগাহন করিতে থাকিলেও রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণী ব্যাকুল হইয়া যাইত। শ্রীশ্যামসুন্দরের মস্তক তাহার কোলে স্থিত থাকিলেও বিরহকাতর হইয়া যায়, কখন কখন বা 'হা মোহন! হা শ্যামসুন্দর!' এবমপ্রকার মধুর ধ্বনিতে প্রলাপ করেন।" অঙ্কেস্থিতেঽপি দয়িতে কিমপি প্রলাপং হা মোহনেতি মধুরং বিদধাত্যকস্মাৎ।"

অনুমাত্র প্রেম ত প্রাণীমাত্রে থাকে, গোপীগণের মহৎ প্রেমের পরিমাণের উদাহরণ আছে, কিন্তু শ্রী-

বৃষভানুনন্দিনীর প্রেমতো পরম মহৎ পরিমাণের। শ্রীরাধারাণীর প্রেম কামাতুর মায়াবদ্ধজীব, কল্পনা করিতে কখনও পারিবে না। রাসেশ্বরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা পূর্ব্বক এক-ভক্ত বলিতেছেন—

"রাধা পুনাতু জগদচ্যুতদত্তচিত্তা
মন্থান মা কলয়তি দধিরিক্তপাত্রে।
তস্যাস্তদা বদনচন্দ্র চকোরং ভূতো
দেবোহপি দোহন- ধিয়া বৃষভং নিরুন্ধম্॥"

অর্থাৎ শ্রীমতীরাধারাণী নিজের দৃষ্টি দ্বারা জাতকে পবিত্র করুন, যিনি শ্রীকৃষ্ণে সদা চিত্ত সংলগ্ন থাকার দরুন কখন কখন শূন্য দধিপাত্রকে মন্থন করেন। তাহার মুলচন্দ্রের চকোরবৎ নিরন্তর সুধা পানকারী শ্রীকৃষ্ণও এই বিশ্বের রক্ষা করুন, যিনি দুগ্ধ দোহনের জন্য গাভীর স্থানে বলদ (ষাঁড়) কেই বন্ধন করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে যখন, প্রিয়তমের মধুর বিগ্রহ প্রকট হইয়া যাইত তখন তিনি মনের হস্তে স্পর্শ করিতেও ভয় করেন, তাঁহার ভয় এই যে আমার হস্তের কঠোরতা দ্বারা তাঁহার সুকুমারাঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হইবে। এই ত হল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের কথা, এমন একগোপীর দশা দেখুন। এক সময়ে কোন গোপী মস্তকে পূর্ণ দধিপাত্র নিয়ে চলিতে চলিতে শ্রীকৃষ্ণে মন-অত্যন্ত-অনুরক্ত হওয়ার দরুণ কৃষ্ণের চাপল্য লীলাগুলি হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছিল, সেই অবস্থায়, কণ্টক ঝাড়ে তাহার কাপড়ের আচল আবদ্ধ হইল। সেই গোপী অনুমান করিলেন যে, চঞ্চল কৃষ্ণই আমার কাপড়ের আচল আকর্ষণ করিতেছে, পিছনে না দেখিয়াই আচল টানিয়া প্রেমে বলিতে লাগিলেন—

"মুঞ্চাঞ্চলং চঞ্চল পশ্য লোকং
বালোহসি নালোকয়সে কলঙ্কম্।
ভাবং ন জানাসি বিলাসিনীনাম্
গোপাল গোপাল ন পণ্ডিতোহসি॥

হে চঞ্চল কৃষ্ণ! আঁচল ছাড়! এখনও বালক আছ কি তুমি? তুমি জান কি, সংসারী লোক কি বলিবে? গোপরমণীর ভাবকেও জানিতে পার না তুমি। এই মাত্র তোমার বুদ্ধি? তুমি ত গোপাল অর্থাৎ গো-চারক রাখাল, গো-চারক হইয়াই থাকিলে তুমি, পণ্ডিত হলে না, স্থানাস্থান বুঝিতে পার না। আমাদের কুল-কলঙ্ক দেখিতে পাও না, শুন না।

গোপী পিছনে মুখ ফিরে দেখেন যে, চঞ্চল কৃষ্ণ ত নয়, কাঁটাঝাড়ে—নিজের আচল আবদ্ধ হইয়া আছে। শামসুন্দর ত নাই, মনেই শ্যামসুন্দকে সর্ব্বত্র দেখিতেছে। তিনি বিচার করিলেন যে, শ্যাম-সুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয় মন্দির হইতে বাহির করা দরকার; নচেৎ এ আমাকে বহুত দুঃখ দিবে। এই চিন্তা করিয়া, গোপী সেখানে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মনমন্দির হইতে শ্রীকৃষ্ণকে বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণমন হইতে বাহির করিয়া বিষয় সংসার চিন্তায় নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমরা কৃষ্ণের প্রেয়সী; আমাদের পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, এই নিবিড় সম্বন্ধানুভূতি, অবকাশ কোথায় কৃষ্ণভিন্ন অন্য ভাবনা প্রবেশের? মধুরাতি সুমধুর হাস্যময় বদন, চলননটন, মুরলীবাদন, এমন প্রেম-মাখা বচন, এত ভুবন মোহনরূপ, গোপী শতচেষ্টা করিয়াও কৃষ্ণচিন্তাকে বাহির করা সম্ভব হল না।

'যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥
—চৈঃ চঃ অঃ ১৭।৫৬

গোপী বলিলেন! ভাব গাঢ় হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সংসার বিষয়ে প্রবেশের সমর্থ হইল না। স্বর্ণভর্ত্তি কলসে তরল চঞ্চল জল কি ঢোকান সম্ভব? জল-পূর্ণ কলসে ভারি পাথর প্রবেশ করাইলে, জল আপনা হইতে বাহির হইয়া যায়। যেখানে ভারি পদার্থ কৃষ্ণভাবনা ভরে আছে, সেখানে চঞ্চল পদার্থ বিষয় চিন্তা অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা কোথায়? অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণপ্রীতি তরলা সেখানেই সম্ভব, অন্য চিন্তা প্রবেশের। শ্রীকৃষ্ণ বিরাট ভারি বস্তু, তাহার সমান বা অধিক কেহই নাই, সেই কৃষ্ণ যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন সেখা.ন অন্য বিষয় প্রবেশ করিবার অবকাশ কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতাদৃশ প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ গোপিদের, তাঁহাদের অনুরাগের ভূমিকে বিষয় স্পর্শ করিবে কেমনে? গোপীগণের কৃষ্ণপ্রীতি শাস্ত্র-বিধির উর্দ্ধে। তাদের কৃষ্ণপ্রীতি কোন হেতু নাই; উহা অহৈতুকী স্বয়ংসিদ্ধ। যাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ বিশ্রম্ভ প্রধান; তাঁহাদের কৃষ্ণস্ফুর্ত্তি হয় ঘন ঘন।

কৃষ্ণও তাহাদের হৃদয়ে কমলেই অনুক্ষণ বিরাজ করেন।

যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ, সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং গোপীর অভিপ্রায় জানিয়া বলিতে লাগিলেন। আহা! বড় বড় ঋষি মুনিগণের সেই ত অভিলাষ, যে আমাদের চিত্ত (মন) সংসারের বিষয় হইতে ক্ষণকালের জন্য দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে সংলগ্ন হয়; আর এই গোপী শ্রীকৃষ্ণকে মন হইতে দূর করিয়া সংসারে লাগাইতে চাহিতেছেন। অভ্যাস নিরত বড় বড় যোগীরা সদা সর্ব্বদা এই রায় যে, শ্রীশ্যামসুন্দরের মধুর মূর্ত্তির একবারও হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি লাভ করে, আর এই গোপী কিনা সেই তত্বকে (কৃষ্ণকে) হৃদয় হইতে বাহির করিতে প্রযত্ন করিতেছেন।

দেবর্ষি নারদ, প্রেমের বর্ণন করিয়া বলিতে লাগিলেন প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়" অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপম্"। যে প্রকার পরব্রহ্মের বর্ণন অসম্ভব জানিয়া বেদ 'নেতি নেতি' বলিয়া মৌন হন, তদ্রূপ প্রেমও বাক্যের বিষয় হইতে পারে না। অনুভবেও হয় যে, প্রিয়ের মিলনের পর, তাহার সমাচার জানিয়া, তাহার স্পর্শাদির সময়ে হৃদয়ে যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণন বাক্যে পরিব্যক্ত করিতে পারে না। যে প্রেমের বর্ণন বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায়, সেই তো প্রেমের সর্ব্বথা বাহ্য রূপ! প্রেম প্রাপ্ত বিনা, প্রেমের স্বরূপ জানা যায় না, আর তাঁহার প্রাপ্তি হইলে পরও প্রেমী মনে ব্যক্ত করিতে পারে না, বর্ণন কি প্রকারে করিবেন? সরোবরে কোনব্যক্তি শব্দোচ্চারণ সেই পর্য্যন্ত করিতে পারে, যতখন তাঁহার মুখ জলের উপর থাকে, মুখ ডুবিলে পর কোন শব্দ ব্যক্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ প্রেমের সমুদ্রে যে ব্যক্তি ডুবিলেন, সেই ব্যক্তি ত কিছু বলিতে পারে না। আর উপর উপর ভাসমান ব্যক্তি যাঁহা ইচ্ছা তাহাই তিনি উপর উপর কেবল বলিতে থাকেন। দেবর্ষি বলিলেন—মূক (বোবা) ব্যক্তিকে উত্তম দ্রব্য আস্বাদন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুই ব্যক্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ যে কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদ করিয়াছেন, তিনি কোন কিছুই ব্যক্ত করিতে পারেন না। তাই দেবর্ষি নারদ বলিলেন—"মূকো স্বাদনবৎ"।

তদ্ বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণ চেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মর বেগেন বিক্ষিপ্ত মনসো নৃপ ॥ ৪ ॥
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রাদ্বাসঃ কনককপিসং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধর সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীত কীর্ত্তিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! গোপীগণ সেই বেণুগীত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র স্মরণ করিতে করিতে কামবেগে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় তাহা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইল না, যাহা স্মরণ করিবামাত্র গোপীগণের চিত্ত কামবেগে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তাহা এইরূপ-নটের ন্যায় পরম রমণীয় বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত মুকুট, কর্ণদ্বয়ে পীতবর্ণ উৎপলাকার পুষ্প, পরিধানে সুবর্ণ সদৃশ পীতবর্ণ বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করতঃ অধরামৃতের দ্বারা বংশীর ছিদ্র পূরণ করিতেছে, সঙ্গীয় গোপবালকগণ তদীয় কীর্ত্তিগাথা গান করিতেছে, এই অবস্থায় বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চরণ বিন্যাসে বৃন্দাবন রমণীয় হইয়া উঠিল। ॥ ৪-৫ ॥

ভাবার্থ—গোপীগণের মনকে ক্ষোভোৎপাদক, ভগবান্ কৃষ্ণের যেপ্রকার স্বরূপ, তাহার বর্ণন স্বয়ং শ্রীশুকদেব করিতেছেন।" যা দৃশং শ্রীকৃষ্ণ স্মরণং তাসাং মনসঃ ক্ষোভকং জাতং তদাহ শ্রীশুকঃ। গোপীগণ বেণুগীত বর্ণন করিতে সমর্থ হইলেন না। অথবা গোপীগণই প্রযত্নপূর্ব্বক বর্ণনা করিতে সংলগ্ন হইলেন। দ্বিতীয়ান্তপদ সমস্ত পদের সম্বন্ধ "বিভ্রৎ" ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইবে। "বর্হানাম্ ময়ূর পিচ্ছানাম্ অপীড়ং শিরো ভূষণং বিভ্রৎ"। অর্থাৎ ময়ূর পুচ্ছের-নির্ম্মিত মুকুট ধারণ করিয়া, অথবা "বর্হাপীড়ং" কে যদি 'বপু'র বিশেষণ মানা যায় তবে অর্থ হইবে, যাঁহার শরীর উপর ময়ূর মুকুট শোভিত তদ্রূপ শরীরকেই ধারণ করিয়া নটবর—নট হইতেও অধিক সুন্দর শরীর অথবা নটবৎ যাহা বিবাহ করিবার জন্য বেশ-ভূষা ধারণের ন্যায় দিব্য শরীর, যদি 'নটবর' পাঠস্বীকার করা যায় তবে অর্থ হইবে মনুষ্যের ন্যায় শরীরধারী, ইহাতে ভগবান্‌কে দ্বিভূজ বলার তাৎপর্য্য। আনন্দোল্লাসের এক-বিকারের

নাম 'নটন' যাহার শরীর আনন্দে নৃত্যরত ন্যায় সুন্দর দেখা যাইত। অথবা নৃত্যপ্রিয় ভগবান্ শঙ্করেরও উপাস্য যাহার দিব্য তনু, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

"রাধাপ্রিয় ময়ূরস্য পত্রং রাধেক্ষণ প্রভম্।
বিভত্তিশিরমা কৃষ্ণঃ তস্যাশ্চূড়া নিভয়তঃ॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীর পালিত ময়ূরের পুচ্ছকেই মস্তকে ধারণ করিতেন শ্রীরাধার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কোন উত্তম বস্তুর রস-পান করার জন্য সুন্দর পাত্র প্রয়োজন, তদ্রূপ নিজ শুদ্ধভক্তগণকে সৌন্দর্য্য-সুধারস পান করাইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিব্য সুন্দর বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। "নটবর বপুঃ বিভ্রৎ"। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ভূষণসমূহেরও ভূষণ, অর্থাৎ ভূষণসমূহ ধারণ করিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে কোন শোভা বর্দ্ধন হইত না; কিন্তু তাঁহার সংযোগে ভূষণসমূহ অতিশয় সুশোভিত হইত। "ভূষণ ভূষণাঙ্গম্ বিভ্রৎ"।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ এতই সুন্দর্য্য ছিল যে, এক সময় বালক কৃষ্ণ, হামাগুড়ি দিয়া চলিতে চলিতে, মা যশোদার মণিময় প্রাঙ্গণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাতে অতুল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে চেষ্টান্বিত করিতে লাগিলেন, যখন সফল হইলেন না, তখন মাতা যশোদাকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, মাতা তাহার অভিপ্রায় জানিয়া হাসিতে হাসিতে কোলে করিয়া দর্পণ দেখাইয়া চুপ করাইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শরীর ভক্তগণের মোক্ষ প্রদাতা এবং সাতিশয় সৌন্দর্য্য ছিল যে, যাহা দর্শন করিয়া স্থাবর জঙ্গম বিমোহিত হইত। স্বয়ং কৃষ্ণও মোহিত হইতেন।" "বসমৃতং পুষ্কাতীতি বপুঃ মোক্ষপদং বপু বিভ্রৎ"।

শ্রীকৃষ্ণের কর্ণযুগলে যে পুষ্প বর্ত্তমান ইহার এক বিশেষতা এই যে, সদা সর্ব্বদা সূর্য্যের সন্মুখ হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধারণ করিয়া এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এই পুষ্পের ন্যায় প্রেমীকও সর্ব্বদা নিজ প্রেমাস্পদের উন্মুখ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। প্রকৃত প্রেমীর দশাও সেইরূপই হয়। "কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং পদ্মাভং পীতং পুষ্পং বিভ্রৎ"। তিনি গলদেশে বৈজয়ন্তী মালাও ধারণ করিয়াছিলেন। "বৈজয়ন্তীং চ মালম্ বিভ্রৎ"।

তুলসী কুন্দ মন্দার পারিজাত সু'রারূহৈঃ।
পঞ্চভিঃ পুষ্পৈরেতৈ বর্ণমালা প্রকীর্ত্তিতা॥

তুলসী, কুন্দ, মন্দার, পারিজাত এবং কমল (পদ্ম) এই পঞ্চপ্রকার পুষ্প সংযোগে নির্ম্মিত মালাকে "বৈজয়ন্তী" মালা বলা হয়, বা বনমালাও বলে। এই মালা বিজয় প্রদাত্রী বলিয়া "বৈজয়ন্তী" মালা নামে খ্যাত। "মা মায়া লীয়তে যস্যাং সা মালা।" যাহাকে ধারণ করিলে দুর্জ্জয় মায়াকে জয় করা যায় বলিয়া 'মালা' নামে প্রখ্যাত।

"কনক কপিশং বাসো বিভ্রৎ" বস্ ধাতু হইতে 'বাসঃ' শব্দ নিষ্পন্ন বস্ শব্দ আচ্ছাদনে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা শরীরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন বলিয়া তাহার নাম 'পীতাম্বর'। অথবা পীতাম্বরের পর্য্যায় শব্দ মায়াও হয়, শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদা-বিগ্রহকে সর্ব্বদা যোগমায়া দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখেন—"নাহং প্রকাশ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃত"। শ্রীমতী রাধার তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গবর্ণ, তাহা স্মরণ করিতে, স্বর্ণবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে, শ্রীরাধারাণী নীল বসন ধারণ করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঝলমল পীতাম্বর ধারণ করিয়া, বেণু ছিদ্রকে নিজ অধরসুধা দ্বারা পূর্ণ করিয়া, স্বপদ-অঙ্কিত অর্থাৎ নিজপাদপদ্ম ব্রজ, ধ্বজ, পতাকা, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্নিত অত্যন্ত রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন," স্বপদ রমণং প্রাবিশাদগীত কীর্ত্তিঃ"।

সেই সময়ে বয়স্য রাখাল বালকগণ, পূতনারাক্ষসী তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি রাক্ষস্ বধের গুণকীর্ত্তন অর্থাৎ কৃষ্ণের যশ গান করিতেছিল। ব্রজাঙ্কুশাদি নিজের চরণ চিহ্নগুলি দ্বারা অত্যন্ত রমণীয় স্থান, অথবা কৃষ্ণের চরণকে সুখ প্রদানকারী এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম সংযুক্ত সরোবর, নানাজাতির বৃক্ষের পুষ্প পরাগদ্বারা সুগন্ধি পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বত্র কোমল ঘাসে আচ্ছাদিত, নানা পক্ষীর কলরবে মুখরিত, সেই শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। "স্বপদঃ রমণং প্রাবিশৎ"। "স্বপদ রমণং" এর আর এক অর্থ আছে—স্বপদ-বৈকুণ্ঠ হইতেও অতি সৌন্দর্য্যশালী, নানা ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধায় নিষ্প্রাণ বেণুতে প্রাণ

সঞ্চার করিয়া ত্রিলোক বিমোহিত করতঃ তাহাকে অচেতন, কঠোর বংশজাত, অনধিকারী জানিয়া তাহার ছিদ্র হইতে ধ্বনি প্রকাশিত করাইয়া, গোপীর কর্ণমার্গদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া কৃতকৃত্য মনে করিলেন। তাহাতে নিজের প্রবল পরাক্রমও প্রদর্শন করিল। যদিও নিজের অধর-সুধায় কৃষ্ণ বেণুর একছিদ্রকেই বায়ু পূর্ণকরিলেন, তথাপি তাহার আধিক্যহেতু শেষ ছিদ্রে স্বতঃ পূর্ণ হইল।

সুধা তিনপ্রকার; শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়াছেন—"সুধাত্রিবিধা—জীবভোগ্যা, অন্ন ঘৃত দুগ্ধেষু; দেব ভোগ্যা, স্বর্গে অমৃতম্; স্বরূপভূতা সা লোভা-অধর স্থাপিতা তস্যাঃ সাক্ষাদনুভবেন স্বমুখেন সম্ভবতি অতঃ সা আনন্দ সারভূতা শ্রোত্রপেয়ৈব।" অর্থাৎ সুধা তিন প্রকার—জীব ভোগ্যা, দেবভোগ্যা ও স্বরূপভূতা। অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধাদি ষড়রস প্রভৃতি বর্ত্তমান জীবভোগ্যা সুধা-অমৃত বলা হয়; এই সুধার নিবাসস্থল মৃত্যুলোকে। স্বর্গস্থিত-সুধা কেবল দেবভোগ্যা বলা হয়, এই সুধাপানে জরা ব্যাধিরহিত হইয়া দীর্ঘ জীবন ধারণ করিয়া স্বর্গে-দেবলোকে থাকে। আর স্বরূপভূতা সুধা; নিজ কৃষ্ণলোকে, শ্রীকৃষ্ণের নিজ অধরে স্থিত। তাঁহার অনুভব বদ্ধজীবগণে কদাপিও সম্ভব নহে। তাহা দেবগণেরও অত্যন্ত দুর্লভ। নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা, গোপীগণই তাহার অনুভব করিয়া থাকেন। তাহা পান করিতে আরম্ভ করিলে তৃপ্তি বা বিরাম থাকে না। কৃষ্ণাধর-সুধা অতুলনীয়, দেবভোগ্যা সুধাও তাহার নিকট অত্যন্ত হেয়।

( ক্রমশঃ )

# বিজ্ঞপ্তি

কৃষ্ণ হে!

তুমি ভগবান্ করুণা নিধান
করুণা করহ মোরে।
তুমি বিনা আর কে আছে আমার
এই ভব সংসারে ॥ ১ ॥

তব সেবা ছাড়ি' ভোগবাঞ্ছা করি'
আসিয়া মায়ার দ্বারে।
কত দুঃখ পাই তার অন্ত নাই
না হৈল দয়ালু মোরে ॥ ২ ॥

গীতা শাস্ত্রে তুমি শুনিয়াছি আমি
অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করি'।
তব আদেশেতে প্রপন্ন হইতে
তোমার চরণে হরি ॥ ৩ ॥

লইবে শরণ করিবে সেবন
নিষ্কপট ভাবে যেই।
মায়ার কবল উন্মুক্ত শৃঙ্খল
অবশ্য হইবে সেই ॥ ৪ ॥

এ বড় ভরসা করি মনে আশা
তুমি ত করুণাময়।
দীন হীন জনে কৃপা বিতরণে
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥ ৫ ॥

মোর দুষ্ট মন হয় অচেতন
বিষয়েতে অবিরত।
পরম বিষয় তুমি দয়াময়
তোমাতে না হয় রত ॥ ৬ ॥

তুমি শ্রেষ্ঠ রস তোমার পরশ
হবে যবে কভু প্রভু।
তব রস পেয়ে এ জড় বিষয়ে
না হয় আদর কভু ॥ ৭ ॥

ওহে অন্তর্য্যামি! সব জান তুমি
আমার মনের কথা।
করিনু বিজ্ঞপ্তি নাহিক অত্যুক্তি
মম হৃদয়ের ব্যথা ॥ ৮ ॥

তব শ্রীচরণ করিব সেবন
নিজ স্বার্থ বলি' জানি'।

ধর্ম্মার্থাদি কাম চতুর্বর্গ নাম
তুচ্ছ পুরুষার্থ মানি ॥ ৯ ॥
কি দিয়ে পূজিব স্বামি !
যা' কিছু আমার সকলি তোমার
আমার নহিত আমি ॥ ১০ ॥
দেহেন্দ্রিয় মনে বুদ্ধি আত্মা ধনে
আসক্তি করিয়া মরি।
মালিক তাদের পালক আমার
তুমিত জানিনু হরি ॥ ১১ ॥
তোমাতে ভকতি ভক্তে রতি প্রীতি
শ্রবণ কীর্ত্তনে রুচি।
হয় অনুক্ষণ তোমার স্মরণ
সর্ব্বানর্থ যায় ঘুচি ॥ ১২ ॥
তব নাম গানে গুণানুবর্ণনে
অধিকার দাও দাসে।
সকল ছাড়িয়া রহলু পড়িয়া
তোমার দর্শন আশে ॥ ১৩ ॥
হইয়া বামন আকাশে যেমন
চাঁদ ধরিবারে যায়।
অধম তেমন বাসনা এমন
তোমার দর্শন চায় ॥ ১৪ ॥
কিন্তু প্রভু কবে হবে কিনা হবে
এমন সুদিন মোর।
অভাগিয়া দাসে করুণা প্রকাশে
দেখা দাও চিতচোর ॥ ১৫ ॥
আমি গতিহীন উপায় বিহীন
তোমার চরণে স্থান।
মাগে এ পামর হইয়া কাতর
করহে করুণা দান ॥ ১৬ ॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য

## যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথমন্দিরে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা প্রার্থনা-মুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে, শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায়, মঠরক্ষক শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় ও সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ২৬জৈষ্ঠ (১৪০৫), ১০ জুন (১৯৯৮) বুধবার নদীয়া জেলান্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে—শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে যথাবিহিত ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান সমূহে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পূজ্যপাদ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সমভিব্যাহারে মঠরক্ষক শ্রীমদ্নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজানকীবল্লভ দাস ব্রহ্মচারী (জীবেশ্বর), শ্রীহৃষীকেশ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীহিরন্ময় সরকার দুইটী কারযোগে ২৪জৈষ্ঠ, ৮জুন সোমবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্নে যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। স্নানযাত্রার দিবস কলিকাতা হইতে একটী বড়বাস যোগে শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীবাসুদেবশরণ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্ত ও শ্রদ্ধালু অনেক পুরুষ-মহিলা পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া শ্রীপাটে পৌঁছেন। তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া মহাপ্রসাদ পাওয়ার পর অপরাহ্নে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীআনন্দলীলাময় দাস ও শ্রীরমেশ দাস উৎসবে যোগদান করেন। কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ স্নান-

যাত্রা দিবস প্রাতঃকালে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক কার্য্যাদি সমাপন করিয়া ঐদিন অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর চলিয়া যান। মহাভিষেক অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত সুবোধ বাবু শ্রীমৎ দামোদর মহারাজকে সহায়তা করেন। নবদ্বীপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ আসিয়া উপনীত হন। উৎসবের পূর্ব্বে কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, পুরী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীউপাসনা ব্রহ্মচারী আসেন। শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমঠের বিবিধ সেবাকার্য্য দায়িত্বশীলতার সহিত সম্পন্ন করেন।

২৬জৈষ্ঠ, ১০জুন শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাতিথি শুভবাসরে শ্রীজগন্নাথ দেবের পূজা ও ভোগরাগান্তে পূর্ব্বাহ্ন ৯ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে সেবকগণের সেবা স্বীকার করতঃ সংকীর্ত্তন ও বাদ্যাদি সহযোগে ভক্তগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মেলাপ্রাঙ্গনস্থ স্নানবেদীতে শুভবিজয় করতঃ সিংহাসনে সমাসীন হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরহিত্যে, শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ও শ্রীশ্রীকান্ত বনচারীর মুখ্য সহায়তায় এবং মঠের অন্যান্য সেবকগণের সহায়তায় অষ্টোত্তর শত ঘটে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক কার্য্য অতিসুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মহাভিষেক কালে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে প্রথমে শ্রীমঠের আচার্য্যদেব, পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী আদি ভক্তগণ নৃত্য কীর্ত্তন করেন। ঐ দিন অত্যধিক গরম থাকায় ভক্তগণের অত্যধিক পরিশ্রম হয় এবং অনেকে স্নানযাত্রানুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই। স্নানযাত্রার পর প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় ভক্তগণের ক্লান্তি দূর হয় এবং অপরাহ্নে প্রচুর ভক্ত দর্শনার্থীর সমাগম হয় এবং মেলাময়দানে মেলাও খুব জমজমাট হইয়াছিল। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত উহা স্থায়ী হয়। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে শ্রীমঠের নবনির্ম্মিত গোশালায় এবং মঠের সম্মুখের ময়দানে আচ্ছাদনের নীচে ভক্তগণকে ও অসংখ্য নরনারীগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় সেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ করিয়া ইয়ুথক্লাব ভীড় নিয়ন্ত্রণ এবং যাহাতে দর্শনার্থীদের কোনও প্রকার অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অবস্থিতিকালে প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় যশড়া শ্রীপাটের মহিমা, শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা লীলার তাৎপর্য্য এবং পানিহাটীতে শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রদত্ত মহোৎসব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনামুখে হরিকথা বলেন।

শ্রীমঠের নবনির্ম্মিত গোশালা দর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণবগণ পরমোল্লসিত হন। মঠ রক্ষক শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর মুখ্য প্রচেষ্টায় ইহা নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণকার্য্যে মুখ্যভাবে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীসূত ব্রহ্মচারী পরিশ্রম ও যত্ন করেন। ইহারা সকলেই শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

ভোগরন্ধন সেবায় ভাণ্ডারের কার্য্যে ও মহোৎসবের রন্ধনে শ্রীউপাসনা দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজানকীবল্লভ দাস ব্রহ্মচারী (জীবেশ্বর) ও শ্রীমায়াপুর হইতে আগত শ্রীনৃত্যগোপালদাস আদি মঠসেবকগণ গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। মঠরক্ষক শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসূত ব্রহ্মচারী, শ্রীউপাসনা ব্রহ্মচারী, শ্রী সনাতনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রী নীলমাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীমোহিনী মোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীআনন্দলীলাময় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যনারায়ণ দাস, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ দাস, শ্রীরমেশ দাস, শ্রীরসরাজ দাসাধিকারী, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী, শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীমাধব কুণ্ডু আদি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

৮ জুন অপরাহ্নে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মোটরযান যোগে যশড়া শ্রীপাট হইতে রাণাঘাটের মহাপ্রভুপাড়ানিবাসী শ্রীদীননাথ দাসাধিকারীর ( শ্রীদেবেন্দ্র প্রামাণিকের ) আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে সন্ধ্যায় শুভ পদার্পণ করেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিনি শ্রীমতী গীতারাণী প্রামানিক অসুস্থ থাকায় উৎসবে যোগদানে অসমর্থ হওয়ায় এবং শ্রীল গুরুদেবকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব তাহার গৃহের নিকটে শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে হরিকথা বলেন এবং উক্ত দিবসেই রাত্রি ৮-৩০টায় যশড়া শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১১ জুন পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরকার যোগে পার্টি সহ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।
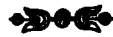
# শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপ-স্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় ও শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির সেবা-পরিচালনায় শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন বিগত ৮ আষাঢ় (১৪০৫), ২৩ জুন (১৯৯৮) মঙ্গল-বার হইতে ১০ আষাঢ়, ২৫ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবন), শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র), শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ শর্ম্মা), শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবে-শ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষী-কেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণনাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন-দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীএস্ ভিক্টর), শ্রীশ্যামসুন্দর দাস (পাঠানকোট), শ্রীধীরললিত দাস (চিনপাহাড়ী, নৌঝিল) ও শ্রীশিবনারায়ণ ঝা—১৭ মূর্ত্তি কলি-কাতা-হাওড়া হইতে শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসযোগে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে পুরী রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস প্রভু (শ্রীবিমলেন্দু পরুয়া) প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য পূর্ব্বেই অগ্রিম তথায় পৌঁছি-য়াছিলেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে উৎ-সবে যোগদানের জন্য ২৩ জুন প্রাতে শুভপদার্পণ করেন। উদালা (ওড়িষ্যা) শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজও বার্ষিক উৎসবে যোগ দেন। পূজ্য-পাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু দীর্ঘদিন যাবৎ পুরুষোত্তমধামে শ্রীমঠে অবস্থান করতঃ ভজন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শুভানুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ২০ জুন অপরাহ্নে চক্রতীর্থস্থিত শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে পরমপূজ্যপাদ শিক্ষাগুরু পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম সন্নিধানে উপনীত হইলে তিনি নৃসিংহমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রচুররূপে কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনামুখে কিছু কথা বলেন। শতবর্ষ বয়সেও শ্রীল পুরী গোস্বামী মহা-রাজের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলে ধন্য হন।

২১ জুন রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ৪টী মোটরযানযোগে ১২ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী আলালনাথ

দর্শনে যান। নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে সকলে আলালনাথ, মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গচিহ্ন ও ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ দর্শন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানের মহিমা বুঝাইয়া বলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে ২৩ জুন প্রাতে শ্রীনরেন্দ্র সরোবর ( চন্দন সরোবর ), আঠারনালা প্রভৃতি দর্শন করেন। শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী আঠারনালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠে পূজা বিধান করিলে বৈষ্ণবগণ ক্রমানুযায়ী পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পরদিন প্রাতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দির পরিক্রমা এবং শ্বেতগঙ্গা, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মঠ ( শ্রীগঙ্গামাতা মঠ ), শ্রীকাশিমিশ্রভবন ( গম্ভীরা ), শ্রীমদ্ হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী এবং ২৫ জুন শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন দিবসে শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ, শ্রীগুণ্ডিচামন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর প্রভৃতি দর্শন করা হয়। প্রবল বর্ষণহেতু ভক্তগণের সুষ্ঠুভাবে মার্জ্জনসেবা করার সুযোগ হয় নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির প্রসঙ্গ পাঠ করতঃ বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া বলেন। প্রত্যেক স্থানের মহিমাও প্রত্যহ তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

২৪ জুন বুধবার মধ্যাহ্নে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৮ আষাঢ়, ২৩ জুন মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির সহিত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন পুরীর মান্যবর গজপতি মহারাজ—শ্রীদিব্যসিংহদেব মহোদয় প্রদীপ প্রজ্জ্বালন ও ঠাকুরের আরতি বিধান করতঃ। উক্ত দিবস তিনি সভায় প্রধান-অতিথিরূপে অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পুরী পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সিনিয়র এড্‌ভোকেট শ্রীবামদেব মিশ্র এবং ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন এডিসনাল সেক্রেটারী শ্রীশরৎচন্দ্র মহাপাত্র যথাক্রমে সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তারূপে বৃত হন। নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়—"শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার তাৎপর্য্য" সম্বন্ধে সকলে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডঃ দামোদর পাণ্ডা, পুরীর শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর সারঙ্গী, ওড়িষ্যা বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ শ্রীহরিহর বাহিনীপতি সিনিয়র এড্‌ভোকেট ও বলঙ্গীর সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীনীলকণ্ঠ মিশ্র যথাক্রমে সভাপতি, প্রধান-অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি ও বিশিষ্টবক্তারূপে বৃত হন। বক্তব্যবিষয় ঃ 'সর্ব্বোত্তমসাধন শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন'।

তৃতীয় অধিবেশনে উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ও মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। ওড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র সভাপতিরূপে বৃত হন। বক্তব্য বিষয়—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা"।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব প্রথম দিবস প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে বৈষ্ণবাচার্য্য ও সাধুগণের দর্শন ও তাঁদের নিকট হ'তে কথা শুনবার সুযোগ হয়। তিনদিনব্যাপী ধর্ম্মসভায় যোগদানের জন্য বিভিন্ন স্থান হ'তে বহু ভক্ত এসেছেন। তাঁরাও কৃষ্ণকথা শুনবার সুযোগ পাবেন।

আজকের বক্তব্য বিষয় 'শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার তাৎপর্য্য'। পূজ্য স্বামীজী মহারাজের নিকট রথযাত্রার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য জান্‌তে পারবেন। ভক্তগণ রথাকর্ষণ এবং রথে বলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথকে দর্শন করেন। তাঁরা ভক্তিভাবে উৎসবে যোগ দেন—বহু পুরাতন এই পরম্পরা। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসঙ্গ স্কন্দপুরাণে উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে। বলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথদেবের আদি প্রতিষ্ঠার স্থান গুণ্ডিচায় মহাবেদীতে। শ্রীজগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে আদেশ করেছেন কি কি অনুষ্ঠান কর্‌তে হবে। তিনি রথযাত্রার জন্যও আদেশ করেছেন।

আদি মন্দির ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। অনেক মহারাজ এসেছেন, চলে গেছেন। নীলাচলে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীজগন্নাথ মন্দির হ'তে তাঁর আবির্ভাবস্থান গুণ্ডিচা-মহাবেদীতে যাত্রা করেন। এই রথযাত্রায় জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করেন। জগন্নাথ সকলেরই নাথ। সকল প্রাণীর উদ্ধারের জন্য তাঁর এই রথযাত্রা লীলা।'

**সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র শেষ অধিবেশনে উদ্বোধন ভাষণে** বলেন—'জীবনপ্রবাহ অনন্তকাল ধরে চল্ছে। অন্তরে বিশ্বাস রেখে পূর্ণভাবে শরণাগত হ'য়ে ভগবান্‌কে ডাকলে ভগবান্ তাঁকে রক্ষা করেন। ভগবানের স্মৃতিতে সকল প্রকার দুঃখ চলে যায়। ভগবানেতে শরণাগত হলে ভগবান্ তাঁর যোগক্ষেম বহন করেন, যা' তার আছে তা' রক্ষা করেন, যা নাই তা দেন। বহু লোক হরিনাম করেন, কিন্তু শরণাগত হ'য়ে করেন না। কলিযুগে জীবসমূহ দুঃখে জর্জ্জরিত। Human Rights Commission এর চেয়ারম্যানরূপে আমার বহু ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁরা জ্ঞানী গুণী ধনী, কিন্তু অন্তরে শান্তি নাই। মনোমালিন্য হেতু কত পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। লোক-আদালতের মাধ্যমে ২৮ হাজার স্বামী-স্ত্রীর কলহ মিটান হয়েছে। রাজধানী দিল্লী সহরে প্রত্যহ ১০। ১২টী খুন হচ্ছে, মানুষের নিরাপত্তা নাই। এই অবস্থা কেন হ'লো? ধর্ম্মবিশ্বাস—ঈশ্বরবিশ্বাস না থাকার দরুণ এইপ্রকার দুরবস্থা হয়েছে। কোথায়ও শান্তি নাই। এই দুরবস্থা হতে ত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় ভগবচ্চরণে প্রপত্তি। ভগবদ্‌স্মৃতিতেই সর্ব্ব জীবে সম্প্রীতি ও ঐক্য আসবে।'

**শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র সভাপতির অভিভাষণে বলেন** —'আপনারা শুনলেন বিশ্বের কোথায়ও শান্তি নাই। শ্রীমঠের আচার্য্য স্বামীজী মহারাজ ভারতে এবং ভারতের বাহিরে (আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের বাণী প্রচার করছেন আতঙ্কগ্রস্ত মানবগণের হৃদয়ে শান্তি প্রদানের জন্য। এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থা হ'তে ভগবান্‌ই আমাদিগকে রক্ষা করতে পারেন। এইজন্য আমিও আবেদন জানাচ্ছি সম্পূর্ণভাবে ভগবানে প্রপন্ন হয়ে তাঁর আরাধনা করেন।'

শ্রীরথযাত্রা দিবসে কতিপয় ভক্ত পূর্ব্বাহ্নে হরিনামাশ্রিত হন।

শ্রীবনওয়ারীলাল সিংহানিয়া প্রভু প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও রথযাত্রা দিবসে শ্রীমঠ হইতে খেচরান্ন প্রসাদ এবং গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন দিবসে শ্রীনৃসিংহ মন্দির হইতে পরমান্ন প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

অন্যান্য উৎসবদাতাগণ ঃ—

(১) শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস প্রভু গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন দিবসে রাত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণবসেবা দেন।

(২) শ্রীযুক্তা মীরা রায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব দিবসে দ্বিপ্রহরে এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবসে রাত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রীমঠে বৈষ্ণবসেবা দেন।

১১ আষাঢ়, ২৬ জুন শুক্রবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দিবসে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নৃত্য কীর্ত্তনরত শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমনে ভক্তগণ অতীব উল্লাসভরে রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে জগন্নাথ এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করেন আগরতলাস্থিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য।

শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী (শ্রীলোকনাথ নায়ক) ধর্ম্মসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদভাজন হন।

শ্রীমদ্ জয়দেব দাস প্রভু, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস প্রভু, শ্রীযশোদা প্রভু, শ্রীমুকুন্দ বিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগণেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলকমল দাস, শ্রীনদীয়ানন্দ দাস, শ্রীকাশীরাম, শ্রীকরুণাকর দাস (হায়দ্রাবাদ), প্রচারপার্টির ব্রহ্মচারী সেবকগণ, শ্রীত্রিভুবন দাসাধিকারী (তারক প্রভু), পাণ্ডা শ্রীহরিনারায়ণ প্রতিহারি প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত পালনের বিপুল আয়োজন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং মঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় আগামী ১৫ আশ্বিন, ২ অক্টোবর শুক্রবার শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর শনিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীউর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা উপলক্ষে নিম্ন-কার্য্যসূচী অনুযায়ী অত্র পুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। শ্রীদামোদরব্রতের পরেও ১৭ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীল আচায্যদেব পুরী মঠে অবস্থান করিবেন।

### কার্য্যসূচী

প্রত্যহ ভোর ৪টা হইতে প্রাতঃ ৭-৩০টা, অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪-৩০টা এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সাধন-ভজনপরিপোষক বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ও অষ্টকালীয় লীলাস্মরণমুখে বন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীশিক্ষাষ্টক, মঙ্গলারতি-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক ও মন্দির পরিক্রমণান্তে প্রাতঃ ৫-৩০টায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইবে।

১৫ আশ্বিন—পাশাঙ্কুশা একাদশী। ১৬ আশ্বিন—পূর্ব্বাহ্ণ ৭।৪৫ মিঃ মধ্যে পারণ, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৮ আশ্বিন—শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা, শ্রীল মুরারী গুপ্তের তিরোভাব।

২৩ আশ্বিন—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

২৬ আশ্বিন—শ্রীবহুলাষ্টমী, শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথি।

২৯ আশ্বিন—শ্রীরমা একাদশীর উপবাস। ৩০ আশ্বিন—পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৭ মিঃ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয়।

২ কার্ত্তিক—শ্রীদীপান্বিতা।

৩ কার্ত্তিক—শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

৪ কার্ত্তিক—শ্রীল বাসুঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

১০ কার্ত্তিক—শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব, শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী।

১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর শনিবার—শ্রীউত্থানৈকাদশী। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৯৪-তম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিপূজা। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।

১৪ কার্ত্তিক—শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৯-২৮ মিঃ মধ্যে পারণ।

১৭ কার্ত্তিক—শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব, শ্রীল নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব।

ব্রত পালনের নিয়মাবলী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পুরী, পিন্ ৭৫২০০১, ফোন—২৩২৭৪ অথবা মঠরক্ষক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন—৪৬৪-০৯০০ এই ঠিকানায় পত্রালাপে বা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ বিছানা, মশারি, টর্চ্চ, ঘটি-বাটি ও থালা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। ১৩ ভাদ্র (১৪০৫), ৩০ আগষ্ট (১৯৯৮)

---

বিঃ দ্রঃ—দৈবানুরোধে কার্য্যসূচীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

All Glory to Sree Guru & Gauranga

# Monthlong Observation of Sree Damodar Vrata At Sree Chaitanya Gaudiya Math, Puri (Orissa)

With the Spiritual benediction of His Divine Grace Om Vishnupad 108 Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, Founder, All India Sree Chaitanya Gaudiya Math Organisation and in presence of the present President-Acharyya, Tridandi Swami Sreemat Bhaktiballabh Tirtha Maharaj and under the guidance of the Governing Body of the Math Sree Urjya Vrata, Sree Damodar Vrata will be observed in a befitting manner at Sree Chaitanya Gaudiya Math, Grand Road, Puri (Orissa) from Friday 2nd October, 1998 (Sree Pasankusa Ekadashi Tithi) to Saturday, the 31st October, 1998 (Utthan Ekadashi Tithi) as per programme mentioned below. The President-Acharyya will stay at the Math in Puri upto 4th November, 1998 (Sree Rasa-Purnima Tithi).

## PROGRAMME

Daily religious discourses on various scriptures including Sreemat Bhagawat, Astakaliya Leela Smaran, Vandana, Guru-parampara, Gurbastak, Vaisnab Vandana, Panchatattwa, Sree Sikshastak, Mangal Aratrika, Aratrikas at noon and evening, Sree Mandir Parikrama and **Nagar Sankirtan Procession** from the Math daily at 5-30 a.m.

Friday, 2nd October—Pasankusa Ekadasi.

Saturday, 3rd October—Paran within 7-45 a.m. Disappearance Tithi of Sreela Raghunath Das Goswami, Sreela Raghunath Bhatta Goswami and Sreela Krishnadas Kaviraj Goswami.

Monday, 5th October—Autumnal Rasa-yatra of Sree Krishna. Disappearance Tithi of Sreela Murari Gupta.

Saturday, 10th October—Disappearance Tithi of Sreela Narottam Thakur.

Tuesday, 13th October—Sree Bahulastami, Appearance Tithi of Sree Radha Kunda.

Friday, 16th October—Observance of Sree Rama Ekadasi.

Saturday, 17th October—Paran of Ekadasi Vrata within 9-27 a.m Holy arrival of Sree Gauranga Mahaprabhu at Sreepat Panihati.

Tuesday, 20th October—Deepawali

Wednesday, 21st October—Sree Sree Govardhan Puja and Sree Annakut Mahotsab.

Thursday, 22nd October—Disappearance Tithi of Sreela Basughose Thakur, Bhaidoj.

Wednesday, 28th October—Disappearance Tithi of Sreela Godadhar Das Goswami, Sreela Dhananjoy Pandit and Sreela Srinivas Acharyya. Sree Gopastami and Sree Gosthastami.

Saturday, 31st October—Sree Utthan Ekadasi Tithi. 94th Appearance Tithi of Sreela Gurudev His Divine Grace Om Visnupad 108 Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhab Goswami Maharaj, Founder, All India Sree Chaitanya Gaudiya Math Organisation. Disappearance Tithi of Sreela Gour Kishore Das Babaji Maharaj.

Sunday, 1st November—Paran within 9-28 a.m. and Mahotsav for 94th Advent Anniversary of Sreela Gurudev.

Wednesday, 4th November—Sree Krishna Rasa-Yatra. Disappearance Tithi of Sreela Sundarananda Thakur, Appearance Tithi of Sreela Nimbarka Acharyya.

Please contact Math-in-Charge, Sree Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26, Phone : 464-0900 as well as, Branch Math, Grand Road, Puri (Orissa), Phone : 23274 for detailed informations. Participants should arrange for their beddings, mosquito-nets, torch, utensils etc.

Sunday August 30, 1998

N. B. Programme may have to be changed due to unforeseen circumstances.

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "

(৪) গীতাবলী " " "

(৫) গীতমালা " " "

(৬) জৈবধর্ম্ম " " "

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "

(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "

(২৫) দশাবতার " " " "

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ

(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ

(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

Regd. No. WB/SC-258

**From**

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

**To**

...............................

...............................

...............................

...............................

Pin ...............................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।


**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্যবাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টত্রিংশ বর্ষ — ৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৪০৫

**সম্পাদক-সঙ্ঘপতি**

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

**সম্পাদক**

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৪০৫
২৬ পদ্মনাভ, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, শুক্রবার, ২ অক্টোবর ১৯৯৮ { ৮ম সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৩ পৃষ্ঠার পর ]

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥
( ভাঃ ১১।২৮।১ )

[ আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবে না। ]

আমি আধ্যক্ষিক হ'য়ে পড়্‌লে অধোক্ষজ সেবা-বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদপদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যা'ব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে। আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পারলে আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখ্‌বার সময় হয় না।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥

[ যদি কেহ সদ্‌গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণ-নাম গান করেন, তাঁহাকে হৃদয়ে আদর এবং হরি-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নাম ভজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে। আর একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দা-বন্দনাদি ভেদভাবশূন্য-হৃদয় ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ-গণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া মধ্যম অধিকারী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আদর করিবেন। ]

জীবন অল্পকালস্থায়ী। আমরা পূর্ব্ব বৎসর এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা কর্‌তে মিলিত হ'য়েছিলাম, ভগবান্ যা'দের কৃপা করলেন, তাঁ'রা চ'লে গেলেন, আর আমরা পরছিদ্রানুসন্ধান কর্‌বার জন্য—

'তৃণাদপি সুনীচতা'র অভাবের আদর্শ দেখা'বার জন্য এই দেবীধামে বিষয় ভোগে ব্যস্ত আছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন; অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শত-সহস্র ছিদ্র সর্ব্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ হ'তে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আবার যদি এক বৎসর জীবিত থাকি, তবে প্রতি মুহূর্ত্তে গুরুসেবা করব—পরচর্চ্চাটা ছেড়ে দিব। 'আমি বড় বাহাদুর, আমি খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ বক্তা, আর একজন মূর্খ, নির্ব্বোধ, কিছু বল্‌তে পারে না'—এরূপ পরচর্চ্চা কমিয়ে দিয়ে যদি হরিচর্চ্চা করি, তা' হ'লে মনে হয় আমাদের মঙ্গল হ'বে। তা' ব'লে ভগবদ্‌বৈমুখ্যকে কখনই আদর করবো না।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়াংশই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম, সেই বিষয়-বিগ্রহ দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং, গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আমিও তদন্তর্গত আশ্রিত।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াভিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
তঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যাসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা সকলকে সিদ্ধপ্রণালী দিয়ে ফেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও সিদ্ধের অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝ্‌তে পারি না। অনর্থময় সাধনকালে অনর্থমুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না। কেহ যদি সিদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তা' হ'লে তিনি দয়া ক'রে আমাকে ব'লে দিলেই ত' জান্‌তে পারি, তাঁ'র কোন্‌টি সিদ্ধ-স্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব মধুররসে বার্ষভানবী। নিজের উদ্বুদ্ধ চেতন-ভাবের বিচারানুসারে যিনি যেভাবে তাঁ'কে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বৎ-সলরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে শ্রীদাম-সুদাম, দাসরসে গুরুপাদপদ্ম—চিত্রক-পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা করতে করতে হৃদয়ে উপস্থিত হ'বে। এ সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না; সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবান্ জনে উদিত হ'য়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নেই। জড়-জগতের মিশ্রভাব নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্যা নিত্যলীলার কথা আলোচনা হয় না। আমি আপনা-দের চরণে দণ্ডবৎ করছি—আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ করছি।

---

# শ্রীসদাম্নায়সূত্রম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৫ পৃষ্ঠার পর ]

ওঁ হরিঃ॥ **শ্রীকৃষ্ণলীলা তু সর্ব্বরস প্রতিষ্ঠা॥ হরিঃ ওঁ॥ ১১০॥**

গোপালতাপনী। তদুহোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশ-মভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েৎ তং যজেৎ তং ভজে-দিতি ওঁ তৎসদিতি॥ ছান্দোগ্যে। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। যত্রা-বতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ॥ চরিতামৃতে। কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নট-বর, নরলীলা হয় অনুরূপ॥ যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈল নিত্য-লীলা হৈতে॥ ১১০॥

শ্রীকৃষ্ণলীলাই অখিলরসের প্রতিষ্ঠা॥ ১১০॥

গোপালতাপনী বলেন,—হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এরূপ বলিলেন, সেই ধ্যেয়বস্তু ভগবান্ নিত্যকিশোর গোপ-বেশধারী, শ্যামসুন্দর এবং কল্পতরুর তলে বিরাজ করেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; এই পরমদেবতারই ধ্যান করিবে, ভক্তিপূর্ব্বক সেবা

করিবে, আরাধনা করিবে, তিনিই পরাৎপর শাশ্বত পরব্রহ্ম ॥ ছান্দোগ্য বলেন,—আমি শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ দ্বারা তাঁহার স্বরূপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিব এবং সেই স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ দ্বারা পরমাশ্রয়স্বরূপ শ্যামসুন্দরের আশ্রয় পাইব ॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—মথুরামণ্ডল অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ধাম, যেখানে কৃষ্ণ নামক এই নরাকৃতি পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ চৈতন্যচরিতামৃত সুন্দরভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব, অবতারিত্ব, লীলা পুরুষোত্তমত্ব, মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠা, তাঁহার স্বরূপশক্তির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি-সকল প্রতিপাদন করিয়াছেন। [ ১১০ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ বিশুদ্ধ রাগমার্গেণ সৈবান্বেষ্টব্যা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১১ ॥**

গোপালতাপনী। যোহবৈ কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি। যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোহকামী ভবতি ॥ ব্রহ্মসংহিতায়াং। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গুণময়ী তোয়মমৃতং। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ চরিতামৃতে। রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ। স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশে দুইত স্বরূপ ॥ রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥ ১১১ ॥

বিশুদ্ধ রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণলীলা অন্বেষণ করিবে ॥ ১১১ ॥

গোপালতাপনীতে,—কামনাযুক্ত হইয়া যে কোন ব্যক্তি যখন কর্ম্ম করে, তখন সে কামকর্ম্মবন্ধনগ্রস্ত হয়, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা যখন কৃষ্ণতোষণরূপ কর্ম্মসকল করে, তখন কর্ম্মবন্ধনে বঞ্চিত হয় না পরন্তু আত্মপ্রসন্নতাই লাভ করে ॥ ব্রহ্মসংহিতায়,—সেই চিন্ময় বৃন্দাবনে মাধুর্য্যলক্ষ্মীরূপ গোপিকাগণই ভগবানের প্রেয়সীবর্গ, পরমপুরুষ গোবিন্দই তাঁহাদের প্রিয়কান্ত, কল্পতরুই বৃক্ষসমূহ, সেখানকার ভূমি চিন্তামণি দ্বারা রচিত, জলই অমৃত, ব্রজরমণীগণের কথাই গান, তাঁহাদের স্বাভাবিক গমনই নৃত্য, বংশীই গোবিন্দের প্রিয়সখী, চিদানন্দই উজ্জ্বল জ্যোতি যাঁহা সমস্ত পরম আস্বাদযুক্ত ॥ এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ রাগমার্গদ্বারাই লভ্য হন। বিধিমার্গের ভজনদ্বারা অবতারী শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। [ ১১১ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ স্বেন সিদ্ধস্বরূপেণ তৎপ্রবেশস্তু জীব চরম মহিমা ॥ হরিঃ ওঁ ॥১১২॥**

ছান্দোগ্যে ॥ অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ মহাকৌর্ম্মে। অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে। ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুং ॥ পদ্মপুরাণে। তে সর্ব্বে স্ত্রীত্ব সম্পন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥ শ্রীরূপঃ। পতিপুত্র সুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোপীহ নমোনমঃ ॥ ১১২ ॥

**স্বীয় সিদ্ধ স্বরূপে কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করাই জীবের চরম মহিমা ॥ ১১২ ॥**

ছান্দোগ্যে,—আবার এই যে সম্প্রসাদ ( স্বরূপসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত ) ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরম জ্যোতিঃ সম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। ইনিই আত্মা ; ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মের নামই সত্য,—গুরু এই উপদেশ দিলেন। মহাকূর্ম্মে—ভগবানের সঙ্গে রমণেচ্ছা দ্বারা মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণও বিধিমার্গানুসারে তপস্যা অর্থাৎ সেবা করত স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি পূর্ব্বক সেই বিভু, অজ ও জগৎকারণ বাসুদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ দ্বারকায় মহিষীত্ব প্রাপ্তি করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে,—দণ্ডকারণ্যবাসী সেই মুনিসকলে সাধন বলে স্ত্রীভাব অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছাত্মক প্রেম প্রাপ্তি করত গোকুলে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্রীরাধাদি গোকুল-দেবীদের সঙ্গবশতঃ অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় অনুরাগ বিশেষে তাঁহারা শ্রীহরিকে প্রাপ্তি করিয়া প্রপঞ্চের অগোচর গোকুল প্রকাশে মনোরথ পূর্ত্তি করিলেন এবং প্রপঞ্চগোচরত্ব পরিত্যাগ করত পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ বলেন,—( নারায়ণ ব্যূহস্তবে ) যাঁহারা সর্ব্বদা প্রযত্নসহকারে শ্রীহরিকে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা,

পিতা ও মিত্ররূপে ধ্যান করিতেছেন—তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি। [ ১১২ ]

ওঁ হরিঃ ॥ তত্রৈব তদ্ভজনং তদ্রসনং শুদ্ধচিন্ময়স্বরূপেণ সিধ্যতি ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৩ ॥

ইতি রসাস্বাদন প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

গোপালোপনিষদি। তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বীত্যুবাচ তং হি বৈ তাভিরেবং বিচার্য্য। তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্ব্বমনুকৃত্বা তুষ্ণীমাসুঃ॥ ব্রহ্মসংহিতায়াং। সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥ কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোনং বজ্রকীলকং। ষড়ঙ্গ ষট্‌পদী স্থানম প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ। প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং হি যৎ। জ্যোতিরূপেণ মনুনা কামবীজেণ সঙ্গতম্॥ তৎ কিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি॥ শ্রীরূপঃ। কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতেরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকার কাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥ ১১৩ ॥

ইতি রসাস্বাদন প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

তাহাতে কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণরস শুদ্ধচিন্ময় স্বরূপের দ্বারা সিদ্ধ হয় ॥ ১১৩ ॥

গোপালতাপনী উপনিষদে,—তাঁহাদের মধ্যে প্রধানা গান্ধর্ব্বিকা নামক গোপী অন্যান্য গোপীকাদের সঙ্গে বিচার করিয়া বলিলেন, গান্ধর্ব্বী রাধিকাকেই নিজেদের অগ্রণীরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহারা সকলে মৌনভাবে অবস্থিত হইলেন। ব্রহ্মসংহিতায়। গোকুল নামক শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম সহস্রদলযুক্ত কমল পুষ্পের মত আকৃতিবিশিষ্ট এবং ভগবানের অনন্তাংশ সম্ভূত এই কমলের কর্ণিকারে স্বয়ং ভগবান্ বিরাজ করেন। ভগবানের নিত্যাবাসরূপ এই কর্ণিকার ষট্ কোন আকৃতিযুক্ত শ্রেষ্ঠ যন্ত্র যাহার মধ্যে বজ্রাকৃতি কেন্দ্রভাগে স্বরূপ শক্তিযুক্ত ভগবান্ অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক পরতত্ত্ব বিরাজ করেন। এই রসময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হলাদিনীশক্তির সহিত মহা প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া এইরূপ ধামে নিত্যকাল অবস্থান করেন॥ অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরম্ জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ যিনি এরূপে অবস্থিত, তিনি কামবীজ এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া এই কামবীজযুক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ছয়পদে বিভক্ত হইয়া ষট্‌কোনের ছয়দিকে বিরাজ করিতেছেন। সেই সহস্রপত্র কমলের কর্ণিকারের আবরণরূপ কিঞ্জল্ক ভাগে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখাগণ অবস্থান করেন এবং পত্রসমূহে রাধাদি অসংখ্য গোপিকাগণের উপবন স্বরূপ ধামসকল বিদ্যমান। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতিই (লৌকিক রসবৎ সৎকরিনিবন্ধতার অপেক্ষা শূন্য) অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সাহায্যে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রৌঢ়ানন্দের চরম সীমা অর্থাৎ প্রেমাবস্থা লাভ করে। [ ১১৩ ]

ইতি রসাস্বাদন প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

## সম্পত্তি প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ অধিকারক্রমেণ হ্যুত্তরোত্তর প্রাপ্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৪ ॥

বৃহদারণ্যকে। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈষং বা অর ইদং মহদ্‌ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব ॥ ভাগবতে। স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥ কুচিদ্‌গুণোঽপি দোষঃ স্যাৎ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ। গুণদোষার্থ নিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধ্যতে॥ যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ। এষধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহ ভয়াপহঃ॥ চরিতামৃতে। অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ পরকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥ ১১৪ ॥

অধিকার ক্রমেই উত্তরোত্তর প্রাপ্তি হয় ॥ ১১৪ ॥

বৃহদারণ্যকে,—তখন যে যে স্থান হইতেই জল তুলিয়া লওয়া হউক না কেন, কেবল লবণ স্বাদই পাওয়া যায়—ঠিক তেমনি, হে প্রিয়ে, অনন্ত অপার এই মহদ্ভূত কেবল বিজ্ঞান-স্বরূপই বটে। ভাগবতে। নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং তাহার বিপর্যয়ই দোষ, গুণ-দোষের এইরূপ নির্দ্ধারণ অবগত হইবে। কদাচিৎ গুণও দোষরূপে এবং দোষও গুণরূপে গৃহীত হয়। এক বিষয়েই গুণ-দোষের এতাদৃশ নিয়ম তাহাদের ভেদ নিবারণ করিয়া থাকে। যে যে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা হইতেই

মানব বিমুক্তি লাভ করিতে পারিবে, ইহাই শোক মোহ বিনাশন কল্যাণকর ধর্ম্মরূপে গণ্য হইয়া থাকে।। চরিতামৃত বলেন,—এই পঞ্চপ্রকার রতি অধিকার ক্রমেই উত্তরোত্তর প্রাপ্তি হয়। যাহার যেমন অধিকার, সেরূপ রতিই তাহার নিকটে শ্রেয়রূপে পরিণত হয়। [ ১১৪ ] ( ক্রমশঃ )

# জীব ভোক্তা, না ভোগ্য ?

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

জীব ভোক্তা না ভোগ্য—দ্রষ্টা, না দৃশ্য ?—এই বিচার করিতে গেলেই জীবের স্বরূপবিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে জীব দুইপ্রকার। মুক্ত জীবগণ স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপের প্রকৃত অভিমান—ভৃত্যাভিমান বা ভগবদ্দাসাভিমান প্রবল ; তাই তাঁহারা ইহ জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করতঃ সেগুলিকে ভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া তাহাতে আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক তত্তৎ দ্রব্যসমূহকে প্রভুসেবায় লাগাইবার জন্য ব্যস্ত। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস। এই দাসাভিমানই তাহার স্বরূপ ও ভগবদ্দাস্যই তাহার বৃত্তি। কিন্তু এই সম্বন্ধজ্ঞানের যেখানে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেইখানেই অস্মৃতি-বশতঃ স্বরূপের বৃত্তি আবৃত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ চেতন-আত্মার বৃত্তি গুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেহমনের প্রাবল্য বশতঃ নিজেকে 'দেহোঽস্মি' প্রভৃতি বলিয়া মনে হইতেছে। যেখানে শরীরকে শরীরী বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে আত্মার স্বরূপ আবৃত হইয়াছে এবং সে বিরূপগ্রস্ত হইয়া নিজকে এ জগতেরই একজন বলিয়া মনে করিতেছে। ইহারই নাম বদ্ধতা বা ভ্রম। একবার স্বরূপবিস্মৃতি ঘটিলে তাহা পুনরুদ্ধার করা জাগ্রত সাধুর কৃপাব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না। সুতরাং এতদ্বিষয়ে আমাদের সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে নির্ভর করাই দরকার। অন্যথা স্বরূপোদ্বোধনের অন্য আশা নাই ; তাই আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্ন বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুর্পদকমলয়োর্দাসদাসানদাসঃ।।"

( পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক )

জীব যখন ভগবানের নিত্যভৃত্য, তাঁবেদার বা সেবক তখন জীব যে ভগবানের সেবোপকরণ—তাঁহার ভোগ্য বা দৃশ্য, পরন্তু ভোক্তা বা দ্রষ্টা নহে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? এই জগৎ বা পরজগৎ সকলেরই কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর বাদবাকী তাঁহার ভোগ্য বা সেবকশ্রেণীভুক্ত, সুতরাং জীবের আপনাকে দৃশ্য বা ভোগ্য অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ ; দ্রষ্টা বা ভোক্তা অভিমানে কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে নিজ ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তৃ-অভিমানী ছোটখাট কৃষ্ণ সাজিয়া জগৎ-ভোগের যে ধৃষ্টতা তাহাতে অমঙ্গল বা জন্মজন্মান্তর দুঃখই লাভ হয়। জগতের প্রতি সেব্যদৃষ্টিতে যে অনুপাদেয়তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই অনুপাদেয়তা বা ভোক্তৃত্ব দূরে রাখিয়া নিজেকে ভোগ্য বা দৃশ্যত্বে স্থাপন পূর্ব্বক যে সর্ব্বত্র সেব্যত্ব প্রকটনের চেষ্টা—নিজেকে সর্ব্বক্ষণ সেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ঐকান্তিক যত্ন, সেইখানেই জীবের মঙ্গল কিন্তু আমাদের প্রায় শতকরা শতজনের ধারণা যে, আমরা দ্রষ্টা বা ভোক্তা ; তাই আমরা জগদ্ভোগের জন্য আপ্রাণ সচেষ্ট এবং অধোক্ষজ ভগবান্‌কেও দেখিয়া লইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। আমরা ভগবদ্দর্শনের ছলনা করি বলিয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ অর্চ্চাবতার শ্রীবিগ্রহকেও কাঠপাথর-বুদ্ধি করিয়া বসি এবং যে রূপ সমস্ত ভুবনকে মোহিত করে সেই ভগবদ্রূপ-দর্শনের ছলনার পরও জগতের নানা কুরূপ দেখিবার জন্য আমাদের চিত্ত

ধাবিত হয়। এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব!

ভগবান্ দৃশ্য বা ভোগ্য নহেন, তিনি দ্রষ্টা বা ভোক্তা। এই দ্রষ্টা বা ভোক্তার আসন যাঁহার এক-চেটিয়া সেই ভগবান্‌কে দৃশ্যবস্তুর মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা বা তাঁহাকে ভোগ করিবার যে দুরভিসন্ধি, তাহা অজ্ঞতারই পরিচায়ক ব্যতীত আর কি? জীবের এই দ্রষ্টৃ-অভিমানই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। এমতাবস্থায় সাধুগুরু-সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগান্তে দৃশ্যাভিমানকে হৃদয়ে প্রকট করা বিশেষ প্রয়োজন; কারণ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া জীবের যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দৃশ্য বা তাহার শুদ্ধস্বরূপগত দাস অভিমান হয়, তখনই জীব উন্মুখ হইয়া থাকে এবং সেই সেবোন্মুখ প্রেমনেত্রেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। সদ্‌গুরুর বিশ্রম্ভসেবা করিতে করিতে যখন আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ আমাদিগকে দেখিবেন, আমরা তাঁহার ভোগের উপকরণ, তাঁহার ভোগে আমাদের সম্ভোগের কোন অবগুণ্ঠন নাই, তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা আছে, তখনই ভগবান্ আমাদের নিকট নিজকে প্রকাশ করেন। ভগবানের ভোগের বস্তু আমাদিগকে যখন তিনি কৃপাপূর্ব্বক ভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তখনই আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু যদি আমরা তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হই অর্থাৎ আমরা যদি ভগবানের সেবক হইতে না পারি তাহা হইলে এই জগতে আমাদিগকে সাজা সেবা বা ভগবান্‌গণের গোলামি করিতে হইবেই হইবে—মাতা-পিতা-পুত্র-আদি অন্যান্য জগদ্বাসী আমাদিগকে ভোগ করিবেই করিবে, আমাদিগকে তাহাদের তাঁবেদার বা গোলাম করিয়া নাসাবিদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় আমাকে আমৃত্যু কষ্ট দিবে। আমরা তাহাদের কেহ নই যে তাহারা আমাদিগকে দয়া করিবে; তাই তাহারা যবনের পক্ষীপোষার ন্যায় আমাদিগকে পোষণের বা আমাদিগকে প্রীতিপ্রদর্শনের ছল দেখাইয়া অবশেষে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। তাই বলি, দাস্য বা চাকরী যখন করিতেই হইবে তখন আর সাজা ভোক্তা বা সাজা দ্রষ্টা হইয়া লাভ কি? সুতরাং আর কালক্ষেপ না করিয়া ঠেকিয়া শেখার পরও আমাদের ভগবানের সেবা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়া উচিত নয় কি?

আমরা যে দ্রষ্টা নহি—দৃশ্য, ভোক্তা নহি—ভোগ্য, এই বিপ্রলম্ভময়ী কথা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে—গুরুগৃহে আসিয়া—গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের কোটীচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় আসিয়া। তৎপূর্ব্বে এসকল কথা আমরা কখনও শুনি নাই এবং এসব কথা অন্যত্র কেহ শুনিতে পাইবে বলিয়া ধারণা করিতেও পারি না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্‌কে আমাদের মাংস-চক্ষু-দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না বলিয়া আমাদের প্রভুপাদ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, তোমরা ভগবান্‌কে দেখিতে যাইও না; পরন্তু সকলের একমাত্র দ্রষ্টা ভগবান্‌কে দর্শন দিতে যাইও। তাঁহার শুভদৃষ্টি পতিত হইলে মঙ্গল হইবে—দ্রষ্টা-অভিমান ঘুচিয়া দৃশ্য-অভিমান জাগিবে—হৃদয়ে ভগবানের দাস্যাভিমান জাগিয়া তোমাদিগকে ভগবৎসেবার অধিকার দান করিবে।

জগতের ভোগিসম্প্রদায় নিজদিগকে দ্রষ্টা ও ভোগী মনে করে, ত্যাগি-সম্প্রদায় ভোগে সুখ নাই দেখিয়া উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া তৎপ্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্ব্বিশেষ ভাবই চরম মনে করিয়া থাকে। কিন্তু সাজা ভোক্তার আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টৃ-ভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক অমঙ্গলের পথ। এ-সকল কথা হতভাগ্য ত্যাগীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না কিন্তু বিদ্বান্ গুরুদাসগণ এতাদৃশ ভোগ ও ত্যাগের প্রতি উদাসীন হইয়া ভগবদ্ভক্তি যাজন করেন। তাই তাঁহারা ভোগীও নন, ত্যাগীও নন, পরন্তু ভগবানের সেবক। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর বাদবাকী সকলেই ভোক্তা বা দ্রষ্টা-অভিমানী। বদ্ধজীবের ইহাই লক্ষণ। তাই বলিতেছিলাম, নিজেকে একমাত্র পরম ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টা ভগবানের ভোগ্য ও দৃশ্যবুদ্ধি হইলে মঙ্গল—নিজেকে দ্রষ্টা বা ভোক্তা না জানিয়া ভগবানের দৃশ্য বা ভোগ্য বলিয়া জানাই শ্রেয়ঃ; নতুবা যোনিভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী। তাই বলি, সাধু সাবধান!

# বেণু-গীত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৩ পৃষ্ঠার পর ]

"বেণোরন্ধ্রান্ পূরয়ন্ বৃন্দারণ্যং প্রাবিশৎ" বলিয়া পরমহংস চূড়ামণি শ্রীশুকদেব লীলাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরাধানাম গানৈক ব্যগ্রগোবিন্দ বক্তৃতঃ।
সরস্বতী সমুদ্ভূতা পুনঃ সা বংশিকা মতা॥

বংশী উৎপত্তির কিম্বদন্তি আছে যে, একসময় শ্রীমতী রাধারাণীর নাম গানে নিমগ্ন গোবিন্দের মুখ হইতে সরস্বতীদেবী আবির্ভূতা হন। প্রকট হইয়া দেবী সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকে পতিবরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উপেক্ষা করেন। "মম দেহাৎ সমুৎপন্না মামেব কামিত বতীতি তেনাদৃতাজড়তামবাপ্তা।"

তখন দেবী সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধারসপান করিবার অভিলাষ করিয়া বাঁশরূপে আবির্ভূত হন। ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহার বাঞ্ছা পূর্ত্তির জন্য তাঁহাকে বংশীরূপে গ্রহণ করতঃ স্বীয় অধর-সুধা নিরন্তর পান করান।

"ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূত মনোহরম।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোহভিরেভিরে॥"৬॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অনন্তর সেইসকল গোপী ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ সর্ব্ব প্রাণীর মনোহর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বক্ষমান প্রকারে নিজ নিজ সখীগণের নিকটে তাহা বর্ণনা করিতে করিতে মনে প্রকট শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

ভাবার্থ—হে পরীক্ষিৎ! এই বংশীধ্বনি জড়-চেতন সমস্ত প্রাণীর মন হরণ করিয়াছিল। গোপীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সখীগণের নিকটে বর্ণন করিতে লাগিলেন। বর্ণন করিতে করিতে তাঁহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন এবং ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। বক্তা-শ্রোতা ভাবমগ্ন হইয়া বিভোর হইলেন। 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ হেতু প্রকরণ, প্রকার এবং সমাপ্তি বিষয়ে করা হইয়া থাকে। ইহাতে সমাপ্তি অর্থে হওয়া প্রয়োজন ছিল। ভাল এই যে, উক্ত ঘটনা তখন হইল যখন স্মর-বিক্ষেপের বেগ সমাপ্ত হইয়াছিল। অথবা 'ইতি' শব্দ এইপ্রকার হইয়াছে—"ইতি অনেন প্রকারেণ সর্ব্বাঃ কান্তং ভাবাঃ সখ্য ভাবাপন্নাশ্চ"।

"কন্যাঃ স্বরূপা সিদ্ধাশ্চ পুনঃ কাত্যায়নী ব্রতাৎ।
শ্রুতি রূপতয়া কাশ্চিৎ মুনিরূপতয়া পরাঃ॥
শতকোটিতয়া তাসাং সংখ্যাং কঃ কর্ত্তুমর্হতি।
ভাবাক্রান্ত ত্বা দেবাত্র কর্ম্ম পদানুপাদনম্॥"

গোপিগণের অনেক ভেদোপভেদ। কিছু নিত্য-সিদ্ধা, কিছু সাধনসিদ্ধা, কিছু শ্রুতিরূপা আর কিছু মুনিরূপা। তাঁহাদের যূথও অনেক। শতকোটী গোপী, তাঁহাদের গণনা করিতে পারে কে? পরে তাঁহারাই ব্রজে গোপগৃহে গোপকন্যা গোপীরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা নিম্নোল্লিখিত শ্লোক অনু-শীলন করিলেই জানা যায়।

"গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ।
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনেতি॥"

ব্রজগোপীগণের মধ্যে কিছু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব ছিল এবং কিছু সখ্য ভাবাপন্না ছিল। কান্তভাব ধারণাকারিগণকে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কিছু গোপী ত' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরকীয় (নায়কের) ভাব ছিল, আর কিছু স্বকীয় ভাবের। তাঁহারা জানেন যে, শ্রীশ্যামসুন্দর কৃষ্ণ নিজেদের। শ্রীকৃষ্ণে পরকীয় ভাবাপন্নকারিগণ প্রৌঢ়া এবং কাত্যায়নী ব্রতপরায়ণ কুমারিগণ। প্রৌঢ়াদি ভেদ গোপীগণ সম্পূর্ণ ব্রজবণিতাগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিলেন।

প্রেমে ভাবাবিষ্ট হওয়ার দরুণ পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব এই শ্লোকে "অভিরেভিরে" ক্রিয়ার কর্ম্ম-কেই বিস্মরণ হইলেন। এই বংশীধ্বনি সমস্ত প্রাণি-গণের মনোহরণকারী ছিল; শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী গোপী-গণের কা কথা? বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে বর্ণনাতীত আহলাদ হইয়াছিল। "সর্ব্বভূতা-নাং মনোহরং কিমুৎ তাসাং সর্ব্ব ভূতর্বহির্ভূতানাং গোপীনাম্ যদ্বা সর্ব্বভূত মনোহরম্ ন তু বামদৃশামেব মনোহরং ব্রজেস্থিতাঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণ গুণান্ বর্ণ্যয়ন্ত্যঃ অভিরেভিরে।"

বেণুনিনাদ শ্রবণ করিয়া সমস্ত ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রী-শ্যামসুন্দরের গুণানুবাদ করিতে করিতে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। এইমাত্রই নয়, ধ্যানে প্রাপ্ত পরম প্রিয়তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মনে-মনেই আলিঙ্গনও করিতে লাগিলেন। ভগবানের ধ্যানানন্দে নিমগ্ন হওয়ায় পরস্পর একে অন্যকে কৃষ্ণ মনে করিয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কিম্বা তাঁহারা একে অন্যজনকে বলিতে লাগিলেন, হে সখী! তুমি ত' আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ আর লীলাবলীর কথা বর্ণন করিতেছ; আমিও এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলাম। "ত্বং মন্মনঃ প্রবিশ্যৈবৈবম্ ব্রূষে যতোঽহম্ প্যেবং বিবক্ষ্যে ইতি।" এইপ্রকার অনুভব সাম্য হইলে পর তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। "প্রত্যেকমনুভব সাম্যোপ-লব্ধ্যা পরস্পরাংলিঙ্গনং তাসাম্।"

"সর্ব্বভূত মনোহরং" শব্দে বেণুধ্বনি এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দুইএরই বিশেষণ স্বীকার হইয়াছে। 'সর্ব্ব' শব্দ এখানে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্তের জ্ঞান-কারী। ভাব এই যে বংশীধ্বনির প্রভাবে স্থির প্রাণী চঞ্চল এবং জঙ্গম প্রাণী স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইল।

> "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরম্ বিদামঃ
> সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।
> বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং
> যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষ মোক্ষম্॥" ৭॥

অনুবাদ—তখন কোন কোন গোপী বলিল—হে সখীগণ! ব্রজরাজ নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এক্ষণে বয়স্য গোপবালকগণের সহিত গবাদি পশু-গণকে বনে প্রবেশ করাইতেছেন; এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বংশীবাদনরত ও স্নিগ্ধ কটাক্ষ বিক্ষেপ সমন্বিত বদনমণ্ডল যাঁহারা নিরীক্ষণ করিতে-ছেন, তাঁহাদের ঐ নিরীক্ষিত বিষয়ই চক্ষুষ্মানদিগের চক্ষুর ফল, আর কোন ফল আছে বলিয়া আমরা জানি না।

ভাবার্থ—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে বিভোর হওয়ার দরুণ পরমহংসচূড়ামণি শ্রীল শুকদেব 'অক্ষিমতাম্' না বলিয়া 'অক্ষণ্বতাম্' বলিলেন। এখানে গোপীগণ বলিতেছেন। 'গো' শব্দ ইন্দ্রিয়সমূহ, 'পা' ধাতু পানে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কৃষ্ণরস পান করেন বলিয়া গোপী। যে ভাব গোপনে সংরক্ষণ করা উচিৎ ছিল; কিন্তু রামের সহিত কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করিতে লাগিলেন। প্রেম ত' গোপন করাই গুণ, প্রেম গোপন রাখিলে বাড়ে অবশ্যই। কিন্তু গোপীগণ নিজের হৃদয়ের ভাবকে গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না; ইহা গোপন রাখা বড়ই দুষ্কর। "অত্র গোপ্য উচু-রিতি। ভাব গোপনায় রাম সহিতং কৃষ্ণং বর্ণয়ন্তি। গোভিরিন্দ্রিয়ৈঃ পিবন্তি-কৃষ্ণরসমিতি।"

কোন এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, হে সখিগণ! তোমরা এই গৃহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিধাতার প্রদান দুষ্প্রাপ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে কেন নষ্ট করি-তেছ? "কস্মিংশ্চিদ্ বিজন প্রদেশে সমুপবিষ্টাঃ বেণুধ্বনিমাকর্ণ্য সানুশয়মাহুঃ। হে সখ্যঃ! যূয়মিহ গৃহনিগড়ে স্থিত্বা বিধাত্রা দত্তানি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াণি কেবলং বিফলী কুরুধ্বে।" অতএব শীঘ্রই বনে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে নেত্রদ্বয়কে আর অনিত্য জীবনকে সফল করিতেছ না কেন? "তদিতো বনং দ্রুতমেব গত্বা সফলং জন্মনো ভবতেত্যাস্থঃ।" চক্ষু-ষ্মানগণের পক্ষে ইহাই পরম ফল; ইহাপেক্ষা পরম ফল আর আছে বলিয়া আমরা জানি না। "চক্ষুষ্মতা-মিদমেব ফলং সর্ব্বং বাক্যং সাবধারণমিতি ন্যায়াৎ। পরং ন বিদামঃ ন বিদ্মঃ ইদমেব চক্ষুষোর্মুখ্যং ফলম্।" শ্রুতিগণ বলিতেছেন যে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি-গণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ফল নহে এবং সাযুজ্যাদি মোক্ষলাভও পরম ফল হইতে পারে না। "ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ পরং ফলং ন, সাযুজ্যাদি মোক্ষোঽপি পরমং ফলং ন।" তাহা হইলে তাহা কি? গোপীগণ বলিতে-ছেন—"ননু আত্মা লাভান্ন পরং বিদ্যতে ইতি শ্রুতেঃ।" আত্ম (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) লাভ হইতে অধিক কি লাভ হইতে পারে? "যং লব্ধ্বাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ইতি স্মৃতেশ্চ"। অর্থাৎ যাঁহাকে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হইলে অন্য বস্তুকে অধিক শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না। পরম ফল মোক্ষও পুরুষার্থ হইতে পারে না? না, আমরা সেই বিষয় জানি। "কথং পরস্য মোক্ষস্য ন পুরু-ষার্থত্বম্? ন বয়ম্ বিদামঃ।" তোমরা কে? কে

যূয়ম্ ? "বয়মপ্যুপনিষদ্‌রূপা অতো জানীয় নাতোঽধিকং ফলমস্তি"। আমরাই উপনিষদ্‌রূপা, সুতরাং আমরাই এবিষয়ে ভালভাবে জানি, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে অধিক পরমফল আর নাই।

"ভগবতা সহ সংলাপো দর্শনং মিলিতস্য চ।
তৎ কুজিতানাং শ্রবণঘাঘ্রাণং চাপি সর্ব্বতঃ॥
ইদমেবেন্দ্রিয়বতাং ফলং মোক্ষোঽপি নান্যথা।
যথান্ধকারে নিয়তা স্থিতিনাক্ষ্ণোঃ ভবেৎ।
এবং মোক্ষোঽপীন্দ্রিয়াদি যুক্তানাং সর্ব্বথা নহি॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত দর্শন, সংলাপ এবং তাহার মিলন, তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দিব্যগন্ধ সর্ব্বক্ষণ আঘ্রাণ এইসবই নেত্র ও ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয়সমূহের পরম ফল এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যুক্তগণের পক্ষে মোক্ষও পরম ফল কখনও হইতে পারে না। কেননা বলিতেছি—সূর্য্য, চন্দ্র, তারামণ্ডল, অগ্নি ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিহীন ঘোর অন্ধকারময় কোন এক স্থানে সুন্দর নেত্র ও ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষকে যদি রাখা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নিজের নেত্রাদির কি সৎকার্য্য করিতে পারিবে ? তদ্রূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধহীন এবং অস্থূল, অ-অণু, অদীর্ঘ, অহ্রস্বাদি রহিত নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রাপ্তিতে ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয় সার্থকতার কি সম্বন্ধ হইবে ? তজ্জন্য শ্রুতিগণ বলিতেছেন—"অশব্দমস্পর্শমরূপমগন্ধমরসম্" "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ··· ··· ইত্যাদিঃ। "যথান্ধকারে নিয়তা স্থিতির্নাক্ষ্ণোঃ ভবেৎ"। শ্রুতিগোপীগণ বলিতেছেন—বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির ফল ব্রহ্মদর্শন বা কৈবল্য, সাযুজ্য মোক্ষাদি হইতে পারে, কিন্তু নেত্রবান্ ব্যক্তির নেত্রের ফল কখনও হইতে পারে না। "বুদ্ধিমতাং তৎফলং ব্রহ্ম দর্শনং মোক্ষাদি ইন্দ্রিয়বতাং ত্বিদমেব"। অন্যের মতে অন্য ফল হইতে পারে ; কিন্তু আমাদের মতে তাহা নহে। "অন্য মতে অন্যৎ ফলং ভবতুনাম্ ন তু অস্মাকং মতে"। তাহা হইলে সেইটি কি ফল ? বলিতেছি—ইন্দ্রিয়বানগণের সার্থকতা ত' ব্রজরাজ নন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনই পরম ফল ; ক্ষণকাল চিন্তা করুন তো যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও সখা বয়স্য গোপবালকগণের সহিত গোচারণে গোসমূহকে বনে লইয়া যাইতেছেন, অথবা সেই সময়ে তাঁহার কটাক্ষদৃষ্টি, অধরপর মৃদুহাসি নৃত্য করিতেছে, বলুন ত' তাঁহার সেই অঙ্গের মাধুর্য্যামৃত অনুরক্তের সহিত পান করিল না, সেই সুন্দর নেত্রধারীর জীবন সার্থক কি হইবে ? "কিং তৎফলং তদাঽবয়স্যৈঃ সখিভিঃ সহ পশূননু মিবেশয়তোর্ব্রজেশস্য নন্দস্য সুতয়ো রাম কৃষ্ণয়োর্বক্ত্রং মুখং যৈর্নিপীতম্ অক্ষি ভৃঙ্গৈস্তনমাধর্য্যমনুভূতম্। তৈর্যজ্জুষ্টম্ সেবিতং প্রাপ্তং যৎ ইদমেব অক্ষণ্বতাং মুখ্যং ফলম্ অতঃ পরমন্যদুৎকৃষ্টং ফলং বয়ং ন বিদামঃ"।

যাজ্ঞবল্ক্যাদি ব্রহ্মর্ষিগণের মতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়া জীবনের পরম ফল বলিয়াছেন। অতএব এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে, গোপীগণ বলিতেছেন—"ফলমিদং ন পরং" ব্রহ্মদর্শন ইহা শ্রেষ্ঠ ফল হইতে পারে না ; নেত্রাদির পরম ফল শ্রীকৃষ্ণদর্শনই। তাঁহারা ইহা কি প্রকারে বলিয়া দিলেন ? গোপীগণ শ্রুতিরূপা, এজন্য এই রহস্যকে তাঁহারা ভালভাবে জানেন বলিয়া বলিতেছেন—"বয়ম্ বিদামঃ" আমাদের জানা আছে যে, জীবন আর নেত্রের পরম চরম ফল শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন। অখিল রসামৃত মূর্ত্তি নন্দনন্দনের সহিত প্রেমালাপ, তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দিব্যগন্ধ আঘ্রাণ, তাঁহার মুখচন্দ্রের দর্শন ইন্দ্রিয়বানের ইন্দ্রিয়গণের সাফল্য।

জগতে কোন মন্দভাগ্য ব্যক্তি আছে যে, যাঁহাতে সুস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাপ্ত হইয়াও ব্রহ্মাদি বড় বড় দেবতাগণেরও পরম-উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দিব্যগন্ধ, দিব্য মধুর মৃদুহাসি, অলৌকিক রূপমাধুরী, অতিকমল সুশীতলাঙ্গ স্পর্শ আর মঙ্গলময়ী বংশীধ্বনি কানে শ্রবণাদি করিতে চাহে না, মৃত্যুতে চতুর্দ্দিক আবৃত মানবের কি কথা ? মৃত্যুর ভয় হইতে বিমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় দেবতাগণ ও তাঁহাদের নায়ক ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণের চরণ সর্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকেন। 'ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরূপাস্যমমরোত্তমৈঃ"।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা তিনিই করিতে পারেন, যিনি ইন্দ্রিয়বান্। ইন্দ্রিয়বানের অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার বশে বা অধীনে। যেরূপ ধনবান্ কে ? সহজ কথা—যে ধনসমূহের স্বামী। ইচ্ছানুরূপ ধনকে খরচ করিতে পারেন তিনিই ধনবান্ ; অন্যথা

ধন থাকা সত্ত্বেও কেন ধনবান্ বলিবে ? যাঁহার ধন কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করে না, স্বজনের প্রয়োজনেও ব্যয় করে না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি সুস্থ ও সুন্দর ইন্দ্রিয়-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াও সৎকার্য্যে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত করিল না, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়বান্ বলাই ব্যর্থ। হ্যাঁ! ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার বশে থাকে অর্থাৎ যে নিজের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বয়ং স্বামী তিনিই গোস্বামী পদবাচ্য। গো মানে ইন্দ্রিয়সমূহ, স্বামী মানে ইন্দ্রিয়সমূহকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করিয়া সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। নচেৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দাস, গো-দাস পদ-বাচ্য। গোস্বামীই যথাযথ ইন্দ্রিয়গণকে ভগবদ্ভজনাদি সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি নেত্রবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক রূপমাধুর্য্যযুক্ত মূর্ত্তি দর্শন করেন না, শাস্ত্র তাঁহার নেত্রকে ময়ূরপুচ্ছের চিত্রস্বরূপ কোন সার্থকতা নাই, বলিয়াছেন। "বর্হায়িতে তে নয়নে নরানাং, লিঙ্গানি বিষ্ণো র্ন নিরোক্ষতো যে"। আর যে মনুষ্য ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত তুলসীর দিব্যগন্ধ অনুভব করিল না, তাঁহার শরীর মৃত্যুসদৃশ, কেবল শ্বাসগ্রহণ মাত্র। "শ্রীবিষ্ণু পদ্মা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদগন্ধম্"। সাধারণ লোক তুলসীর মহত্ত্ব জানিতে পারে না। ইহার দিব্যাতিদিব্য গন্ধ অনুভব ত' কোন নিষ্পাপ ভগবদ্ভক্তই করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা—একবার সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠগণ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বৈকুণ্ঠাধিপতির দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। সেই সময়ে কমলনয়ন প্রভুর পাবন পাদারবিন্দ মকরন্দ সুরভিত তুলসীগন্ধ মন্দ মন্দ বায়ুসহযোগে মহামুনিগণের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ অন্তঃকরণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা সদা-সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্নকারী মুনিগণের হৃদয় এই দিব্যগন্ধে ভাব-বিভোর হইলেন। তাঁহারা নিজ নিজ শরীরকে সংরক্ষণে অসমর্থ হইলেন। আহা! এই মাদক গন্ধের অনুভব শ্রীহরিবিমুখ পামর ব্যক্তিগণ কি প্রকারে করিতে পারে ?

"তস্যারবিন্দ নয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গত স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষর জুষামপি চিত্ত তন্বোঃ॥"

( ক্রমশঃ )

# শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

## [ ২১ ফাল্গুন ( ১৪০৪ ), ৬ মার্চ্চ ( ১৯৯৮ ) শুক্রবার হইতে ২৯ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত ]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-শীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ২৩ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ১ বিষ্ণু ( ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ), ২৯ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত নয়দিনব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে সহস্রাধিক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। ভারতের বাহির হইতেও কতিপয় বিদেশী ভক্তও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমঠ কর্ত্তৃপক্ষ অতিথি ভক্তগণের শ্রীমঠে অবস্থানের ব্যাপক সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ শুক্রবার ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমণের অধিবাস তিথিতে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে নবদ্বীপধামের স্বরূপ, ঈশোদ্যানের মহিমা, ধামপরিক্রমণের বিধি সম্বন্ধে

বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। ৭ মার্চ্চ আত্মনিবেদন ভক্তিক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধামমায়াপুর, ৮ মার্চ্চ রবিবার শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ, ৯ মার্চ্চ সোমবার কীর্ত্তন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও স্মরণ ভক্তিক্ষেত্র শ্রীমধ্যদ্বীপ, ১১ মার্চ্চ বুধবার পাদ-সেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ, অর্চ্চন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ, বন্দনভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও দাস্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, ১২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা সহযোগে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। এই বৎসর সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমাকালে পরিক্রমাকারী ভক্তগণকে ইস্কন প্রতিষ্ঠানের শরডাঙ্গাস্থিত শ্রীজগন্নাথমন্দিরের পার্শ্ববর্তী জমীতে খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হয়। ইস্কন মন্দিরের সাধুগণের অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ এবং কতিপয় ভক্ত প্রসাদসেবনঘরে প্রসাদ সেবন করেন। ১০মার্চ্চ মঙ্গলবার উপবাসের পরদিন পরিক্রমাকারি ভক্তগণ মঠে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ১১মার্চ্চ বুধবার ভক্তগণ নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া সহর নবদ্বীপ—কোলদ্বীপ পরিক্রমাকালে পোড়ামাতলা হইতে বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ সহর পরিক্রমা করেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় নৃত্যকীর্ত্তনরত শ্রীল আচার্য্যদেব ও পূজনীয় যতিবৃন্দের অনুগমনে ভক্তগণ পরমোল্লাসে নৃত্যকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। প্রতিবৎসরের ন্যায় পরিক্রমাকারি ভক্তগণ তেঘরিপাড়াস্থিত শ্রীদেবা-নন্দ গৌড়ীয় মঠে বরাহদেব দর্শনান্তে কিছু সময় প্রতীক্ষা করেন। তথা হইতে পুনঃ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নবদ্বীপ ধাম স্টেশন ও সেতু অতিক্রম করতঃ গৃহস্থ ভক্তগণের দ্বারা ব্যবস্থাপিত ৮টী রিজার্ভ বাসে উঠিয়া সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী, বিদ্যানগর, জান্নগর মামগাছি দর্শনান্তে রাত্রি ৮-৩০টায় ঘাটে আসিয়া পৌঁছেন। উক্তদিবস অপরাহ্নে বিদ্যানগর পরি-ক্রমাকারি ভক্তগণ পরমানন্দে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। গ্রামের নরনারীগণকেও প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

১০ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে উক্তমঠের সেবকগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য, ত্রিদণ্ডি-যতিবৃন্দ, ব্রহ্মচারিগণ ও কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

১২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমাকালে স্থানের ক্রমোন্নতি দর্শন করিয়া ভক্তগণ উল্লসিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতি বৎসরই তথায় ভক্ত-গণের আনুকূল্য শ্রীমন্দিরের সেবায় অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে সমর্পণ করেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে রাত্রির অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসুহৃৎ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রী-মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

২৮ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ শুক্রবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা সমস্তদিন উপ-বাস ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, সন্ধ্যায় শুভা-বির্ভাবকালে গৌরবিগ্রহের পূজা, মহাভিষেক, ভোগ-রাগ ও সংকীর্ত্তন সহযোগে উদ্‌যাপিত হয়। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন পূজারী শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। সন্ধ্যা-রাত্রিকের শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ভক্তগণ উদ্দণ্ডনৃত্য সহযোগে সংকীর্ত্তন করেন। রাত্রিতে ব্রতপালনকারী সহস্রাধিক নরনারীগণকে ব্রতানুকূল ফলমূল প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে অগণিত নরনারী বিচিত্র মহা-প্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথি শুভবাসরে শতাধিক পুরুষ মহিলা ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত ও শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন।

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে ২৮ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ শুক্রবার

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ গত বৎসরের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার ব্যয় নির্ব্বাহের আনুকূল্য সংগ্রহের যত্ন করেন (১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, তাঁহার সহায়ক শ্রীবাসুদেব দাসাধিকারী (২) শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমোহিনীমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরাম দাস ( যশড়া )। (৩) শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী ও তাঁহার সহায়ক শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ব্যবস্থায় মুখ্যদায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ। গ্রন্থবিভাগের সেবায় মুখ্যদায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রী-মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের স্বধাম প্রাপ্তিতে বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীশুকদেব দাস ব্রহ্মচারীকে মঠের বিবিধ সেবার পারঙ্গতিহেতু 'সেবা প্রাণ' গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। প্রতি বৎ-সরের ন্যায় এই বৎসরও গৌরপূর্ণিমা তিথিতে ভক্তি-শাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হয়। শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যা-পীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামো-দর মহারাজ বিদ্যাপীঠের গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

১৯৯৬-৯৭ সালের হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের ও Balance sheet-এর হিসাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সহি করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য চক্রবর্ত্তী এণ্ড নাথকে হিসাব পরীক্ষক রূপে নিয়োজিত করা হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ। তদ্বিষয়ে তাঁহার মুখ্য সহায়ক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ।

ইস্কন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে ১৪ মার্চ্চ অপরাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনবদ্বীপধামের ও শ্রীগৌরমণ্ডলের গুপ্তস্থানসমূহের পুনঃপ্রকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সংস্থাপিত ভক্তিবেদান্ত ট্রাস্টের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদেন এবং নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন।

# পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার—শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া :—** নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ও মঠের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের উদ্যোগে ও ব্যবস্থায় কৃষ্ণনগর শক্তিনগরস্থ শক্তিমন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ রবিবার এবং কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজারস্থ শ্রীমঠে ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ সোমবার—কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রী-চৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে দুইটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ-কুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রীমধুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী (হায়দ্রাবাদ), শ্রীমোহিনী-মোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবল-রাম দাস প্রভৃতি সন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারী সাধু-গণ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বহু গৃহস্থ ভক্ত—সর্ব্বমোট ৭০ মূর্ত্তি কৃষ্ণনগর মঠ হইতে আনীত রিজার্ভ বাসযোগে ১৫ মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় রওনা হইয়া উক্ত দিবস ১০ ঘটিকায় কৃষ্ণনগর মঠের সন্নিকটে যাইয়া পেঁছেন। তথা হইতে রিক্সাযোগে ও পদব্রজে সকলে শ্রীমঠে উপনীত হন। শ্রীমঠের উত্তরদিকস্থ সাধুনিবাসের দ্বিতল সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া সকলে উল্লসিত হন। উক্ত দিবস ও পর-দিবস মঠে মধ্যাহ্নে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শক্তিনগরস্থ ধর্ম্মসভায় বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের উদ্বোধনী ভাষণের পর ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা বৈশিষ্ট্য' নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ের উপর প্রচুর আলোক সম্পাত করেন।

শ্রীমঠে ধর্ম্মসভার ২য় অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ।

মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, পূজারী শ্রীরঘুপতি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী শ্রীপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী-কৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী (কালাচাঁদ), শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাসাধিকারী প্রভৃতির সেবা প্রযত্নে বার্ষিক বিশেষ ধর্ম্ম সম্মেলন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। মঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীনীরদবরণ দাসাধিকারীর পুত্র শ্রীচন্দ্রশেখর দাস মঠের গৃহনির্ম্মাণ ও শ্রীমন্দির সংস্কার সেবায় নিষ্কপটভাবে যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন।

**শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, নদীয়া ঃ—** যশড়াস্থিত শাখামঠ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ নৃত্য-গোপাল ব্রহ্মচারীর উদ্যোগে ও ব্যবস্থায় কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, (বৃন্দাবনের) শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্ম-চারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ও (অণ্ডালের) শ্রীনীলমাধব দাস এবং আসাম পার্টি সর্ব্বমোট ২৬ মূর্ত্তি রিজার্ভ ডিলাক্স মিনিবাসযোগে কৃষ্ণনগর মঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৩৫ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ যশড়া মঠে বেলা ১১টায় শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব মহারাষ্ট্রে মুম্বই সহরে প্রচারে থাকায় এবৎসর যশড়া মঠের বার্ষিক-উৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই। তিনি যশড়া মঠের মেলা-ময়দানের প্রাচীর ও সমুন্নতি দেখিতে পান নাই। এইজন্য নৃত্যগোপাল প্রভুর ইচ্ছায় তিনি যশড়া মঠের সমুন্নতি দেখিতে আসেন।

কলিকাতা হইতে নৃত্যগোপাল প্রভু গৌতম দাস সহ এবং শ্রীমায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক নারায়ণ মহারাজ উক্ত দিবস ১৭মার্চ্চ প্রাতে পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া পেঁছিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের সহিত যশড়া শ্রীপাটের দোলমঞ্চ মন্দির এবং প্রস্তাবিত শ্রীল গুরুদেবের ভজনকুটীর সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উক্তদিবস মঠে বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্ণে সভায় যশড়া শ্রী-পাটের ও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মহিমা সম্বন্ধে বলেন।

**রাজবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগণা ঃ**—উত্তর ২৪ পরগণা জেলার রাজবেড়িয়াস্থিত মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারী ( শ্রীঅন্নদাচরণ দেবনাথ ) এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারীর ( শ্রীগৌতম দাসের ) পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ যশড়া শ্রীপাট হইতে একটি মোটরযান ও একটি ট্রেকার যানযোগে ১৮ মার্চ্চ বুধবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য দীপাদি দ্বারা সম্পূজিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী ( বৃন্দাবন ), শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী ( হায়দরাবাদ ), শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস ( যশড়া ), শ্রীতরুণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ দাস। পরবর্ত্তিকালে যশড়া হইতে শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমায়াপুর হইতে ডাক্তার কালীপদ দেবনাথ ( শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী ) ও শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী উৎসবানুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে গৃহের প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ 'ভাগবত ধর্ম্ম' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহুশত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ নিত্য পূজিত হন। সভার অন্তে রাত্রিতে মহোৎসবে সমুপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর পুত্রগণ কৃষিকার্য্যের দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ক্ষেতোৎপন্ন সবজী বৈষ্ণবসেবার জন্য মাঝে মাঝে কলিকাতা মঠে প্রেরণ করেন। ১৯ মার্চ্চ শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের কলিকাতা যাত্রার প্রাক্কালে নিকটবর্ত্তী শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসের জামাতা শ্রীসন্তোষ দেবনাথের গৃহে বৈষ্ণবগণের প্রাতরাশের ব্যবস্থা হয়।

শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীবাসুদেব দাসাধিকারী, শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীসন্তোষ দেবনাথ এবং তাঁহাদের স্ত্রী পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে উৎসাহ খুবই প্রশংসার্হ।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ দুইটী মোটরযানে উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া আসেন।

**আনন্দপুর, মেদিনীপুর ঃ**—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর গ্রামের ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ১৪ মূর্ত্তি বৈষ্ণবসহ ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা হইতে পৌনে ৬টায় রওনা হইয়া হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রাতঃ ৬-৫৫ মিঃ-এ মেদিনীপুর লোকাল ধরিয়া মেদিনীপুর ষ্টেশনে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় পৌঁছেন। ষ্টেশন হইতে একটি মোটরকারে ও একটি ট্রেকারে যাত্রা করতঃ আনন্দপুর যাওয়ার পথে বক্‌ছড়ি গ্রামে তারক প্রভুর পরিচিত পালবাবুর গৃহে উপনীত হইলে প্রতীক্ষমান্ ভক্তগণ সংকীর্ত্তনের সহিত ও মাল্যাদি দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন; ভক্তগণের মধ্যে এক ব্যক্তি অভিনন্দন পত্রও পাঠ করেন, তথা হইতে পুনঃ যাওয়ার পথে কেশপুরে ও লাওরিয়া গ্রামের ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। আনন্দপুরে পৌঁছিতে বেলা ১-৩০ ঘটিকা হয়। স্থানীয় ভক্তগণ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের অনুগমনে অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর (ডাক্তার সরোজ রঞ্জন সেনের ) বাসভবনে আসিয়া উপনীত হন। ডাক্তারবাবুর দ্বিতলগৃহে সাধু ও ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে প্রচারানুকূল্যের জন্য আসেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু

ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী ( হায়দ্রাবাদ ), শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ও শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী। বাঁকুড়া কেঞ্জেকুড়াস্থিত শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ নিজসেবক শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারীসহ এবং মেদিনীপুর মঠ হইতে শ্রীঅজিতহরি ব্রহ্মচারী কতিপয় সেবকসহ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ শনিবার হইতে ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত আনন্দপুর জনপদের পালপাড়ায় নির্ম্মিত সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। স্থানীয় বিদ্যাসাগর বি-টি কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সত্যশঙ্কর গোস্বামী প্রত্যহ সভায় পৌরোহিত্য ও সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে মঠের বনচারী ব্রহ্মচারী সাধুগণ এবং স্থানীয় ভক্তগণ সুললিত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও হরিনাম-সংকীর্ত্তন করেন। সভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'সনাতন ভাগবত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য', 'ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সমাজ' ও 'মানব প্রগতিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান'। ধর্ম্মসভার শেষ দিবস রাত্রি ১০ ঘটিকার পর ভীষণ বর্ষা আরম্ভ হইলে রাস্তায় দণ্ডায়মান নরনারীগণ বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। আধাঘণ্টা বাদেই বর্ষা থামিয়া যায়, পরে যথারীতি সভার কার্য্য চলে। প্রত্যহই সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

২২ মার্চ্চ রবিবার সভামণ্ডপ হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ভক্তগণ নৃত্যকীর্ত্তন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের অনুগমনে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া আনন্দপুর জনপদের প্রধান প্রধান অঞ্চল সমূহ পরিভ্রমণ করেন। সংকীর্ত্তনে যোগদানকারী ভক্তগণকে চিড়া-ফল-মূল প্রসাদ দেওয়া হয়।

পূজামণ্ডপে প্রবেশে রাস্তার দুইপার্শ্বে বালক বালিকাকে সুসজ্জিত করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিনন্দনলীলা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২৩ মার্চ্চ সোমবার শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর গৃহে ও বিশ্বনাথ দের গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসবের আয়োজন হয়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ১১ মূর্ত্তি শ্রীহরিনামাশ্রিত হন।

শ্রীসনাতন দাসাধিকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গ বৈষ্ণবসেবার দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আনন্দপুরবাসী ভক্তগণও আন্তরিকতার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রযত্ন করেন।

কলিকাতা যাওয়ার পথে বৈষ্ণবগণের আহ্বানে মেদিনীপুরস্থিত শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার কার ও ট্রেকার যানযোগে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় আনন্দপুর হইতে রওনা হইয়া বেলা ৮ ঘটিকায় শিববাজারস্থ মঠে শুভ পদার্পন করেন। তথায় কিছু সময়ের জন্য বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করেন ও শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন আচার্য্য মহারাজও আশীর্ব্বাদ প্রদানমুখে কিছু কথা বলেন। উক্ত দিবস একাদশী তিথি থাকায় সকলে ফল মূলাদি প্রসাদ গ্রহণ করতঃ মেদিনীপুর মঠ হইতে পৌনে ৯টায় রওনা হইয়া মেদিনীপুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ৯-১৫ মিঃ এর লোকাল ট্রেন ধরিয়া অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হন। কলিকাতা মঠে ফিরিতে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকা হয়।

# শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং মঠের পরিচালক সমিতির সেবা পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীজগন্নাথজীউ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে বিগত ১৪ আষাঢ় (১৪০৫), ২৯ জুন (১৯৯৮) সোমবার হইতে ১৮ আষাঢ়, ৩ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের সেবা তত্ত্বাবধানে এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সমবেত প্রচেষ্টায় শ্রীমঠের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ১৫ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল বুধবার অক্ষয়তৃতীয়া তিথি হইতে ২১ দিন ব্যাপী চন্দনযাত্রা উৎসব, ২৬ জৈষ্ঠ, ১০ জুন বুধবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব, ১০ আষাঢ় ২৫ জুন বৃহস্পতিবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন অনুষ্ঠান, ১১ আষাঢ়, ২৬ জুন শুক্রবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব যথারীতি নির্ব্বিঘ্নে বিপুল সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রতিটী অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ প্রতিটী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ মুখে ভাষণ প্রদান করেন।

চন্দনযাত্রার দর্শনার্থীর দর্শন সৌকর্য্যার্থে চন্দন-সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর ও সুন্দর পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ পরমোল্লসিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র), শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ শর্ম্মা), শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী (দেরাদুন), শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী (হায়দ্রাবাদ), শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী (এস্ ভিক্টর) আটমূর্ত্তি কলিকাতা বিমানবন্দর হইতে ২৮ জুন রবিবার মধ্যাহ্নে ১২টা ৪০ মিঃ এর বিমানে, কিন্তু বিমানবন্দর হইতে উহা বেলা ১টা ১০ মিঃ-এ ছাড়িয়া অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ শতাধিক স্থানীয় ভক্তগণ সহিত বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে একই বিমানে আসিয়া পৌঁছেন নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীবালকিষণজী আগরওয়াল, তাঁহার জননী, স্ত্রী ও পুত্র চারিমূর্ত্তি, মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীমহাবীরপ্রসাদ আগরওয়াল তাঁহার স্ত্রীপরিজনবর্গ চারিমূর্ত্তি এবং আরও ছয় মূর্ত্তি নিউদিল্লীনিবাসী ভক্ত রামবাবুসহ পাঁচ মূর্ত্তি, মোট ১৪ মূর্ত্তি। গৃহস্থ ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা দ্বিতলে অতিথিভবনে হয়।

২৯ জুন সোমবার ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদজী প্রদীপ-প্রজ্জ্বালনপূর্ব্বক সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মহামান্য রাজ্যপালের শুভাগমন উপলক্ষে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে বলেন। রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভাপতিরূপে বৃত হন। নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ঃ—কৃষ্ণভক্তিই শান্তিলাভের উপায়।

মহামান্য রাজ্যপাল প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—'পূজ্য স্বামীজী মহারাজ আজকের বিষয়টী

পর্য্যালোচনা ক'রে আপনাদের নিকট সংস্থাপিত করেছেন। শান্তি ভারতে নাই. পৃথিবীর কোথাও নাই। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন—

'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥'

—গীতা ২।৬৬

'অবশীকৃত চিত্তের আত্মবিষয়িনী প্রজ্ঞা নাই। প্রজ্ঞারহিত ব্যক্তির পরমেশ্বরের ধ্যান হয় না, পরমেশ্বরধ্যানরহিত ব্যক্তির শান্তি নাই. শান্তিরহিত ব্যক্তির সুখ নাই। প্রাচীনকালে ভারতে এবং অন্য দেশের মনীষিগণ বলেন জীবনের বিকাশ না হ'লে শান্তি লভ্য হয় না। মিথ্যা অহঙ্কার থাকা পর্য্যন্ত শান্তি হয় না। অর্জ্জুন নিজে আদেশ ক'রে শিক্ষা দিয়াছেন কি ভাবে শান্তি হয়। তিনি সমস্ত অহঙ্কার ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ক'রে শান্তি লাভ করেছিলেন। ভগবানের নির্দ্দেশ—'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।'—গীতা ৮।৭। অতএব সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর এবং স্বধর্ম্ম যুদ্ধ কর। অর্জ্জুনো উবাচ 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥' গীতা ১৮।৭৩

অর্জ্জুন বলিলেন, 'হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হয়েছে, স্মৃতি লাভ হয়েছে, তোমার আজ্ঞায় অবস্থিত হয়েছি, সংশয় দূর হয়েছে, তোমার নির্দ্দেশ পালন করব।'

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্ম্মতির্ম্মম॥

—গীতা ১৮।৭৮

'যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেইখানেই শ্রী, বিজয়, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও ন্যায় বর্ত্তমান।'

উপাচার্য্য শ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্ত্তী সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—'শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসম্মেলনে উপস্থিত হ'তে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে স্বামীজীর ও মহামান্য রাজ্যপালের নিকট আপনারা বিস্তৃতভাবে শুনলেন। আমি বিজ্ঞান বিভাগের হ'লেও ধর্ম্মের সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ ছিল না, ইহা বলা যাবে না। আমার পিতৃদেব বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই। কেহ কেহ মনে করেন বিজ্ঞানের লোক ধর্ম্মকে মানে না। বিংশ শতাব্দীর শেষে বিজ্ঞান সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। আপনাদের সুবিদিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। জার্ম্মানীতে দেখলাম সেদেশের মহিলা ভারতীয় শাড়ী পরে, গীতা বিক্রয় করে। ত্রিপুরাতে সংঘাত অশান্তি ঠিক, কিন্তু ত্রিপুরার অধিকাংশ ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম সনাতনধর্ম্ম। সনাতনধর্ম্ম ব্যাপক—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম। ভৌগোলিক গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সর্ব্বজীবে প্রীতি হ'লে শান্তি হবে। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে নিত্য ভগবানের উপাসনা হয়, কীর্ত্তন হয়। এই পরিবেশে এলে শান্তি অনুভূত হয়।'

আগরতলা-দূরদর্শন অধিকর্ত্তা (Director) শ্রীওয়াই, এন্ জওহরী, শ্রীসীতেশ রঞ্জন পাল, আই-এ-এস্, ত্রিপুরা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ সুমঙ্গল সেন এবং ত্রিপুরা-লোকসেবা আয়োগের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব শ্রীঅগ্নিকুমার আচার্য্য যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন। আগরতলার শল্য-চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এইচ্, এস্ রায়চৌধুরী, ত্রিপুরা-পুলিশবিভাগের ডি-আই-জি শ্রীকে-কে ঝা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ দে চতুর্থ অধিবেশনে বিশেষ অতিথির এবং আগরতলা-সেণ্ট্রাল রোডের শ্রীমোহনলাল সাহা ও আগরতলা-বড়দোয়ালীর বিশিষ্ট ভাগবতকথক শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তার আসন গ্রহণ করেন। 'মঠ-মন্দিরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা', 'বিশ্বশান্তি সমস্যা-সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রেমধর্ম্ম' যথাক্রমে বক্তব্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ বক্তব্য বিষয়ের বিশ্লেষণমুখে দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। পশ্চিম ভারতের ভক্তগণ

এবং কতিপয় বিদেশী ভক্তও শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষাতেও বলিতে হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ। শ্রীল আচার্য্যদেব, সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তাগণের হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করতঃ শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। প্রত্যহ সভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতে মঠে ভক্ত-সমাবেশে হরিকথা বলেন।

১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই শনিবার শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদি সহ অপরাহ্ণ ৩-৩৫ ঘটিকায় শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে শুভযাত্রা করতঃ সুরম্য রথারোহণে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি রোড, গণরাজ চৌমুহনী, মোটর ষ্ট্যাণ্ড, কামান-চৌমুহনী, হাসপাতাল চৌমুহনী, আর্-এস্-এস্ চৌমুহনী, বিদুরকর্ত্তা চৌমুহনী ও রবীন্দ্রভবন চৌমুহনী পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাকর্ষণ ভক্ত্যঙ্গ পালনে সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গান-মুখে নৃত্য কীর্ত্তন করতঃ অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী ( শ্রীযোগেশ ), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদনদাস ব্রহ্মচারী। ত্রিপুরা সরকার হইতে ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু পুলিশ নিয়োজিত হইয়াছিল।

স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে এবং দূরদর্শনযন্ত্রের ( Television )-এর মাধ্যমে শ্রীমঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণের সারমর্ম্ম প্রচারিত হয়।

কতিপয় ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া কল্যাণীস্থিত শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারীর, শান্তিপাড়াস্থ শ্রীসন্দীপ সাহা ও শ্রীমতী ঝর্ণা সাহার, অরুন্ধতীনগরস্থ শ্রীহরিবল্লভ দাসাধিকারীর, টাউনপ্রতাপগড়স্থ শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাকের, উজানঅভয়নগরস্থ শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তীর, শ্রীমতী কল্যানী চক্রবর্ত্তীর গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। প্রত্যেক ভক্তের গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করেন নেতাজী মার্কেটস্থ শ্রীকানাইলাল সাহার বিপনীতে ও কল্যানীস্থ স্বধামগত শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারীর গৃহে।

নিম্নলিখিত ভক্তগণ বিভিন্ন দিনে উৎসবে আনুকূল্য করেন—শ্রীহরিচরণ প্রভু ( হারান সাহা ), শ্রীসন্দীপ সাহা ( শান্তিপাড়া ), শ্রীপরেশ চন্দ্র পাল ( মঠ চৌমুহনী ), শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা ( ঊষা কোং ), মঠাশ্রিত শ্রীনিতাই পাল, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক (টাউনপ্রতাপগড়), শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী ( উজানঅভয়নগর ), শ্রীমদনমোহন সাহা, শ্রীমধু মজুমদার এবং নতুন দিল্লী হইতে আগত অনুষ্ঠানে যোগদানকারী গৃহস্থ ভক্তগণ ৩ দিবস বৈষ্ণবসেবা দেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ জ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী ( শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেবনাথ ), শ্রীহরিপ্রসাদদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীসতীশ পাল, শ্রীমধুসূদনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীস্বপন চক্রবর্ত্তী, শ্রীসনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস, শ্রীমদ্ অগ্নিকুমার আচার্য্য, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীঊষারঞ্জন দেবনাথ, শ্রীহারান সাহা, শ্রীনিতাই পাল, শ্রীশৈলেন সাহা, শ্রীশ্যাফল সাহা, শ্রীদেবদাস রায়চৌধুরী, শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা ( ঊষা কোং ). শ্রীমতী রেবা সাহা, শ্রীকমল সাহা, শ্রীকানাইলাল সাহা, শ্রীসুবল দে, শ্রীরামদাস পাল প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে বার্ষিক অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে বিমানযোগে ৭ জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ৮ জুলাই

নিউদিল্লীতে শুভপদার্পণ করেন। ৯ জুলাই শ্রীগুরু-পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জুলাই মধ্যরাত্রিতে প্রচার-সঙ্ঘসহ ইউরোপ প্রচারে গমন করেন।

# শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাগর মহারাজের নির্য্যাণ

শ্রীগৌরাঙ্গমঠ ( কেশিয়াড়ী ) এবং খড়্গপুর, পুরী ও কলিকাতা-বেহালাস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রচারকবর পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শিষ্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাগর মহারাজ গত ১০ শ্রাবণ ( ১৪০৪ ), ২৬ জুলাই ( ১৯৯৭ ) শনিবার ভক্তগণকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক প্রয়াণে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

তিনি অসুস্থ হইয়া যখন খড়্গপুরে 'রাজ নার্সিং হোমে' চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি হইয়াছিলেন তখন তাঁহার গুরুদেব অসুস্থ-লীলাভিনয় করতঃ কলিকাতায় 'কিম্বার নার্সিং হোমে' ছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহবেদনা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই বোধ হয় তৎপূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গেলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল সন্ত গোস্বামী মহারাজ কিছুটা সুস্থ বোধ করিলে শ্রীমদ্ সাগর মহারাজের নির্য্যাণ-সংবাদ তাঁহাকে জানান হয়। উক্ত দুঃসংবাদ শুনামাত্রই তিনি বিরহ-ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন। তাহাতে প্রমাণিত হয় সাগর মহারাজ তাঁহার কত প্রিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণে ভিক্ষা করতঃ উৎসব করিয়াছিলেন, পরমপূজ্যপাদ শ্রীল সন্ত মহারাজও ভিক্ষা করতঃ সাগর মহারাজের বিরহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। গুরু-শিষ্যের এইপ্রকার গাঢ় মধুর সম্বন্ধ বিরল।

শ্রীমদ্ সাগর মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম ছিল মেদিনীপুরের ভগবান্‌পুর থানার অন্তর্গত জলি বিষ্ণুপুর গ্রামে। মহেশ পরিবারে বাংলা ১৩৩০ সালের ১৫ আশ্বিন অষ্টমী তিথিতে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা শ্রীবনমালী মহেশ ও মাতা অলঙ্গিনী মহেশ। পিতামাতা তাঁহার নাম রাখেন সুধীর। শৈশবকাল হইতেই তিনি ধীর ও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি গৃহশিক্ষক হিসাবে ছাত্রগণকে পড়াইতেন। তৎকালে সবং থানার অন্তর্গত বাঁশবনী গ্রামে শ্রীঅধর সামন্তের গৃহে শিক্ষকতা করাকালে তাঁহার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীমদ্ গোপাল প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকার হয় [ যিনি পরবর্ত্তিকালে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ সন্ত গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমদ্ বন মহারাজ নাম প্রাপ্ত হন ]। গোপাল প্রভু অমষি মঠের তত্ত্বাবধানতা করিতেন। তাঁহার গৃহে শ্রীমায়াপুর হইতে নবদ্বীপধাম পরিক্রমার ভিক্ষার জন্য বহু সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী আসিতেন। তজ্জন্য শ্রীসুধীরের বহু বৈষ্ণব-দর্শনের ও হরিকথা শ্রবণের সুযোগ হয়।

পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুধিষ্ঠির মহেশ সুধীরের সুস্নিগ্ধ স্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরবাবু সুধীরের বিবাহের

ব্যবস্থা করিলে বৈষ্ণব-সঙ্গে ঐকান্তিকতার সহিত শ্রীহরির আরাধনায় প্রবল ব্যাকুল হওয়ায় শ্রীসুধীর গোপাল প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। গোপাল প্রভুর প্রেরণায় তিনি রাত্রিশেষে সংসার ত্যাগ করতঃ মেদিনীপুরে শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ ও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর সহরে শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হয়। তিনি তথায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ সন্ত গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ তাঁহার প্রথম দীক্ষিত শিষ্য হন। তাঁহার দীক্ষা-নাম শ্রীসত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

শ্রীমদ্ সত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সতত গুরুপাদপদ্ম-সংস্পর্শে থাকিয়া শ্রীগৌরবাণী-প্রচারে নিমগ্নচিত্ত হইয়া তাঁহার গুরুদেবের প্রথম প্রতিষ্ঠিত কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের আদিতে হার্দ্দিক সেবা বিধান করেন। কয়েক বৎসর পরেই তিনি তাঁহার গুরুদেবের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাগর মহারাজ নামে খ্যাত হন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের প্রচার-জীবনে পৃথকভাবে মঠ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন নিত্য সঙ্গী। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি গুরুপাদপদ্মের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণার্থে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি খড়্গপুর মঠে 'শ্রীচৈতন্য আশ্রম প্রেস' সংস্থাপন করেন। পরে তাঁহার প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারও সংস্থাপিত হয়।

তিনি 'তৃণাদপি'-শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে গুরু-সেবৈকনিষ্ঠ হইয়া স্বয়ং আচরণমুখে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার স্নিগ্ধ স্বভাব ও বৈষ্ণবতায় প্রসন্ন হইয়া নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি একজন প্রকৃত বৈষ্ণবের সান্নিধ্য পাইলাম'। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল সন্ত গোস্বামী মহারাজ সেবকদের মধ্যে সেবার ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিলে সাগর মহারাজের সেবাদর্শকে উপমাস্বরূপ উল্লেখ করতঃ শাসন করিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও উদ্বেগ দেন নাই। তিনি শান্তি, প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা সকলের হৃদয়কে জয় করিয়াছিলেন। সেবকগণকে কখনও তিনি জোর করিয়া সেবা করান নাই, কেহ না করিলে নিজেই করিতেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল সন্ত গোস্বামী মহারাজ তাঁহার সেবাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরবর্ত্তী আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুপাদপদ্মের প্রকটকালেই তিনি চলিয়া গেলেন তাঁহার ধামে। শ্রীমদ্ সাগর মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের নাম, ব্রহ্মচারী নাম ও সন্ন্যাস নামের মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। তিনি ধীর, স্থির, সত্যনিষ্ঠ ও ভক্তির সাগর। বৈষ্ণবের মহিমা বাক্য-মনের অগোচর। তাঁহাদের কৃপাতেই তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তিত হইতে পারে।

বিগত ইং ১৯৯৫ সালে ১লা মার্চ্চ হইতে ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে যে বিরাট সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হইয়াছিল, উৎসবকমিটির সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাগর মহারাজের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উক্ত উৎসবে সদলবলে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি শ্রীমদ্ সাগর মহারাজের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টা সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন। দুর্ব্বল শরীর লইয়া তাঁহার ঐপ্রকার পরিশ্রমে তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। সাগর মহারাজ তাঁহার শরীরের প্রতি কোনদিনই ধ্যান দিতেন না। শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা মঠে থাকিয়া চিকিৎসার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিলেও তিনি ২।১ দিন থাকিয়াই চলিয়া যাইতেন মঠের দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যের জন্য। এইরূপ অপরিণত বয়সে তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবের প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

'কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥'

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ
(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ
(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

Regd. No WB/SC-258

From

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

..................................

Pin ..................................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্যবাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টত্রিংশ বর্ষ — ৯ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৪০৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

**মূল মঠ :—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন : ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন : ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন : ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন : ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন : ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন : ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন : ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন : ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন : ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন : ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ) ফোন : ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৪০৫
২৮ দামোদর, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, সোমবার, ২ নভেম্বর ১৯৯৮ | ৯ম সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

## "বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"

### সংকীর্ত্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বা

যেরূপ শাস্ত্রে, করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিত, নীললোহিতা, সুবর্ণা ও পদ্মরাগা—এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত অগ্নির কথা রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর চেতোদর্পণমার্জ্জনাদি সপ্তজিহ্বাশালী সংকীর্ত্তনাগ্নির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হইলে কখনও ভবের মূলোৎপাটন এবং অপুনর্ভবের চরমফল প্রেমা উদিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই সংকীর্ত্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বাকে সাতটী উপমাদ্বারা উপনীত করিয়াছেন। চিত্তকে দর্পনের সহিত, ভবকে মহাদাবাগ্নির সহিত, শ্রেয়ঃকে কুমুদের জ্যোৎস্না বা শুভ্রত্বের সহিত, বিদ্যাকে বধূর সহিত, আনন্দকে সাগরের সহিত, প্রেমকে অমৃতের সহিত, কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিকে অবগাহন স্নানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'প্রতিপদং' ক্রিয়াবিশেষণটী এই সাতটী বিশেষণের প্রত্যেকটির পূর্ব্বের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইবে। এই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনাগ্নি জগতের যাবতীয় অন্যাভিলাষ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত ও তপঃ—সমুদয়কে ভস্মসাৎ ও আত্মসাৎ করিয়া সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করিবে এবং বিশ্বের যেখানে যত সুমেধা হইয়াছেন ও হইবেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কুমেধোগণই অন্য সাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন ; কিন্তু সুমেধোগণই সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে অকৃষ্ণবরণ পুরটসুন্দরদ্যুতি কৃষ্ণবর্ণ মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণম্' 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহম্', 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মম' প্রভৃতি শ্লোকে প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন। সুমেধোগণের সপ্তজিহ্বাযুক্ত সঙ্কীর্তন-যজ্ঞাগ্নি শ্রীচৈতন্যমঠে

নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকুক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসঙ্কীর্ত্তন হইলেই সত্যযুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহাচ্চর্ন যুগপৎ সাধিত হইবে। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম পূর্ণভাবে থাকিলেও ধ্যানমাত্র হইত, ত্রেতায় ত্রিপাদধর্ম্মে যজ্ঞমাত্র হইত, দ্বাপরে দ্বিপাদধর্ম্মে অর্চ্চনমাত্র হইত ; কিন্তু কলিযুগপাবনাতারী শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাবে সঙ্কীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইলে যুগপৎ মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন সাধিত হইবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। সংকীর্ত্তনব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনুর সেবা হয় না, অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা হয় না, মহার্চ্চন সঙ্কীর্ত্তন আবশ্যক। যোগিগণের সাধন—ধ্যানে গোপিকাগণ তৃপ্ত হইতে পারেন না। দূরের জিনিষ—অপ্রাপ্ত জিনিষ—আবৃত জিনিষ ধ্যানের যোগ্য। আপনার হইতে আপনার জিনিষ, সহজ সর্ব্বস্ব জিনিষ, নিত্য আলিঙ্গিত বস্তু দূরের বস্তুর ন্যায় ধ্যানের যোগ্য নহে—

"চিত্ত কাঢ়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নাহি কাঢ়িবারে।
তা'রে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।"

### আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

ধ্যানৈশ্বর্য্য, যজ্ঞৈশ্বর্য, অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের আভাসেও গোপীর বিরাগ। আচার্য্য শ্রীরামানুজ অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের কথা জগতে প্রচার করিয়া বহু অর্চ্চন বিমুখ অনর্থ-পীড়িত ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যে আচার্য্য রামানুজ মায়াবাদমত্তহস্তীকে প্রবলবেগে দলিত করিয়া জগতে মহাবরণীয় বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এরূপ মহা বৈষ্ণবও সঙ্কীর্ত্তনৈকলভ্য কৃষ্ণ-প্রেমের মধুরিমা বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্রীধাম মায়াপুরে সেনবংশীয় রাজগণের সভাকবি জয়দেব একদিন ইঙ্গিতে খানিকটা গৌরাবির্ভাবের গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।

### "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং"-শ্লোকের গূঢ় তাৎপর্য্য

শ্রীজয়দেব-সরস্বতী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এরূপভাবে গান করিয়াছেন,—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ-কেলয়ঃ ॥"

"হে রাধে, নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমালতরুনিকরে কৃষ্ণবর্ণ, নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ হইবে না ; সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে যাও! —নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষ-ভানুনন্দিনী হরির সহিত মিলিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই রাধা-মাধবমিলিতযুগলের যমুনাকূলে বিরলকেলি জয়যুক্ত হউন।"

পূজারী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়া-ছেন, তাহার দ্বারা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মহানুভব বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব সরস্বতী এই গৌরচন্দ্রিকা যেভাবে প্রকাশিত করিয়া-ছিলেন, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাযোগপীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব ও স্বতন্ত্র রূপে রাধামাধব-মিলিততনু গৌরশশধরের প্রকট লক্ষিত হয়। পার-মার্থিক আকাশ নানামতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বৃন্দা-বিপিনের তরুনিকরের মাধুর্য্যময়ী সুষমা নানাপ্রকার আবরণে লোকলোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে, দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া "মামেকং শরণংব্রজ", "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" প্রভৃতি যে সকল সাক্ষাদ্‌বাণী নিজো-দ্দেশে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশা ও নেশা প্রবল হইলে জীবকুল স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেই সকল বাণীকে আসুর-বুদ্ধিতে দম্ভময়ী বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে ; সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে না। লোকলোচনে শ্রীকৃষ্ণের এই ভীরুতার প্রতীতিকে প্রশমিত করিবার জন্য বৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রী-কৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক। সুতরাং 'গৃহং প্রাপয়' অর্থাৎ গৌরগৃহং মহাযোগপীঠং প্রাপয়', গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধামাধবমিলিততনু হইয়া

গমন কর—নন্দগৃহ বা পুরন্দর জগন্নাথমিশ্রগৃহ যোগপীঠে গমন কর।

নন্দের অপর একনাম—বসুদেব। যদিও আমরা চতুর্থ স্কন্ধে 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্' শ্লোকে খানিকটা ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার দেখিতে পাই, তথাপি বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। রাধামাধব-মিলিততনুর আবির্ভাবের অধিবাসোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-মুখে সাধিত হউক, অন্য সমস্ত চিন্তাস্রোতঃ সঙ্কীর্ত্ত-নাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণনামাগ্নি, কৃষ্ণ-ধামাগ্নিতে বিশ্বের নিখিল চেতন ইন্ধন হউক। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে গঙ্গাদেবী, তৎকূলে রাধা-মাধবমিলিত-যুগলের রহঃকেলি যে সঙ্কীর্ত্তনরাস, তাহা জয়যুক্ত হউক।

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪৫ পৃষ্ঠার পর ]

ওঁ হরিঃ ॥ নির্গুণ শ্রদ্ধামূলাহি বৈধী ভক্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১১৫ ॥

বৃহদারণ্যকে। কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধাধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব ॥ শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ভাগবতে। সাত্ত্বিকাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামসধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তি-যোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ গীতায়াং। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ শ্রীরূপঃ। আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ নিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠ রুচিস্ততঃ। তথাসক্তিস্ততো ভাবাস্ততঃ। প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ১১৫ ॥

বৈধী ভক্তি নির্গুণ শ্রদ্ধা মূলা ॥ ১১৫ ॥

বৃহদারণ্যকে,—কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয় ইত্যাদি সমস্তই মন। ভগবন্, আমি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ভাগবতে,—আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মশ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী, মৎসেবায় যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণ। যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন, এবং যাহার—বিষয়েতে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশপুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে ॥ গীতায় ভগবান্ বলেন,—সকামকর্ম্মরত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানযোগী তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকামকর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও। যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি সর্ব্ব-যোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব হে পার্থ, তুমি সেইপ্রকার যোগী অর্থাৎ ভক্তি যোগী হও ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—ভক্তিমার্গের সাধকগণের প্রেম উদয়ের ক্রমপন্থা যথা,—প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং পরিশেষে প্রেম [ ১১৫ ]

ওঁ হরিঃ ॥ রুচি মূলাহি রাগানুগা ভক্তিঃ ॥ ওঁ হরিঃ ॥ ১১৬ ॥

বৃহদারণ্যকে। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োঃ বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা ॥ ভাগবতে। হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগন্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীজীবঃ। বিষয়িনঃ স্বাভাবিকো বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুং সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ইত্যাদৌ। তদেবং তদভিমান লক্ষণ ভাব বিশেষেণ স্বাভাবিকরাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্রাগ প্রযুক্তা শ্রবণকীর্তনস্মরণপাদসেবনবন্দনাত্ম-

নিবেদন প্রায়া ভক্তিস্তেষাং রাগাত্মিকা ভক্তি রিত্যুচ্যতে। যস্য পূর্ব্বোক্ত রাগ বিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পণ্ডিবপাটীরপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ততে ॥ ১১৬ ॥

ব্রজবাসীদিগের সেবানুকরণে রুচিই রাগানুগা-ভক্তির মূল ॥ ১১৬ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর ॥ ভাগবতে। সেই হরিগুণে আক্ষিপ্তচিত্ত নিত্যবৈষ্ণবজনপ্রিয় বাদরাদরায়ণি ভগবান্ শুক এই বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি সন্দর্ভে বলেন,—বিষয়ীর বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী স্বাভাবিকী প্রীতিই রাগ নামে কথিত হয়। 'আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ্ এবং ইষ্টদেব হইয়া থাকি' ইত্যাদিবাক্যে। অতএব এইরূপে তত্তদভিমানরূপ ভাব বিশেষ দ্বারা স্বাভাবিকরাগের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি হইলে তদ্রাগযুক্তা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ পাদসেবন বন্দনাত্মনিবেদন প্রায়া তাঁহাদের ভক্তি 'রাগাত্মিকা ভক্তি' নামে কথিত হয়। যাঁহার পূর্ব্বোক্ত রাগবিশেষে রুচিমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু স্বয়ং রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই, অনন্তর রুচিদ্বারা তদীয় রাগের অনুগমনশীলা সেই রাগানুগা ভক্তি তাঁহারই সম্বন্ধে প্রবৃত্তা হইয়া থাকে [ ১১৬ ]

ওঁ হরি ॥ মহিমা জ্ঞানযুক্তো হি প্রথমা ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ১১৭ ॥

মুণ্ডকে। দ্বেচিদ্যে বেদিতব্যে পরাচৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি ॥ পঞ্চরাত্রে। মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্তঞ্চ সুদৃঢ়ঃ সর্ব্বথাধিকঃ ॥ স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তথা সাষ্ট্যাদি নান্যথা ॥ শ্রীরূপঃ। মহিমাজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাং ॥ শ্রীজীবঃ। ততো বিধিমার্গ ভক্তি বিধিমাপেক্ষতি সা দুর্ব্বলা।
॥ ১১৭ ॥

বৈধীভক্তি মহিমা জ্ঞানযুক্তা ॥ ১১৭ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে। অঙ্গিরা মুনি শৌনককে বলিলেন,—দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে। পরা ও অপরা ভেদে এই বিদ্যা দুইপ্রকার তন্মধ্যে অপরা হইতেছে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ইত্যাদি ॥ পঞ্চরাত্র বলেন,—মাহাত্ম্যজ্ঞান কথন দ্বারা সর্ব্বতোভাবে এই ভক্তি সুদৃঢ় হইবে। ভগবানের প্রতি সাধকের স্নেহকেই ভক্তি বলা যায়। ইহা সাষ্টি, সামীপ্য ইত্যাদি প্রকার ॥ শ্রীরূপ বলেন,—বিধিমার্গাবলম্বী ভক্তগণ ভগবানের মহিমা জ্ঞান দ্বারা যুক্ত হন ॥ শ্রীজীব বলেন,—বিধিমার্গের এই ভক্তি শাস্ত্র-বিধির অপেক্ষা করে, অতএব ইহা ভগবদ্বশীকরণে অল্পশক্তিবিশিষ্টা। [ ১১৭ ]

ওঁ হরিঃ ॥ কেবলাহি দ্বিতীয়া প্রবলা চ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ১১৮ ॥

মুণ্ডকে। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্ত্র তদদৃশ্য মগ্রাহ্য মগোত্র মবর্ণ মচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ভাগবতে। গোপ্যঃ কাম দ্ ভয়াৎ কংস দ্বেষ্যাচ্চৈদ্য দয়োনৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ শ্রীরূপঃ। রাগানুগাশ্রিতানাং তু প্রায়শঃ কেবলা ভবেৎ ॥ শ্রীজীবঃ। ইয়ঞ্চ স্বতন্ত্রৈব প্রবর্ত্ততে ইতি প্রবলা চ জ্ঞেয়া ॥ ১১৮ ॥

রাগানুগা ভক্তি কেবলা এবং বৈধী ভক্তি অপেক্ষা প্রবলা ॥ ১১৮ ॥

মুণ্ডকে,—অতঃপর পরা বিদ্যার নির্দ্দেশ করিতেছেন, যে বিদ্যা দ্বারা সেই অধিকারী পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। সেই ব্রহ্ম প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, হস্ত দ্বারা অগ্রাহ্য, তাঁহার কোন প্রাকৃত বংশ পরিচয় নাই, প্রাকৃত হস্তপদাদিশূন্য। তিনি নিত্য, কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিজ অচিন্ত্য ঐশী শক্তি দ্বারা দেব, মনুষ্য, তির্য্যগাদি সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন দেহে অন্তর্য্যামিরূপে প্রতিভাত, বিশ্বব্যাপক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ; এই নিত্য চিন্ময় সবিশেষ ব্রহ্মবস্তু অপচয় রহিত, সর্ব্বকারণকারণ সেই পরমপুরুষকে ধীর ব্যক্তিগণ পরাবিদ্যার দ্বারা নিজ হৃদয়মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ভাগবতে,—নারদ কহিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাবেশ দুই প্রকার অর্থাৎ রাগাবেশ ও বৈধাবেশ। কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকল রাগধর্মী অর্থাৎ রাগ অথবা রাগধর্ম্ম-

প্রাপ্ত তদ্বিপরীত ধর্ম্মরূপ দ্বেষ। সাধনপ্রাপ্তা গোপীগণ কাম হইতে কৃষ্ণাবেশ প্রাপ্ত হন। কংস—ভয় হইতে, শিশুপাল—দ্বেষ হইতে, বৃষ্ণিগণ—সম্বন্ধবুদ্ধি হইতে এবং তোমরা পাণ্ডবগণ স্নেহ হইতে কৃষ্ণাবেশ লাভ করিয়াছ। আমরা ঋষিগণ বিধিবুদ্ধি হইতে কৃষ্ণভজন করি। ইহার মধ্যে ভয় ও দ্বেষ প্রতিকুল বলিয়া ভক্তদের গ্রহণীয় নহে। কাম, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে রাগভক্তি আছে॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—রাগাশ্রিত ভক্তগণ প্রায় শুদ্ধ স্বাভাবিক অনুরাগকেই অবলম্বন করেন॥ শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—রাগানুগা ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্তিত বলিয়া জানিবে। [১১৮]

ওঁ হরিঃ॥ আসক্তি পর্য্যন্তা সাধনভক্তিঃ হরিঃ ওঁ॥ ১১৯॥

মুণ্ডকে। বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ শ্রীনারায়ণ পঞ্চরাত্রে। ভাবোন্মত্তো হরে কিঞ্চিন্নবেদ সুখমাত্মনঃ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী। বৈধভক্ত্যধিকারিত্বে ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ। অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥ সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিং। হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ॥ ১১৯॥

শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি॥ ১১৯॥

মুণ্ডক বলেন,—সত্যনিষ্ঠাদি সাধনদ্বারা প্রাপ্য সেই পরম নিধান বস্তু স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সর্ব্বাধিক বৃহৎ অপ্রাকৃত বলিয়া প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁহার রূপ অচিন্ত, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, তিনি চন্দ্র সূর্যেরও আলোক প্রদাতা, প্রকৃতির অতীত পরব্যোমে তিনি অবস্থিত, আবার ভক্তগণের তিনি অত্যন্ত সমীপে বর্ত্তমান, যাঁহাকে হৃদয়-গুহার মধ্যেই তত্ত্ববিদ্‌গণ দর্শন করেন॥ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—হে পার্বতি শ্রীহরির ভাবে উন্মত্ত ব্যক্তি পরমানন্দে উন্মত্ত ব্যক্তি পরমানন্দে উন্মত্ত হইয়া আত্মবিষয়ক সুখ-দুঃখ কিছুই জানিতে পারেন না। রূপগোস্বামী বলেন,—এই প্রকরণে বৈধভক্তির অধিকারী ব্যক্তি রতির আবির্ভাবকাল পর্যান্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করে। সাধনের অভিনিবেশ নিষ্ঠা প্রথমতঃ ভক্তিতে রুচি উৎপাদন এবং শ্রীহরিতে আসক্তি জন্মাইয়া রতির উদয় করে। [১১৯] (ক্রমশঃ)

# সেবাপরাধ

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

জীবমাত্রেই যখন স্বরূপতঃ সৎ ও ভগবানের সেবক তখন একমাত্র সদ্বস্তু ভগবান্ ও ভগবানের আত্মীয় স্বজনগণের অর্থাৎ ভক্তগণের কায়মনোবাক্যে সেবা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা বর্ত্তমানে পরজগৎ হইতে অনন্তকোটী-যোজন দূরে অবস্থিত এই নশ্বর জগতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে ভগবানের সেবা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া ভগবান্ অহেতুকী কৃপাপূর্ব্বক আমাদের মঙ্গলের জন্য পরজগৎ হইতে এ জগতে শ্রীনামরূপে, শ্রীবিগ্রহরূপে নামিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার এই মঙ্গলময় আবির্ভাবের কথা সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া আমরা তাঁহার চরণে শরণগ্রহণপূর্ব্বক যাহাতে নিরন্তর সেবা করিতে পারি এবং মহাজনানুমোদিত রাজকীয় সেবা-সরণি ধরিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারি তজ্জন্য দয়াময় ভগবান্ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম নিজজন শ্রীগুরুদেব—সাক্ষাৎ নিত্যানন্দকে ও গুরুপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে এজগতে প্রেরণ করিয়া আমাদের সৌভাগ্যাকাশে উদিত করাইয়াছেন। তাই বর্ত্তমানে বিরূপ ছাড়িয়া স্বরূপ ফিরিয়া পাইবার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের হইয়াছে। এখন যদি আমরা সেবায় নিযুক্ত হইতে না পারি তাহা হইলে এমন সুযোগ পাইয়াও আমাদের সুবিধা হইল না। সেবা-বিষয়ে জ্ঞান না হইলে সেবাপরাধ অবশ্যম্ভাবী।

শুদ্ধা সেবার ফল যেমন কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা প্রেম, সেইরূপ নামাপরাধের ফল তাঁর বিপরীত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ অর্থাৎ ভোগ বা কাম। সেবা প্রেমদা, সুখদা, শুভদা আর সেবাপরাধ কামদ, শোকদ ও দুঃখের জনকস্বরূপ; সুতরাং সেবাপরাধের বিষয় সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া সতর্কতাবলম্বনপূর্ব্বক সেবা করা বিধেয় বলিয়া আমরা অদ্য এতদ্‌বিষয়ে দুই একটী কথা আলোচনা করিতেছি।

শ্রীনামাপরাধ ব্যতীত শ্রীমূর্ত্তিসেবা-সম্বন্ধেও শাস্ত্রে নানাবিধ অপরাধের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সমস্ত অপরাধের কথা বিবৃতি করা দুঃসাধ্য। তাই আমরা আগম শাস্ত্রে যে দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা বর্ণন করিতেছি। যথা—(১) যান অর্থাৎ শিবিকাদিতে আরোহণ অথবা পদে পাদুকা প্রদান করতঃ ভগবদ্‌গৃহে গমন, (২) ভগবৎপ্রীত্যর্থে কৃত উৎসবাদি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় জন্মাষ্টমী, দোল প্রভৃতি উৎসবের অকরণ, (৩) ভগবানের সম্মুখে প্রণাম না করা, (৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে অথবা অশৌচে ভগবদ্-বন্দনাদি, (৫) এক হস্ত দ্বারা প্রণাম (৬) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রদক্ষিণ, (৭) ভগবানের অগ্রে পাদপ্রসারণ, (৮) পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ ভগবানের অগ্রে হস্ত দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (৯-১৮) শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন, ভোজন, মিথ্যাকথন, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, রোদন, কলহ, কাহারো প্রতি নিগ্রহ, কাহারও প্রতি অনুগ্রহকরণ, সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ, (১৯) কম্বলের আবরণ অর্থাৎ কম্বল গায়ে দিয়া সেবাদিকার্য্য করিবে না, কিজানি তাহা হইতে লোম স্খলিত হইতে পারে, (২০-২৩) ভগবদ্ অগ্রে পরনিন্দা, পরস্তুতি, অশ্লীল ভাষণ অর্থাৎ গালি দেওয়া, অধোবায়ু পরিত্যাগ। (২৪) সামর্থ্য থাকিতেও অল্প উপচার দান অর্থাৎ পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি আহরণ করিয়া পরিপাটিরূপে ভগবৎপূজাদি নির্ব্বাহ করিতে সামর্থ থাকিতেও সংক্ষেপে জল মধ্যে পূজাদিনির্ব্বাহকরণ অথাৎ অর্থসামর্থ থাকিতেও কুণ্ঠা প্রকাশপূর্ব্বক অল্পব্যয়ে ভগবৎপূজাকরণ, (২৫) অনিবেদিত ভক্ষণ, (২৬) যেকালে যে ফল বা শস্যাদি উৎপন্ন হয় সেকালে তাহা ভগবানে প্রদান না করা, (২৭) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান, (২৮) শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠাদি প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, (২৯) শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অন্যকে অভিবন্দন, (৩০) গুরুদেবে মৌন অথাৎ গুরুদেবের কোন স্তবাদি না করিয়া তূষ্ণীভাবে অবস্থিত হওন, (৩১) আপনার স্তুতিকরণ অর্থাৎ আপনি আপনার প্রশংসাকরণ, (৩২) দেবতানিন্দন—এই বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ ব্যতীত বরাহপুরাণে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপরাধের কথা বর্ণিত আছে তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি। যথা—রাজান্নভক্ষণ, অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির উপাসনা করা, বাদ্য না করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন, যে দ্রব্যের প্রতি কুক্কুর দৃষ্টি করিয়াছে তদ্দ্বারা ভিক্ষাদ্রব্য সংগ্রহকরণ, পূজাকালে মৌনভঙ্গ, পূজা করিতে মলত্যাগার্থ গমন, গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া অগ্রে ধূপ দেওন, অযোগ্য পুষ্প পূজন, দন্তধাবন না করণ, স্ত্রীসম্ভোগ, রজস্বলাস্ত্রীস্পর্শ, শবস্পর্শ, রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত বস্ত্র ও মলিনবস্ত্র পরিধান; মৃতদর্শন, অপানবায়ু পরিত্যাগ, ক্রোধকরণ, শ্মশানগমন, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে কুসুম্ভ অর্থাৎ গাঁজাপান, পিন্যাক অর্থাৎ অহিফেন ভোজন, এবং তৈলমর্দ্দন করিয়া হরিস্পর্শ, হরিসেবা, ভগবৎশাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন, ভগবানের অগ্রে তাম্বুলচর্ব্বণ, এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, আসুরিককালে ভগবৎপূজা, পীঠ অথবা ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক পূজন, স্নানকালে বামহস্ত-দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শন, পর্য্যুষিত অথবা যাচিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, পূজাকালে থুৎকার নিক্ষেপ, পূজাকালে স্বীয় গর্ব্ব প্রতিপাদন অর্থাৎ আমি বড় পূজক ইত্যাদি মনন, তির্য্যকপুণ্ড্র ধারণ, পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, অবৈষ্ণবের পাক করা অন্ন ভগবানকে নিবেদন, অবৈষ্ণবের সম্মুখে বিষ্ণুপূজন, গনেশকে পূজা করিয়া এবং কপালি অর্থাৎ স্বনামখ্যাত নীচ জাতিকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজন, নখপৃষ্ট জলে শ্রীমূর্ত্তির সেবন, ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বিষ্ণুপূজন, নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন, ভগবানের নামে শপথাদি করণ ইত্যাদি।

সেবাপরাধ অসংখ্য। আমরা তন্মধ্যে কিছু কিছু

সংক্ষেপে সমালোচনা করিবার প্রয়াস পাইলাম। শাস্ত্রে যে সকল অপরাধের কথা আছে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেগুলিকে বরাহপুরাণ-মতে সাধ্যমত যত্নাভাব, অবজ্ঞা, অপবিত্রতা, নিষ্ঠাভাব ও গর্ব্ব, এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, অর্থ আছে অথচ শ্রীমূর্ত্তিসেবনে নিয়মিতরূপে উৎসব করা হয় না। সামর্থ্য থাকিতেও গৌণোপচার দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ করা, যেকালে যে দ্রব্য বা ফল পাওয়া যায় তাহা যত্নপূর্ব্বক ভগবানকে না দেওয়া, ভগবানের স্তব, বন্দনা, দণ্ডবন্নতি না করিয়া অবস্থিত হওয়া। প্রদীপ না জ্বালিয়া ভগবদ্ গৃহে প্রবেশ। সাধ্যমত যত্নাভাব হইতে, এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগণ একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলেই অনায়াসে এই সকল অপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।

যানারোহণ বা পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা, একহস্ত দ্বারা বা নাসিকাহস্তে প্রণাম, অঙ্গুলিদ্বারা ভগবন্মূর্ত্তি নির্দ্দেশ শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধনে স্তব পাঠ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন, ভোজন ইত্যাদি শারীরকর্ম্ম, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পরে কথোপকথন বিষয়ান্তরচিন্তায় রোদন, কলহ, অন্য ব্যক্তির সহিত আলোচনা, অধোবায়ু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নৈবেদ্যে অর্পণ, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্ত্তি দশন ( যেকালে বাহির হন সে-সময় ব্যতীত অন্য সময় দশন ) এই কার্য্যসকল সেরূপ সম্বন্ধে অবজ্ঞা।

উচ্ছিষ্ট বা অন্যপ্রকার অশুচিতে ভগবন্মন্দিরে গমন, পশুলোমযুক্ত বস্ত্রাবরণে ভগবানের সেবাকরণ, পূজাসময়ে থুৎকার, সেবা-সময়ে অন্যবিষয়ে চিন্তা ইত্যাদি নানাপ্রকার অপবিত্রতার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবৎ-সেবার পূর্ব্বে জলগ্রহণ, অনিবেদিত অন্নগ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসেবাদি দর্শন না করা, নিজ প্রিয়বস্তু ও কালোদিত ফল অর্পণ না করা, হরিবাসর পালন না করা, এসমস্ত সেবাপরাধগুলি নিষ্ঠাভাব হইতেই হৃদয়ে স্থান পায়। সেবাকালে আপনাকে নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্দাস বলিয়া জানা দরকার তাহা না করিয়া আপনার প্রশংসা কীর্ত্তন বা আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান করার নাম সেবাকালীন গর্ব্ব। অনেক সামগ্রী ও আড়ম্বরের সহিত শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিয়া আপনার মহত্ত্ব বিবেচনা করিলে গর্ব্ব হয়।

যাঁহারা আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা এই বিপজ্জনক সেবাপরাধ হইতে সতর্ক হইয়া সাধুর আনুগত্যে শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিলে তাঁহাদের অমঙ্গলের আর সম্ভাবনা থাকে না। সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও মনুষ্য যদি ভগবৎসেবার্থ ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুসেবা করিবার সৌভাগ্য পায় তাহা হইলে সে সেইসকল অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। গুরুকৃপায় নিকট অসম্ভব বলিয়া কোনও কথা নাই। গুরুকৃপাকণার লেসমাত্র পাইলেও অসাধ্য কার্য্যও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে ; এমন কি, বেদেরও অগম্য এবং দেবমুনিবৃন্দেরও দুর্ল্লভ অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকরণ অতীব সুলভ ও সহজ হয় ; সুতরাং গুরুদেবকে গুরুবুদ্ধি করিয়া—তাঁহাকে ভগবান বা ভগবৎপ্রেষ্ঠ জানিয়া নিরন্তর, তাঁহার ও তৎপ্রেষ্ঠ গৌরের শুদ্ধসেবালাভের জন্য নিষ্কপট ও ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তাই বলি, গুরুদাসই কৃষ্ণদাস, এতদ্ব্যতীত অন্য কেহই কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণকৃপালাভের যোগ্য নহে এবং এই সেবাপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই বা থাকিতেও পারে না। সাধু সাবধান !

# বেণু-গীত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫০ পৃষ্ঠার পর ]

যিনি শ্যামসুন্দরের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য নিরন্তর পান করিয়াছেন। "জুষ্টম্ চুম্বন ঘ্রাণাদিনাসেবিতম্, নিপীতং নিতরাপীতং"। এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দকে অমৃতময় নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন অথবা যিনি তাঁহার মুখ-চন্দ্রের প্রেমপূর্ব্বক চুম্বন করিয়াছেন বা তাঁহার দিব্য অদ্ভুত সুগন্ধকে আঘ্রাণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনই সফল হইয়াছে।

প্রেমপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র-সৌন্দর্য্য দর্শন করা পরম ফল নহে, কিন্তু তাঁহার অধরামৃতের মাধ্যমে মুখচন্দ্র-সৌন্দর্য্য সুধা পান করাই জীবের জীবনের চরম পরম ফল। সেই সুখের বর্ণন প্রাকৃত বাণীর দ্বারা হইতে পারে না। "যদ্বা জুষ্টং প্রীত্যা দৃষ্টি-মিদমেব পরং ফলং ন, কিন্তহি পরং ফলং তদাহঃ। নিপীতং অধরামৃতং পানদ্বারা নিপীতমিদমেব পরং ফলং।"

শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকার? গোপীরা বলিতেছেন— "বক্ত্রং অনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষম্"। তাঁহার মুখ 'অনুরক্ত কটাক্ষ-মোক্ষম্' অর্থাৎ কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টি-প্রেমপূর্ণ চিত্ত সদা অনুরাগিগণের দৃষ্টিকারী। গোপী-গণ ত' মোক্ষ চায় না, তাঁহারা কেবল কটাক্ষ মোক্ষেরই অভিলাষ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ত' কটাক্ষ দৃষ্টিই মোক্ষ।

"অনুবেণু" সদা বংশীর পশ্চাতে থাকেন, নিরন্তর মুরলীবাদনে তৎপর তিনি; প্রেমিক লোক প্রেমপূর্ণ চিত্তে যাঁহাকে সদা-সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন, অথবা যাঁহার কটাক্ষ মোক্ষ অত্যন্ত স্নিগ্ধ কিংবা কটাক্ষ-মোক্ষ-লজ্জা, ধৈর্য্য, ভয়াদিকে মুক্তিপ্রদান-কারী, তিনি 'কটাক্ষ-মোক্ষম্'। অর্থাৎ প্রেমবতীগণের লজ্জা, ধৈর্য্যাদিবন্ধন হইতে অনুরক্তজনের মুক্তি দেন, "অনুরক্তকটাক্ষ-মোক্ষম্ শ্রীকৃষ্ণঃ"।

দ্বারকাবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কমল-নয়ন অচ্যুত! যখন আপনি নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের মিলনের জন্য হস্তিনাপুর বা মথুরায় চলে যান, তখন আমাদের এক এক ক্ষণকালকে কোটি-কোটি বর্ষের সমান সুদীর্ঘ হইয়া যায়। আপনাকে বিনা আমাদের দশা সেই প্রকারই হইয়া যায় যে, যেপ্রকার সূর্য্য বিনা নেত্রের। অর্থাৎ সূর্য্য উদিত না হইলে যেপ্রকার চতু-র্দ্দিক অন্ধকারপরিপূর্ণ আচ্ছন্ন থাকে তদ্রূপ আপনি বিনা সমস্ত জগৎ অন্ধকার আমাদের।

"যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসমারমোভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দি দৃক্ষয়া।
তত্রাব্দ কোটি প্রতিভঃ ক্ষণো ভবেৎ
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্ত বাচ্যুত॥"

হে নাথ! আপনার পাবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ তাপ-শোষণকারী। হে ভগবন্! সুন্দর হাসদ্বারা শোভায়-মান্ আপনার মুখচন্দ্র দর্শন বিনা আমরা কিপ্রকারে জীবিত থাকিতে পারি?

"কথং বয়ং নাথ চিরোষিতেত্বয়ি
প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিল তাপ শোষণম্।
জীবমতে সুন্দর হাস শোভিতম্
পশ্যামানা বদনং মনোহরম্॥"

চূতপ্রবাল বর্হস্তবকোৎপালব্জ
মালানুহনুপৃক্ত পরিধান বিচিত্রবেষৌ।
মধ্যেবিরেজতুরলং পশুপাল গোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্বচ গায়মানৌ॥ ৮॥

অনুবাদ—অপর কোন কোন গোপী কহিল—হে সখীগণ! নূতন আম্রপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পস্তবক, উৎপল ও পদ্মনির্ম্মিত মালা মধ্যে মধ্যে সংযুক্ত আছে, এইরূপ নীলবর্ণ ও পীতবর্ণ বস্ত্রের দ্বারা বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া বলরাম শ্রীকৃষ্ণ কখন কখন বেণুগীত করিতে করিতে নাট্যশালায় নটবরদ্বয় যেমন শোভিত হইয়া থাকে, সেইরূপ গোপবালকগণের সভায় মধ্য-স্থলে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া থাকেন। আহা! গোপবালকগণের কি সৌভাগ্য।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোক পূর্ব্ব শ্লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখা যায় না। ইহার কারণ এই যে, বর্ণনকারী গোপীগণ ভিন্ন ভিন্ন। অতএব পূর্ব্বপর সংগতির বিশেষ অপেক্ষাও নাই। পরস্পর আলোচনা করিতে

করিতে গোপীগণ বলিলেন—হে বোন! এই স্থানে শ্যামসুন্দরের অপূর্ব্ব শোভার বর্ণন করিতে পারি না। চলো আমরা শীঘ্রই সেই স্থানে যাই, যেখানে বলরামের সহিত গোচারণ করিতে করিতে গোপ-বালকগণের মধ্যে মনোহর শ্যামসুন্দর মধুর বংশী-বাদন করিতেছেন, সেখানে গেলে পর কাণের গান-সুধা ত' প্রাপ্ত হইবে, আর নেত্রের শ্যামের সৌন্দর্য্যামৃতে অবগাহণের অবসরও হইবে। এই অপূর্ব্ব লাভ হইতে নিজকে বঞ্চিত রাখা ভাল নহে।

এইপ্রকার বিড়ম্বনা নিজের কি প্রকারে করিব? যদি বলরাম সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের কিছু সঙ্কোচ থাকে ত' আমরা দূর হইতে লতাকুঞ্জে থাকিয়া গোপনে পল্লবের ফাঁকে পরমপ্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃত আর সুমধুর গানের আনন্দানুভব করিয়া গোপনে তাঁহার উদ্ভূত নৃত্যের দর্শন করিয়া পুনঃ শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিব। "এতাদৃশং বিড়ম্বনং স্বস্য কথং কুর্ম্মঃ। তস্মাৎ তত্রৈব ব্রজামঃ, ইতিচেন্ন বলদেব সহিত্যে সতি তত্রাস্মাজ্জিগমিষায়া অভবৎ। তত্র গমনং ন সম্ভবতি অতো দূরতো বল্লি পল্লব রন্ধ্রৈনৈব তস্য স্বরমণস্য সৌন্দর্য্যামৃতং জ্ঞানামৃতং চ আস্বাদ্য নৃত্যাদিকং চ দৃষ্ট্বা দ্রুতমায়াস্যাম ইতি আহুঃ"।

শ্রীশ্যামসুন্দর ও বলরামের বেশ-ভুষার বিষয়ে কোন গোপী বলিলেন—হে বোন! আজ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামে বেশও মনোহর কতপ্রকার করিয়াছেন। নূতন আম্রপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ আর রং-বেরংএ বন্যপুষ্প দ্বারা নির্ম্মিত মুকুট মস্তকোপরি অতিশোভা প্রাপ্ত হইতেছে। পদ্মের মধ্য-কর্ণিকার দ্বারা কর্ণদ্বয়ে আভুষণ রচনা করিয়া ধারণ করিয়াছেন। "চূতস্যাম্রস্য প্রবালাঃ বর্হং পিচ্ছং স্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাঃ এতানি শিরসি"। 'উৎপলে তদন্তঃ কোষৌ কর্ণয়োঃ"।

দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল সৌন্দর্য্যকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে, গলায় বনফুল-মালা নাভিপদ্ম পর্য্যন্ত লম্বায়মান ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে অত্যন্ত শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম পীতবস্ত্র, নীলবস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, অত্যন্ত পাশাপাশি অবস্থানে দুইজনের বস্ত্রশোভা এক অন্যকে অতিশয় অদ্ভুত শোভান্বিত হইতেছিল। "তৈপনুপৃক্তে ঈষদন্তরান্তরতঃ মিলিতে পরিধানে নীল-পীতাম্বরে তাভ্যাং বিচিত্রৌ বেষো য যোস্তৌ রামকৃষ্ণৌ"। অথবা অনেক বর্ণের নাট্যোচিত বস্ত্র ধারণ করিয়া গোপ-বালকগণের মধ্যে বিরাজমান তাঁহারা দুইজন মধুর গান করায় অত্যধিক সুশোভিত হইতেছিল।

'গায়ন্তৌ' স্থানে 'গায়মানৌ' এর প্রয়োগ আর্ষ প্রয়োগ আছে। অথবা গায়ে গানে মানঃ গর্ব্বো যয়োঃ। অস্মত্তুল্যো নাস্তি ত্রিলোক্যাং কে যূয়ং বরকাঃ। অর্থাৎ গানে যাঁহার বড় গর্ব্ব। আনন্দে কখন কখন গোপবালকগণকে বলে যে, ত্রিভুবনে আমাদের সমান কেহই গান করিতে পারে না, তোমরা কে? অর্থাৎ তোমাদিগকে ত' গায়ক বলিয়া গণনাই করি না।

'গায়মানৌ' এর এক ভাবও হইতে পারে যে গানে যাহার শ্রেষ্ঠ মান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্মান। "যদ্বা গায়েন মানঃ পূজা যয়োঃ সর্ব্বেদত্ত আদরৌ য যোস্তৌ সর্ব্বতো বিশিষ্ট গানাৎ"। অর্থাৎ গোপবালকগণের দিব্যগানে বিমুগ্ধ হইয়া যিনি শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করেন। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় যেপ্রকার দুই কলাপ্রবীণ নটবর সুশোভিত থাকে, ঠিক সেইপ্রকার আজ বলরাম ও শ্যামসুন্দরের শোভা হইতেছে। কেহ কেহ 'নটবরৌ' এর অর্থ করেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

> গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম
> বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
> ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদ্‌বশিষ্টং রসং হ্রদিন্যো
> হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রুমুসুচুস্তরবো যথার্থ্যাঃ ॥৯॥

অনুবাদ—অপর গোপীগণ বলিল—হে গোপীগণ! এই বেণু পূর্ব্বজন্মে কি পুণ্যকর্ম্মই করিয়াছিল; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত গোপীগণের উপভোগ্য হইলেও এই বেণু নিজেই উহা যথেচ্ছ পান করিতেছে। আর যাহাদের জল পান করিয়া পূর্ব্বে এই বেণু পুষ্ট হইয়াছিল; বেণুর সেই মাতৃতুল্যা নদীসকলও শ্রীকৃষ্ণের স্নানাদিকালে তাঁহার অবশিষ্ট অধরামৃত পান করিতেছে, যেহেতু মাতৃগণ যেমন পুত্রকে ও নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া পুলকিত হয় সেইরূপ ঐসকল নদী বিকসিত কমলচ্ছলে পুলকিত বলিয়াই যেন লক্ষিত হইতেছে। আর এই বেণু যাহাদের বংশে জন্মিয়াছে, বেণুর সেই পিতৃতুল্য বৃক্ষগণও শ্রীকৃষ্ণের

বিহারকালে তাঁহার অবশিষ্ট অধরামৃত পান করিতেছে; যেহেতু পিতৃগণ যেমন পুত্রকে ও নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ঐসকল বৃক্ষ মধুধারা বর্ষণচ্ছলে যেন আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের বেণুপ্রতি অত্যধিক অনুরাগ দেখিয়া গোপীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন; অপর কেহ গোপী বলিলেন—জানি না এই বেণু পূর্ব্বজন্মে কি এমন পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিল, যাঁহার প্রভাব সুন্দর বংশে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জাতের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। দেখ ত', এ নিজকে কি প্রকারে রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র হইয়া সদাসর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত থাকিয়া তাঁহার অধরামৃত পান করিতেছে। "হে গোপ্যঃ! অয়ং বেণুঃ কিং কুশলং পুণ্যমাচরৎ কৃতবান্। সুবংশে জাতঃ শ্রীরাধা বল্লভস্য প্রেমপাত্রমাত্মানং বিধায় তমেবানুসৃতশ্চ"।

নবনবানুরাগে তাঁহার বিশ্রামও কখন কটিভাগে (কোমরে), কখন বা তাঁহার পার্শ্বে করিয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। তাহার ক্ষণমাত্র বিয়োগও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। "নবনবানুরাগেন কটিকক্ষস্থানয়োঃ শায়িতঃ, তস্য প্রাণতোঽপি অধিপ্রিয়শ্চ ততো শ্রেষ্ঠস্য কিং পুণ্য বিশেষঃ"। কি আশ্চর্য্য? পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই এ কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠ সাধন-ভজন অনুষ্ঠানাদি করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য। আমাদেরও তাঁহার পুণ্যকর্ম্মগুলি আচরণ করা দরকার।

ব্রজের গোপীগণ যেরূপ বেণুর মহৎ পুণ্যকর্ম্মের গান করিতেছেন; ভারতবর্ষে উৎপন্ন মনুষ্যগণের পুণ্যবিশেষের মহিমা ঠিক সেইরূপ দেবতাগণও গান করিয়াছেন—

"এতদেবহি দেবা গায়ন্তি
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু তে।
ভারত ভূমিভাগে ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরাত্বাৎ॥"

দেবতারা বলেন—যাঁহারা ভারতভূমিতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা ধন্য, দেবগণও এইরূপ গীতগান করেন।

"অত্র জন্ম সহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্য সঞ্চয়াৎ॥"

জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্মলাভ করে।

"অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দ সেবী পয়িকং স্পৃহাহিনঃ॥"

অহো! ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণকারী প্রাণীগণের এমন কোন পুণ্য করিয়াছে, যাহাতে ভগবানের সেবায় যোগ্য মানবশরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা ইহাদিগকে স্বয়ং ভগবানেই প্রসন্ন হইয়া এই দুর্লভ যোগ প্রদান করিয়াছেন। এই পরম সৌভাগ্যের জন্য আমরা দেবতা হইয়াও সদা কামনা করিয়া থাকি।

"কিং দুষ্করৈ র্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈ
র্দানাদিভি র্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা।
ন যত্র নারায়ণ পাদপঙ্কজ স্মৃতিঃ
প্রমুষ্টাতি শয়েন্দ্রি যোৎসবাৎ॥"

কি অত্যন্ত কঠোর যজ্ঞ, ব্রত, তপ আর দানাদির দ্বারা আমরা যে এই তুচ্ছ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে কি লাভ? এখানে তো ইন্দ্রিয় ভোগের অত্যধিকতার দরুণ ভগবানের স্মরণ-শক্তিও ক্ষীণ হইয়া যায়। অতএব শ্রীভগবানের চরণকমলের চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারি না।

কল্পায়ুষাং স্থান জয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারত ভূজয়ো বরম্।
ক্ষণেন মর্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সংন্যস্য সংয়ান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ॥

যেখানে কল্পকাল পর্য্যন্ত আয়ুর উপভোগ করিয়াও পুনঃ সংসার চক্রেই পতিত হইতে হয়, সেই স্বর্গের কি বিশেষতা আছে? আমাদের বিচারে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তির অপেক্ষা, ভারত ভূমিতে অল্পায়ু হইয়া জন্ম লাভও শ্রেষ্ঠ, কেননা যেখানে ধীরপুরুষ ক্ষণকালেই এই মর্ত্তশরীর ধারণ করিয়া সম্পূর্ণ কর্ম্ম শ্রীভগবানকে সমর্পণ করিয়া, তাহার অভয় চরণ যুগল প্রাপ্ত হইতে পারে।

ন যত্র বৈকুণ্ঠ কথা সুধা পগা
ন সাধবো ভাগবতস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশ মখা মহোৎসবাঃ
সুরেশ লোকোঽপি ন বৈস সেব্যতাম্॥

যেখানে ভগবৎকথারূপ সুধা-সরিত প্রবাহিত হয় না, আর যে স্থানে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব সাধুগণ সমাগম করেন না বা বাস করেন না, যেখানে নৃত্য গীতাদি সহিত সমারোহে যজ্ঞেশ্বর হরির পুজা-অর্চ্চনা হয় না, সেই স্থান যদি ব্রহ্মলোকও হয়, তথাপি সেবন করা উচিৎ নহে, অর্থাৎ সেইপ্রকার স্থান বাসযোগ্য নহে।

প্রাপ্তা নৃজাতিং ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞান ক্রিয়া দ্রব্য কলাপ সম্ভৃতাম্।
ন বৈযতেরন্ন পুনর্ভবায়তে
ভুয়োবনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্॥

ভারতবর্ষে যিনি প্রাণিগণের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি এবং তদনুকূল কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের উপযোগী-দ্রব্যাদি সামগ্রী, সম্পন্ন মানব জন্ম পাইয়াও আবাগমনের সংসার কুচক্র হইতে নির্গমনের প্রয়াস করিল না, সে ব্যাধের জাল বন্ধন হইতে নির্গত হইয়াও ফলাদি লোভে পুনঃ সেই বৃক্ষে বিহার কারী পক্ষী সদৃশ পুনঃ বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেপ্রকার এই দেবতাগণ দেবযোনি অপেক্ষা ভারতবর্ষে মনুষ্য-জন্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, সেই প্রকার এখানে গোপী-গণ নিজ অপেক্ষা বেণুর জন্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে-ছেন। অপর গোপী বলিলেন—বিস্ময়ের সহিত হে দামোদর! দামোদর বলা তাৎপর্য্য, এই যে মাতা যশোদা দ্বারা শিশুকালে কৃষ্ণবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। কার্ত্তিক মাসকে শাস্ত্রে, দামোদর মাস বলা হইয়াছে। এই মাসে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দামোদর নাম হইয়াছিল। দামোদর শব্দের অর্থ এই হয় যে, যাঁহার উদরে দাম (রস্সী)। দধিভাণ্ড ভগ্ন করিয়া মাখন চুরি করিয়াছিল বলে, মাতা যশোদা তাহাকে রস্সীদ্বারা বন্ধন করিয়া-ছিল বলে, দামোদর নাম হইয়াছিল। তাই গোপী বলি-তেছেন—দামোদরের অধর সুধা তো আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি; আমাদের তাহার প্রতি সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণ অধিকার। অতএব আমাদেরই ভোগ্য। এই বেণু পুরুষজাতি তাহার সেটি ভোগের অযোগ্য। যে অধর সুধা সর্ব্বদা আমাদেরই পান করার যোগ্য, তাহার ভোগ এই বেণু আমাদের অনুমতি বিনা স্বয়ংই পান করিতেছে। কি আশ্চর্য্যের কথা? ইহার সাহস তো দেখ? তাহাও ভোগ করিতেছে, কিন্তু পান করি-তেছে না—অধর সুধা তো দন্ত নিরপেক্ষ হইয়া পান করার বস্তু, কিন্তু এই দন্ত সাপেক্ষ করিয়া তাহার উপভোগ করিতেছে। তাই বলিতেছেন—'ভুঙক্তে'। এখানে বংশী, মুরলির পর্য্যায়বাচী বেণুশব্দ দ্বারা সমান পুংলিঙ্গ। 'অয়ং বেণুঃ'—এই প্রকার পুরুষত্ব নির্দ্দেশ দ্বারা বলা হইতেছে যে, এই বেণু স্বপ্নেও অধর-সুধা পান করার অধিকার নাই, কোন পুরুষ, কোন পুরুষের অধর-সুধা পান করিবার কি অধি-কার আছে? এই জন্য এখানে বংশী শব্দের স্থানে 'বেণু' পুংলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বেণু পান করিবার রীতিও জানে না, 'ভুঙ্ক্তে'। "স্মেমতি বিস্ময়ে। বিস্ময় হেতুঃ দামোদরেতি। অতঃ অস্মাকমেব ভোগ্যাং অয়মিতি পুংসত্ব নির্দ্দে-শেন তস্য তদ্ ভোগাযোগ্যতোক্তা। অধরসুধাং ভুঙ্ক্তে যৎ যস্মাৎ গোপিকানামপি দুর্ল্লভাং দামো-দরস্যাধর সুধাং স্বয়ং স্বাতন্ত্রেণ ভুঙ্ক্তে ন তু পিবতি"।

এই বেণুর ভিতরে কোন সার বস্তুও নাই, বেণু-কে সংস্কৃত ভাষায় 'ত্বকসার' বলা হয়; ইহার অর্থ চর্ম্মই যাঁহার সার। ভাব এই যে, তাহার ভিতরে কিছু সার পদার্থ নাই, কেবল শূন্য। কিন্তু দামো-দরের অধর-সুধা নিরন্তর পান করিতেছে। ইহাতে সিদ্ধ হয় যে, এই বাঁশখণ্ডের পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই কোন না কোন মহৎ পুণ্যকার্য্য সাধন করিয়াছে, যাঁহার প্রভাবে অনধিকারী হইলেও সর্ব্বদাই অধর-সুধা উপভোগ করিতেছে। গোপীজন্ম হইতে এ বেণু জন্মই শ্রেষ্ঠ। কেননা আমরা গোপী হইয়া জন্ম হওয়াও ব্যর্থ। তাই বলিতেছেন—"অপিতু পীতামৃত গর্জ্জিতে ন ক্ষতেলবণমিবাপতয়তি। ত্বক সারোহ-য়মন্তঃ সার শূন্যোহপি দারু দণ্ডঃ কি কুর্ম্মঃ স্বয়ং একাকী পিবতি"।

অধর-সুধা পান করিয়া আমাদের মনে ঈর্ষা উৎপন্ন করা হইতেছে। এই কার্য্যে আমাদিগকে যদি সঙ্গেসাথী করিয়া নিত তবে ভাল হইত। কিন্তু এ, একাই নিজে উপভোগ করিতেছে। "ভুঙ্ক্তে"।

অপর কোন গোপী বলিলেন—হে গোপীগণ! এই বেণু দামোদর-করকমলে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করে এবং মুখচন্দ্রে বিরাজমান থাকে বা তাহার বক্ষঃস্থলে শয়ন করে, আমাদের ইহাতে কোন দুঃখ নাই। কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই যে, এ বেণু নিষ্ঠুর, অধর-সুধা উপভোগ স্বয়ংই করিতেছে, তোমাদের সম্মতি বিনাই। "অধর সুধামপি যুষ্মৎ সম্মতি বিনৈব স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভাবান্তরম্"।

যদি তোমরা বল যে, দামোদরের অধর-সুধা ত যেভাবে ছিল, সেইভাবে সরসই আছে, দেখা যাইতেছে শুষ্ক ত হয় নাই, শেষও হয় নাই; তাহা হইলে বলিতেছি ইহা ভ্রম মাত্র। হে সখী! অধর-সুধা এখন লেশমাত্রও নাই, কেবল রসমাত্র, অবশিষ্ট আছে। অথবা 'অবশিষ্ট রসং' শব্দের অর্থ 'অনবশিষ্টরসং' ইহাও অর্থ হয়; ভাব এই যে রস তো এখন সেখানে নাই, দ্রবতা সরসতার ভ্রম অবশ্যই আছে।

অন্য একগোপী বলিলেন—হে সখী! বেণুর কার্য্যে ঈর্ষা করার কি কথা আছে? দামোদরের অধর-সুধা পান করিয়া পরম তৃপ্ত হইলে স্বয়ংই বিরত হইবে। তাহার উত্তর এই যে—এ স্বয়ং বিরত হইতে পারে না। কারণ এখনও অবশিষ্ট-রসং' অর্থাৎ অধর-সুধা পানে ইহার রস (অনুরাগে) অবশিষ্ট আছে। এ অধর সুধা পানে তৃপ্ত হইয়া উপরাম (নিবৃত্তি) হইবে এবমপ্রকার কোন সম্ভাবনা নাই।

'অবশিষ্টরসং' শব্দের অভিপ্রায়ও এই যে আমরা গোপী, ইহলোক বা পরলোকের কোন বিষয়ে রসে অনুরাগ নাই। শ্রীদামোদরের অধর সুধা ও জগতের ইতর সংসার-অনুরাগ বিস্মরণকারী। অর্থাৎ মনুষ্যগণের জগতের মাতা-পিতা, পতি-পুত্র, স্বজনাদি ইতর সংসার অনুরাগ বিস্মরণকারী। অর্থাৎ মনুষ্যগণের জগতের মাতা-পিতা, পতি-পুত্র, স্বজনাদি ইতর অন্য সব অনুরাগকে নষ্টকারী। „বিস্মরনং নৃণাম"। সেই অধর-সুধায় কাহারও অনুরাগ হইলে পর জগতের ইতর অনুরাগগুলি (আসক্ত) বিস্মরণ হইয়া যায়। অতএব আমাদের সম্পূর্ণ অনুরাগ ত এই অধর-সুধাতেই অবশিষ্ট আছে। ইহাই আমাদের অনন্য-অনুরাগের বিষয় আর সব অনুরাগ বিস্মরণ হইয়াছে।

বেণুকে অধর-সুধা উপভোগ করাইবার পর, যাঁহারা অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট, যখন শ্রীশ্যামসুন্দর যমুনা নদীতে জলক্রীড়া করেন, তখন সেই উচ্ছিষ্ট রস পান করিয়া নদ, নদীগণও রোমাঞ্চিত হয়। কমল ফুল বিকশিত হওয়াই তাহাদের রোমাঞ্চ। "যস্যাবশিষ্ট-মুচ্ছিষ্ট যমুনাদ্যা নদ্যোঽপি ভুঞ্জতে, জল বিহারাদিষু ইতি রোমাঞ্চোঽত্র কমল রূপঃ"।

মুনিগণের ন্যায় তৎ-তীরবর্ত্তি বৃক্ষগণ শিকর দ্বারা সেই নদীর জল পান করিয়া প্রসন্ন হইয়া আনন্দাশ্রু ধারা বহিতেছে। "মনুয় ইব তত্তরিব-র্ত্তিনো সুধাং পাদৈর্ভুর্জ্জতে তন্নদী-জলপানতঃ অশ্রু-মুমুচুরিতি"।

যে প্রকার ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ ভগবদ্‌রসানুভূতিতে আনন্দিত হইয়া আনন্দাশ্রু মোচন করেন। যাঁহার উচ্ছিষ্ট দ্রব্যমাত্রের পান করিলে পর জড় বৃক্ষ আর নদী সমূহও ঐপ্রকারই হর্ষ হয়, বেণুর পুন্যের মহিমা বর্ণন কে করিতে পারিবে? "যস্যোচ্ছিষ্ট দ্রবমাত্র পানেন পিতাসামীদৃশো হর্ষঃ তস্য পুণ্য মাহাত্ম্যং কথং বন্যমিতি"। অথবা বেণু ভুক্তাব-শিষ্ট রস পানে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ বৃক্ষগণ শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতেছে। যদি বলা যায় যে, বৃক্ষের অধর-সুধা পান ত প্রশ্নই উঠিতে পারে না, তবে কেন শোকাশ্রু ত্যাগ করিবে? বলিতেছি—যে প্রকার ভগবৎ প্রেমী শ্রেষ্ঠপুরুষ প্রভুর অধর-সুধা পানের সম্ভাবনা না হইলে,'অলাভ দুঃখ' দুঃখী হইয়া শোকাশ্রু পরিত্যাগ করেন, সেই প্রকার বৃক্ষও রোদন করিতেছে। "তদধরামৃত পানহীনাপি তদপ্রাপ্ত্যা শোকেনাশ্রুনি মুঞ্চন্তি"। অথবা নিজ বংশে শ্রেষ্ঠ ভগবৎ প্রেমী সন্তানকে দেখিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষের ন্যায় এই বৃক্ষসমূহও নেত্রযুগলে আনন্দাশ্রু বহিতেছে। "যদ্বা যেষাং বংশে জাতা বংশী তে তরবোঽপি মধুধান্নাসিষেণানন্দাশ্রু মুমুচুঃ"।

যাহার বংশে এই বেণু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বৃক্ষগণ নিজদিগকে পরম ধন্য মনে করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে, যে প্রকার ফুল বৃদ্ধগণ স্ববংশে ভগবৎ সেবক পুত্রকে দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদিত হইয়া আনন্দাশ্রু মোচন করেন। তাই বলিতেছেন—যথার্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎ সেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্য ত্বচোঽশ্রু মুঞ্চন্তি তদ্বৎ"। আর মাতৃসমান নিজের হৃদয় জল, এই বেণুকে সিঞ্চন করিয়া পুষ্ট

করিয়াছে, সেই নদীসমূহও হর্ষ হইয়াই কমল বিকশিত করিতেছে, তাহাতেই রোমাঞ্চিতা দেখা যাইতেছে। যে প্রকার প্রহলাদ নিজের প্রপৌত্র পরম ভগবদ্ভক্ত বলিকে দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া ভাব গদগদ আনন্দাশ্রু মোচন করিয়াছিলেন।

( ক্রমশঃ )

# উত্তরপ্রদেশে, হরিয়াণায়, চণ্ডীগড়ে ও পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

## [ এলাহাবাদে, কর্ণালে, চণ্ডীগড়ে, জলন্ধরে, রোপরে, কিরিতপুরে, হোশিয়ারপুরে, লুধিয়ানায় ও দেরাদুনে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ ]

( ১৪ চৈত্র, ১৪০৪ ; ২৮ মার্চ্চ, ১৯৯৮ শনিবার হইতে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫ ; ১৭ মে, ১৯৯৮ রবিবার পর্য্যন্ত )

**এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ ঃ—** ( অবস্থিতি—১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ শনিবার হইতে ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত )

শ্রীল আচার্য্যদেব এলাহাবাদে ( প্রয়াগতীর্থে ) তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কয়েকবার দর্শনে আসিয়াছিলেন, কখনও প্রচারউদ্দেশ্যে আসেন নাই। এলাহাবাদ-নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ ত্রিপাঠী শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থ গৃহস্থ ভক্ত জলন্ধরসহরে অবস্থানকারী শ্রীরামভজন পাণ্ডের ( শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারীর ) জামাতা। সেই সম্বন্ধে শ্রীত্রিপাঠীজি আমন্ত্রিত হইয়া চণ্ডীগড়, জলন্ধর প্রভৃতি বিভিন্নস্থানে ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করিতে আসিয়া বিপুল প্রচার-সৌষ্ঠব দর্শন করেন। তদবধি তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রবল ইচ্ছা এলাহাবাদেও তদ্রূপ প্রচার হয়। তাঁহারা বহুদিন হইতে তথায় প্রচারের জন্য আচার্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেও সময়াভাববশতঃ এলাহাবাদে প্রচারে যাওয়ার সুযোগ হয় নাই। এবৎসর শ্রীল আচার্য্যদেব যাইবেন বলিয়া বাক্য দিলে তাঁহারা যথোচিতরূপে প্রচারের ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগী হন। গোকুল মহাবন মঠের শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী এবং চণ্ডীগড় মঠের শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী প্রচারব্যবস্থার সহায়তার জন্য অগ্রিম তথায় আসিয়া পেঁীছেন। তাহারা সহরের কেন্দ্রস্থলে সিভিল লাইনস্থিত প্রসিদ্ধ বিশাল শ্রীহনুমান মন্দিরে থাকিবার ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। হনুমান-মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিশালস্থান জুড়িয়া নির্ম্মিত ; অতিথি অভ্যাগতগণের থাকিবার জন্য কয়েকটি দ্বিতল ভবন ও ভিতরে গাড়ীসহ চলাচলের জন্য পাকা রাস্তাও আছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী ( বৃন্দাবন ), শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী ( যোগেশ ), শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী ( হায়দ্রাবাদ ), শ্রীবাসুদেবদাস ব্রহ্মচারী ( বিধান ), শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, শ্রীগৌরগোপাল দাস ও শ্রীগৌতম দাস—সন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারী ১৭ মূর্ত্তি সাধু ২৭ মার্চ্চ শুক্রবার কলিকাতা-হাওড়া হইতে বোম্বে মেলযোগে ১ ঘণ্টা বিলম্বে রাত্রি ৯ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ পরদিন বেলা ১১-১৫ মিঃ-এ এলাহাবাদ জংশন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ ত্রিপাঠী তাঁহার পরিজনবর্গ ও বন্ধুগণ, জলন্ধর সহরের শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম শর্ম্মা ( গোকুল ) প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সম্বর্দ্ধনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। দুইটী মটরযানে কয়েকবারে সকলে হনুমান মন্দিরে আসিয়া পেঁীছেন। তথায় জলন্ধর হইতে আগত শ্রীরজন শর্ম্মা, শ্রীরাজকুমার জিন্দল, শ্রীরাজারামজী,

নিউদিল্লীর শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীগৌরাঙ্গদাস পাণ্ডে, শ্রীতরসেমলাল গুপ্তা, শ্রীরামভজন পাণ্ডের সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎকার হয়। ২৮ মার্চ্চ হইতে ৩০ মার্চ্চ পর্য্যন্ত হনুমান মন্দিরে সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীদুবে মহোদয় প্রথম দিনের অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। ২৯ মার্চ্চ রবিবার মুণ্ডেরাবাজার-নিমসরাই কলোনীস্থিত শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ তেওয়ারিজীর গৃহে পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশনমুখে 'গৃহস্থের গৃহে সাধুগণের আগমন আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্যই' শাস্ত্রপ্রমাণ, যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া বলেন।

৩০ মার্চ্চ সোমবার স্থানীয় সহরে আই-টি-আই কলোনীস্থিত শ্রীগোবর্দ্ধন প্রসাদ কেড়িয়াল সস্ত্রীক ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত হন। তাঁহারা উৎসাহের সহিত বলেন পুনঃ এলাহাবাদে প্রচারে আসিলে তাঁহারা আই-টি-আই কলোনীতে বিশেষ প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

৩১ মার্চ্চ একটি মটরকারে ও দুইটী জীপগাড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে প্রয়াগের তীর্থস্থানসমূহ দর্শনে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় বাহির হইয়া ত্রিবেণী (তথায় স্নান), বেণীমাধব, দশাশ্বমেধ ঘাট, ভরদ্বাজ মন্দির, সপ্তর্ষি মন্দির প্রভৃতি, শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে ফিরিবার পথে হনুমান মন্দির ট্রাস্টের সেক্রেটারী শ্রীসচ্চিদানন্দ মিশ্রের গৃহে পদার্পণ করেন। মন্দিরে ফিরিয়া আসিতে অপরাহ্ন ৩-১০ মিঃ হয়।

শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান মঠরক্ষক স্বামীজির আমন্ত্রণে সকলে মধ্যাহ্নে তথায় বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া তৃপ্ত হন।

শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ তেওয়ারী ধনাঢ্য ব্যক্তি না হইলেও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য নিজ সাধ্যাতীত প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন। শ্রদ্ধালু উৎসাহী ব্যক্তি অর্থসামর্থ্য না থাকিলেও অনেক কিছু করিতে সমর্থ হন, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। তেওয়ারী মহোদয়ের স্ত্রী পরিজনবর্গ সকলেরই বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

**কর্ণাল, হরিয়াণা** :—৩১ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীল আচার্য্যদেব ২২ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে রাত্রি ৯-১৫ ঘটিকায় প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসে এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও ৬ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীবালকিষণজী আগরওয়ালের দ্বিতলে অবস্থান করেন, অন্যান্য সকলের থাকিবার ব্যবস্থা পঞ্চায়েতি ধর্ম্মশালায় ও গলী হরিমন্দিরস্থ শ্রীমঠে হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব ২৬ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তসহ রিজার্ভবাসে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কর্ণাল সহরে শ্রীসুরেশ গর্গ মহোদয়ের আহ্বানে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীপ্রবীণ বাংশালের গৃহে আসিয়া উপনীত হন। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুরেশ গর্গের নবনির্ম্মিত বাসভবনের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান-পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের তথায় শুভপদার্পণ। উক্ত দিবস ১লা এপ্রিল বুধবার রাত্রিতে শ্রীপ্রবীণ বাংশালের গৃহে হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন হয়। পরদিন ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শুভমুহূর্ত্তে অনুষ্ঠান সম্পন্নের জন্য ১৩ সেক্টরস্থ শ্রীপ্রবীণ বাংশালের গৃহ ও নিকটবর্ত্তী শ্রীঈশ্বর প্রেম গুপ্তার গৃহ হইতে সকলে প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় কএকটী মোটরকারে রওনা হইয়া নবনির্ম্মিত বাসভবনের অদূরে আসিয়া সমবেত হন। শ্রীল গুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, নিতাই-গৌরাঙ্গ আলেখ্যার্চ্চাদি ও শ্রীবৃন্দাদেবীর অনুগমনে সংকীর্ত্তনসহ শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ নবগৃহে প্রবেশ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীনৃসিংহস্তব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে ভক্তগণ তৎপশ্চাতে নৃত্যকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন। পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ আলেখ্যার্চ্চার পূজাবিধান করেন। পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে কয়েকশত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। অনুষ্ঠানের পরে সকলে

নিজ নিজ আবাসস্থানে ফিরিয়া আসেন।

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড় ঃ—অবস্থিতি ঃ ১৯ চৈত্র, ১৪০৪ ; ২ এপ্রিল, ১৯৯৮ বৃহস্পতিবার হইতে ৪ বৈশাখ, ১৪০৫ ; ১৮ এপ্রিল শনিবার পর্য্যন্ত।**

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-সংঘ ও গৃহস্থ ভক্ত ২৯ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে একটি ম্যাটাডোর ও দুইটী জীপ যানে ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কর্ণাল হইতে যাত্রা করতঃ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া উপনীত হইলে ভক্তগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত ও সম্পূজিত হন। চণ্ডীগড় মঠে অষ্টবিংশতিতম বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠান ৩ এপ্রিল শুক্রবার হইতে ৭ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে সমারোহে সম্পন্ন হয়। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ সাধুগণের ও অতিথি অভ্যাগতগণের অবস্থানের ও সৎকারের ব্যাপক সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে এড্ভোকেট শ্রীসতীন্দর-সিং, ডক্টর আর-কে শর্ম্মা অঙ্গিরসশাস্ত্রী, শ্রীসত্যপাল জৈন এম-সি, পাঞ্জাবের পুলিশ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীসমরবিজয় সিংহ আই-পি-এস্ এবং চণ্ডীগড়ের ডেপুটী মেয়র সর্দ্দার মহীন্দর সিং। হরিয়াণা রাজ্যসরকারের খাদ্য সরবরাহ ও আবগারি বিভাগের মন্ত্রী অধ্যাপক গণেশিলাল, চণ্ডীগড়ের মেয়র শ্রীজ্ঞানচাঁদ গুপ্তা, পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের কার্য্য নিয়োগ, শ্রম ও আঞ্চলিক বিভাগের মন্ত্রী শ্রী-বলরামজীদাস টেণ্ডন, চণ্ডীগড় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর এয়ার মার্শাল আর-এস-বেদি যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পঞ্চম অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথি হন শ্রীপবন কুমার বান্সাল-প্রাক্তন এম্-পি। 'কলিযুগে শাশ্বতী শক্তি লাভের উপায় হরিনাম সংকীর্ত্তন, ভগবানের জন্মলীলা কি প্রকারে ও কেন হয়', 'ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ জীবন হইতে শিক্ষা' আধুনিক মানব সভ্যতা ও বাস্তব প্রগতি' এবং 'ভগবানের সেবা ও প্রচলিত মানব সেবা মধ্যে পার্থক্য'। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ ও সিঙ্গাপুরের বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ (ইংরেজ)। ৩ এপ্রিল শুক্রবার চণ্ডীগড় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধামাধবজীউর বার্ষিক প্রকট তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণের পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষ পূজা ও মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিক ও তৎপশ্চাৎ মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীকান্ত বনচারী, পূজারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সহায়তায় মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। মহাভিষেক-কালে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ কর্তৃক মহাসংকীর্ত্তন ও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। পরদিবস ৪ এপ্রিল শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিজয়বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া ২০, ২১, ১৮, ১৯ সেক্টরসমূহ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৫ এপ্রিল রবিবার রামনবমীতিথিতে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শুভাবির্ভাব বাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুপূজা ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন করিলে সহস্রাধিক নরনারী শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চায় পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকালে ভক্তগণ মহাসংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন। জম্মুর মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীমদন-মোহন দাসাধিকারী (শ্রীমদনলাল গুপ্তা) শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী, বাবাজী বেশাশ্রিত সাধু ও গোবর্দ্ধনের পাণ্ডা সকলকেই বস্ত্রার্পণ করেন।

শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীল আচার্য্যদেবের ও

অন্যান্য পূজনীয় যতিগণের করকমলে অর্পণ করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূতচরিত্র প্রসঙ্গ আলোচনামুখে হরিকথা বলেন। মধ্যাহ্নে শুভাবির্ভাবকালে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক কার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। মহাভিষেককালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীরাধামাধবের কৃপাপ্রার্থনা ও গানমুখে ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

৭ এপ্রিল মঙ্গলবার একাদশী তিথিবাসরে বহু নরনারী ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনাম-আশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীদ্বারকানাথদাস বনচারী (শ্রীদেওয়ান সিং নাগলাল), পূজারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচক্রপাণি ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহনদাস ব্রহ্মচারী (মনসারাম), শ্রীসজ্জনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাক্কা, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী (চক্রবর্ত্তী জহর), শ্রীকলিরাম দাস প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

চণ্ডীগড় হইতে হরিদ্বার-কুম্ভে যাওয়ার জন্য ৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার যে প্রোগ্রাম হইয়াছিল তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অসুস্থতা নিবন্ধন কিছু পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপ স্থির হইল আচার্য্যদেব কিছু সুস্থ বোধ করিলে ১২ এপ্রিল কারে যাইবেন এবং একদিন হরিদ্বারে থাকিয়া ফিরিয়া আসিবেন। তজ্জন্য শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী মটরকারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। ৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার মঠের সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ একটি রিজার্ভবাসে হরিদ্বার রওনা হইয়া যান। ডাক্তার নিষেধ করায় এবং চিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারীও অনুমোদন না করায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ১২ এপ্রিল হরিদ্বার যাওয়া বাতিল হয়। উক্ত দিবসে পুরুষ মহিলা ভক্তগণ দুইটী রিজার্ভবাসে কুম্ভে যোগদানের জন্য মধ্যাহ্নে হরিদ্বার যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের চণ্ডীগড় মঠে অবস্থিতির দিন বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি তাঁহার অবস্থানকাল পর্য্যন্ত রাত্রির সভায় প্রহলাদ চরিত্র আলোলোচনা করেন, এবং বিদেশী ভক্ত শ্রোতারূপে থাকায় ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

(ক্রমশঃ)

## কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব
## পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন, নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অধ্যক্ষতায় ও শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫-সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৮ শ্রাবণ (১৪০৫) ১৪ আগষ্ট (১৯৯৮) শুক্রবার হইতে ৯ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব ইউরোপের বিভিন্নস্থানে ও গ্রেট ব্রিটেনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে নিউদিল্লী হইয়া গত ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কলিকাতা বিমানবন্দরে শুভ পদার্পন করেন কলিকাতা মঠের বার্ষিক শ্রীজন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। কলিকাতা সহরের নাগরিকগণ ব্যতীত ও মফঃস্বল হইতে বহু ভক্ত সভায় যোগদেন। প্রত্যহ সান্ধ্য সভায় অগণিত নর-নারীর সমাবেশ এবং বিদ্যুৎ-সঞ্চালিত অভিনব

শ্রীভগবদ্‌লীলা প্রদর্শনী দর্শনে দর্শনার্থীরও ভীড় হয়।

২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য কীর্ত্তনসহ অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় ভক্তগণ সুখে মহোল্লাসে সমস্ত রাস্তা নৃত্য কীর্ত্তন করেন।

পরদিবস শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী শুভবাসরে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথিপূজা অহোরাত্র উপবাস, প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধপারায়ণ, মধ্যাহ্নভোগারাত্রিক, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন, সংকীর্ত্তন ভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তন প্রচার দূরদর্শন মাধ্যমে দর্শন, রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা, মধ্যরাত্রে শুভাবির্ভাবকালে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক পূজা, ভোগরাগ আরাত্রিক, মহাভিষেককালে মহাসংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। শেষরাত্রি ৩ ঘটিকায় সময়ে পাঁচ শতাধিক ভক্তগণকে ব্রতানুকূল অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। ৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট শ্রীনন্দোৎসব বাসরে প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনন্দোৎসব সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের উপদেশ পাঠ করতঃ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ ভোগরাগান্তে কএক সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের সঙ্কীর্ত্তনভবনে পাঁচ দিবস ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীকল্যাণময় গাঙ্গুলী, অধ্যাপক ডঃ শ্রীউদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ অনুতোষ দত্ত, কলিকাতা হইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী এবং কলিকাতা হইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক, প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডঃ সুবীর কুমার পোদ্দার, ডঃ শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক এবং কলিকাতা হইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা। প্রথম অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন ডঃ শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। সভার বক্তব্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'হিংসার পথে শান্তি নাই, 'নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তপ্রিয় ভগবান্' 'সুসভ্য মনুষ্যজীবনের মূলভিত্তি ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' এবং 'প্রেমভক্তি ও শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন'॥ শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ বক্তব্য বিষয়ের উপর দীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নরসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। প্রাতের চারিটী অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত শেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট বুধবার সান্ধ্য সভার বর্দ্ধিত অধিবেশনে 'প্রেমভক্তি ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে' বলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিচারপতি শ্রীকল্যাণময় গাঙ্গুলী সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"'হিংসার পথে শান্তি নাই' আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে বক্তাগণ সুন্দরভাবে বলেছেন। আমার শুন্‌বার সুযোগ হলো। আপনারা সকলেই জানেন জাপানে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বিনষ্ট হয়। যারা জীবিত ছিল তাদের আর্ত্তনাদ ভয়ানক বিভীষিকাময়। কাগজ পড়লে দেখা যায়—সমস্ত পৃথিবীতে হিংসার তাণ্ডব চল্‌ছে, হিংসার দ্বারা হিংসা বন্ধ হয় না, বর্দ্ধিত হয়। হিংসার পথে শান্তি নাই, ভালবাসার দ্বারাই শান্তি আসবে, সকল মহাপুরুষগণই বলেন। আমার জিজ্ঞাসা যারা হিংসার পথ অবলম্বন করেছেন, তারা নিজেরা কি শান্তি পাচ্ছেন, তবে কেন এই সর্ব্বনাশার ভ্রান্ত পথ?"

ডঃ সুবীর কুমার পোদ্দার প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

"বক্তাগণ সুন্দরভাবে বিষয়টী ব'লেছেন, তদতিরিক্ত বলবার কিছু নেই। লোভরূপ আগুনকে প্রশ্রয় দিলে কামানলের দ্বারা দগ্ধ হতে হবে তাতে সন্দেহ কি? বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা মানুষ হয়েছে। Darwin's theory of evolution—'Theory of the gradual development of the characteristic of plants and animals over many generations, especially development of more complicated forms from earlier simpler forms'. বিবর্ত্তনহেতু মনুষ্য হওয়ায় এবং পূর্ব্বের রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত থাকায় মনুষ্যের মধ্যে পশুর হিংসা ও পাপাচরণও বিদ্যমান। বিবর্ত্তন ব্যক্তিবিশেষে এবং সামূহিক বিষয়েও প্রযোজ্য। হিংসারও বীজ মানুষের মধ্যে আছে, বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা ক'রে জানিয়েছেন। হিংসার কারণ ঋষিগণ নির্দ্দেশ করেছেন যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণের নিকট শুন্‌লেন।"

বিশিষ্ট বক্তা ডঃ শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন—

'আমরা সাধারণ মানুষ ২৪ ঘণ্টা সংসার-তাপে জ্বল্‌ছি। আমরা যারা বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধি বিক্রয় করে খাই। আমাদের বিদ্যা পুঁথিগত বিদ্যা, কিন্তু জ্ঞান বা উপলব্ধি নাই। পুঁথিগত বিদ্যা বড় কথা নয়, উপলব্ধি realisation বড় কথা।

বক্তব্যবিষয়ে দুটী শব্দ রয়েছে 'হিংসা' ও 'শান্তি'। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন আমরা সকলেই শান্তি খুঁজি। কিন্তু কি পথে শান্তি হবে, কিভাবে শান্তি আসবে, সবই গোলোকধাঁধার মত। মঠের পরিবেশ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ ব্যক্তি—আমাদের মনের মধ্যে ভালবাসা আছে, আবার ঘৃণাও আছে, মনের মধ্যে স্বার্থপরতা আছে আবার স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তিও আছে—পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ আছে। সদ্‌গুণকে বিকশিত করতে হবে গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে। ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের দ্বারা শান্তি আসবে না। বিদ্বেষে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। হিংসা চিন্তা ক'রে মনকে উন্নত ও সমাজের কোনও হিত করতে পারব না। আদর্শ চরিত্রই সমাজের মেরুদণ্ড। আমরা অনেক কথা বলি কিন্তু যদি আচরণ না করি, প্রকৃত সুফল হয় না।'

দ্বিতীয় অধিবেশনে ডঃ নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'আমি এখানে আস্‌তে ভালবাসি,' এখানকার ভক্তগণের সহিত অনেক দিনের সম্বন্ধ। আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী শুভবাসরে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবানরূপে মান্‌তে হবে, তাঁর অলোকসামান্য বিভূতি ইত্যাদি কথা বলার আবশ্যকতা নাই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥'

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বা যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মথুরাধীশ কৃষ্ণের অনেক ভেদ। নন্দনন্দন কৃষ্ণেতে সর্ব্বপ্রকার রসের প্রাকট্য।

'মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥'

—ভাগবত ১০।৪৩।১৭

নন্দমহারাজ ও যশোদাদেবীর শুদ্ধ বাৎসল্য। মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন।' যশোদা দেবীর দামবন্ধন, তাড়ন-ভৎর্সনাদি লীলা অদ্ভুত বাৎসল্যরসের নিদর্শন।

'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।।'
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১০০*

ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন—''নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে বলবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। বিষয়টী বিস্তৃত। বিশেষতো শ্রীমদ্ভাগবতে বিষয়টী আলোচিত হয়েছে, কিন্তু ভাগবত ব্যাখ্যার সুযোগ নাই, শ্রীমঠের আচার্য্য বিভিন্ন দিক দিয়ে বিষয়টী বুঝিয়েছেন। বিষয়টী হলো 'নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ নন্দনন্দন। এই বিশেষণের দ্বারা তাঁকে পৃথক করা হলো অন্য ভগবদ্স্বরূপ হতে। বসুদেবনন্দন—তিনি দেবকীসুত, তিনি মথুরাধীশ, ঐশ্বর্য্যভাবমিশ্রিত রস। কিন্তু নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃত মূর্ত্তিঃ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর মুখ্যপঞ্চরস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয় পাঁচ-প্রকার মুখ্যরসাশ্রিত ভক্তের গৌণ সপ্তরস। এই দ্বাদশ রসের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্‌কে বুঝবার যোগ্যতা আমাদের নাই। ভক্তের নিকট ভগবান্ আবির্ভূত হন। নন্দমহারাজ ও যশোদাদেবীর শুদ্ধ বাৎসল্যে বশীভূত হয়ে স্বয়ং ভগবান্ তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন। পঞ্চ মুখ্যরসের মধ্যে মধুর রস শ্রেষ্ঠ। যত প্রেমের গাঢ়তা হয়, তত বিরহে তন্ময়তা আসে। মধুর রসাশ্রিত গোপীগণের প্রেম অধিক, রাধাতে প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিরহে তন্ময়তা বশতঃ তমালবৃক্ষ, কালোমেঘ দেখে রাধারাণীর কৃষ্ণের স্মৃতি হয়। অভক্ত প্রাকৃতনেত্রে ভগবানের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন না। প্রেমনেত্রে ভগবানের অপ্রাকৃত মাধুর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়।'

তৃতীয় অধিবেশনে বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ অনুতোষ দত্ত সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

'বক্তব্য বিষয় 'ভক্তপ্রিয় ভগবান্'। ভক্তের প্রিয় ভগবান্, অভক্তের প্রিয় ভগবান্ নহেন। ভক্ত ভগবানে আত্ম সমর্পণ করে, তাঁর আরাধনা করে, পরমানন্দে নিমজ্জিত হন। ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তির শান্তি সুখ হয় না। যেরূপ সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার চলে যায়, অন্ধকার জনিত দুঃখ থাকে না তদ্রূপ ভগবানের আবির্ভাবে, অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত দুঃখ আনুষঙ্গিক-ভাবে চলে যায়, অধিকন্তু পরমানন্দের উদয় হয়। অবরোহ পন্থায় গুরুপরম্পরায় ভগবজ্‌জ্ঞান শরণাগতের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। ভগবদ্বিশ্বাস রহিত হ'য়ে তাঁতে প্রপন্ন না হ'য়ে, তাঁর ভজন না ক'রে, শুধু জল্পনা-কল্পনা-দ্বারা সুবিধা হবে না। ভগবদ্‌ভজনের সহজ ও সুষ্ঠু উপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দ্দেশ করেছেন ভগবান্‌কে ডাকা—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।'

চতুর্থ অধিবেশনে বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

''সুসভ্য মনুষ্য জীবনের মূল ভিত্তি ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারণ সুসঙ্গত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে বলবার যোগ্যতা কারও হয় না। শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য শুদ্ধভক্তহৃদয়েতে প্রকাশিত হয়। অহঙ্কারবশতঃ নিজ যোগ্যতায় কিছু বলিতে গেলে তাতে দোষ হবে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে

---

* গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।।
[ মালাধর বসু—উপাধি—গুণরাজ খাঁন ]
মূল পদটী এই—'একভাবে বন্দ হরি যোড় করি' হাত। নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।।'
কুলীন গ্রামের ভক্তগণ কিরূপ প্রিয় তদ্বিষয়ে মহাপ্রভুর উক্তি—
'তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর।।'

গৌরভক্তগণকে প্রণাম ক'রে তাদের কৃপা প্রার্থনা করছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে যে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা শিক্ষা দিয়েছেন তা' সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। "কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥ সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥" কৃষ্ণভজনের জন্য মনুষ্যজন্ম হয়েছে, পশুর ন্যায় কেবলমাত্র আহার-নিদ্রা-ভয় মৈথুনের জন্য নহে। আমি কে, কোথা হ'তে এলাম, কোথায় যাব নিঃশ্রেয়সার্থী মনুষ্যের হৃদয়ে এইসব প্রশ্ন জাগবে। মনুষ্যের মধ্যে পশুত্ব, দেবত্ব Animality ও Rationality দুইটীই আছে। দেবত্ব-ভাবের উন্মেষের দ্বারা সভ্য হওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'কে আমি' এই প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই জীবের জন্ম-মৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালা। তাঁকে স্মরণের দ্বারাই দুঃখের কারণ দূরীভূত হবে। কলিযুগে শ্রীমন্মহা-প্রভু নির্দ্দেশ করলেন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণের সর্ব্বোত্তম সাধন নামসংকীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণে প্রেম হবে এবং তদ্‌সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি হবে। 'ভগবদ্‌প্রেমই' সুসভ্য মনুষ্যজীবনের মূল-ভিত্তি।'

বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক প্রধান অতি-থির অভিভাষণে বলেন,—

"সাধুগণের নিকট শুন্‌লে কল্যাণ হবে। স্বামীজী Civilization শব্দের ব্যাখ্যা করলেন। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছে। সুসভ্য মনুষ্যজীবনের ভিত্তি ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দে Religion বুঝায় না। বস্তুর স্বভাবকে ধর্ম্ম বলা হয়, যেমন আগুনের স্বভাব তাপ, জলের স্বভাব তরলতা। তদ্রূপ জীবাত্মার স্বভাব পরমাত্মাকে প্রীতি করা। ধৃ-ধাতু হ'তে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, ধর্ম্ম অর্থ ধারণ। ধর্ম্ম দশবিধ— অদ্রোহ, অলোভ, দম, জীবে দয়া, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ক্ষমা, অস্তেয়, ধৃতি। ধর্ম্মাচরণের দ্বারা মানুষ সুসভ্য হতে পারে। যার হুস্ আছে সেই মানুষ। মানুষের মধ্যে সদসৎ বিবেক বুদ্ধি থাকায় মানুষ অসৎকে পরিহার ক'রে সৎকে গ্রহণ করতে পারে। আমি কে, কোথা হতে এসেছি, কোথায় যাব ইহা সম্যক্‌প্রকারে জেনে প্রকৃত জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে। মহাপুরুষগণ এই বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করেন। ভগবানও যুগে যুগে অবতীর্ণ হন সাধুগণের পরিত্রাণে দুষ্কৃতিশালী ব্যক্তিগণের নাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপ-নের জ. ্য। ভারতবর্ষে ভগবান্ সাক্ষাৎভাবে অবতীর্ণ হন। পৃথিবীর অন্যত্র ভগবান্ আসেন না, পুত্র আসেন কিংবা দূত আসেন। কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল-কেই কৃষ্ণপ্রেম প্রদান ক'রেছেন। সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, শ্রীরায় রামানন্দ, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পার্ষদগণের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা প্রদান ক'রেছেন। তিনি আচণ্ডালে প্রেম প্রদান ক'রেছেন। 'চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।' 'জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবন। ইহা বই ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন॥' কলিযুগে সঙ্ঘশক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে কৃষ্ণভজন করে অপরকে কৃষ্ণ-ভজন করিয়েছেন।"

( ক্রমশঃ )

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ
(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ
(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

Regd No. WB/SC-258

**From**

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

**To**

..............................

..............................

..............................

..............................

Pin..............................

## নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্যবাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
অষ্টত্রিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৪০৫
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ**—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৪০৫
২৮ কেশব, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৮ { ১০ম সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

## শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা

### সভার প্রাকট্য ও উদ্দেশ্য

'ধাম'-শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক, কিরণ প্রভৃতি। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখ এবং তাঁর পদরেণুবর্গের অর্থাৎ দাসবর্গের কিরণ-প্রচারিণী সভা। 'শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা' ব'ললে অনেকে স্থুল বিচারালম্বন ক'রে মনে করেন, —শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হ'য়ে যেস্থানে ভ্রমণাদি ক'রেছিলেন, সেই স্থান মাত্র। ইহাকে ইংরেজী ভাষায় ব'লতে হ'লে exoteric representation বলা যায়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই প্রকার বিচার পরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিকটে সেই সকল স্মৃতি ও ভগবৎকথার উদ্দীপণ ক'রে তাঁদের স্থুল বিচারকে ক্রমে অন্তর বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত বিচারকগণের চিত্তপটে যাহা ধাম ব'লে প্রতি-ভাত হয়, শ্রীধামপ্রচারিণী সভা যে তাঁ'রই মাত্র প্রচার করেন, তা' নয় ; শ্রীধামপ্রচারিণী সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য exoteric representation এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে আমরা শ্বেতদ্বীপ, সিতদ্বীপ, গোলোক, বৈকুণ্ঠের বর্ণন দেখিতে পাই। শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীরূপ-সনাতন শিক্ষার মধ্যে ভগবানের শ্রীধাম-সমূহের বিস্তৃতি ও বিভিন্ন বৈভবের কথা শব্দমুখে প্রকটিত র'য়েছে। আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় আছে, যখন মহানুভবগণের দ্বারা শব্দ উদ্‌গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হ'লে কর্ণদ্বারা শব্দ প্রবিষ্ট হ'য়ে চেতনময় রাজ্যে স্থায়ী ভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্যবিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহ যে সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠশব্দ সেই সকল বাধাকে অতি-ক্রম করিয়ে বৈকুণ্ঠ-গোলোকের চিন্ময়-ভাব-স্রোত প্রবলবেগে উচ্ছলিত ক'রে দেয়। যাঁ'রা মনোময়

ভূমিকায় অবস্থিত আছেন, বহিঃপ্রজ্ঞার বিচার অবলম্বন ক'রেছেন, তাঁ'রা ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বিষয় 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' বুঝতে পারেন না। যে 'ধী' বা 'বুদ্ধি'র কথা বল্‌তে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদগুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥*

( ভাঃ ১।১১।৩৮ )

ব্রহ্ম যে গানের দ্বারা জড়জগতের আধ্যক্ষিকতা হ'তে উৎক্রান্ত হ'বার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, সেই ত্রাণকারী গানের বা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ভূমিকায় আমরা যে বুদ্ধির কথা পাই, তা' স্থিরাবুদ্ধি, অচঞ্চলা মতি, ভগবানের সেবাময়ী বৃত্তি ; সেটী ব্রহ্মবৃত্তি ক্ষুদ্রবৃত্তি নয়, সকল শক্তিসমন্বিতা পালনীশক্তির প্রচারিকা বৃত্তিবিশেষ ! জীব-হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হ'লে আমরা সেই বৃত্তি জানতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হ'লে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতন উদ্ভাসিত হয়।

### শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য

কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধিজনগণের ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার, সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। একথা আমরা শ্রীধামাপরাধ বিচারকালেও দেখ্‌তে পে'য়েছিলাম। শ্রীনামাপরাধের ন্যায় শ্রীধামাপরাধও দশটি। শ্রীধামবাসের ছলনা ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধাম-সেবা' নহে। শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগের দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষার মধ্যে প্রকৃতি-সম্ভূত জগতের অতিক্রান্ত অবস্থায় যে ধামের কথা ব'লেছিলেন, সেই ধর্ম্মশিক্ষার কথা শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধর্ম্মশিক্ষার সহিত অভিন্ন ব্যাপার। যাঁ'দের শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানের উদয় না হ'য়েছে, তাঁ'রাই এতে ভেদ ক'রে থাকেন। তাঁ'রা সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব-দর্শনে —ধামের স্বরূপ-দর্শনের অভাব-হেতু প্রাকৃত জগতের জীববিশেষে পরিণত হ'য়ে যান। জড়কাম পরিপূরণের জন্য ধামসেবার ছলনা ক'রে যে-সকল বিপণি সৃষ্ট হ'য়েছে, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য সেরূপ বিপণীর উন্মোচন নহে। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য,—যাঁ'রা বহিঃপ্রজ্ঞা হ'তে অন্তঃপ্রজ্ঞায় উদ্‌বুদ্ধ, তা'দিগকে সহায়তা করা। সঙ্কল্প-বিকল্পাতীতা স্থিরা বা বৃহতী বৃত্তিতে স্থাপিত হ'বার জন্য বাহ্যে যে স্থূল চেষ্টার অভিনয়, তা'র উদ্দেশ্য-স্থূলসম্বর্দ্ধনামাত্র নহে, সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ ক'রে চেতনরাজ্যের পূর্ণ-বিস্তার বা চেতন রাজ্যের সোপান নির্ম্মাণ ক'রে দেওয়া। সেখানে বৈকুণ্ঠ-শব্দের সম্বর্দ্ধনাই উদ্দেশ্য। অপরা বিদ্যার প্রবর্দ্ধনাদি ধাম প্রচারিণী সভার গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্যমাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবানের প্রকট চিন্ময়ভূমি অবিমিশ্র চেতন বৃত্তিতে উদ্ভাসিত করবার বিচার-প্রণালীতেই অধিষ্ঠিত। যে সকল কথা আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন ক'রে নিজে বুঝি বা বুঝাতে চেষ্টা করি, তা' ক্ষুদ্র বিষয়ের অভিজ্ঞান বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তা' হ'তে অতিক্রান্ত হ'য়ে মানবজীবনের সফলতা যে বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ এবং বৈকুণ্ঠনাম-কীর্ত্তন, তা'ই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। বর্ত্তমান সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাগণ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সহিত সংযুক্ত হ'য়ে সেই উদ্দেশ্যেরই আরতি ক'র্‌ছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল পুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাসিক্তজনগণ যে ধামের উপলব্ধি ক'রেছেন, সেই ধামের সেবা করবার জন্য প্রযোজ্য কর্ত্তৃত্ব লাভ ক'রে যাঁ'রা চিন্ময় ধাম-সেবার সুপ্তবৃত্তিকে জাগরিত কর্‌ছেন, তাঁ'দের গুণাবলী শ্রবণ কর্‌লাম। তাঁ'দের গুণাবলী শ্রবণ করা আমাদের আজ একমাত্র কৃত্য ছিল। সম্বৎসরের এই দিবসে গৌরজন্মস্থলীতে গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের গুণানুবাদ শ্রবণ ক'রে সম্বৎসরকাল গৌরপ্রিয়সেবায় সঞ্জীবিত এবং উত্তরোত্তর উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার জন্যই শ্রীধামপ্রচরিণী সভা এই অনুষ্ঠানটি প্রবর্ত্তন ক'রেছেন।

---

* প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়াসন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

কঃ উত্তমঃশ্লোক গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ।*

ভগবানের ধাম, নাম ও কামসেবার কথা আত্মঘাতী না বুঝে জড়জগতের ভোগময়ী ভূমিকাকেই 'ধাম' বলে ক্ষুদ্র জড় চেষ্টায় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালনা ক'রে যে কাম চরিতার্থ ক'র্বার বাসনা পোষণ করে, সেই অনর্থ হ'তে নির্ম্মুক্ত হওয়ার জন্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুবর্ণ এবং সঙ্কর বর্ণসমূহকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভা ধামসেবায় নিযুক্ত ক'র্বার চেষ্টা ক'র্ছেন। শ্রীধামসভার সভ্যগণ এই সকল সেবা চেষ্টার মধ্য দিয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিলে জান্তে পার্বেন, ভগবদ্ধামসেবা, ভগবন্নামসেবা ও ভগবৎকামসেবাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল প্রাণস্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বহু লোকের নিকট এ সকল কথা ব'লেছেন ; কিন্তু ভাগ্যের অভাব-হেতু আমাদের মত লোক তাঁ'তে কর্ণপাত ক'র্তে পারে নাই বা নিজের যোগ্যতার অভাব-হেতু তা' ধরতে পারে নাই, সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

### ভক্তসেবার মাহাত্ম্য

গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণকীর্ত্তণ, উত্তমশ্লোকের যে গুণকীর্তন, তা' শুন্বার অধিকার যঁ'ারা দেন, এমন যে কীর্তনকারী গুরুবর্গ—গুরুপদাশ্রিত গুরুবর্গ, আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মবশে তাঁ'দের কথা শুন্বার অধিকার হয় না। আমরা প্রাক্তন কর্ম্মের দ্বারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ 'কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ —এই গীতার শ্লোকানুসারে 'আমি কর্ত্তা'—এই দম্ভে হত হই। যদি অহঙ্কার দৃপ্ত হই, তবে গুর্ব্বজ্ঞারূপ একটা মহদ্পরাধ এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা যে গুরুপাদপদ্মের অনুগত, সেই গুরুপাদপদ্ম এরূপ শিক্ষা দেন নাই। মহাপ্রভুর প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান যঁ'ারা করেন, তাঁ'রা পূজ্য—সেব্য। ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষাও অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবকসম্প্রদায়। গৌরসুন্দর এবং প্রকৃত গৌরভক্তগণ আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥

যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের যুগপৎ সেবা ক'রে থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সহিত আত্ম-প্রতীতের সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁ'দের তা' নাই, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মসেবা বুঝতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা কর্বার পূর্ব্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরুসেবা না হ'লে আত্ম-প্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্ম-প্রতীতির অভাবে, নিষ্কপট সপার্ষদ গুরুপাদপদ্ম-পূজার অভাবে তোতাপাখী যেরূপ কথা শিখে, বুলি আওড়ায়, আমরাও সেরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় বড় লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—গীতার চরমশ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না। আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি, কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না কর্লে কোন মঙ্গল লাভ হ'বে না ; কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তা'হলে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধির নামই—দৈন্য। আর সেই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধি না করার নাম—দম্ভ।

( ক্রমশঃ )

---

* একমাত্র পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের গুণকীর্ত্তন হইতে বিরত হয় ?

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৫ পৃষ্ঠার পর ]

ওঁ হরিঃ ॥ ভাবান্মহাভাব পর্য্যন্তা হলাদিনী সার সমবেত সম্বিদ্রূপা সিদ্ধাভক্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥১২০॥

সৌপর্ণ শ্রুতিঃ। সর্ব্বদিন মুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ ॥ মুক্তাহ্যেনমুপাসতে ॥ বৃহত্তন্ত্রে। যথা শ্রীর্নিত্য মুক্তাপি প্রাপ্তকামাপি সর্ব্বদা। উপাস্তে নিত্যশো বিষ্ণুনেবং ভক্তো ভবেদপি ॥ শ্রীনারদঃ। ভদ্র মুক্তং ভবত্তিস্ত মুক্তিস্তুর্য্যা পরাৎপরা। নিরহং যত্র চিৎসত্তা স তুর্য্যা মুক্তি উচ্যতে। পূর্ণাহন্তাময়ী ভক্তিস্তুর্যাতীতা নিগদ্যতে। কৃষ্ণরামময়ং ব্রহ্ম কৃচিৎ কুত্রাপি ভাসতে। নির্বীজেন্দ্রিয়তা তত্র আত্মস্তং কেবলং সুখং। কৃষ্ণস্তু পরিপূর্ণাত্মা সর্ব্বত্র সুখরূপকঃ॥ শ্রীরূপঃ। স্যাদ্-দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়োরাগাঽনুরাগো ভাবং ইত্যপি। বীজমিক্ষু স চ রসঃ সগুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। স শর্করসিতা সা চ সা যথাস্যাৎ। সিতোপলা। ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেৎ। সিদ্ধান্তরত্নে। তথা চ হলাদসম্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিরিতি সিধ্যতি। তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্য পরিকরাশ্রয়ক তদনুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ ॥ ১২০ ॥

ভাব হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত সিদ্ধাভক্তি হলাদিনী সার সমবেত সম্বিদ্রূপা ॥ ১২০ ॥

সৌপর্ণ শ্রুতিতে,—বিমুক্তিদশা উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত অনুদিন ভগবানের উপাসনা করিবে, মুক্ত পুরুষগণই বাস্তবিক উপাসনা করেন। বৃহত্তন্ত্রে উক্ত আছে,—লক্ষ্মীদেবী নিত্যমুক্তা এবং প্রাপ্তকামা হইয়াও নিত্যকাল শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভক্তগণ অবিরতভাবে তাঁহার আরাধনা করিবেন ॥ শ্রীনারদ বলেন,—চতুর্থ পুরুষার্থরূপ এই মুক্তি মায়াতীত তত্ত্ব। এই মুক্তি প্রাপ্তিতে অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া চিন্মাত্র সত্তার প্রকাশ হয়। অনন্তর প্রাপ্য যে ভক্তি, তাহাতে, ভক্তিমান্ জীবের কৃষ্ণদাস্যরূপ চিন্ময় অভিমান বা শুদ্ধ অহঙ্কার প্রকাশিত হয়, এই ভক্তি, চতুর্থ পুরুষার্থরূপ মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিগদিত হইয়াছে। ভক্তিনেত্রদ্বারা পরব্রহ্মের নিত্যসচ্চিদানন্দময় রূপ বহু ভাগ্যের ফলে কেহ কেহ দর্শন করেন। এই উক্তি কেবল আত্মসুখরূপা এবং ইহাতে জড়েন্দ্রিয়বর্গের মূলবীজ পর্য্যন্ত থাকেনা। ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ পরিপূর্ণ বস্তু শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বসুখস্বরূপ প্রভু ॥ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—সামান্যতঃ সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে রতির তিনপ্রকার ভেদ অবস্থিত। এই রতি দৃঢ়া ও বিঘ্নদ্বারা অপ্রতিহতা হইলে তাহার নাম হয়,—প্রেম, তাহা ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন বীজ হইতে ইক্ষুদণ্ড হয়, তাহা হইতেই রস, পরে গুড়, শর্করা, তাহা হইতে সিতা তারপরে উপলা হয়; তদ্রূপ রতি হইতে এই সমস্ত পরিণতি হইয়া ভাব পর্য্যন্ত আরোহণ করে। এই সমর্থা রতিই প্রোচ্ছলিতা (বিবৃদ্ধ) হইয়া মহাভাব দশা প্রাপ্তি করে ॥ সিদ্ধান্তরত্নে,—হলাদিনী এবং সম্বিৎ শক্তির সমবেত সারভাগই ভক্তিশক্তি রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির সারত্ব হেতু এই ভক্তি নিত্যকাল তাঁহার সেই স্বরূপ-শক্তির পরিকররূপ ব্রজবাসীগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং ইহা তাঁহাদের ও সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অভিলাভ বিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে [ ১২০ ]

ওঁ হরিঃ ॥ উপাধি বিয়োগে স্বরূপোদয়োহি মুক্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥ ১২১ ॥

ছান্দোগ্যে। য আত্মাহপহতপাপমা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্য কামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥ বিষ্ণুপুরাণে। নিরতিশয়াহলাদ সুখভাবৈক লক্ষণা। ভেষজং ভগবৎ প্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতাঃ॥ ভাগবতে। মুক্তিহিত্বাহন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। শ্রীজীবঃ। স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপ সাক্ষাৎকার উচ্যতে ॥ ১২১ ॥

জীবের মায়াসঙ্গ উপাধি বিগত হইলে যে স্বরূপের উদয় হয় তাহাই মুক্তি ॥ ১২১ ॥

ছান্দোগ্য বলেন,—যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাবিহীন, বিমৃত, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহারই অনুসন্ধান করা উচিত ॥ বিষ্ণু-

পুরাণে,—এই স্বরূপোপলব্ধিরূপ মুক্তি অতিশয় আহলাদদায়ক এবং সুখরূপ ; ইহা সংসার ব্যাধির ভেষজ এবং ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ ঐকান্তিকী পথ ॥ ভাগবত বলেন,—অন্যথা স্বরূপকে পরিহার করিয়া নিজের স্বরূপে অবস্থান করাকেই মুক্তি বলা যায়। এই সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—স্বরূপ ব্যবস্থিতির অর্থ নিজের কৃষ্ণদাস্য রূপের উপলব্ধি [ ১২১ ]

ওঁ হরিঃ ॥ সা স্বরূপসিদ্ধা বস্তুসিদ্ধা চেতি দ্বিবিধা হরিঃ ওঁ ॥ ১২২ ॥

স্বরূপসিদ্ধা মুক্তির্বৃহদারণ্যকে। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে ॥ বস্তু সিদ্ধা চ ছান্দোগ্যে। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ॥ স্বরূপসিদ্ধা ভাগবতে। যত্র মে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসম্বিদা। অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্ম দর্শনং ॥ বস্তুসিদ্ধা তত্রৈব। যদ্যোষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ শ্রীজীবঃ। মুক্তৌ জীবদবস্থামাহ। অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্ট মনসঃ সর্ব্বাসুখময়া দিশঃ তত্রোৎক্রান্তাবস্থায়াং সৈবাহন্তিমা মুক্তিশ্চ পঞ্চধা। সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্য সাযুজ্যেতি ভেদেন। এষা চ পঞ্চবিধাপি গুণাতীতা সাযুজ্যে চ আন্তর সাক্ষাৎকার এব। তথাপি প্রকটস্ফুর্তি লক্ষণং তৎ সুষুপ্তিবদনতি প্রকট স্ফুর্তিলক্ষণাদ্ ব্রহ্মসাযুজ্যাত্তিদ্যতে ॥ ১২২ ॥

সেই মুক্তি স্বরূপসিদ্ধা ও বস্তুসিদ্ধা ভেদে দুই প্রকার ॥

স্বরূপসিদ্ধা মুক্তি বৃহদারণ্যকে,—মানুষের বুদ্ধিতে যত তৃষ্ণা আশ্রিত রহিয়াছে, তাহারা যখন সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মরমানুষ অমর হয়, এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুসিদ্ধা মুক্তি ছান্দোগ্যে,—এই যে সম্প্রসাদ, ইনি এই দেহ হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরমজ্যোতিসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন ॥ স্বরূপসিদ্ধি ভাগবতে। সৎ অর্থাৎ লিঙ্গদেহ এবং অসৎ স্থূল দেহ। এই দুই দেহ অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে কৃত হইয়াছে। চিদ্রূপগত সম্বিৎদ্বারা যখন এই উভয় দেহই আমার নয় বলিয়া বোধ হয়, তখন জীবাত্মা ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন ॥ বস্তুসিদ্ধা সেইখানেই—মায়িক বিষয়ে বৈশারদী মতি যে অবিদ্যা তাহা যখন উপরত হয়, তখনই জীব আপনাকে সম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং স্বীয় চিন্মহিমায় মহীয়ান হন ॥ শ্রীজীব বলেন, মুক্তপুরুষগণের জীবদশা ভাগবতে যথা, ভক্তসকল অকিঞ্চন অর্থাৎ জড়বিষয়-বিরক্ত, দান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের মন শান্ত সমচেতা অর্থাৎ চিন্মাত্রে সমবুদ্ধি ও জড়মাত্রে তুল্যবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া সন্তুষ্টমনা। সকল দিকই তাঁহাদের পক্ষে সুখময়। এই অবস্থা অতিক্রম করিবার পরে যে অন্তিমমুক্তি পাওয়া যায়, তাহা পঞ্চবিধা যথা,—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। এই পঞ্চবিধমুক্তিই গুণাতীত। সাযুজ্য শব্দের বাস্তবিক অর্থ আত্যন্তিক সাক্ষাৎকার। কিন্তু ইহলোকে যেমন জাগ্রদবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে বিভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চিন্ময় আত্মার জাগ্রদবস্থারূপ প্রথম চতুর্বিধ মুক্তি এবং সাযুজ্য এই আত্মার সুষুপ্তিরূপ এইভাবে সাযুজ্য ইতর মুক্তি হইতে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে। [ ১২২ ]

ওঁ হরিঃ ॥ সা ভক্তেরনপায়িনী সহচরী হরিঃ ওঁ ॥ ১২৩ ॥

গোপালোপনিষদি। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যে নৈবস্মিন্ মনস কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যং ॥ নারদ পঞ্চরাত্রে। হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ। ভক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যা শ্চেটীকাবদনুব্রতাঃ ॥ শ্রীজীবঃ। প্রীত্যৈব আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। যাং প্রীতিং বিনা তৎ স্বরূপস্য তদ্ধর্ম্মান্তর বৃন্দস্য চ তৎসাক্ষাৎকারো ন সম্পদ্যতে। যত্র সা তত্রাবশ্যমেব সম্পদ্যতে। যাবত্যেব প্রীতি সম্পত্তিস্তাবত্যেব তৎসম্পত্তিঃ। সুখঞ্চ নিরুপাধি প্রীত্যাস্বাদু। তস্মাৎ পুরুষেণ সৈব সর্ব্বদা অন্বেষ্টব্যেতি ॥ ১২৩ ॥

সেই মুক্তি ভক্তির নিত্য সহচরী ॥ ১২৩ ॥

গোপালতাপনীতে,—ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন সম্পন্ন হয়। ইহাতে সাধকের চিত্ত কর্ম্মজ্ঞানা-

দির উপাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির ভাবনা দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাকে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বলা হইয়াছে। পঞ্চরাত্রে,—মুক্তিদেবী ইত্যাদি সমস্ত সিদ্ধিগণ, অদ্ভূত প্রকারের ভুক্তিসমূহ, এইসকল হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর দাসীরূপে অনুসরণ করে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—ভগবানে প্রেমভক্তিরূপা প্রীতিই সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি করে। এই প্রীতি ব্যতিরেকে ভগবৎ স্বরূপ, ভগবদ্ধর্ম্ম ইত্যাদি কোন নিত্যতত্ত্বেরই সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব শ্রেয় প্রার্থীর এই প্রীতিই প্রয়োজনরূপে সাধন করিতে হয়। প্রীতি থাকিলেই দৈবী সম্পত্তি লাভ হয়। এই ভগবৎ প্রীতিই নিরুপাধিক সুখের হেতু। অতএব জীবমাত্রেরই ইহা সর্ব্বদা অন্বেষণ করা কর্তব্য। [১২৩]

( ক্রমশঃ )

# বৃকাসুর

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

আমরা বেদালোচনা করিতে গিয়া ঋগ্‌বেদে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্"—এই মন্ত্র দেখিতে পাই এবং এই বেদমন্ত্রের অর্থ অবগত হইয়া জানিতে পারি যে, সুরগণই—বৈষ্ণবগণই দিব্যচক্ষু দ্বারা—আত্ম-চক্ষুদ্বারা পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন—চিদিন্দ্রিয় সতত ভগবদ্ভজনে রত থাকেন। তাঁহারা যে কেবল নিজেনিজেই ভগবানের সেবা করেন তাহা নহে, পরন্তু ইহজগতের অনিত্য বস্তুর হেয়ত্ব ও নিত্যবস্তু ভগবানের অপূর্ব্ব শান্তিপ্রদ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া দুঃখী জীবগণকে সেই নিত্যানন্দধনে অধিকারী করিবার জন্য আচারময় প্রচার করেন। এই সুরগণ বা বৈষ্ণবগণ হরিভক্ত। আর যাহারা হরিভজন করে না তাহারা অসুর—দেহাত্মাভিমানী। এই অসুরগণ যখন ভগবদ্ভক্ত নহেন তখন তাহারা যে হরিবিমুখ অভক্ত তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই অসুরগণ যখন হরিভজন করে না তখন তাহার যে, যে ভগবান্ নহে তাহার ভজন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই হরিভজন—কৃষ্ণের ভজন যাহারা করে না তাহাদের মধ্যে কেহ দেবযাজী, কেহ জীব-সেবী, কেহ দেশসেবী, কেহ-মাতৃ-পিতৃসেবী আখ্যায় আখ্যাত হইয়া তত্তদভিমানে কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করে; কিন্তু ইহাদের মনঃকল্পিত সেব্যগণের মধ্যে কেহই ভগবান্ না হওয়ায় তাহাদের ভগবানের সেবা হয় না; তাই স দৃশ অকৃষ্ণের সেবা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া করিলেও আত্মার বৃত্তি ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি জাগে না বা ভগবান্‌কে জানা যায় না—ভগবদ্ উপলব্ধি হয় না; পরন্তু ভগবল্লাভের একমাত্র উপায় এই মনুষ্যদেহ পাইয়াও কেবল দেহমনের Exercise করাই সার হয় এবং পরে নরকদুঃখভোগই আমাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্র বলেন,—

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥

( চৈঃ চঃ )

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকসেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

( ভাঃ ১।২।৮ )

হরিভক্তগণ হরির সুখের জন্য হরির সেবা করেন, প্রভুর প্রীতি ব্যতীত তাঁহাদের অন্য আশা নাই আকাঙ্ক্ষা নাই। ইহারই নাম ভৃত্যত্ব। তাই বলি, শিষ্যত্ব যদি চিরকাল না থাকে, কিছুদিন পড়ে যদি শিষ্য গুরু হইবার প্রয়াস দেখায় বা প্রভুর আসন গ্রহণ করে তবে সেখানে অন্তরে ভৃত্যত্ব বা শিষ্যত্বের লেশমাত্র নাই বুঝিতে হইবে। যেখানে নিজস্বার্থের জন্য প্রভু-উপাসনার ছলনা দৃষ্ট হয়, সেখানে ভক্তি নাই, ভক্তি থাকিতে পারে না। সেইজন্য কৃষ্ণবিমুখ

ব্যক্তি ভগবান্ কৃষ্ণকে বাদ দিয়া জাগতিক যে কোন একটী বস্তুকে কৃষ্ণের আসনে জোর করিয়া বসাইয়া তাহার সেবা করিবার যে ছলনা দেখায় তাহা যে ভক্তি নহে পরন্তু অভক্তির একটা অন্যদিক্ তাহা আমরা বুদ্ধিহীনতা ও সাধুসঙ্গের অভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এজগতের অনন্তকোটী জীব আনখকেশাগ্র বিষ্ণুবিমুখ হইয়া অনন্তকোটী-মুখে ঈশ্বরবিদ্বেষ করিবার জন্য এই কয়েদখানায়—এই মহামায়ার দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় শতকরা শতজনই ঐরূপ। ইহাদের মধ্য হইতে যদি একটী লোককেও বাঁচাইতে পারা যায় তাহা হইলে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকার করা হইবে। কিন্তু আমরা যদি এবিষয়ে উদাসীন থাকি, গৌড়ীয়মঠের সেবক বলিয়াও যদি হরিবিমুখ মনুষ্যগণকে প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎ-শরীরপুষ্টি জন্য দুইশত গ্যালন রক্ত পান করাইয়া ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত না হই তাহা হইলে জীবের মঙ্গল করা হইল না, যাহারা ভুলক্রমে দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা হইল না; তৎফলে জীবগণকে দয়া করার পরিবর্ত্তে হিংসাই করা হইল। ভগবানের সেবা ছাড়া পশুরক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ, মনুষ্য, ধনী, নির্ধন, রোগী, সুস্থ কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই বা থাকিতে পারে না ; সকলেই যখন ভগবানের সন্তান বা সেবক তখন ভগবানের সেবা ছাড়া বৃক্ষদেহধারী বা মনুষ্যদেহধারী জীব-গণের আর কি অন্য কৃত্য থাকিতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে স্থান পায় না। গৌড়ীয়মঠ-বাসী সরস্বতী-পুত্র আমরা সরস্বতীকৃপায় যে সকল কথা শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি সে সকল কথা জগতের প্রায় শতকরা শতজনেই জানে না ইহা আমরা নিশ্চিন্তে জোর গলায় বলিতে পারি এবং যদি কেহ এসব কথা শুনিয়া দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ না করিয়া ইহার সত্যতা জানিবার জন্য আমাদের ন্যায় আচার্য্যকুক্কুরের নিকট আসেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যদি তাঁহারা নিষ্কপটে মনযোগ সহকারে এতদ্বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত অজ্ঞান সূর্য্যোদয়ে অন্ধ-করাপগমের ন্যায় বিনষ্ট না হইয়া পারিবে না। ব্যবসা চালাইবার জন্য বা নিজেদের দল ভারি করি-বার জন্য আমরা এসকল কথা বলি নাই। জগতের ধর্ম্মধ্বজিগণ তরুণবঙ্গের মাথা খাইয়াছে, তাই আমরা আচার্য্য-আজ্ঞায় এই নিখুঁত সত্য শ্রেয়ঃকথা জগদ্-বাসী বন্ধুগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য শত শত গ্যালন রক্ত নষ্ট করিতে বসিয়াছি। কিন্তু আমরা জানি এই প্রকৃত সত্যকথা খুব কম লোকেই ধরিতে পারিবে। সত্য কথা বহু লোকে চায় না, একথা চিরন্তন সত্য ; কারণ সত্যকথা প্রেয়ঃ নহে Flattery নহে,—মূর্খ লোককে পণ্ডিত বলিয়া Certificate দেওয়া নহে ; পরন্তু ইহা নিত্যমঙ্গলপ্রদ কৃষ্ণাকর্ষক। এসব সত্য কথা শুনিতে বেশী লোক প্রয়াসী নহেন বলিয়া শাস্ত্র বলেন—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবঃ যং ন বিদুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতাকুশলানুশিষ্টঃ॥"

—এই শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বহু পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকে আবার তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আর শ্রেয়ঃবিষয়ের নিপুণ বক্তাও অতি দুর্ল্লভ। আবার যদিও এইরূপ দুর্ল্লভ উপদেষ্টা কখনও অবতীর্ণ হন কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও দুর্ল্লভ।

যাহারা প্রেয়ঃপন্থী তাহারা অসুর আর যাহারা শ্রেয়ঃপন্থী তাহারাই সুর বা ভগবদ্ভক্ত। আমরা অদ্য যাহার কথা আলোচনা করিতেছি তাহার নাম শুনিয়াই বোধ হয় সকলেই ইহার স্বরূপ অবগত হইতেছেন। এই ব্যক্তি প্রেয়ঃপন্থী—জনৈক শিবভক্ত-ব্রুব। ইহার বিষয় আলোচনা করিলে আজ আমরা জানিতে পারিব যে, দেবযাজীর গতি কি এবং তাহাদের কপটতা কত বেশী এবং উপাস্যদেবে তাহাদের শ্রদ্ধা কত কম ও আনুগত্যের ভাণে কিরূপ Flatterer, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যাহারা পূর্ব্বেও বিষয়ভোগে আসক্ত ও পরেও মুখ্যবিষয়ে অন্যাভিলাষী তাদৃশ অত্যাসক্ত পুরুষ আমার আরাধনা ও অনুগ্রহলাভ দুষ্কর জানিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবতা-সেবা করিয়া থাকে এবং উক্ত ভজনহেতু শীঘ্র-সন্তুষ্ট

তাদৃশ দেবতাগণের নিকট হইতে রাজ্যশ্রী লাভ করিয়া উদ্ধত, গর্ব্বিত ও অসাবধান হইয়া বরদাতৃগণকেও বিস্মরণপূর্ব্বক অবজ্ঞা করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকে।

দেবযাজীর কি গতি এবং দেবোপাসকের পাল্লায় পড়িয়া উপাস্য দেবতাগণকেও মাঝে মাঝে যে কি অসুবিধায় পড়িতে হয় তাহা আমরা বৃকাসুরের জীবনীতে দেখিতে পাই। কৃষ্ণাভক্ত দেবযাজিগণ এই সব কথা শুনিয়া ইহার অমূলকত্ব যদি কিঞ্চিৎও উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তৎফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা শুনিতে প্রস্তুত হন, এই আশা লইয়া আজ আমরা বৃকাসুরের বিষয় বর্ণন করিতে মনস্থ করিয়াছি। দীননাথ ভগবন্! পতিতপাবন! আমার বন্ধুগণকে সুমতি দাও, তাঁহাদিগকে তোমার কথা শুনিতে সুযোগ দাও, আমার বন্ধুবর্গকে আর অন্ধকারের মধ্যে ঘুরাইও না। গৌর হে! যদি বদ্ধ জীবের প্রতি তুমি কৃপাদৃষ্টি না কর তবে কখনও বদ্ধজীব মুক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইতে পারিবে না। এসব কথা শুনিবার কান সহজে কাহারও প্রস্তুত হয় না, তাই তোমার নিকটে হৃদয়ের ব্যথা জানাইলাম। আবার শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও গৌরসুন্দরের কৃপালাভ করিবার অধিকার নাই, গৌর সুন্দরকে সেবা করিবার অধিকার নাই, বুঝিবার অধিকার নাই এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার উপায় নাই; তাই জগতের প্রতি অযাচিত কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীগুরুনিত্যানন্দের নিকটে কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

শকুনি নামক অসুরের পুত্র দুর্ম্মতি বৃকাসুর একসময়ে পথে নারদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাদি দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা সত্বর সন্তুষ্ট হন—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে শঙ্করারাধনার কথা অবগত হইয়া বৃকাসুর কুরুক্ষেত্রে নিজ গাত্র হইতে মাংস গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিল।

এইরূপ আরাধনাতেও দেবদর্শন লাভ করিতে না পারিয়া উক্ত অসুর সপ্তম দিবসে কেদারতীর্থের জলে মস্তকের কেশসমূহ অভিষিক্ত করিয়া খড়্গদ্বারা স্বীয় মস্তকচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ পরমকারুণিক শঙ্কর যজ্ঞানল হইতে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া স্বকীয় হস্তযুগলদ্বারা তদীয় হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক আমরা যেরূপ কোন প্রকার দুঃখবশতঃ মৃত্যুকামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুচেষ্টা হইতে নিবারিত করি, সেইরূপ তিনি তাহাকে শিরচ্ছেদ-চেষ্টা হইতে বারণ করিলেন। তখন বৃকাসুরও তদীয় স্পর্শলাভ করিয়া পুনরায় পরিপূর্ণকলেবর হইয়া উঠিল। শঙ্কর তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে বৎস, শিরচ্ছেদে আর কোন প্রয়োজন নাই,—তুমি আমার নিকটে যে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব। আমি শরণাগত পুরুষগণের জলমাত্র প্রদানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, তথাপি তুমি নিরর্থক অতিশয় কষ্টকর তপস্যাদ্বারা শরীরকে পীড়াপ্রদান করিয়াছ; অতএব আর আত্মপীড়নের প্রয়োজন নাই। অনন্তর পাপাত্মা অসুর শিবসন্নিধানে এক ভয়ঙ্কর বর প্রার্থনা করিল যে, আমি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিব, সেই ব্যক্তিই যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভগবান্ শঙ্কর বাক্যশ্রবণে ক্ষণকাল দুঃখিতচিত্তের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক অনন্তর প্রকৃষ্ট হাস্যসহকারে সর্পকে অমৃত প্রদান করার ন্যায় তাহাকেও 'তথাস্তু" বলিয়া অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। অতঃপর ঐ অসুর বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য মহাদেবেরই মস্তকে নিজহস্তপ্রদানে উদ্যত হইলে তিনি নিজপ্রদত্ত সেই বরহেতু ভীতিগ্রস্ত হইলেন। অনন্তর ঐ অসুর তাঁহার পশ্চাদবর্ত্তী হইলে তিনি অতিশয় ভীত ও কম্পিতকলবরে পরাঙ্মুখ হইয়া ধাবমান হইলেন। এইরূপে তিনি উত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং দিক্‌সমূহের সীমা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই এ বিষয়ে কোন প্রতিকার অবগত না হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে তিনি যেস্থানে সাক্ষাৎ শ্রীহরি রাগদ্বেষরহিত, শান্তচিত্ত পরমভক্ত সাধুগণের পরমগতিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যেস্থান একবার লাভ করিলে তাহা হইতে জীবের পুনরায় সংসারদশায় পতিত হইতে হয় না, সেই তমোগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত সমুজ্জ্বল শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরি দূর হইতে তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া যোগমায়ায় বালব্রহ্মচারীর বেশধারণপূর্ব্বক

মেখলা, অজিন, দণ্ড এবং অক্ষমালায় সজ্জিত হইয়া হস্তে কুশগ্রহণ সহকারে ব্রহ্মতেজে অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত-কলেবরে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করিয়া শিষ্যের ন্যায় তাহাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে শকুনিনন্দন, আপনাকে দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন। আপনি কিজন্য এতদূরে আসিয়াছেন, তাহা বলুন। সম্প্রতি ক্ষণকাল এখানে বিশ্রাম করুন; যেহেতু পুরুষের এই শরীর সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টপ্রদানে সমর্থ; সেইজন্য এই শরীরের রক্ষা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। হে প্রভো, ভবদীয় সঙ্কল্পিত কার্য্য আমাদের শ্রবণযোগ্য হইলে তাহা বলুন। যেহেতু পুরুষগণ প্রায়ই অপর পুরুষগণের সাহায্যে নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীহরির সুমধুর বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বৃকাসুর শ্রান্তিশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট যথাক্রমে যাবতীয় অনুষ্ঠিত কার্য্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি দক্ষশাপে পিশাচবৃত্তি লাভ করিয়া কেবলমাত্র প্রেতপিশাচগণেরই আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শিব যদি আপনাকে এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাদৃশ বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে পারিব না। হে দানবরাজ, যদি শঙ্করকে জগদ্গুরুজ্ঞানে তদীয় বাক্যে আপনার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র স্বীয় মস্তকে হস্ত অর্পণপূর্ব্বক ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। হে দৈত্যবর, যদি তাহার বাক্যে কিঞ্চিন্মাত্রও মিথ্যারূপ প্রতীত হয়, তাহা হইলে যাহাতে পুনরায় এরূপ মিথ্যাবাক্য না বলিতে পারে, সেইরূপে এই মিথ্যাবাদীকে বিনষ্ট করুন। ভগবানের এবম্বিধ মনোরম বচনবিন্যাসে দুর্ব্বুদ্ধি বৃকাসুর ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া বরতত্ত্ব বিস্মরণপূর্ব্বক নিজ মস্তকে স্বীয় হস্ত সমর্পণ করিল। অনন্তর ঐ অসুর তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণমস্তকে বজ্রাহতের ন্যায় ভূপতিত হইলে আকাশে জয়ধ্বনি, প্রণামবাক্যধ্বনি এবং প্রশংসাবচনধ্বনি উত্থিত হইল।

কৃষ্ণভক্ত গুরুদ্রোহী দেবযাজিগণের ইহাই পরিণতি। অহঙ্কারের ইহাই চরম ফল। যেখানে কৃষ্ণভজনে বীতস্পৃহা, সেইখানেই এতাদৃশী অসুবিধা। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই যে 'এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥" এই মহামূল বাক্যপালনে যত্নপর হওয়া বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলি সাধু সাবধান!
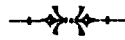
# বেণু-গীত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৩ পৃষ্ঠার পর ]

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্ দেবকীসুত পদাম্বুজলব্ধ লক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূর নৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্য সমস্ত সত্ত্বম্ ॥ ১০॥

অনুবাদঃ—অপর গোপীগণ কহিল—হে সখী! এই বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিশেষরূপে বিস্তার করিতেছে, যেহেতু এই শ্রীবৃন্দাবন দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যুগলের দ্বারা সকল শোভাসম্পদ লাভ করিয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি লক্ষ্য-করিয়া ময়ূরগণ তাঁহাকে দর্শন করতঃ মন্দ মন্দ গর্জ্জনকারী নীলমেঘভ্রমে মত্ত হইয়া যে নৃত্য করিতেছে, ঐ নৃত্য দর্শন করিয়া এই বৃন্দাবনে পর্ব্বতের সানু দেশে অপর সমস্ত প্রানী নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে আহা! ধন্য এই বৃন্দাবন ভূমি। এইরূপ দেশ আর নাই।

ব্যাখ্যা—অপর গোপী বলিল—অহো! কি বলিব শ্রীকৃষ্ণের হস্তাদিতে বর্ত্তমান অবস্থানের বেণুর সৌভাগ্যের বর্ণন করিয়াছেন। এখন কিছু শ্রীবৃন্দাবনের সৌভাগ্যকে বর্ণন করুন! "অহো কিং বক্তব্যং শ্রীহরি হস্তাদৌ বর্ত্তমানস্য বেণোর্মাহাত্ম্যম্ বৃন্দাবনস্য সৌভাগ্যম্ কিয়ৎ বর্ণতাম্"।

অন্য গোপী বলিলেন—হে সখি! এই সম্বোধনের অর্থ বর্ণনার সম্মতি নিবার জন্য করিয়াছেন। এই

বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া শ্রীমতীরাধারানীর নিজস্ব বন। শ্রীবৃন্দাবনের জন্য এই পৃথিবীর পবিত্র কীর্ত্তি ও যশ স্বর্গ এবং বৈকুণ্ঠধাম অপেক্ষাও অধিক বিস্তার লাভ করিতেছে। "বৃন্দা শ্রীরাধা তস্যা বনম্ হে সখীতি সম্মত্যর্থং বৃন্দাবনং ভুবঃ কীর্ত্তিং যশঃ স্বর্গাদিভ্যোপি বিশেষতঃ অধিক্যেন তনোতি বিস্তারয়তি"।

স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠাদি ধাম অপেক্ষা কেন মহিমা আধিক্য? বলিতেছে—স্বর্গ, বৈকুণ্ঠাদি ধামে সদা-সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ চরণযুগলে সপাদুকা ধারণ করিয়া গমনাগমন হেতু, অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণ যুগলের অঙ্কিত চিহ্ন ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। বৃন্দাবনে ত গো-চারণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ নিরাবরণ চরণেই বিচরণ করেন। তজ্জন্য যত্র তত্র শ্রীচরণের অঙ্কিত চিহ্ন সুন্দর্য্য শোভা ধারণের সৌভাগ্য করিয়াছেন। "বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ পাদাম্বুজৈরেব ন তু পাদুকাভিঃ স্বর্গাদৌতু; সপাদুকস্য ভগবতো গমনা গমনাদিকং ভবতি"।

শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল অত্যন্তকোমলতা দেখিয়া একবার মাতা যশোদাদেবী বলিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ! বৃন্দাবনে সর্ব্বক্ষণ গো-চারণ করিয়া থাক, তোমার কমলপায়ে কাঙ্কর, কঠোর কুশ, কণ্টকাদি প্রবেশ করিবে, অতএব তুমি পাদুকা ধারণ করিয়া যাও। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মাতঃ! কাঁহার কোন ইষ্টদেব এবং পূজনীয় গুরুজন নগ্নপায়ে কোথাও গমন করেন, তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমনকারী সেবক পাদুকা ধারণ করিয়া গমন করা উচিৎ? মাতা বলিলেন না বৎস! তখন সেবকেও নগ্ন পায়েই গমন করা উচিৎ। শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাঁসিলেন—'মা' এই যে গাভীগণ আমাদের ইষ্টদেবতা। তাহারা আমাদের পূজ্য, তাহারা যদি নগ্নপায়ে গমন করেন ত আমি কি প্রকারে পাদুকা পায়ে যাইব? সমস্ত গাভীগণকে পাদুকা পরান তবে আমি পাদুকা ধারণ করিয়া যাইব। শ্রীকৃষ্ণকে পাদুকা পরান সম্ভব হবে না বলে মাতা চুপ করিয়া রহিলেন। গুরুজনের সম্মুখে পাদুকা ধারণ অশাস্ত্রীয়।

এই শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবনকে পৃথিবী হইতে পৃথক বলিয়া, তাহার দিব্যতার সংকেত করিয়াছেন। "ভুবঃ পৃথক্ত্বেন শ্রীবৃন্দাবনস্য ভৌমত্বমপি প্রদিপাদিতং"। যশোদা পুত্রের চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত শোভা বা ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ যেখানে। তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবন, স্বর্গ-বৈকুণ্ঠাদি ধাম-অপেক্ষা অতিশয় সৌভাগ্যশালী। "দেবকী সুতস্য পাদাম্বুজৈস্তত্র তত্রঙ্কিতৈর্লব্ধা লক্ষ্মীঃ শোভা যেন তৎ"। জনৈক কবি বলিয়াছেন—

সা মে মাতা স চ মে পিতা ন,
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সুহৃন্ন।
তন্মে ন মিত্রং স চ মে গুরু র্ন,
যো মে ন বৃন্দাবন বাসমাদিশেৎ॥
তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণ মূলমপি চ,
স্বপ্নেঽপি যাপা দহো।
শ্রীবৃন্দাবিপিনস্য যত্র মহিমা
নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে॥

সেই মাতা মাতা নহেন, পিতা পিতা নহেন, সেই গুরু গুরু নহেন, বন্ধু বন্ধু নহেন, মিত্র মিত্র নহেন, আর সেই সুহৃদ সুহৃদ নহেন, যে আমারে বৃন্দাবনে বাসের সহর্ষ স্বীকৃতি প্রদান করেন না। সেই শাস্ত্রের শব্দ আমায় যেন স্বপ্নেও শ্রবণ করিতে না হয়, যেখানে বৃন্দাবনের মহিমার বর্ণন নাই।

উপরি উল্লিখিত দেবকীসুত বলার ভাব এই যে, দেবকী জন্মমাত্র দিয়াছেন, পুত্র ত যশোদা দেবীরই। অথবা যশোদারই অন্য নাম দেবকী ছিল, দুই নাম নন্দমহারাজের পত্নীর যশোদা, দেবকী। শ্রীবাসুদেবের পত্নীও দেবকী; এক নাম হওয়ার দরুণ তাহারা পরস্পর সখীভাব ছিলেন, এবং শ্রীনন্দ মহারাজ আর শ্রীবসুদেব পত্নীর সম্বন্ধে তাহারাও মিত্র-ভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা বৃহদ্ বিষ্ণু পুরাণে দেখা যায়। "দ্বেনাম্নী নন্দ জায়ায়া যশোদা দেবকীত্যপি" ইতি বৃহদ্ বিষ্ণুপুরানাৎ।

গোবিন্দ শব্দের অর্থ গো-সমূহের স্বামী অথবা গোপালচূড়ামণি বা গো-পালনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর বিচিত্র ক্রীড়া-রসের রসিক আর পৃথিবীর পালক, ইন্দ্রিয়-সমূহের অধিপতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম 'গোবিন্দ'। কিঞ্চ গোবিন্দঃ গরামিন্দ্রঃ গোপচূড়ামনির্বিচিত্র ক্রীড়া রসিকঃ।

বৃন্দাবনে সেই গোবিন্দের বেণু-নিনাদ পীয়ূষের পান করিয়া ময়ূরবৃন্দ সর্ব্বক্ষণ নৃত্যে নিমগ্ন, অথবা বেণুর 'মনু' ধ্বন্যাত্মক পরম মোহন মন্ত্রে মোহিত

হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মন্দ মন্দ গর্জ্জনকারী নীলমেঘ মনে করিয়া ময়ূরগণ যত্র তত্র বৃন্দাবনে নৃত্য করিয়া বিরাজ করিতেছিল। যেপ্রকার ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণকে মন্দ মন্দ গর্জ্জনকারী মেঘভ্রম হইতেছিল, সেই প্রকার কোকিলাদি পক্ষীসমূহের মনে বসন্ত ঋতুর স্ফুরণ হইতেছিল। "তস্য গোবিন্দস্য বেণুমনু বেণুনিনাদং শ্রুত্বানন্তরং মন্দং গর্জ্জিত নীলমেঘং তং মত্বা মল্লানামগনিরিতিবৎ কোকিলাদিষ্বপি বসন্তাদি রূপেম স্ফুরণম্"।

শ্রীবলরামের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মল্লগণ বজ্র সদৃশ কঠোর শরীর রূপে দেখিতেছিল। সাধারণ মনুষ্যগণ তাহাকে শ্রেষ্ঠ মানবরূপে, স্ত্রী-গণের হৃদয়ে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ কামদেব, গোপগণ স্বজন এবং দুষ্টরাজগণ দণ্ডপ্রদানকারী শাসকের সমান, মাতা পিতা শিশুরূপে আর কংস মহারাজ নিজের সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, যোগি ও ভক্তগণ পরম তত্ত্বরূপে, বৃষ্ণীবংশীগণ সাক্ষাৎ ইষ্টদেবরূপে দেখিয়াছিলেন। সভাসদ্‌গণ নিজ নিজ ভাবানুরূপ সবাই ক্রমশ—রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য আর প্রেমিক ভক্ত রসের অনুভব করিয়াছিলেন।

মল্লানামশনি নৃণাং নরবর স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতে বিরাড বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ গো-চারণে বেণুবাদনের সময়ে ময়ূরাদি পশু-পক্ষীর দশাও সেইপ্রকারই অবস্থা হইয়াছিল।

'গোবিন্দ বেণু মনু' শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষণ। ভাব এই যে বৃন্দাবনে গোবিন্দের বেণুই 'মনু' অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা। এই বেণু বাদনে নৃত্যরত মত্ত ময়ূরগণকে দেখিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শিখার স্থিত পশু-পক্ষীও নিজ নিজ স্বভাবকে ভুলিয়া শান্ত এবং মুগ্ধ হইল; এবম্প্রকার বৃন্দাবন।

যদি এই শ্লোকের অন্বয় করিলে—"ময়ূর নৃত্যং প্রেক্ষ্য গোবিন্দ বেণু মনু" করা যায় তবে অর্থ হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরের প্রিয়। তাহারা কৃষ্ণকে দর্শন করিলেই নৃত্য করিত। তাহাদের নৃত্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও নিজের বেণু মধুস্বরে ধ্বনি করাইতেন, যাঁহার কণ্ঠস্বর (ধ্বনি) পাহাড়ের উপরে বিচরণকারী পশু-পক্ষীগণও নিষ্ব্যাপার হইয়া যাইত।

"অপরতান্য সমস্ত সত্ত্বম্" এর অর্থ এই করা হইয়াছে, যে, যেখানে সমস্ত রজোগুণ আর তমোগুণ নিবৃত্ত হইয়াছিল; কেবল সত্ত্বই সত্ত্ব ছিল, বৃন্দাবনে। নৃত্য করার সময়ে যখন কোন ময়ূরের পুচ্ছ পড়িয়া যাইত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পুরস্কার মনে করিয়া তখন নিজের মস্তকে ধারণ করিয়া নিতেন। এই মনোরম দৃশ্য বলুনতো বৈকুণ্ঠ ধামে কোথায় দেখিতে পাইব?

গোপীগণ মনে মনেই চিন্তা করিতেছেন যে শ্রীবৃন্দা এক স্ত্রীলোক বিশেষ এই বৃন্দাবনের ভূমি শ্রীশ্যামসুন্দরের এতই প্রিয় যে, ইহার উপর নিরাবরণ শ্রীচরণে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। আমাদের প্রতিও অবশ্যই তিনার কৃপা হইবে। গোপিগণের ঐপ্রকার চিন্তা ভাবনার কারণ এই যে, পৃথিবীর বিকার বিশেষ তাহাদের শরীর প্রার্থিব। পৃথিবীর কঠোর বক্ষস্থলপর স্তনরূপী পর্ব্বত বিরাজমান। রোমরাশিস্বরূপ বৃক্ষপুঙ্‌ক্তি, হৃদয়ে প্রেমরূপী নদীসমূহও প্রবাহিত হইতেছে। তদ্রূপ আমাদের কঠোর বক্ষস্থলেও পর্ব্বতরূপী স্তনযুগল বিদ্যমান এবং হৃদয় অভ্যান্তরে নদীরূপী তাহার প্রতি প্রীতিপ্রেম প্রবাহিত আর বৃক্ষপুংক্তি স্বরূপ মস্তকে কেশপাশ বিরাজিত; অতএব দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রীশ্যামসুন্দর কখন না কখন আমাদের হৃদয় ভূমিপর নিরাবরণ শ্রীচরণ অবশ্যই সংস্থাপণ করিবেন। (ক্রমশঃ)

# অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৯৪-তম শুভাবির্ভাব তিথিপূজা-বাসরে তদীয় শ্রীচরণ-সরোজে দাসাধমের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

উত্থানৈকাদশী ধন্যা তিথি সর্ব্বজনমান্যা
শ্রীহরি উত্থান অবকাশ।
অগ্রহায়ণ মাসেতে অবতীর্ণ ধরণীতে
গুরুদেব, কৃষ্ণের প্রকাশ ॥ ১ ॥

অজ্ঞানান্ধকার নাশি' জ্ঞানাঞ্জন পরকাশি
দিব্য চক্ষু কর উন্মীলন।
এত দয়া জীব প্রতি কর কৃপা অহৈতুকী
গুরুদেব ! লইনু শরণ ॥ ২ ॥

তোমার মহিমা গাই হেন শক্তি মোর নাই
তবে পারি যদি কৃপা কর।
তব গুণ অগণন সর্ব্বগুণে গুণবান্
সুহাস্য বদন মনোহর ॥ ৩ ॥

গৌর কান্তি কলেবর সুন্দর চরণ কর
আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়।
তিল ফুল জিনি নাসা অমৃত মধুর ভাষা
সর্ব্বচিত্ত-মন আকর্ষয় ॥ ৪ ॥

যবে তব সন্নিধানে পরিপ্রশ্ন লই'মনে
আসিয়া মিলয়ে অনুগত।
প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে উত্তর শুনিয়া সবে
অন্তর্য্যামি জানি' অভিভূত ॥ ৫ ॥

বিশেষ তোমার গুণ শাস্ত্র যুক্ত্যে সুনিপুণ
মায়াবাদ করহ খণ্ডন।
কুসিদ্ধান্ত ধ্বান্ত নাশি' সুসিদ্ধান্ত পরকাশি
শুদ্ধভক্তি করহ স্থাপন ॥ ৬ ॥

(শ্রী) চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ স্থাপিয়াছ নিষ্কপট
ভারতবর্ষে আঠার স্থানে।
পরমার্থ বিদ্যাশিক্ষা কৃষ্ণনাম-মন্ত্রদীক্ষা
লভে জীব রহি' এইস্থানে ॥ ৭ ॥

(শ্রী) চৈতন্যবাণী পত্রিকা পরমার্থ প্রকাশিকা
প্রকাশ করিলা জীব লাগি'।
শ্রীচৈতন্য শিক্ষা সার জগতে কৈলা প্রচার
যা'তে হয় কৃষ্ণে অনুরাগী ॥ ৮ ॥

বলবতী ইচ্ছাশক্তি হয় তোমার প্রকৃতি
যে ইচ্ছা করিতে হয় মন।
সহস্র বাধা বিপত্তি না শুন কা'র আপত্তি
উপেক্ষিয়া করহ সাধন ॥ ৯ ॥

জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত তা'র দেখি লাগে চমৎকার
প্রভুপাদ আবির্ভাব স্থান।
উদ্ধার করিয়া তবে সুকীর্ত্তি স্থাপিলা ভবে
এই তা'র সুস্পষ্ট প্রমাণ ॥ ১০ ॥

অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব তব যত গণ্য মান্য সব
নিজপদ মর্য্যাদা লঙ্ঘিয়া।
যান হইতে উত্তরি' দুই পাদপদ্ম ধরি'
প্রণমে নত মস্তক হৈয়া ॥ ১১ ॥

ঐছন তোমার গুণ সহিষ্ণুতা ক্ষমাগুণ
শিষ্য বাৎসল্য অতিশয়।
শিষ্যের অশেষ দোষ দেখিয়া না কর রোষ
অল্প সেবা হেরি দয়াময় ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণের সকল গুণ কৃষ্ণভক্তে সঞ্চরণ
হয় শাস্ত্র প্রমাণানুসারে।
কৃষ্ণ কৃপাময়মূর্ত্তি গুরুরূপে ভক্ত প্রতি
করেন কৃপা আসি' সংসারে ॥ ১৩ ॥

অধম পতিত আমি পতিত পাবন তুমি
কৃপা করি' রাখ নিজপদে।
মমসম দুরাচার ত্রিজগতে নাহি আর
সদারত বিষয় ভোগেতে ॥ ১৪ ॥

আপন করম ফেরে পড়িয়াছি এ সংসারে
কর্ম্মফল ভোগিবার তরে।
মায়াদেবী স্বেচ্ছামত দণ্ড করে অবিরত
ভোগযোগ্য জন্মদিয়া মোরে ॥ ১৫ ॥

আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি'　মনুষ্য জনম আমি
লভিয়াছি বহু ভাগ্যফলে।
লভিয়া দুর্ল্লভ তনু　রাধাকৃষ্ণ না ভজিনু
জন্ম মোর গেল যে বিফলে ।। ১৬ ।।
কত শত দুর্ব্বাসনা　চিত্তে করে আনাগোনা
কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা।
এ সব ছাড়িতে নারি　কামাগ্নিতে জ্বলেমরি
এবে তব চরণ ভরসা ।। ১৭ ।।
ধরিপাদপদ্ম শিরে　অবশ্য রক্ষিবে মোরে
এবিশ্বাস রাখি দয়াময়।
শুনিয়াছি তব মুখে　শুনিয়া পরম সুখে
কৃষ্ণভক্ত বলবান্ হয় ।। ১৮ ।।
স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ে　প্রকৃত সম্বন্ধচয়ে
হইয়াছে আসক্তি প্রবল।
জড়াশক্তি ছাড়াইয়া　কৃষ্ণপদে মতি দিয়া
কর দয়া তুমি মোর বল ।। ১৯ ।।
এ শুভ বাসরে আজ　কহিতে বাসিয়ে লাজ
তবু কহি মোর মনস্কাম।
তুমি ত করুণাসিন্ধু　অধম জনার বন্ধু
শ্রীচরণে অনন্ত প্রণাম ।। ২০ ।।

শুভাবির্ভাব তিথি পূজা-বাসর শনিবার
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্রাণ্ড রোড
পোঃ ও জেলা পুরী, ওড়িষ্যা

দাসাধম—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি সৌরভ আচার্য্য
২৬ দামোদর, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ
১৩ কার্ত্তিক ১৪০৫ বঙ্গাব্দ ; ৩১ অক্টোবর, ১৯৯৮ খৃঃ

# উত্তরপ্রদেশে, হরিয়াণায়, চণ্ডীগড়ে ও পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

**[ এলাহাবাদে, কর্ণালে, চণ্ডীগড়ে, জলন্ধরে, রোপরে, কিরিতপুরে, হোশিয়ারপুরে, লুধিয়ানায় ও দেরাদুনে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ ]**

( ১৪ চৈত্র, ১৪০৪ ; ২৮ মার্চ্চ, ১৯৯৮ শনিবার হইতে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০ ; ১৭ মে, ১৯৯৮ রবিবার পর্য্যন্ত )

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৬ পৃষ্ঠার পর ]

**শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব মন্দির, জলন্ধর সহর ( পাঞ্জাব ) ঃ—অবস্থিতি ঃ—**৫ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল রবিবার হইতে ১২ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত।

১৯ এপ্রিল রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেব ৩৩ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে চণ্ডীগড় মঠ হইতে রিজার্ভ বাসযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া জলন্ধর সহর প্রতাপবাগস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব মন্দিরে বেলা ১ ঘটিকায় আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনসহ সম্বর্দ্ধিত হন। একোনচত্বারিংশতম বার্ষিক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলন ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৬ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। রাত্রির অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত শ্রীমঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং প্রাতের অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। ২৫ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। পরদিবস মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে মাইহীরা গেটে, মহল্লা মহেন্দ্র-

স্থিত শ্রীকপিলদেব শর্ম্মার গৃহের নিকটে, ঘনোয়ালী-স্থিত শ্রীকেজোরামের, উত্তমনগরস্থ শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মার, আড্ডা হোশিয়ারপুরস্থ শ্রীমদনগোপাল কাপুরের, দিলবাগনগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে ও তারাসিংনগরস্থ শ্রীতরসেমলাল গুপ্তের বাসভবনে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

২৩ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে কতিপয় নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত হন।

সম্মেলনের মুখ্য উদ্যোক্তা শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে) দৈববশতঃ স্কুটারে চলিবারকালে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি হইলে ভক্তগণ সকলেই তাঁহার সভায় অনুপস্থিতিরূপ অভাব অনুভব করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে হাসপাতালে যান, ক্রমোন্নতিতে আশ্বস্ত হন। সম্মেলনের শেষের দিকে কিছু সুস্থবোধ করিলে তিনি যোগ দিলে সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। সম্মেলনের অন্যান্য উদ্যোক্তাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু), শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (শ্রীবিপিন কুমার আগরওয়াল), শ্রীনরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মা, শ্রীরাজকুমার জিন্দল, শ্রীরোহিণীনন্দন দাসাধিকারী (শ্রীরাজেশ শর্ম্মা), শ্রীইন্দ্রপাল দাসাধিকারী।

**রোপড় (পাঞ্জাব)** ঃ—অবস্থিতি ঃ—১৩ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল সোমবার হইতে ১৬ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ৪৪ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে ২৭ এপ্রিল সোমবার প্রাতঃ ৬-৪৫ মিঃ জলন্ধর প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-রাধামাধব মন্দির হইতে রওনা হইয়া রোপড়ে গান্ধীচৌকস্থ শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের সন্নিধানে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় রিজার্ভ বাসযোগে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীবিষ্ণুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজারামজী বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ), শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমারদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনশরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাকর ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামচরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুচরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহনদাস ব্রহ্মচারী (মন্সারাম), শ্রীসুন্দরগোপালদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমার দাস (গোকুল) ও শ্রীগৌরগোপাল দাস। রোপড়নিবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী (শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ) রোপড়নিবাসী ভক্তগণের পক্ষে রিজার্ভ বাস লইয়া জলন্ধরে পৌঁছিয়াছিলেন।

উক্তদিবস অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণ মন্দির হইতে বাদ্যাদিসহ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর ভ্রমণ করেন। চণ্ডীগড় হইতে একবাস ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত আসিয়া শোভাযাত্রায় যোগ দেন। চারিদিবস ব্যাপী হরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলনে প্রত্যহ রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। ২৮, ২৯, ৩০ অপরাহ্নকালীন সভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী সুললিত ভজন-কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন।

২৮ এপ্রিল মঙ্গলবার রিজার্ভবাস ও মটরকারে কিরীতপুরে (কীর্ত্তনপুরে) যাওয়া হয়। শ্রীরামমন্দিরে সভার আয়োজন হইয়াছিল। বক্তৃতা করেন শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমন্দিরের শাস্ত্রীজী ও শ্রীচিদঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারীর মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুরজিৎ

রায় কৌরার গৃহে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ এপ্রিল বুধবার শ্রীযশোদানন্দ দাসাধিকারীর (শ্রীযোগরাজ সমরীষ) গৃহে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে শুভ পদার্পণ করেন। বৃহৎ প্যাণ্ডেলে সভার আয়োজন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ এবং কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারীর গৃহে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমূলরাজ শর্ম্মার গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার প্রচারমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্র শাস্ত্রীর গৃহে, শ্রীকরম চাঁদ কপিলার গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সহ শুভ পদার্পণ করেন।

শ্রীযোগরাজ সেখড়ী ও তাঁহার পুত্রগণ শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ, শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা, শ্রীবাবুলাল, শ্রীবেচন প্রসাদ, শ্রীবিপিন মণ্ডল প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রচেষ্টায় বার্ষিক অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

হোশিয়ারপুর (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি ঃ ১৭ বৈশাখ (১৪০৫) ১লা মে (১৯৯৮) শুক্রবার হইতে ২০ বৈশাখ, ৪মে সোমবার পর্য্যন্ত। শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমার, শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনশরণ দাস ব্রহ্মচারী, ও শ্রীসুন্দর গোপাল ব্রহ্মচারী বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থার সহায়তার জন্য তথায় অগ্রিম পৌঁছিয়াছিলেন।

দিবস চতুষ্টয় ব্যাপী হরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলনে হরিবাবার মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করতঃ হরিনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা ও সর্ব্বোত্তমতা বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত মন্দিরে ১লা মে ও ৪ঠা মে অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ব্যতীত চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজও ভাষণ প্রদান করেন। ৩রা মে হরিবাবা আশ্রমে পূর্ব্বাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২ মে শনিবার অপরাহ্ন ৪ঘটিকায় হরিবাবা আশ্রম হইতে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। পরদিন ৩রা মে রবিবার দ্বিপ্রহরে মহোৎসবে বহু শত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীইন্দ্রমোহন আগরওয়াল ও ডাক্তার শ্রীরাকেশ সিংলার আহ্বানে হীরা কলোণীস্থিত তাঁহাদের বাসভবনে, হোশিয়ারপুর-বাহাদুর পুরস্থ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন মন্দিরের সদস্যগণের আহ্বানে তাহাদের মন্দিরে, নিউকৃষ্ণনগরস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারীর (শ্রীসুশীল কুমার পরাশরের) আহ্বানে তাঁহার আলয়ে এবং হরিনগরস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন দাসাধিকারীর (শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মার) আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। সস্ত্রীক শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মার সেবা প্রচেষ্টায় বার্ষিক সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) ঃ—বার্ষিক উৎসবের সূচী—২১ বৈশাখ (১৪০৫); ৫মে (১৯৯৮) মঙ্গলবার হইতে ২৭বৈশাখ ১১মে সোমবার পর্য্যন্ত।

শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠের সেবকগণ হোশিয়ারপুর হইতে একদিন পূর্ব্বে লুধিয়ানায় আসিয়া নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে ৫ই মে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে যোগ দেন। হোশিয়ারপুরে ৫মে হরিনগরস্থ শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মার গৃহে রাত্রির সভায় ভাষণ দেওয়ার পর শ্রীল আচার্য্যদেব হরিবাবা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। পরদিন প্রাতে ডাক্তার রাকেশ সিংলা ও আরও একজন ডাক্তার আসিয়া মহারাজকে দেখেন এবং ঔষধ দেন। সেইদিনই লুধিয়ানা যাত্রার দিন। ৬ই মে প্রাতঃ ৭ঘটিকায় সকলে রিজার্ভ বাসে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় লুধি-

য়ানার নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। ৬মে হইতে ১০মে পর্য্যন্ত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। ৬মে হইতে ১১মে পর্য্যন্ত প্রাতের অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাকেশ কাপুর ও তাঁহার ডাক্তার সহধর্ম্মিনীর ব্যবস্থায় বড় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সুস্থ হন। ৯ মে শনিবার লুধিয়ানা পুরানা সহর এলাকায় অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় কুমারমণ্ডীস্থিত শ্রীবাঁকেবিহারী মন্দির হইতে বিশাল সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা প্রারম্ভ হইয়া এবং মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যক নরনারী যোগদান করেন। ১১মে মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন। এই বৎসর ২৬ বৈশাখ, ১০ মে রবিবার শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীব্রত লুধিয়ানা নিউ মডেল টাউনস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকা হইতে সভার কার্য আরম্ভ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে বর্ণিত প্রহলাদ-চরিত্র ও শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া বলেন। সভাশেষে নৃসিংহদেবের স্তব-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরু বৈষ্ণবের জয়গানমুখে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতপালনকারী ভক্তগণকে ব্রতানুকূল ফলমূল ও অনুকল্প প্রসাদাদির দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। এতদ্ব্যতীত নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীরাজেশ ভাটিয়া ও শ্রীবিনীত ভাটিয়ার আমন্ত্রণে তাঁহাদের গৃহে শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীসতীশ জৈনের আহ্বানে তাহার গৃহে, গিল রোডস্থ নীরু হাসপাতালে শ্রীরাকেশ কাপুর ও তাহার পত্নী ডাক্তার নীরুর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে প্রতিটীস্থানে শুভ পদার্পন করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীরাকেশ কাপুর বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (জায়গীর দাসজী), শ্রীরাকেশ কাপুর শ্রীঅরুণ আরোরা, শ্রীঅনপ অরোরা শ্রীকপিল লুম্বা, অনিল কাপুর, শ্রীরাজেশ গোয়েন্দী শ্রীমদন মোহন শর্ম্মা, প্রভৃতির সেবা প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে লুধিয়ানার বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

**দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ)ঃ—অবস্থিতি ঃ** ২৮ বৈশাখ ১২ মে মঙ্গলবার হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে শনিবার পর্য্যন্ত।

১২ মে মঙ্গলবার শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ ৪০ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে লুধিয়ানা নিউ মডেল টাউন শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় রিজার্ভ বাসযোগে দেরাদুন অভিমুখে যাত্রা করেন। দৈববশতঃ বাস কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি স্কুটারের সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় যাহার স্কুটার তিনি পুলিশকে জানাইলে পুলিশ বাসের মালিককে ডাকাইয়া আনিতে বলেন। বাসের মালিক আসিয়া স্কুটারের জন্য ক্ষতি পূরণ দিলে বাস চলে। উহাতে লুধিয়ানা সহরে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। পথে যমুনানগরে বাস পরিবর্ত্তনেও কিছু সময় যায়। রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় দেরাদুন ডি-এল্-রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। বাস পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় স্থানীয় ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেদিন রাত্রির সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই।

১৩ মে বুধবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। ডি-এল রোডের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ভক্তগণ নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া আসেন। চণ্ডীগড় হইতে রিজার্ভ বাসযোগে ১৩ মে ভক্তগণ দেরাদুনে পৌঁছিয়া নগরসংকীর্ত্তনে যোগ দেন। পরদিবস ১৪ মে বৃহস্পতিবার শ্রীমঠে মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব ১৩ মে হইতে ১৫ মে পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। ডি-এ-ভি কলেজ রোডস্থ বাসভবনে শ্রীনরেন্দ্র বনসালের

আমন্ত্রণে, কৌলাগড় রোডস্থ বাসভবনে শ্রীধীরেন্দ্রসিং নেগীর আহ্বানে, গুজরাড়স্থ বাসভবনে শ্রীপূরণচাঁদ শর্ম্মার আমন্ত্রণে, গুজরাড়ওয়ালীস্থ শ্রীকৃষ্ণকুমার শর্ম্মার গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

মুসৌরী সহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের আহ্বানে ও ব্যবস্থায় এইবার তথায় নগর-সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যতিরিক্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ দেরাদুন মঠ হইতে তিনটী বাসে পূর্ব্বাহ্ন ৮-২০ মিঃ-এ রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৯-৪৫ মিঃ-এ মুসৌরী সহরে গাজীচৌকস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে ১ ঘণ্টা বাদে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বেলা ১টায় লন্ডৌরস্থ শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে যাইয়া সমাপ্ত হয়। পথিমধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে ভক্তগণকে হালুয়া-প্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ), শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী। ভক্তগণ ১ ঘণ্টা বিশ্রাম গ্রহণ করিলে পর সনাতনধর্ম্ম মন্দিরের সদস্যগণ সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী আদি সেবকবৃন্দসহ মটরযানযোগে অপরাহ্নে শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম মন্দিরে শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। 'শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ ১ ঘণ্টা ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণান্তে সংকীর্ত্তনের দ্বারা সভা সমাপ্ত হয়। তৎপরে সন্ধ্যা ৭টায় মুসৌরি হইতে সকলে দেরাদুন প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ও ব্রহ্মচারিগণ দুইটী মটরযানে ও জীপে শ্রীভবানী ধ্যানীর কন্যা শ্রীমতী চন্দাদেবীর আহ্বানে কিছু সময়ের জন্য পথে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণনাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়গোবিন্দ দাস প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

---

# কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব
## পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন, নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮০ পৃষ্ঠার পর ]

আজকের বক্তব্য বিষয় 'প্রেমভক্তি ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন' গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। আমার বিষয়েতে প্রবেশ নাই। তথাপি গ্রন্থ অধ্যয়নে যা' বুঝেছি তা বলবার চেষ্টা করবো। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহলাদ মহারাজ নবধাভক্তির কথা বলেছেন—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্। তন্মধ্যে দ্বিতীয় কীর্ত্তন ভক্তি। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে কীর্ত্তন ভক্তির অর্থ করেছেন—'নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্'—নাম, রূপ, গুণ লীলাদি উচ্চৈস্বরে কথনকেই কীর্ত্তন বলে। বহুভক্ত মিলিত হয়ে উচ্চকীর্ত্তনের নাম সংকীর্ত্তন। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ—ভাগবত। সত্যযুগে

ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাতে যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরে অর্চ্চনের দ্বারা যা পাওয়া যেতো, কলিযুগে কেবল হরিকীর্ত্তনের দ্বারা তা পাওয়া যাবে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কলিযুগের অবতার সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকরূপে নির্দ্দেশ করেছেন। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ যাঁর মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ এই দুটী বর্ণ যাঁর কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সমন্বিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তন যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরচিত শিক্ষাষ্টকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তন করেছেন। শিক্ষাষ্টকে আটটী শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনে সর্ব্বতত্ত্ব নির্দ্দেশ করেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমধামে গম্ভীরায় মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রাম রায়নন্দের গলদেশ ধারণ করে বল্লেন—'হর্ষেপ্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়, নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়। পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন। প্রেমভক্তির আদর্শ গোপীগণ-চরম আদর্শ শ্রীমতী রাধারাণী।

বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—

'আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতরৌ॥'

—চৈতন্যভাগবত

যাদের বাহুযুগল আজানুলম্বিত, কান্তি সুবর্ণকায় উজ্জ্বল সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, কমলনয়ন, বিশ্বের পালনকর্ত্তা, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যুগধর্ম্মের পালক, জগতের প্রিয়কারী, করুণার অবতার শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
স ভৃত্যায় স পুত্রায় স কলত্রায় তে নমঃ॥

—চৈতন্যভাগবত

ত্রিকালসত্য বাস্তববস্তু, ভৃত্য-পুত্র-কলত্রাদি পার্ষদগণের সহিত সেই জগন্নাথসুত গৌরসুন্দরকে নমস্কার।

নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র মধুরভাবে বর্ণনা ক'রেছেন।

নিত্যানন্দ কৃপামাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলায় তিহো হয়ে আদিব্যাস॥—চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের পূর্ব্বনাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সমুদ্রতুল্য, সকলে বুঝতে পারে না।

আমার সৌভাগ্য আমি বৈষ্ণব গৃহে জন্মগ্রহণ করেছি। ভারতবর্ষে যখন ধর্ম্মের সঙ্কট, খুবই বিপর্য্যয়ের অবস্থা সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রকট করে সঙ্কট দূর করলেন, সকলের ভয় দূর হল।

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' —গীতা

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখন তখন সাধুগণের পরিত্রাণে ও দুস্কৃতকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। 'ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই বলরাম হইল নিতাই। তিনি উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলকেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বন্যায় ভাসিয়েছিলেন। তিনি সংকীর্ত্তন ধর্ম্মরূপ পতাকার নীচে সকলকে একত্র করেছিলেন। পৃথিবীতে সর্ব্বত্র environment pollution—পরিবেশ দূষণের প্রতিকারের গবেষণা চলছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই উক্ত দূষণ পরিশোধিত হতে পারবে।

# স্বধামে কৃষ্ণকুমার বসাক

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা সহরে টাউন প্রতাপগড়নিবাসী স্বনামধন্য ব্যক্তি তীর্থময়ী সংস্থার স্বত্বাধিকারী এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান শুভানুধ্যায়ী ভক্তপ্রবর কৃষ্ণকুমার বসাক মহোদয় বিগত ১৮ ভাদ্র (১৪০৫), ৩ সেপ্টেম্বর ( ইংরাজীমতে ৪ সেপ্টেম্বর ) বৃহস্পতিবার কলিকাতায় রাত্রি ২টা ১০ মিনিটে কৃষ্ণনাম স্মরণ করিতে করিতে শুভ বামন-দ্বাদশীতে এবং শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব তিথিবাসরে চৌষট্টি বৎসর বয়সে আত্মীয়-স্বজন এবং গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমঠের আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা মঠে ফিরিয়া উক্ত দুঃসংবাদ শুনিয়া বজ্রাঘাতের ন্যায় মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শোকসন্তপ্তা সহধর্ম্মিণীকে সান্ত্বনা প্রদানমুখে পত্র লিখেন। প্রয়াণকালে তিনি স্ত্রী ( শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বসাক ), দুইপুত্র ( শ্রীশঙ্কর ও শ্রীজয়ন্ত ), তিন কন্যা ( শ্রীমতী আলো, শ্রীমতী পুতুল ও শ্রীমতী অঞ্জনাকে ) রাখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা মঠ হইতে সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী শোভাবাজারস্থ গৃহে যাইয়া ঠাকুরের প্রসাদী-মালাদি অর্পণ করেন। আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধু মজুমদার ( মুরহর দাসাধিকারী ) প্রভৃতি টাউন প্রতাপগড়স্থ গৃহে পৌঁছিয়া হরিকথাদ্বারা সকলের শোক অপনোদনের চেষ্টা করেন। পরে বিমানযোগে কলিকাতা হইতে বসাকবাবুর দেহ লইয়া পরিজনবর্গ পৌঁছিলে আগরতলা বিমানবন্দরে মঠরক্ষক শ্রীমদ বৈষ্ণব মহারাজ ভক্তগণসহ তথায় যাইয়া সংকীর্তন প্রারম্ভ করেন। সুসজ্জিত মোটরযানে দেহ সংরক্ষিত হইলে অন্য যানসমূহে উপবিষ্ট সকলে কীর্তন করিতে করিতে আগরতলা মঠে—( শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ) আসিলে প্রসাদীমালা চন্দন অর্পিত হয়, সেখান হইতে বটতলাস্থিত শ্মশানঘাটে পৌঁছেন। রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত দাহকৃত্য সম্পন্ন হয়। বসাকবাবুর কন্যাগণ তাঁহাদের তিনদিবসীয় কৃত্য মঠে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন, একাদশাহে শ্রাদ্ধ বিরাট আকারে গৃহে সম্পন্ন হয়। বসাকবাবুর সহধর্ম্মিণীর প্রেরিত আনুকূল্যের দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কার্ত্তিক ব্রত-পালনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং ভারতের বাহির হইতেও আগত সাধু ও ভক্তগণের সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থা ১৬ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর শনিবার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব তিথিবাসরে সুসম্পন্ন হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে ( বর্ত্তমান বাংলাদেশে ) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাধ্যপাড়ায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ২৬ চৈত্র মঙ্গলবার। পিতা স্বধামগত শ্রীনগরবাসী বসাক, জননী স্বধামগতা শ্রীযুক্তা তীর্থময়ী বসাক। ইনি বৈষ্ণবপরিবারভুক্ত ছিলেন। ইঁহার গুরুদেব শ্রী-

গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী। বনমালিপুরস্থিত শ্রীগোপাল চন্দ্র দে মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে যখন তাঁহার চন্দ্র-পুরস্থ মঠ সংস্থাপিত হইয়াছিল তখন হইতেই শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক মহোদয়ের এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযোগেন্দ্র বসাক মহোদয়ের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। তাঁহাদের স্বাভাবিকভাবে হরিকথা শুনিতে শ্রীহরিকীর্ত্তনে এবং বিষ্ণু বৈষ্ণবসেবায় রুচি দেখিয়াছি। প্রতি শনিবারে নিয়মিত তাঁহাদের খাড়ীতে পাঠ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা প্রথম হইতেই দেখি-য়াছি। টাউন প্রতাপগড়ে দ্বিতল পাকা গৃহ হওয়ার পর দ্বিতলে শ্রীমন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবাও প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি বিবিধভাবে মঠের সেবায় আনু-কূল্য বিধান করিয়াছেন। তাঁহার সুস্নিগ্ধ স্বভাব এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় অনুরাগ দেখিয়া মঠের সাধুগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। তাঁহার গৃহের মোটরযান সর্ব্বসময়ের জন্য মঠের সেবায় নিয়োজিত ছিল। তিনি মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের স্থানীয় কমিটির তিনি অন্যতম সদস্য। তিনি নবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, কার্ত্তিক ব্রতাদিতে ভক্ত্যঙ্গসমূহ বিশেষ নিষ্ঠার ও উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন।
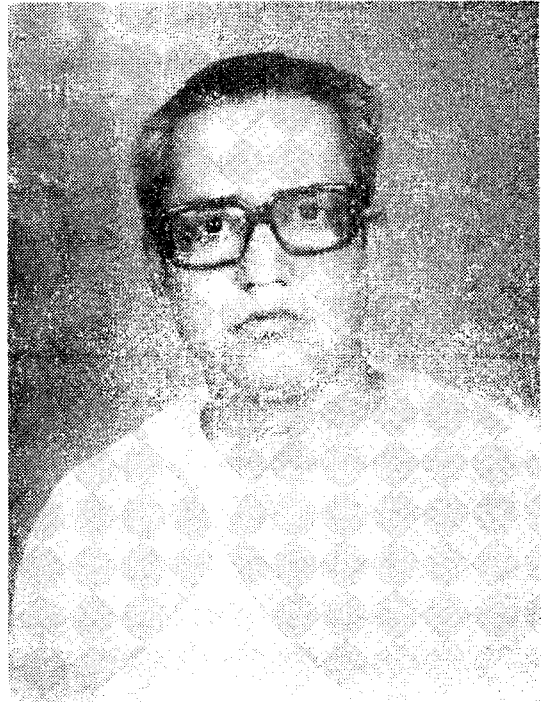
আগরতলায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই মঠের বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণবাবুর কথা মনে হয়, তাঁহাকে বাদ দিয়া আগরতলা মঠ চিন্তা করা যায় না। দুর্ভাগ্য-বশতঃই ভগবদ্ভক্ত বন্ধুর বিয়োগ সংঘটিত হইয়া থাকে।

ইনি নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টার দ্বারা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠা-শ্রিত ভক্তমাত্রই একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত ও অভি-ভাবককে হারাইয়া মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত। তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্য মঙ্গল বিধান করুন এই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করি-তেছি।

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) দশাবতার „ „ „ „
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ
(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ
(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

Regd. No. WB/SC-258

**From**

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

**To**

..............................

..............................

..............................

..............................

Pin..............................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।


কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টত্রিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৪০৫

**সম্পাদক-সঙ্ঘপতি**

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

**সম্পাদক**

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"


৩৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৪০৫
২৮ নারায়ণ, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ { ১১শ সংখ্যা


# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত


[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর ]


**কর্ম্মী ও ভক্তের বিচারের পার্থক্য**

গৌরসুন্দরের শিক্ষা-বিস্তারের অভাবে জড়জগতে প্রভুত্বের বিচার এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাঁ'র ধাম-সেবক, নাম-সেবক যখন এই জগতে আসেন, তখন তাঁ'রা ধামপ্রচারিণী সভা-প্রকটে উদ্‌যোগী হন। তাঁ'দেরই শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতি তদ্রূপ-চিন্ময় ধামের প্রচার সংরক্ষণের জন্য যত্ন ক'রে থাকেন। সেই যত্ন যেখানে যেখানে দেখা যা'বে, সেখানে সেখানে কার্ষ্ণ-দাস্য ও কৃষ্ণ-দাস্য উদিত হ'য়েছে। কিন্তু তা'হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে যদি আগাছা-কে আশ্রয় করি, আগাছার শাখা প্রশাখা-পল্লব-পুষ্প-রূপে বিস্তারিত হই, তা' হ'লে বৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণ ছাড়া আর কিছু করব না, সেটাই কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্ম-কাণ্ডের বিচারকগণ মনে করেন,—আমরা যোষিৎ-পতি হ'ব, সকলের উপর প্রভুত্ব কর্‌ব, বৈশ্যনীতি অবলম্বন কর্‌ব ইত্যাদি। 'আমি বড় বাহাদুর'—ইহা কর্ম্মকাণ্ডিয়গণের বিচার। আমার কৃতিত্বের অভাব হইলেই আমি বৈষ্ণব হ'য়ে যাই ; এজন্য অত্রি ঋষি আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
নষ্টা কৃষের্ভাগবতা ভবন্তি ॥ *

( অত্রিসংহিতা ৩৭৫ শ্লোক )

* বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভের অভাব হইলে, তিনি পুরাণবক্তা হন এবং পুরাণবাক্যের তাৎপর্য্যগ্রহণে

বলের অভাব হ'লেই আমরা বৈষ্ণব হতে চাই। কিন্তু বাস্তবিক বলবতী আত্মশক্তিই বৈষ্ণব। সেই বল পাশবিক বল বা শারীর বল নয়, তা' বৈষ্ণবের পদধৌত জল, বৈষ্ণবের পদরেণু ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বলদেব-নিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মসেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁ'রা বলবন্ত হন, তাঁ'রাই প্রকৃত বলবন্ত। বৈষ্ণব পরম নির্ম্মল বস্তু, তাঁ'র পাদপদ্মে কোন ধূলো কাদা বা মলিনতা নাই; কিন্তু তিনি কৃপা ক'রে যে পাদপরাগরেণু রেখে যান, সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথায় মুকুট ক'রে রাখ্‌তে পারি, তবেই সাম্রাজ্য বা স্বারাজ্য লাভ করতে পারব। আমরা যেন কার্ষ্ণসেবা হ'তে কখনও বঞ্চিত না হই।

### আধ্যক্ষিকগণের বিচার বহুমাননীয় নহে

বিগতবর্ষে একটা নূতন কথা ও নূতন দৃশ্য দেখ্‌বার অবসর পেয়েছি। এতদিন শুনেছিলাম কেবল মূর্খ-সম্প্রদায়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝতে না পেরে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ও অবৈধ আণুকরণিক প্রতিযোগিতা বা মর্কট মুখভঙ্গী করতে যায়; কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য সম্প্রদায়ও নির্ম্মল পারমার্থিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন, ইহাও প্রত্যক্ষীভূত হ'য়েছিল, এটা বড়ই শুভ জ্ঞাপক। যদি প্রচার-কার্য্যের ফলটা আরম্ভ হ'য়েছে দেখ্‌তে পাই। তা'র চেয়ে শুভ আর কি আছে? যেমন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় Aggravation (রোগবৃদ্ধি) ব'লে একটা কথা আছে; ব্যারামটা যখন বেড়ে যাচ্ছে, তখন চিকিৎসিত রোগীর মধ্যে ঔষধের কাজ হ'য়েছে বুঝা যাচ্ছে; কিন্তু চিকিৎসিতগণের বিষ উদগীর্ণ হ'য়ে চিকিৎসকম্মন্যদিগকে—আমাদের ধামসেবকাভিমানিগণকে আচ্ছন্ন না ক'রে ফেলে, তাঁ'রা কর্ম্মকাণ্ডীর বিচারে আচ্ছন্ন হ'য়ে না যান, এইটুকুই আমার প্রার্থনা, তাঁ'রা জ্ঞানকাণ্ডী হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী না হ'য়ে পড়েন, অন্যাভিলাষী হ'য়ে চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন বন্ধ না ক'রে ফেলেন! সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে আমরা সৎ ও অসতে আসক্ত হই। কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের যে বর্ণিত সংজ্ঞা পেয়েছি, তা'তে জান্‌তে পারি, তিনি,—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্। *
(ভাঃ ২।৯।৩২)

কেবল প্রতিষ্ঠাকামী হ'য়ে ভক্তিকে কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত ক'রলে জাগতিক সুবিধা হ'তে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হ'বে না। বহির্দর্শন হ'তে পৃথক্ থেকে অন্তর্দর্শন, আবার অন্তর্দর্শনকে অতিক্রম ক'রে যে বাস্তবদর্শন, তা'তে প্রবিষ্ট হ'লে এ সকল কথা জান্‌তে পারা যায়। এই শ্রীধামের সেবা ক'রবার জন্য আমরা 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে' (আমার গুরুদেব কলিকাতাকে 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' বল্‌তেন) যাই। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সেবা যা'তে পূর্ণভাবে ফলবতী হয়, সেজন্য আমরা কলিকাতায় যাই, মাদ্রাজে যাই, শিলং যাই, মুসোরিতে যাই, দিল্লী লক্ষ্ণৌ, ঢাকায় যাই, এমন কি গ্রামের অতীব গ্রাম্য কথায় প্রবেশ করি। আকুমারিকা হিমাচল ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়া'বার জন্য আমাদের আবশ্যকতা কি? কিন্তু যে গৌরসুন্দর সর্ব্বত্র বিচরণ ক'রেছেন, সেই গৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

—সত্য সত্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, সর্ব্বত্র চৈতন্যসংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বলিত হউক, এই জন্যই ভবঘুরের বৃত্তে অবলম্বন করা, যে স্থানে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই ধাম—যে নামে ভগবানের কাম পূর্ণ হয়, তাহাই ভগবন্নাম—যে কামে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই প্রকৃত ভগবৎকাম।

"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা

---

অসমর্থ হইলে কৃষক হইয়া পড়েন, তাহাতেও তাহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে, উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবত-পাঠক বা ভণ্ড ভাগবত হইয়া পড়েন।

* এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

ভক্তিসংযোগেনৈব।" কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি শব্দাশ্রিতা। বৈকুণ্ঠ-শব্দ ভূতাকাশের আবর্জ্জনাকে সরিয়ে দিয়ে আকাশে পরব্যোম প্রকট করিয়ে দেয়। অনেকে বলেন, সত্য, মহঃ, জন, তপোলাক আমাদের কাম্য; ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক কাম্য নহে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক গৃহস্থ লোকের কাম্য। সত্য, মহঃ, জন, তপলোকে গৃহস্থগণ কখনই গমন করতে পারেন না। যাঁ'রা সমাবর্ত্তন করেছেন, তাঁ'রা যত শ্রেষ্ঠ গৃহস্থই হউন না কেন, তাঁ'দের সত্য, মহঃ জন, তপোলোকে অধিকার নাই, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসিগণের সেখানে যাওয়ার একমাত্র অধিকার। কিন্তু যে সকল গৃহস্থ অনুক্ষণ হরিকথায় গুরুপাদপদ্মসেবাগত চিত্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠ-গোলোকে বাস করেন, সে সকল গৃহস্থের গৃহ সাধারণ গৃহ নহে—সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত স্থানমাত্র নহে। এরূপ গৃহস্থ যেখানেই থাকুন, তাহাই ধাম। তাঁ'র কামই ভগবৎকাম। তাঁ'র যে বাহ্য দুরাচার তা তাঁ'র অনন্যভজনের জন্য আত্মগোপন মাত্র। যাঁ'রা ছিদ্র দর্শন করেন না, তাঁ'রাই মহাভাগবত। ভগবদ্ধামের, ভগবন্নামের ও ভগবৎকামের কথায় যিনি প্রচুর পরিমাণে দান করেছেন, সেই অহৈতুকী দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণানুবাদ পূর্ণমাত্রায় তখনই হয়—যখন তদাশ্রিত নিষ্কপট ব্যাক্তিগণের গুণানুকীর্ত্তন হ'য়ে থাকে। কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম অভিন্নবস্তুর গুণানুবাদ কীর্ত্তন যারা শুন্‌তে চায় না, তা'রাই মৎসর; তা'দের প্রতিই ক্রোধ প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক, উহাই ভক্তি। যে-সকল ভক্তিবিনোদ অনুগাভিমানীর ধাম পরিক্রমাদি কার্য্যে পদদেশ জড়তা লাভ করেছে, তা'দের প্রতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিশাপ আছে। তা'রা ঐরূপ আচরণ ক'রে নরকে চলে যাক্‌। আমাদের গুরুপাদপদ্ম এই কথা তারস্বরে বলেছেন।

আমরা গত বর্ষে হিমালয়ের শৃঙ্গে আবার কিছুদিন পূর্ব্বে সুদুর দক্ষিণ প্রান্ত কুমারিকায় ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। কুমারিকায় দুর্গাদেবীর বিগ্রহ মহাপ্রভুর মূর্ত্তির ন্যায়। গৌড়ীয়মঠের গৌরমূর্ত্তিসদৃশ-মূর্ত্তি সেখানে গিয়ে দেখলাম। কেহ কেহ বলেন,—শিবের সঙ্গে বিবাহ হ'বে ব'লে কুমারীরূপে দুর্গাদেবী সেখানে বাস করছেন। বৈষ্ণবগণ বলেন,—রত্নাকরদুহিতা লক্ষ্মীদেবী সেখানে সেই মূর্ত্তিতে বাস কর্‌ছেন। 'আসমুদ্রাৎ বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ' গৌরসুন্দর স্বীয়দর্শন-দান-লীলা প্রকট ক'রেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে সময় জন্ম লাভ কর্‌তে না পারায় সেই একমাত্র দর্শনীয় বস্তু দর্শন কর্‌তে পারি নাই। কিন্তু—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

**বাধাতেই প্রচারের ঔজ্জ্বল্য**

আমরা সম্বৎসরে একদিন গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণ কীর্ত্তন করি, তা'তেই সম্বৎসরকাল গৌরবিরোধিগণকে মৎসরানল প্রপীড়িত করে। ইহাতে আমরাও প্রতিকুলভাবে লাভবস্ত হই। আমাদের দম্ভ উপস্থিত হ'বার যে অবকাশ থাকে, তা' নষ্ট করে দেয়—বিরোধিগণের ঐরূপ ব্যতিরেক যত্নের দ্বারা। আশা করি, আগামী বর্ষে আমরা সত্যকথা প্রচারে আরও শতগুণ বাধা প্রাপ্ত হ'ব, আমরাও তা'তে সহস্রগুণ বল লাভ ক'রে বাধা অতিক্রম কর্‌ব এবং কোটিগুণ সেবোৎসাহ লাভ করব, আর বাধাপ্রদানকারীগণেরও মঙ্গল বাঞ্ছা কর্‌ব। ( ক্রমশঃ )

# শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৬ পৃষ্ঠার পর

ওঁ হরিঃ॥ ভক্তিঃ কদাচিৎ জ্ঞানবৈরাগ্য পরিসেবিতা॥ হরিঃ ওঁ॥ ১২৪॥

কঠে। পরা চঃ কামাননুষন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ভাগবতে। তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং

ভক্ত্যা শ্রুত গৃহীতয়া ॥ বাসুদেব ভগবতি ভক্তি-যোগঃ প্রযোজিতঃ জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ শ্রীরূপঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তি প্রবেশায়োপযোগিতা। ঈশৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বং উচিতং তয়োঃ ॥ যদুভে চিত্তকাঠিন্যে হেতুপ্রায়ে সতাং মতে। সুকুমার স্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা ॥ কিন্তু জ্ঞান বিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিধ্যতি ॥ ১২৪ ॥

কোন অবস্থায় ভক্তি, জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা পরিসেবিত ॥ ১২৪ ॥

কঠোপনিষদে,—মুমুক্ষু ব্যক্তি কোনরূপে বিষয়ে প্রমত্ত হইবেন না; অবিবেকিগণ বাহ্য বিষয় স্রক্-চন্দনবনিতাদি ভোগ্যবস্তুর অনুসরণ করেন, তাহার ফলে তাহারা অবিদ্যা কামনা ও কর্ম্মাদির বন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবেকী ব্যক্তি অমৃতকেই শাশ্বতপদ জানিয়া নশ্বর বিত্তাদি-বিষয় কামনা করেন না। ভাগবতে—পূর্ব্ববিচারক্রমে শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদশাস্ত্র ও গুরূপদেশ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তির কৃপায় পরমাত্মতত্ত্বে আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ॥ সেই পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তিকে উদয় করাইবার যে চেষ্টা, তাহারই নাম ভক্তিযোগ। ভগবান্ বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বিষয়-বৈরাগ্য ও অভেদ সন্ধানরহিত জ্ঞান উদয় হয় ॥ রূপ গোস্বামী বলেন,—জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিমার্গের অবিরোধী হইলে ভক্তিমার্গ-প্রবেশের জন্য তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপযোগিতা স্বীকৃত হয়, ভক্তি-প্রবেশ হইলে তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই, যেহেতু জ্ঞান বৈরাগ্যের ভাবনা করিলে ভক্তি-বিচ্ছেদই হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে। সাধুগণ বলেন যে ভক্তি-প্রবেশের পরে জ্ঞান ও বৈরাগ্য থাকিলে চিত্তের কঠিনতা হয়; অতএব সুকোমল-স্বভাবা ভক্তিই শুদ্ধভক্তির হেতু বা দ্বারস্বরূপ। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সাধ্য যে মুক্তি এবং দ্বৈরাগ্য-দ্বারা সাধ্য যে জ্ঞান, এইসব কেবল ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। [ ১২৪ ]

ওঁ হরিঃ ॥ স্বতন্তদপেক্ষা শূন্যা। স্বতন্ত্রা চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৫ ॥

তৈত্তিরীয়ে। আনন্দো ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চেনেতি ॥ ভাগবতে। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব, ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোহর্জিতা ॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতিশ্চ মদ্ভক্তি-যুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ শ্রীরূপঃ। প্রোক্তেন লক্ষণেনৈব ভক্তেরধিকৃতস্য চ। অঙ্গত্বেসুনিরস্তেপি নিত্যাদ্যখিল কর্ম্মণাম্ ॥ জ্ঞানস্যাধ্যাত্মিকস্যাপি বৈরাগ্যস্য চ ফল্গুনঃ। স্পষ্টতার্থং পুনরপি তদেবেদং নিরাকৃতম্ ॥ ধন শিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা। বিশেষণত্বমেবৈষাং সংশ্রয়ন্ত্যধিকারিণাম্। বিবেকাদীন্যতোঽমীষামপি নাঙ্গত্বমুচ্যতে ॥ কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা। ইত্যেষাঞ্চ নযুক্তা স্যাদ্ভক্ত্যঙ্গান্তর পাতিতা ॥ ১২৫ ॥

স্বভাবতঃ ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যের অপেক্ষা শূন্যা ও স্বতন্ত্রা ॥ ১২৫ ॥

তৈত্তিরীয়ে,—ব্রহ্মের তাদৃশ আনন্দময় স্বরূপকে হৃদয়ে অনুভব করিলে কোনকালে জন্মমরণাদি দুঃখ এবং ভয় হয় না ॥ ভাগবতে,—হে উদ্ধব, অষ্টাঙ্গ-যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সন্ন্যাস এই সকল আমাকে সাধিতে পারে না। ভক্তিই কেবল আমাকে বশীভূত করিতে পারে। অনন্য ভক্তিদ্বারা সাধুদিগের প্রিয় আত্মরূপ আমি লব্ধ হই। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডাল-গণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করেন ॥ স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের বাহ্যলক্ষণ এই,—গদ্গদ বাক্যের সহিত যাঁহার চিত্ত দ্রব হয়, অনুক্ষণ রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, বিগতলজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন এবং নৃত্য করেন। আমার ভক্তিযুক্ত এরূপ পুরুষ ত্রিভুবন পবিত্র করেন ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—শুদ্ধভক্তির লক্ষণে জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত এবং অধিকারি নিরূপণে বৈরাগ্যাভাব ইত্যাদি দ্বারা নিত্যনৈমিত্তি-কাদি নিখিল কর্ম্মের ভক্ত্যঙ্গত্ব নিরস্ত হইলেও এস্থলে স্পষ্টতার নিমিত্তই কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ফল্গু-বৈরাগ্যের পুনরায় নিরাকরণ হইল। ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাও কদাচ উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় না, কারণ এস্থলে

ভক্তি-শৈথিল্যবশতঃ উত্তমতার হানি হইল। ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে ধনশিষ্যাদির প্রয়োজনীয়তা নাই, কিন্তু পরিচর্য্যামূলক যাবতীয় ব্যাপার একজনের পক্ষে এক সময়ে সম্পাদন অসাধ্য বলিয়া যে যে অঙ্গে ধনশিষ্যাদির প্রয়োজনীয়তা, তাহাতেই মুখ্যত্বহানি, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন হানি নহে ॥ গীতা শাস্ত্রে প্রোক্ত বিবেকাদি এই সকল ভক্ত্যধিকারীদের দশা-বিশেষের বিশেষণরূপেই গৃহীত, বিবেকাদি কখনও ভক্ত্যঙ্গ নহে। কৃষ্ণভজনে উন্মুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যম, নিয়ম, অহিংসা প্রভৃতি ও শৌচাদি স্বয়ংই উপস্থিত হয়—ভক্তদের যম নিয়মাদি স্বতঃসিদ্ধই। হরিসেবাকরণে সর্ব্বতোভাবে অভীপ্সু জনেই ঐ সমস্ত গুণাবলী স্বয়ংই উপস্থিত হয়। এইজন্য যম, নিয়ম ও শৌচাদিকে ভক্ত্যঙ্গ বলা যায় না। [ ১২৫ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ সা জীব স্বভাব মহিম রূপা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৬ ॥**

বৃহদারণ্যকে। এষাহস্য পরমা গতিরেষাহস্য পরমা সম্পদেষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ভাগবতে। অহো ভাগ্য মহো ভাগ্যং নন্দ-গোপ ব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ শ্রীজীবঃ। স্বরূপশক্তি সম্বন্ধান্মায়ান্তর্ধানে সংসার নাশঃ। যেষাং তু মতে মুক্তাবানন্দানুভবো নাস্তি তেষাং পুমর্থতা ন সম্পাদ্যতে। স্বতোহপি বস্তুনঃ স্ফুরণাভাবে নিরর্থকত্বাৎ। ন চ সুখমহংস্যামিতি কস্যবিদিচ্ছা। কিন্তু সুখমনুভবামীত্যেব। তৎ সম্পত্তি লাভাৎ স্বে মহিম্নি স্বরূপ সম্পত্তাবপি মহীয়তে পূজ্যতে প্রকৃষ্ট প্রকাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥১২৬॥

**সেই ভক্তি জীবের স্বভাব মহিমা স্বরূপ ॥ ১২৬ ॥**

বৃহদারণ্যকে,—ইহা জীবের পরমগতি, ইহা জীবের পরম বিভূতি, পরম লোক ও পরম আনন্দ। এই আনন্দেরই অংশমাত্র অবলম্বন করিয়া অপর জীবগণ জীবন ধারণ করেন॥ ভাগবতে ব্রহ্মা বলেন,—অহো কি ভাগ্যের কথা, নন্দগোপাদি ব্রজবাসীগণের ভাগ্যের কথা কি আর বলিব? যাঁহাদের সুহৃৎ স্বরূপে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজে অবস্থান করিতেছেন॥ শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—ভক্তিসাধন বলে স্বরূপ শক্তির অনুগ্রহ লাভ হয়, ইহার ফলে মায়া অন্তর্দ্ধান হয় এবং সংসার বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। যাহাদের মতে মুক্তির পরে জীবের অনুভবরাহিত্য ঘটে, অর্থাৎ আনন্দানুভব নাই, তাঁহাদের পুরুষার্থ সম্পন্ন হয় না। বাস্তব বস্তুর স্ফুর্ত্তির অভাবে ওই রূপ মুক্তি নিরর্থক। আমি যদি সুখ-প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে সেইরূপ মুক্তির প্রয়োজন কি আছে? ভক্তিমার্গে কিন্তু জীব কৃষ্ণ-সেবানন্দ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারের পরমার্থ-সম্পত্তি লাভ দ্বারা ভক্তিমার্গের পথিক জীব নিজের স্বভাবোচিত মহিমা-দ্বারা সম্পন্ন হয়, তথা সমস্ত চিন্ময় তত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশ লাভ করে। [ ১২৬ ]

**ওঁ হরিঃ ॥ বদ্ধানাং সা কেবলং সাধু প্রসঙ্গজা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ১২৭ ॥**

শ্বেতাশ্বতরে। যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ভাগবতে। ভবাপবর্গ ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ। কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ॥ শ্রীরামানুজ স্বামী। বৈষ্ণবানাং হি সঙ্গত্যা সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রজায়তে। তেন নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির্ভবিষ্যতি সুনিশ্চয়ং ॥ অতঃ সর্ব্বাত্মনা কার্য্যা বৈষ্ণবানাং হি সঙ্গতিঃ। প্রতিকূলাদি সংসর্গ মানসং ভাষণাদয়ঃ। সুদূরতঃ পরিত্যাজ্যাঃ প্রপন্নানাং মহাত্মনাং। অয়ং হি চরমোপায়ো নান্যোপায়স্ততঃপরম্ ॥ ১২৭ ॥

**বদ্ধজীবের পক্ষে সেই ভক্তি কেবল সাধুসঙ্গ হইতে উদিত হন ॥ ১২৭ ॥**

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—যে ভাগ্যবান্ পুরুষের অখণ্ডৈকরস আনন্দময় পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং অনুরূপ স্বীয় গুরুদেবেও পরা-ভক্তি বিরাজমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই উপনিষদে মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর-বর্ণিত রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলি প্রতিভাত হইবে। ভাগবতে শ্রীমুচুকুন্দ-স্তবে,—জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে যে জন্মে তাহার ভব ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই হে অচ্যুত, তাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটে। সাধুসঙ্গ হইলেই পরাবরেশ ও সদ্গতি-

স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে ।। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—কৃষ্ণভক্তি জন্মের মূলই হচ্ছে কেবল সাধুসঙ্গ। শ্রী-রামানুজ স্বামীর উপদেশে,—বৈষ্ণবগণের সঙ্গদ্বারাই দিব্যজ্ঞান সম্যগ্রূপে উদয় হয়। তাহা দ্বারাই চরম শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়। অতএব সমস্ত প্রযত্ন দ্বারা সাধু-সঙ্গই জীবের কর্তব্য। কিন্তু প্রতিকূল সঙ্গ, প্রতিকূল মনোবৃত্তি, প্রতিকূল কথা ইত্যাদিকে দূর হইতে পরি-ত্যাগ করিবে। ইহাই ভগবৎপ্রপন্ন মহাত্মাগণের চরমোপদেশ, ইহাই চরমোপায়, আর কিছু নয়। [ ১২৭ ] ( ক্রমশঃ )

# সাম্প্রত স্মৃতি

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

### শিষ্য-পরীক্ষা-কাল

সাধারণতঃ গুরু-শিষ্য-পরীক্ষা-কাল এক বৎসর। কোন কোন ঋষি বলিতেছেন,—গুরুদেব ব্রাহ্মণ-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকে ৩ বৎসর, ক্ষাত্রস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ৬ বৎসর, বৈশ্যকে ৯ বৎসর এবং তাহাদের মধ্যে যে পাপী তাহাকে দ্বাদশ বৎসরকাল পরীক্ষা করিবেন। 'শারদাতিলকা'দি গ্রন্থ বলিতে-ছেন—১ বৎসর বিপ্রের, ২ বৎসর রাজার, ৩ বৎসর বৈশ্যের এবং ৪ বৎসর শূদ্রের পরীক্ষা-কাল।

### শিষ্যের কর্তব্য

পরীক্ষণ-কালে মন্ত্রার্থীর কর্তব্য সম্বন্ধে 'ক্রম-দীপিকা' বলিতেছেন যে, সরল ও আর্দ্রচিত্ত হইয়া তিন বৎসর কায়, অর্থ ও অনুকূলবাক্যদ্বারা গুরু-দেবকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। গুরু-দেব সন্তুষ্ট হইলে মন্ত্রদীক্ষার জন্য তাঁহার পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে হইবে।

কূর্ম্মপুরাণস্থ শ্রীব্যাসগীতা বলিতেছেন,—সর্ব্বদা গুরুদেবের দন্তকাষ্ঠাদি, জলকুম্ভ, কুশ, সমিধ্ প্রভৃতি আহরণ করিতে হইবে। নিত্য গুরু-গৃহ-মার্জ্জন, তদীয় অঙ্গে চন্দন-বিলেপন এবং তাঁহার বস্ত্রাদি প্রক্ষালন অবশ্য কর্তব্য। গুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, পাদুকা, আসন, ছায়া ও ভোজন-পাত্রাদি কদাচ লঙ্ঘন করিতে হইবে না। নিজকৃত কর্ম্মের কথা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিবেদন করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোথায় যাইতে হইবে না। সর্ব্বদা গুরুদেবের প্রিয় হিতকার্য্যে রত থাকিতে হইবে। গুরুদেবের অগ্রে কদাচ পদপ্রসারণ করিতে হইবে না। গুরুদেবের সম্মুখে হাইতোলা, হাস্য করা, উত্তরীয়বসনদ্বারা কণ্ঠ আচ্ছাদন ও অঙ্গুলি প্রভৃতির আস্ফোটন সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। গুরুদেব-সম্পর্কীয় জনগণকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে। গুরুদেব অনুমতি না দিলে স্বীয় পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গকেও অভিবাদন করিতে হইবে না।

### দীক্ষিত শিষ্যের বিশেষ কৃত্য

নারদপঞ্চরাত্র বলেন,—যেখানে সেখানে যেমন তেমন করিয়া গুরুদেবের নামগ্রহণ করিবে না। স্থিরচিত্তে নতবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে "প্রণবযুক্ত বিষ্ণু-পাদ শ্রী" অগ্রে উচ্চারণ করিয়া তৎসহ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের নামগ্রহণ করিতে হইবে। গুরুদেবকে মোহের বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিষয়ে আজ্ঞা করা বা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ভীষণ অন্যায়। গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভোজন করিতে হইবে না। গুরুদেব প্রসাদরূপে না দিলে গুরুদেবের কোন দ্রব্য ভোজন বিশেষ অন্যায়।

শাস্ত্রে দেখা যায়,—গুরুদেব আগমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইতে হইবে। তিনি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হইবে। গুরু-দেবের অগ্রে আসনে বা শয্যায় অবস্থান করা অন্যায়।

বিষ্ণুস্মৃতি বলেন,—গুরুদেব তাড়ন বা পীড়ন করিলেও তাঁহার বাক্যে অনাদর করিবে না। যিনি কায়, মন, বাক্য, প্রাণ ও অর্থাদি দ্বারা গুরুদেবের সেবা করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

# আনুগত্য ও তোষণ

মানবের চিত্তবৃত্তি অনুসারে একই শব্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ 'আনুগত্য'-শব্দ গুরুজনগণের অনুগত হইয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অবিচারে প্রতিপালন করা অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণ জনগণ অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় অন্যের উপাসনা করাকেই 'আনুগত্য' শব্দে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই অনুগ্রহলাভ যদি ভগবৎভাগবতপ্রীতি-সম্পাদনকে লক্ষ্য করে তাহা হইলে এই সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত 'আনুগত্য' ও বৈষ্ণবগণের 'আনুগত্যে' কোনও পার্থক্য থাকে না। কিন্তু অনুগ্রহ-লাভের মূলে যদি লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা অথবা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনা থাকে তাহা হইলে বৈষ্ণবগণের বিচার হইতে সাধারণ জনগণের বিচারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকিবে।

অনুগত হইয়া থাকাই আনুগত্য। এই অনুগত হইয়া থাকা কিছু জড়সুখাদির আশায় নহে। যাঁহার অনুগত থাকিতে হইবে, একদিন দুই দিনের জন্য তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে না—নিত্যকালের জন্য তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। যাঁহারা আমাদের নিত্য সেব্যতত্ত্ব, তাঁহারা ব্যতীত নিত্যকালের জন্য অপর কাহারও আনুগত্য সম্ভবপর নহে। কারণ যাহার নিকট অনুগত হওয়া যাইতেছে সেই ব্যক্তিকে যদি পূজ্যবুদ্ধি সবসময়ে না থাকে কোনও মুহূর্ত্তে যদি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হয়, তাহা হইলে অন্তরের সহিত আর তাঁহার আনুগত্য করা হয় না। শুদ্ধ-সম্বন্ধ-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইলেই প্রকৃত আনুগত্যের অধিকারী হওয়া যায়। কারণ শুদ্ধ-সম্বন্ধজ্ঞানের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে নিত্যসেব্যের প্রতি সেব্যবুদ্ধি কখনও বিলুপ্ত হয় না।

তোষণ বা তোষামোদ-শব্দ সাধারণতঃ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরের মনযোগান অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভিধানকারগণ আনুগত্যের প্রতিশব্দও তোষামোদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু অপস্বার্থের জন্য যে কপট আনুগত্য প্রদর্শিত হয়, তাহারই অপর নাম তোষামোদ—ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু যেস্থানে 'স্বার্থ'-শব্দে 'স্ব'র বা আত্মার অর্থ বা পরমার্থকে লক্ষ্য করে এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রকৃত অর্থ পরমার্থ-জ্ঞান, শুদ্ধশক্তিলাভ বা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা যে-স্থানে উদ্দিষ্ট বিষয়, সেই স্থানে এই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বৈষ্ণবগণের তোষণই মানবগণের একমাত্র কৃত্য। এই স্বার্থের মধ্যে দেহমনের সুখজনিত অপস্বার্থের লেশ-মাত্র নাই। ভগবৎ ভাগবত-প্রীতিবিধানই এই স্বার্থ। সুতরাং গুরুবৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধানরূপ তোষণকার্য্য তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। গুরুবৈষ্ণবগণের দেহমনের সুখকামনা মোটেই নাই; তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য—ভগবানের উপাসনা। তাঁহারা অনুগত জনগণকেও নিজের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া ভগবৎসেবায়ই নিযুক্ত করেন। কাহারো ভগবৎসেবাবৃত্তি দেখিলেই তাঁহাদের আনন্দ। তোষণশব্দ যখন অপরের আনন্দবিধান-অর্থে ব্যবহৃত হয় তখনও এই শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় যদি ইহা বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রযুজ্য হয় অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের তোষণ বা আনন্দ-বিধান করিলে কৃষ্ণপ্রীতিই হইয়া থাকে।

অপস্বার্থময় জগতে অপস্বার্থের জন্য তোষণের ছায়া পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া তোষণ-কার্য্য সর্ব্বদাই খারাপ অর্থে সম্পাদিত হয়, এই প্রকার যুক্তি সমীচীন নহে। অপস্বার্থের জন্য যে-প্রকার তোষণকার্য্য পরিদৃষ্ট হয়, সেই প্রকার ঐ অপস্বার্থের জন্য আনুগত্যের কপট ভাবও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে এই উভয় শব্দই ভগবদ্-ভাগবত-প্রীতি অর্থে ব্যবহৃত। বিষয়-বিগ্রহের আনন্দ-বিধান বা ইন্দ্রিয়তোষণই আশ্রয়জাতীয়গণের একমাত্র কৃত্য এবং তাহাই প্রকৃষ্ট সেবা। সেব্যবস্তুর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করা, আকারে-ইঙ্গিতে—যে-কোনও প্রকারে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করাতেই আনুগত্যের পূর্ণস্ফূর্ত্তি প্রকাশিতা। এই আনুগত্যে সেব্যবস্তুর তোষণ হইয়া থাকে। আনুগত্য তোষণের অগ্রদূত। আনুগত্য পূর্ণ বিকসিত হইয়া তোষণফল প্রসব করে। আনুগত্যের অভ্যন্তরেই তোষণের অবস্থিতি।

# বেণু-গীত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯১ পৃষ্ঠার পর ]

ধন্যাঃ সম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্র বেষম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণ সারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১১॥

অনুবাদ—অপর কেহ কেহ বলিল হে সখি! বিবেকহীন পশুজাতি হইলেও এই বৃন্দাবনচারিণী হরিণীগণ ধন্য! ঐ সকল হরিণী নিজ নিজ পতি কৃষ্ণসার মৃগদিগের সহিত মিলিত হইয়া বংশীধ্বনি শ্রবণ করতঃ বিচিত্র বেশধারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়দৃষ্টি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

ভাবার্থ—হে সখি! যখন প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া বাঁশুরী বাজায়, তখন মূঢ়মতি হরিণীগণও মুরলীর তান শ্রবণ করিয়া নিজপতি কৃষ্ণসার মৃগগণের সহিত নন্দনন্দনের সন্নিকট আগমন করিয়া নিজ প্রেমপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্রযুগলে দর্শন করিতে থাকে। দেখিতে যেন, কমলের ন্যায় বর বর নিজ নিজ নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমভরে চিত্তের দ্বারা সৎকার (পূজা) করিতে থাকে। বাস্তবে তাহাদের জীবন ধন্য। আমরা বৃন্দাবনের গোপী হইয়াও এইপ্রকার তাঁহার প্রতি প্রীতি করিতে পারি না। আমাদের পতিগণ সর্ব্বদা ভৎ´সনা করিতে থাকে, বলুন কি বিড়ম্বনা?

কোন অন্য গোপী বলিলেন—হে সখি! এই যে বন্য হরিণীগণ বিবেকহীন যোনিতে জন্ম হইলেও বিবেকাভিমানী পুরুষ অপেক্ষা অতিধন্য। ইহারা ত' নিজের জীবন সফল করিল। "অপরা আহ হে সখি! মূঢ়মতয়ঃ মূঢ়া বিবেকহীনা মতির্যাসাং তাঃ পশু জাতিত্বেন বিবেকহীনা অপ্যেতা হরিণ্যো ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ এব তা ইতি বক্তব্যে এতা ইতি মানসা সাক্ষাৎকারেণ"।

শ্রীদাম প্রভৃতি মিত্রগণের দ্বারা ময়ূর-পখা, বনমালা এবং গুঞ্জাবতংসাদি বস্তুসমূহে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে বিচিত্র বেশ সজ্জিত করিয়া দিলে, তিনি মধুর-মুরলী-বাদন করিলে পর যে হরিণীগণও বেণু-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ পতি কৃষ্ণসার মৃগগণের সহিত তাঁহার সন্নিকট গমন করিয়া প্রেমপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করতঃ নিজের ভাবনায় মন সমর্পিত করিল; অর্থাৎ মনে পূজা করিল। অথবা পশু যোনিতে জন্ম যে হরিণীগণ এইজন্য ধন্য নিজের পতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য সুধা নেত্রদ্বারা পান করিয়া, কানে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীর মনোহর গান শ্রবণ করিয়া, প্রেমপূর্ণ চিত্তে একসঙ্গে প্রণয়াবলোকনের দ্বারা হরিণীগণ পূজা করিয়া সত্যই ধন্য হইল। "যাঃ কৃষ্ণসারেঃ স্বপতিভিঃ সহৈব একদৈব পূজা দধুঃ"।

আমরা বৃন্দাবনের গোপী হইয়াও এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত আছি। হরিণীর পতি তো কৃষ্ণসার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের সার। মৃগের একজাতি বিশেষ আর আমাদের পতি কেবলই অভিমান সার; আর বিষয়ী সার। তাঁহাদের বিচার বরই-ক্ষুদ্র যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের প্রেম দেখিয়া সদা-সর্ব্বদা ভৎ´সনা করিয়া দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে উদার ভাবনা যদি হইত তবে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়াই গোচারণ করিয়া নিজের আর আমাদের জীবনকে ধন্য করিতেন। এই গোপী জন্ম হইতে, হরিণীর জন্মই শ্রেষ্ঠ।

"অস্মৎ পতয়স্ত গোপাঃ ক্ষুদ্রাঃ তথা পূজাং সমক্ষং ন সহন্তে, ইত্যাশয়ঃ। কৃষ্ণ এব সারঃ শ্রেষ্ঠ পরমোপাদেয়ো যেষাং তে কৃষ্ণ সারাঃ এতে গোপাস্ত অভিমান সারাঃ অন্যথা অস্মাভিঃ সহৈব গোচারণং কুর্য্যঃ, ধন্যাস্তে কৃষ্ণ সারাঃ এতা হরি সসম্বধিন্যো হরিণোঽপি ধন্যা বয়ং তু গোপ্যাঃ স্মেতি খেদে হরিণ্যো যদি বয়ং স্ম তর্হি ধন্যাঃ। হরিং নয়ন্তি স্ব পতিন্ ইতি হরিণ্যঃ। অথবা নন্দনন্দনং দৃষ্ট্বা তস্য বেণুরনিতমাকর্ণ্য প্রণয়ালোকৈঃ কৃষ্ণং কৃতাং পূজাং দধুঃ স্বীকৃতবত্যঃ॥

'হরিণী'র অর্থ—যে নিজের পতিকে হরির নিকটে নিয়া যায়, তিনি হরিণীয়া, ধন্য না বলিয়া গোপীগণ বলিলেন—হরিণীগণই ধন্য, (হরিণ্যএতা)

এই কথা, মানস-প্রত্যক্ষ হওয়ার দরুণ বলা হইয়াছে। 'স্ম' অব্যয়ের প্রয়োগ খেদকারক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছে, অর্থাৎ খেদ হই যে. আমরা হরিণী না হইয়া গোপী হইয়াছি। এখানে গোপীগণ হরিণীগণের অপেক্ষা নিজকে হীন অনুভব করিতেছেন। এই নীচানুসন্ধান ভগবদ্ভক্তগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। গোপী গণের বিষয়ে উদ্ধব বলিয়াছেন—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজ্যং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম ॥"

—ভাঃ ১০।৪৭।৬১

যাঁহারা দুস্ত্যজে পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষনীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করিব। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণের প্রতি বলিয়াছিলেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধু কৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ।
যা মাভজন দুর্জ্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদবঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

—ভাঃ ১০।৩২।২২

হে গোপীগণ! তোমরা আমার জন্য ঘর-গৃহস্থের সেই সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া আসিয়াছ, যাঁহা শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ গোপীশ্বরগণও করিতে পারে নাই।

আমাতে তোমাদের মিলন সর্ব্বদা নির্ম্মল আর নির্দ্দোষ। যদি আমি অমর শরীরে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমাদের প্রেম, ত্যাগ আর সেবার বিনিময়ে দিবার চাহিলেও দিতে পারিব না। তোমরা নিজ সাধু স্বভাববশতঃ আমাকে সেই ঋণ মুক্তকর, অন্যথা আমি চিরকাল তোমাদের নিকট ঋণীই থাকিব। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যাহাদের নিকট ঋণী মনে করেন, সেই গোপীগণ নিজদিগকে হরিণীগণ অপেক্ষাও হীন মানেন।

মৃগিগণের হৃদয়, প্রেমে পরিপূর্ণ এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণাপেক্ষা অত্যন্ত প্রিয় মনে করে। সেই প্রেমপূর্ণ চিত্তে শ্রীশ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া, মনে পূজা করিতেছিল এইজন্য হরিণগণ ধন্য।

শ্রীনন্দ মহারাজকেও আনন্দ প্রদান করার কারণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনন্দন বলা হয়। মূঢ় অর্থাৎ তমো- প্রধান যোনিতে জন্ম গ্রহণকারী প্রাণীও নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাতে প্রেম করিতে পারে, যাহার সেবা, পূজা, সম্মান এবং সহায়তায় তৎপর হইয়া, তিনি অবশ্যই নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিরু-পাধিক ঐশ্বর্য্য এবং নিরতিশয় সৌন্দর্য্য সিদ্ধ না হইত? তবে এই প্রকার এখানেও মৃগিগণ, অপ্সরাগণ, গাভীগণ, ময়ূরাদি পক্ষিগণ, নদীসমূহ এবং মেঘ প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অদ্ভূত আকর্ষণ তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের সূচক।

"ঈশ্বরঃ পূজ্যতে লোকে মূঢ়ৈরপি যদা তদা।
নিরূপাধিকমৈশ্বর্য্যং বর্ণন্তি মনীষিণঃ ॥
হরিণ্যোঽপসর সোগাবঃ পক্ষিণো নদ্য এব চ।
মেঘাশ্চেতি ক্রমেনেব কৃষ্ণৈশ্বর্য্যাদি বোধকাঃ ॥

"কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎকুনিত বেণুবিচিত্র গীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরণুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য গোপীগণ কহিল হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও চরিত্র দর্শনে সকল রমনীরই আনন্দ জন্মে; তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তৎকর্তৃক বাদিত বেণুর পরিস্ফুট গীত শ্রবণ করিয়া দেবরমণীগণও কামবেগে ধৈর্য্যচুত হইয়া মোহিত হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কবরী হইতে পুষ্প খসিয়া পড়ে এবং কটিদেশের বস্ত্রগ্রন্থি খসিয়া যায়।

ভাবার্থ—হে গোপীগণ! হরিণীগণের কা কথা এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। যুবতীগণকে পরমাহলাদ প্রদানকারী অদ্ভুতশীল সম্পন্ন মনোহর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দেবতাগণকেও মোহগ্রস্তকারী বংশীর বিলক্ষণ গীতের শ্রবণ করিয়া, বিমানে গমনকালে বিমানে নিজ-নিজ পতিগণের কোলে স্থিতা দেবরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণে-মিলনের লালসাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া বারম্বার ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহারা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদের কবরীতে সংলগ্ন পারিজাত পুষ্প এবং কটি-

দেশ-আচ্ছাদনকারী অধোবস্ত্র শিথিল হইয়া পতিত হইল, কিন্তু কৃষ্ণে চিত্ত বিমোহিত হওয়ায় তাহা তাঁহারা জানিতে পারিল না।

"অন্যা উচুঃ—হে গোপ্য! আশ্চর্য্যং শৃণুত, বনিতানামুৎসবো যস্মাৎ তদ্রূপং শীলঞ্চ যস্য তং কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য তেন বাদিতবেণোরসঙ্কীর্ণং গীতঞ্চ শ্রুত্বা বিমানৈর্গচ্ছন্ত্যো দেব্যো দেবানামঙ্কেষু স্থিতাপি স্মরেণানুন্নসারাঃ পরিক্ষিপ্ত ধৈর্য্যা মুমুহঃ। "(স্বামী ধর)।" ভ্রশ্যৎ প্রসূনাঃ গলত পুষ্পাঃ কবরাশ্চূড়া যাসাং তাঃ বিগতানিব্যো বাসাংসি যাসাং তাঃ। বিগলদ্ বস্ত্রানুসংধান রহিতাঃ। সত্যং মুমুহঃ।

যৌবন প্রাপ্ত নারীকে বণিতা বলা হয়। এই সংজ্ঞা সমস্ত নারীগণকে নহে। বানতোৎসব রূপ, শীলের ভাব, এই যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ আর শীলকে দর্শন করিয়াও বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া উৎসব করে না, তাঁহাকে বানতাও বলা ব্যর্থই জানা উচিৎ। "কৃষ্ণং চিত্তাকর্ষকং নিরীক্ষ্য বনং যৌবন-মিতাঃ প্রাপ্তাঃ বনং বৃন্দাবনমিতা প্রাপ্তা বা"।

যদি বলা যায় যে আকাশ মার্গে বিমানে স্থিত দেবীগণ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ভালভাবে দর্শন নাও হইতে পারে, মোহ কি প্রকারে হইলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"শ্রুত্বা চ তৎকৃণিত বেণু বিচিত্র গীতম্।" 'বা'র অর্থে চ কারকে মানিয়া (শ্রুত্বা) অথবা কৃষ্ণ বাদিত বেণুর বিচিত্র গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইলেন।

'গীতম্' একবচন; ইহার অভিপ্রায় এই যে দেবাঙ্গনাগণ কেবল একই একবারই গীতশ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। 'বিমান গতয়ঃ' ভাব ইহাও হইতে পারে যে দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর সুন্দর স্বরূপকে দর্শন এবং বেণু-গান শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোন দেবী লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের বাহ্য চেষ্টা না করিলেও মোহবশতঃ কেবল হৃদয়েই বরণ করায় কবরী হইতে পারিজাত পুষ্প এবং কটি প্রদেশ হইতে বস্ত্র শিথিল হইয়া পড়িলেও জ্ঞাত হইতে পারিল না। কেহ কেহ বিমান হইতে অবতরণ করিলেও মোহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকটও যাইতে পারিলেন না। "উপরি মোহঃ ভ্রশ্যৎপ্রসুন ইত্যাদি অধঃ প্রদেশে মোহঃ নিবীব)ঃ ইতি। ভ্রশ্যৎ প্রসূনানি যাসাং বিগতা নীবীঃ। মোহেনৈব বিমান-তোঽবতীর্য্য শ্রীকৃষ্ণান্তিকমপি গন্তুমশকাঃ।"

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া নরনারী-বিমোহিত হইতেন। পরমহংস চূড়ামণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ বিচিত্র-বেশ, আবরণ, মাল্য ও বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা স্বীয় দীপ্ত-কান্তিদ্বারা দর্শকজন সকলের চিত্ত-বিক্ষেপ উৎপাদন পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন। "মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্"। পুরুষোত্তম রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মঞ্চস্থিত নরনারীগণ এবং জনপদবাসিগণের বদন ও নয়ন হর্ষভর উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তাঁহারা নিজ নিজ নেত্রযুগলের দ্বারা তাঁহা-দের দুইজনের বদন পান (দর্শন) করিতে লাগিলেন পরন্তু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছিল না। যথা—

"বিরক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষৌ জনা
মঞ্চস্থিতা নাগর-রাষ্টকা নৃপ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণনিনাঃ
পপুর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্॥ ভাঃ ১০।৪৩।২০

তাঁহারা চক্ষুযুগলদ্বারা যেন তাঁহাদের সৌন্দর্যপান, জিহ্বাদ্বারা লেহন, নাসাযোগে গন্ধ আঘ্রাণ এবং বাহু-যুগলের দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতেছিলেন; এইরূপে তাঁহাদের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য এবং প্রগলভতা দ্বারা স্মৃতিযুক্ত হইয়া জনসমূহ পরস্পর তাঁহাদের ধনুভঙ্গ এবং গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ শ্রুতব্যাপার সকল বর্ণন করিলেন।

"পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহবয়া।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ॥"
—ভাঃ ১০।৪৩।২১

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য ও ধৃষ্টতা যেন তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিল এই অবস্থায় তাহারা তাঁহাদের সম্বন্ধে যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করি-য়াছেন, তদনুসারে পরস্পর বলিতে লাগিলেন।

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরণ, যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ প্রিয় ঈশ্বরস্য॥"
—ভাঃ ১০।৪৪।১৪

আহা ! গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছিলেন ! ঐ তপস্যার ফলে তাহারা নয়নসমূহের দ্বারা এই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ শ্রীবিগ্রহ লাবণ্যযুক্ত, সমান ও অধিক-শূন্য, অপ্রাকৃত, সর্ব্বদা নূতন, কীর্ত্তি ও মহালক্ষ্মীর একমাত্র আস্পদ এবং দুর্ল্লভ। এই অদ্ভুত রূপ মাধুরীতে দেবাঙ্গনাগণের মোহিত হওয়ার কি আশ্চর্য্য ? যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ভূষণেরও ভূষণ ( ভূষণভূষণাঙ্গম্ ) স্বীকার করিয়াছে সেইপ্রকার তাঁহার রূপ সুন্দরতাকেও সুন্দরতা প্রদানকারী ; শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য সুন্দরতার পরকাষ্ঠা।

"গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত
পীযূষমুত্তভিত কর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ।
শাবাঃ স্নতস্তনপায়ঃ কবলা স্ম
তস্থু—গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥"
॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অপরাপর গোপীগণ কহিল—হে গোপীগণ ! কেবল যে নারীগণ ও দেবীগণই শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে মোহিত হন, তাহা নহে, পরন্তু গাভীগণ এবং স্তনক্ষরিত দুগ্ধগ্রাস মুখে আছে, এইরূপ বৎসগণও উত্তোলিত কর্ণপুটের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখবিনির্গত বেণুগীতরূপ অমৃত পান করিতে করিতে আনন্দাশ্রুপ্লাবিত বদনে দাড়াইয়া থাকে।

ভাবার্থ—শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া দেবাঙ্গনাগণের মোহিত হওয়ার কথা পূর্ব্ব শ্লোকে কোন গোপী বলিয়াছিল। এখানে অন্য গোপীর দ্বারা গোবৎসগণের উপর হওয়া প্রতিক্রিয়ার বর্ণন করিতেছেন—হে সখি ! তুমি দেবাঙ্গনাগণের কি চর্চ্চা করিতেছ, ক্ষণকাল এই গাভীগণের দিকে দেখ ত ? "গবাং বৎসানাং চরিত্রমাহ"।

যদ্যপিও মাতৃভাব, স্বকীয় কান্তাভাবের বিরোধী, তথাপি সামান্য প্রীত্যংশে কোন বিরোধ নাই। মাতৃপ্রেমে বাৎসল্য রসকে প্রধানতা আর কান্তার প্রেমে শৃঙ্গার রসকে। এখানে সামান্য প্রেমের অংশকে লইয়াই গোপীও গাভীগণের প্রেমের বর্ণন করিতেছেন। "মাতৃভাব বিরোধেঽপি নিজ ভাবস্য সামান্য প্রীত্যংশে বিরোধভাবাৎ অপ্যের্যে চকারঃ গাবোঽপি।"

'গাবশ্চ' চকারকে যদি অপির অর্থে গ্রহণ করা যায় ত ভাব হইবে গাভীগণও। কৃষ্ ধাতু কর্ষণে এবং ন কার আনন্দের বাচক। এই প্রকার 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন অর্থাৎ সদানন্দ স্বরূপ। এই দুই শব্দের একতা অর্থ আনন্দ রূপতা পরমানন্দ স্বরূপ। তাহাতে দুঃখ স্পৃষ্ট লেশ শূন্য। জীব কখন দুঃখানুভব করিয়া থাকে, কখন বা সুখানুভব করে, অতএব তাহা কদানন্দ। "কৃষ্ণঃ পরমানন্দ মূর্ত্তিঃ। কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দ নিবৃত্তি বাচকঃ তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

শ্রীকৃষ্ণমুখ বিনির্গত বেণু-গীতকে পীযূষ বলিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন যে তাঁহার মুখ চন্দ্রসদৃশ, অমৃত স্রাব চন্দ্রমা হইতেও হয়। পূর্ব্বশ্লোকে "শ্রুত্বা চ কৃণিতবেণু বিচিত্র গীতম্"। বেণুগীতকে কেবল বিচিত্র বলা হইয়াছে ; কিন্তু এখানে তাহার বিশেষতা বর্ণনের জন্য পীযূষকে উপমা দেওয়া হইয়াছে। "অতস্তস্য মুখচন্দ্রান্নির্গতং বেণুগীতমেব পীযূষম্ স্মেতি নিশ্চয়ে। বস্তুতঃ বেণুগীত তো সেই-ই কিন্তু যে বিশেষতাগুলি শ্রবণ অধিকারীগণের উপর নির্ভর। দেবরমণীগণকে যে বেণুগীত কেবল শ্রবণে বিচিত্রই লাগিয়াছিল, সেই ধ্বনিই গাভীগণকে পীযূষ যে প্রকার তদ্রূপ গাভীগণকে পীযূষ বলিয়াই প্রতীত হইল। এই পীযূষও সাধারণ পীযূষ নহেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র হইতে বিনির্গত ; ইহা ক্ষীরসাগর হইতে উৎপন্ন পীযূষ অর্থাৎ অমৃত, অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠতম।

বেণু শব্দের অর্থ, ব্রহ্মানন্দ, বিষয়ানন্দ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তদপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রে নিণিত হইলেও কৃষ্ণানন্দাপেক্ষা, দুইই ক্ষুদ্র।

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পারার্দ্ধগুনিকৃতঃ।
নেতি ভক্তিমুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতলামপি ॥
—ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩৩

ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণ করিলেও তাহা ভক্তিরূপ সুখ-সমুদ্রের পরমাণুতুল্যও হইতে পারে না। কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী—

"কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতল্য চারি-পুরুষার্থ ॥

পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৪-৭

গাভীগণ নিজ প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ মুখ হইতে বিনির্গত পীযূষ পানের সময় নীচে পতিত হইবার আশংকায় কর্ণযুগলকে সমুন্নত করিয়া পান করিতেছিল, নেত্র-দ্বয়রন্ধ্রে হৃদয়ে নিজ নিজ প্রভু গোবিন্দের মন-মনেই প্রেমপূর্ব্বক আলিঙ্গ করিতে লাগিল। তজ্জন্য নেত্র-যুগলে অশ্রুপ্লাবিত হইতেছিল। "অতস্তস্য মুখচন্দ্রান্নির্গতং বেণুগীতমেব পীযূষম্ স্মেতি নিশ্চয়ে। গোবিন্দং নিজ প্রভুম্ দৃশা নেত্র মার্গেন দৃষ্টিরন্ধ্রেণান্তমনি মনসি কৃত্বা স্পৃশন্ত্যঃ আলিঙ্গন্ত্য ইতি অতএব অশ্রূণাং কলা বিন্দবো লোচনয়োর্যাসাং তাঃ গাবশ্চ।"

লিঙ্গ বিপর্য্যয় করিয়া এই দুই বিশেষণকে বৎসের জন্যও প্রযুক্ত হইতে পারে। "পিবন্তঃ স্পৃশন্তশ্চ" বৎসগণ বেণুগীত পীযূষ পানে প্রবৃত্ত হইয়া, গাভীর স্তনে দুগ্ধ স্বতঃ ক্ষরিত হইতেছিল, তাহা বৎসগণের স্নেহে বাৎসল্যে নয়। তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ মন একান্ত সংযুক্ত হওয়ায় বাছুরগণের প্রতি গাভীগণের ধ্যান ছিল না। বৎসগণ গাভীর স্তনে ক্ষরিত দুগ্ধ পান করিতেছিল; অকস্মাৎ বংশী-ধ্বনী কর্ণে সংস্পর্শ হওয়ার দরুণই, দুগ্ধ পানে ভুলিয়া, মুখে ভরা দুগ্ধকে অন্তঃকরণ করিতে (গিলিতে) বিস্মৃত হওয়ার দরুণই, মুখে রাখিয়া কর্ণদ্বয় উন্নত করিয়া বেণুগীত পীযূষ পান করিতে লাগিল। এবং নয়ন মার্গে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বিগ্রহকে মনেই মন প্রেমালিঙ্গও করিতে লাগিল তখন তাহাদের নেত্রযুগলে আনন্দাশ্রু প্লাবিত হইতে লাগিল।

"তথা স্তন পানে প্রবৃত্তাঃ শাবা বৎসাশ্চ সমনন্তরমেব গীতং শ্রুত্বা তদ্ গীতামৃতমুক্তম্ভিত কর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ স্নুত পয়ঃ কবলাঃ স্তনেভ্যঃ ক্ষরিত দুগ্ধগ্রাস-মুখা এব তস্থুঃ বিস্মৃত পান ক্রিয়া বভুবঃ।

"তস্থুঃ" এই স্তব্ধতাও সত্বগুণের বিকার। কাণকে এই শ্লোকে 'পুট' বলা হইয়াছে। 'পুট' বলা হয় দুইপত্রে সংযুক্ত করিয়া, যাহা পাত্র নির্ম্মিত হয় অর্থাৎ পত্রের দোঙা, ইহার প্রয়োগ বা ব্যবহার বার বার করা যায় না, যে প্রকার 'চষক' প্যালা পাত্র বারম্বার ব্যবহার করা যায়। ইহার সফলতা ত একবার প্রয়োগেই স্বীকার করা যায়। এবমপ্রকার কাণে যদি একবারও বেণুগীত পীযূষ পান করে অথবা ভগবানের পরম মনোহর মঙ্গলময়ী কথা-সুধার আস্বাদন করেন তো জীবন সফল। বিষয় কথা বা পরনিন্দার শ্রবণ ত অত্যন্ত দুষনীয়, নিন্দনীয় হইয়া পড়ে।

"স্তব্ধতা লক্ষণং সাত্বিক বিকার প্রাপ্তাঃ শাবা মদ্যোজাতা বৎসপি। তত্রাপি বেণুরবেণৈব পয়ঃ প্রস্নুতং ননু বৎস বাৎসল্যে নানন্য মনস্ত্বাৎ পটু পদেন তদর্থমেব কর্ণ নিষ্পাদনমিতি সাশিতম্। নহি পর্ণপটে পুনঃ কার্য্যান্তরং ভবতি। চষকাদিনা তু কার্য্যান্তরমপি সম্ভবিতি। পটনাং বহুত্বং প্রতিক্ষণং নূতন রসতাং বোধয়তি। যদ্বা শবেষু কথঞ্চিৎ মিলিৎবপি ন স্নুতঃ স্তনেভ্যঃ পয়সঃ কেবলঃ এক গ্রাসোহপি যাভ্যস্তাঃ গাবঃ।"

কোন এক কবি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—যাঁহারা কাণে হরিকথা শ্রবণ করে না, সেই কাণের ছিদ্র সর্পের গর্ত্ত সদৃশ।" বতোরুক্রম বিক্রমান যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।" এক সময়ে মুনিগণের সভা মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল যে—মানবের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোন্‌টি? কেহ কেহ নেত্রযুগলকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়া বলিলেন যে নেত্রবিহীন মানবের কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না। ইহার পর জ্ঞানবান্ বৃদ্ধ এক মুনি বলিলেন—ভাই! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তো শ্রবণেন্দ্রিয়, যাহার অভাবে না জ্ঞানী হইতে পারে, না ভক্ত হওয়া যায়। নেত্রের অভাব হইলেও বহু ব্যক্তিকে জ্ঞানবান্ ভক্ত দেখা যায়, জন্মান্ধ ব্যক্তিও শ্রবণ করিয়া জ্ঞানবান্ হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়-অভাবে ঐপ্রকারে জ্ঞানবান্ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

"প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাব সরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥"

যেপ্রকার শরৎ-ঋতু নদীসমূহের জলকে নির্ম্মল করিয়া দেয়, তদ্রূপ কর্ণমার্গে ভগবান্ও নিজ ভক্ত-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ দোষকে নষ্ট করিয়া নির্ম্মলতা প্রদান করেন। কাণের অতিরিক্ত

কোন ইন্দ্রিয়মার্গে ঐপ্রকার করিতে পারে না, যাহাতে ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে"।

কাণ ত' কেবল দুইটি, কিন্তু এখানে 'কর্ণপুটৈঃ" বহুবচন প্রয়োগ করিয়া এই বলিয়াছে যে গাভীগণ ক্ষণ-প্রতিক্ষ নব-নব রসের অনুভব করিতেছিল। বাংলায় কেবল একবচন আর বহুবচনই ব্যবহার হয়, কিন্তু সংস্কৃত শব্দে দ্বিবচনও হয়।

"শাবঃস্নুতস্তন পয়ঃ কবলাঃস্মতস্থুঃ।"

ইহার অর্থ হইবে যে যখন বৎসগণ দুগ্ধ-পানে প্রবৃত্ত হইল, তখন গাভীগণের স্তনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন অনুরক্ত হওয়ায় একবিন্দুও দুগ্ধ ক্ষরিত হইল না,—"তস্মাৎ তস্থুঃ" অর্থাৎ স্তব্ধ হইল, কিন্তু ঐপ্রকার অর্থ তখন হইবে যখন পাঠ শাবা হইবে, শাবাঃ হইবে না।

( ক্রমশঃ )

## "প্রভু কহে বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়। 'অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়' ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৯১

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উপরি-উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—'শ্রীগৌরসুন্দর পদাশ্রিত-জনকে ইহাই বুঝাইলেন যে,—কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষিগণের ভোগময় জড়ানন্দবিশিষ্ট প্রাকৃত দেহের ন্যায় বৈষ্ণবের দেহ কখনই ভোগপর প্রাকৃত নহে। ভক্তদেহ—চিদানন্দময় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবনোপযোগী ও প্রকৃত-অতীত-ভাবময়। তাহাতে সচ্চিদানন্দত্ব বিরাজিত।' অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্য পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর দৈন্যোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে হরিভক্তির প্রতিকূল বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিস্তারের জন্য উপরি উক্ত বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। [ কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর সিদ্ধ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—'কৃষ্ণলীলায় যিনি রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা রতিমঞ্জরী অথবা লবঙ্গমঞ্জরী তিনিই গৌরলীলায় গৌরাভিন্নতনু শ্রীসনাতন গোস্বামীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চতুঃসনের অন্তর্গত 'সনাতন' যাহাতে প্রবিষ্ট আছেন।' ]

পুনঃ ভগবানের নিজজন সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তের অপ্রাকৃতত্বও মহাপ্রভু নির্দ্দেশ করিয়াছেন উক্ত প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী দুইটী পয়ারে।

'দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণভজয় ॥'

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৯২-৯৩

'দীক্ষাকালে ভক্ত নিজপ্রাকৃতানুভূতিসমূহ সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত-সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃতস্বরূপে কৃষ্ণ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণের মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্নভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন। তখন তাঁহার জড়ভোগরাজ্যের ভোক্তা বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং নিজাস্মিতায় নিত্যকৃষ্ণদাস্য-স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্যসেবক-বিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হন। ভক্তের তৎকালোচিত অপ্রাকৃত-দেহ দ্বারা অপ্রাকৃত ভাবসেবাকেও প্রাকৃত-বুদ্ধিদোষে কর্ম্মিগণ তাহাদেরই ন্যায় ভোগপর প্রাকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করে; সেই অপরাধক্রমে তাহারা অপ্রাকৃত গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয়।'

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল রূপ গোস্বামীর লিখিত উপদেশামৃতে পঞ্চম শ্লোকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন শিক্ষায়

কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারগত বৈষ্ণবলক্ষণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

ভগবদ্ভক্তে স্বভাব ও বপুজনিত দোষ দৃষ্টি নিষিদ্ধ। তাহা অপরাধজনক। যথা—

'দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥'

—উপদেশামৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক

'শুদ্ধভক্তদিগের দোষ দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিত নয়, ইহাই ষষ্ঠ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধভক্তের কুসঙ্গ ও নামাপরাধ সম্ভব নয়। বপুগত স্বভাবগত কিছু কিছু দোষ থাকে যথা কদর্য্য লক্ষণ, পীড়া, কুগঠন, জরাদিজনিত কুদর্শন এই সকল বপুদোষ। নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ। যেরূপ নীরধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদ্বুদ্ফেনপঙ্ক দ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্মস্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকারধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হইবেন না। সুতরাং ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবের তত্তদ্দোষদৃষ্টিক্রমে হেয়জ্ঞান করিলে নামাপরাধী হইবেন।' —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

'ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীরদোষসমূহ দ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুদ্ফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্ম্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃতদোষসমূহ দেখিয়া তাহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না। 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥'—শ্রীগীতা।··· । শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তকে লৌকিক দৃষ্টিতে অভক্তের তুল্য পরিচয়ে পরিমিত করিলে অপরাধ হয়। আবার ভক্তিমার্গের কিঞ্চিৎ অনুসরণকারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্ত-অভিমান করিয়া প্রাকৃত দুরাচারসম্পন্ন হইলে উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন। যিনি অনন্য শুদ্ধভক্ত, তাঁহাতে প্রাকৃতসংসর্গ বা শারীর দুরাচার লক্ষিত হইলে যিনি তদ্দৃষ্টিতে তাঁহাকে হীনবুদ্ধি করেন, তিনি অচিরেই বৈষ্ণবাপরাধী হন। আবার অনন্যভক্তি লাভ হইবার পূর্ব্বে যাহারা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দুরাচার থাকেন, তাহাদের সঙ্গদ্বারা ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয়।'—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

"পরমভক্তিমান্ বা পরমাভক্তিমতীর দুর্ঘটনাবশতঃ দেহ রক্ষা হইলে তাঁহাকে প্রাকৃত বলিয়া বিচার করা উচিত হইবে না। সুতরাং বৈষ্ণবের অপ্রকট দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ দিবসেই শ্রীভগবদ্প্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করাই শাস্ত্রসম্মত। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে বৈষ্ণবের দেহকে অপ্রাকৃত বিচার করতঃ মুহূর্ত্ত পরে দৈব-দুর্ঘটনাবশতঃ দেহত্যাগ হইলে ঐ অপ্রাকৃত দেহকে কি করিয়া প্রাকৃত বিচার করা যায়।" —পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ।

শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায়, ২৯ পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৯ ঃ—**

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিসিক্তা দীক্ষিতা সদাচারসম্পন্না নিষ্ঠাবতী শিষ্যা শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায় বিগত কৃষ্ণাষ্টমী তিথিবাসরে ২৭ ভাদ্র (১৪০৫), ১৩ সেপ্টেম্বর (১৯৯৮) রবিবার ৭৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় স্বধামপ্রাপ্তা হন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি পুত্র শ্রীস্বপন মুখোপাধ্যায়, পুত্রবধূ ও নাতিনীকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষকৃত্য কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার পারলৌকিক শ্রাদ্ধকৃত্য দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়

মঠে বৈষ্ণববিধানমতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীস্বপন মুখোপাধ্যায় বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী শান্তি মুখার্জ্জি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের নিকট 'মনুদি' এই নামে পরিচিতা। তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশে) ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী। মাতামহ রায়বাহাদুর শ্রীহীরালাল মৌলিক মাদারিপুর মহকুমার স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি মাতামহের গৃহেই লালিত-পালিত হন। তিনি বিদুষী মহিলা ছিলেন। প্রথমে তিনি মাদারিপুর মহকুমা বিদ্যালয়ের, পরে রাজসাহী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরূপে অধ্যয়ন করেন। প্রতি বৎসর তিনি বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হইতেন বলিয়া বিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীতে ও সেতার—এস্‌রাজ-যন্ত্রসঙ্গীতে, হাতের কার্য্যে পারঙ্গতা ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের সংস্থাপিত রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মাধ্যমিক বিদ্যামন্দিরে তিনি কতিপয় বৎসর বিনা বেতনে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত থাকিয়া স্কুল পরিচালনা করিতেন।

দীক্ষিতা হওয়ার পর যতদিন তিনি সক্ষম ছিলেন সক্রীয়ভাবে মঠের সমস্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে যোগদান করতঃ আন্তরিকতার সহিত সেবা করিতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তসমূহে তিনি পারঙ্গতা ছিলেন। তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধ শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ফরিদপুরের বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শ্রীউপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পাদিত হয়। পরবর্ত্তিকালে সুধাংশুবাবুও মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া শ্রীহরিনাম ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইনিও মঠের সেবায় নিষ্কপটভাবে যত্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী শান্তি মুখার্জ্জির স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বেদনাহত। স্বধামগত আত্মার প্রশান্তির জন্য শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।
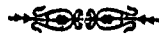
# মহাপ্রয়াণে শ্রীমনসাচরণ দে

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষক কলিকাতা-ভবানীপুরনিবাসী শ্রীমনসাচরণ দে মহোদয় বিগত ২০ ভাদ্র (১৪০৫), ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৯৮) রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় পূর্ণিমা তিথিতে বিশ্বরূপ-মহোৎসব শুভদিনে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার পরিজনবর্গ ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হন। প্রয়াণকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র (শ্রীআশীষ কুমার দে, শ্রীঅজিত কুমার দে, শ্রীশঙ্কর কুমার দে) নাতি শ্রীদেবজ্যোতি দে, ধ্রুবজ্যোতি দে, সঞ্জয় দে ও নাতনী জয়িতা দে-কে রাখিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা মঠের সমস্ত অনুষ্ঠানে তিনি সক্রীয়ভাবে যোগদান করিতেন। এমন কি প্রথমদিকে তিনি মঠের উৎসবানুষ্ঠানে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আনুকূল্য সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করিতেন। সেবাপ্রবৃত্তি ও অমায়িক স্বভাবের দ্বারা তিনি মঠের সাধুগণের অশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। রেলবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাঁহার স্নিগ্ধ স্বভাব ও ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বীয় প্রভাব মঠের সাধুগণের সেবায় নিয়োজিত করেন। ট্রেণের বার্থ রিজার্ভেসন, বিমানের টিকেটের ব্যবস্থা তিনি নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করিতেন, মঠের সাধুগণকে চিন্তা করিতে দিতেন না।

তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন কনিষ্ঠপুত্র শ্রীশঙ্কর কুমার দে। তাঁহার প্রয়াণে তাঁহার অভাব মঠের সাধুগণ তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। তিনি প্রতি রবিবার ছুটীর দিনে মঠে আসিতেন ও মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা করিতেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে তিনি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। পুরীতে পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলীর উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত

থাকাকালে একবার শ্রীল আচার্য্যদেব দুধওয়ালা ধর্ম্ম-শালায় কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় মনসাবাবু পুরীতে আসিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত একসঙ্গে অবস্থানের সুযোগ পান। শ্রীল আচার্য্যদেব রন্ধনসেবা করিতেন, তিনি বাজার করিতেন। সেই মধুর স্মৃতির কথা মনসাবাবু প্রায়ই বলিতেন। তদবধি শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা বৃদ্ধি হয়। বিশিষ্ট সদস্য শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, কলি-কাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীহিরণ্ময় সরকার, মঠের গৃহস্থ শিষ্যদ্বয় শ্রীবিনয় কুমার দাস (দাসবাবু) ও শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীঅরুণ চন্দ্র বোস), মঠের শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক শ্রীদেব-প্রসাদ মিত্র মহোদয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা-পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। মনসাবাবুর প্রয়াণে তাঁহারা সকলেই মর্ম্মাহত।

মনসাবাবু জন্মগ্রহণ করেন পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমান বাংলাদেশে) ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের মদ-গাও নামে একটী গ্রামে ২৪ অক্টোবর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পিতার নাম স্বধামগত হেমচন্দ্র দে ও মাতা স্বধামগতা নলিনী দে। যৌবনে ক্রীড়াক্ষেত্রে— ফুটবলে, সাঁতারে, নৌকাচালন প্রভৃতিতে পারঙ্গত থাকায় তিনি অনেক সাথী ও বন্ধু পাইয়াছিলেন। তিনি জগদীশ চন্দ্র বসু হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে। তৎ-কালে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি নিজোদ্যমে অর্থো-পার্জ্জনের উদ্দেশ্যে রংপুর হইয়া কলিকাতায় পৌঁছেন, প্রথমে সরকারী রেশন দপ্তরে ম্যানেজাররূপে চাকু-রীতে প্রবেশ করেন। পরে তিনি 'কাপুরচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেডে' অধিক মাহিনায় চাকুরী পাইয়া স্বধাম-প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত কোম্পানির কার্য্যে তিনি মাঝে মাঝে পুরী যাইতেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা-ভবানীপুর ৬।৩ শশীসেখর রোডস্থ চতুর্থ তলায় তাঁহার নিবাস-স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। পরে ৩০।৩বি চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার নূতন দ্বিতল বাড়ীতেও তাঁহার অসুস্থাবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (অমরেন্দ্র)। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনৃসিংহ-স্তব কীর্ত্তন করেন ও ঠাকুরের প্রসাদ, চরণতুলসী তাঁহাকে নিজহস্তে দেন। সেই সময় তিনি শয়না-বস্থায় স্বাভাবিকভাবে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন।

দক্ষিণ কলিকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁহার কলেবরের দাহকৃত্যাদি সম্পন্ন হয় এবং মহা-শ্মশানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার কলেবর কলি-

কাতা মঠে আনীত হইলে শ্রীবিগ্রহের প্রসাদীমালা ও শ্রীচরণামৃতাদি বৈষ্ণবগণ অর্পণ করেন।

তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১লা আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বৈষ্ণববিধানমতে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত মহদনুষ্ঠানে বৈষ্ণবগণ ও মনসাবাবুর পরিচিত ব্যক্তিগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন ও বিচিত্র প্রসাদ সেবা করেন।

তাঁহার ন্যায় মঠের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া কলিকাতা মঠের ভক্তগণ মর্ম্মান্তিক-ভাবে ব্যথিত। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্যকল্যাণের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।
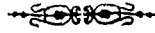
# মহাপ্রয়াণে শ্রীহিরণ্ময় সরকার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী সর্ব্বতোভাবে সাহায্যকারী পৃষ্ঠ-পোষক অশেষ সদগুণে বিভূষিত কলিকাতা-কালী-ঘাটস্থ শ্রীমঠের সন্নিকটে ২৮/২সি নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেনে অবস্থানকারী প্রতিবেশী শ্রীহিরণ্ময় কুমার সরকার বিগত ২৬ আশ্বিন ( ১৪০৫ ), ১৩ অক্টোবর ( ১৯৯৮ ) মঙ্গলবার শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যবাসরে শ্রীবহুলাষ্টমী তিথিতে নিজালয়ে আনুমানিক বৈকাল ৫ ঘটিকায় স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা বলার পর মাত্র ৬৩ বৎসর বয়সে শয়নাবস্থায় স্বচ্ছন্দে স্বধামপ্রাপ্ত হন। তাঁহার এইপ্রকার স্বচ্ছন্দ মহাপ্রয়াণে বাটীস্থ সকলে বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়া পড়েন। স্বধাম-প্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী ( শ্রীমতী গায়ত্রী সরকার ) ও তিন কন্যাকে ( শ্রীমতী অজন্তা পণ্ডিত, শ্রীমতী মন্দিরা ভৌমিক, শ্রীমতী অরুন্ধতী ভৌমিককে ) রাখিয়া গিয়াছেন। স্বধাম-প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি সস্ত্রীক পুরীধামে যাইয়া গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কথাবার্ত্তা বলেন, সভায় বসিয়া হরিকথা শুনেন, প্রসাদ পান, বাহ্যদৃষ্টিতে কিছুই বুঝা যায় নাই তাঁহার কোনও শারীরিক অসুবিধা আছে। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত বম্বাই যাইবেন এবং তথা-কার মঠ-সম্বন্ধে তদ্বির করিবেন বাক্য দিয়াছিলেন। সরকারী অফিসের কার্য্যে তিনি খুব পারঙ্গত ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। প্রয়োজন হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় লিখিত বিষয় তাঁহাকে দেখাইতেন। শ্রীল আচার্য্যদেব যে কার্য্য তাঁহাকে করিতে দিতেন, তিনি অতীব নিষ্ঠার সহিত তাহা করিতেন। শ্রীল আচার্য্যদেবকে অন্তরের সহিত তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। কলিকাতা মঠের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীমদ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান যাযী-

কেশ মহারাজের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। মঠের গৃহস্থশিষ্যদ্বয় শ্রীবিনয়কুমার দাস (দাসবাবু), শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীঅরুণ চন্দ্র বোস), মঠের শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র মহোদয়ের সহিতও তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। অকস্মাৎ তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ কলিকাতা মঠ হইতে ফোনে পুরীতে জানিতে পারিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় বিহ্বল হন এবং তাঁহার ন্যায় হিতকারী বান্ধবের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া হতাশ হইয়া পড়েন। দুর্ভাগ্যবশতঃই বন্ধুবিয়োগ সংঘটিত হয়। তাঁহার স্ত্রী ও পরিজনবর্গের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য কলিকাতা মঠের ঠিকানায় তিনি বহুপ্রকার প্রবোধবাক্যের দ্বারা পত্র দেন। তিনি পত্রে লিখেন যিনি সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপটে বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন তাঁহার সুগতি অবশ্যম্ভাবী। যে তিথিতে হিরণ্ময়বাবু স্বধামপ্রাপ্ত হন পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মহাভাগবত ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ (পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ সুজনানন্দ দাসাধিকারী প্রভু) সেই বহুলাষ্টমী তিথিতে কলিকাতায় অপ্রকট হইয়াছিলেন। বেদনাহত হইয়া কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ বৈষ্ণবগণসহ তাঁহার বাটীতে উপনীত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে সান্ত্বনা প্রদানের যত্ন করেন। সরকারবাবুর কলেবর মঠে আনীত হইলে বৈষ্ণবগণ ঠাকুরের প্রসাদীমালা ও শ্রীচরণামৃতাদি অর্পণ করেন। কলিকাতায় নিমতলাঘাট শ্মশানে তাঁহার শেষকৃত্য যথাবিহিতভাবে সম্পন্ন হয়। কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৭ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর রবিবার গৌর-পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণব-বিধানমতে অনুষ্ঠিত হয়। আড়াই শতাধিক ভক্ত উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।
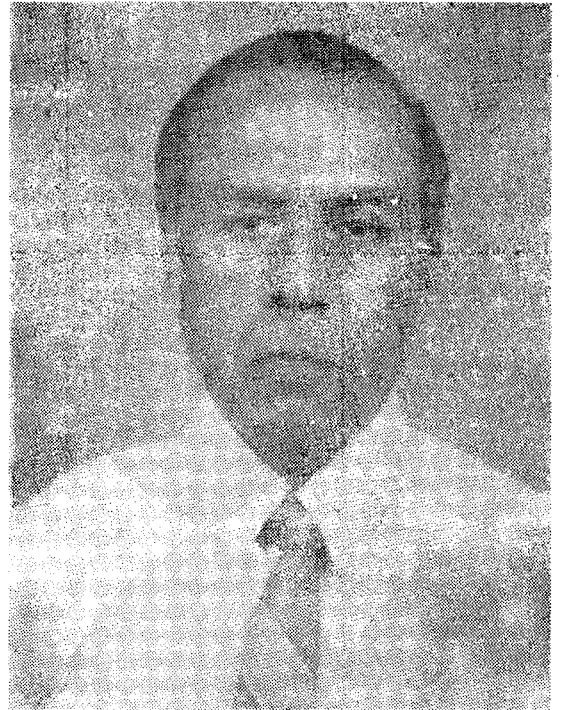
তাঁহার জন্মস্থান উত্তর কলিকাতায় (ডঃ ভগবান্ ব্যানার্জ্জি লেন, কলিকাতা-৫)। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁহার পিতা স্বধামগত শ্রীরাখাল চন্দ্র সরকার, জননী স্বধামগতা শ্রীমতী সুষমা সরকার। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B.Sc. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে West Bengal Revenue Department-এ Writers Building-এ চাকুরীতে নিযুক্ত হন, পরে Central Ware Housing Corporation-এ নিযুক্ত হইয়া নিজ যোগ্যতাবলে Deputy Manager পদে উন্নীত হন। ইং ১৯৯৩ সালে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁহার ন্যায় নিষ্কপট মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তির সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বেদনাহত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা নয়ননাথের পাদপদ্মে তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্য কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

## অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শততম শুভাবির্ভাববাসরে তদীয় শ্রীচরণসরোজে দীনের বিজ্ঞপ্তি

বছরের পরে ফিরে, আসিয়াছ দয়া করে,
ঋণী মোরা তোমা চরণে।
আজ পুনঃ পুনঃ মোরা, সুপ্রণামী প্রাণভরা,
তোমার অভয় শ্রীচরণে ॥ ১ ॥

কায়- মনে করি নতি, শ্রীগৌর চতুর্থী তিথি,
বন্দনীয় ওহে তিথিবর।
ধন্য করি সেই তিথি, শ্রীভক্তিপ্রমোদ (পুরী) গোস্বামী,
অবতীর্ণ অবনী ভিতর ॥ ২ ॥

জয় জয় গুরুদেব, অভিন্ন শ্রীবলদেব,
শ্রী, ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী।
জয় জয় শ্রেষ্ঠপদ, শ্রীচৈতন্য পারিষদ,
নিত্যানন্দ-অভিন্ন মূরতি ॥ ৩ ॥
এ সংসার দাবানলে, দগ্ধীভূত জীবকূলে,
উদ্ধারের তরে যেই জনে।
কৃপা বারি বরিষণে, রক্ষা করে তপ্তজনে,
বন্দি সেই শ্রীগুরু চরণে ॥ ৪ ॥
যাঁহার করুণাবলে, কৃষ্ণপ্রেম সেবা মিলে,
গতি নাই যাঁর কৃপা বিনা।
সেই প্রভুর চরণ, শিরে ধরি অনুক্ষণ,
ভক্তি-ভরে করিব বন্দনা ॥ ৫ ॥
কি প্রেম পরম ধন, ছিল কত সুগোপন,
দিলে মুক্ত করি আচ্ছাদন।
কর্ম্মে কর্ম্ম পরমজন, ধ্যানে যোগে যোগিগণ,
কভু না পাইল সেই ধন ॥ ৬ ॥
ব্রহ্ম জ্ঞানিগণ জ্ঞানে, কত যত্নে সে রতনে,
মিলিল না সে পরম ধন।
হয়েছে বিফল শ্রম, কৃচ্ছ্র ব্রত অনুক্ষণ,
না, পাইয়া ছাড়িল জীবন ॥ ৭ ॥
ভুবন মাঝে আসিয়া, স্বয়ং তাহা বিতরিয়া,
পরম করুণা প্রকাশিলা।
পাইল না কতকাল, তুমি পরম দয়াল,
সে ধন আপামরের দিলা ॥ ৮ ॥
তব দুর্ল্লভ চরণ, পূজিতেছে (আজ) বিশ্বজন,
নানা উপহার মদভরে।
মুক্তি বিমুখ হইয়া, সব যাতনা সহিয়া,
ভব-কারাগারে আছি পড়ে ॥ ৯ ॥
এ-হেন ঘৃণীত জনে, মোরে অতি অকিঞ্চনে,
কৃপাকর মো-পামরেরে।
তুমি প্রভু দয়াময়, মোরে হইয়া সদয়,
পাদপদ্ম সেবা দিবা মোরে ॥ ১০ ॥
মায়া মোহ গ্রস্ত, অধম এ-পাপীষ্ঠ,
মুক্তি নরকের ক্ষুদ্র কীট।
এ-প্রকট বাসরে, বিজ্ঞপ্তি সকাতরে,
নিজগুণে মোর কর হিত ॥ ১১ ॥

শ্রীগৌর চতুর্থী তিথি
১৮ই পদ্মনাভ
৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর
বৃহস্পতিবার

দীনহীন অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থী দীনদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬

# শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য*

[ গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত ]

## [ প্রথম ]

### মঙ্গলাচরণ

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

কৃষ্ণপ্রেম-রস-লাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। সেই কৃষ্ণপ্রেম-রস-প্রদানের শক্তি একমাত্র রসিক-শেখরেই প্রতিষ্ঠিত। সেই রসবিগ্রহ আনন্দ-লীলাময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সুবর্ণকান্তি শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবের হৃদয়ের ভোগতিমির-বিনাশ-কল্পে কিরণ বিস্তার করিয়াছেন।

স্বয়ংরূপ তদতিরিক্ত রূপের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেন না। স্বয়ংরূপেই দিব্যরূপের সমগ্রতা ও অবস্থিতি আছে। সেবা-পরায়ণের সেব্যের নয়ন-মনোভিরাম রূপ-প্রদর্শন-কল্পে সেব্যবস্তু আশ্রয়ের রূপ গ্রহণ করিয়া ভোক্তৃ-ভাবের সেবায় ভোগ্যভাব-সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছেন। এরূপ দয়া মানবজাতি আর

* বিগত ৪ঠা ভাদ্র ( ১৩৪০ ), ২০শে আগষ্ট ( ১৯৩৩ ) রবিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে এই অভিভাষণ করিয়াছেন।

কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিজ্ঞান যাঁহার লীলায় পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত হইয়া জীবের চরম-কল্যাণ বিধান করিয়াছে, তাঁহার অনুশীলনে—তাঁহার সেবায় জীবের পূর্ণ চেতনবৃত্তি নিযুক্ত হইলেই গুণজাত ভোক্তৃভাবের অহঙ্কার চিরতরে বিদূরিত হইবে।

যাঁহারা জগতের মোহ-নিদ্রায় অভিভূত, যাঁহারা পূর্ণ চেতন-ধর্ম্মে অনবস্থিত, তাঁহাদের অস্মিতা জাগ্রত হইয়া দিব্যালোকে বিভাবিত হউক, সর্ব্বোত্তমতার শোভনীয় কান্তির রূপদর্শনে সমৃদ্ধ নিজ-সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিবার যোগ্যতা লাভ করুক। সেই সৌভাগ্য-লাভের উদ্দেশ্যেই চৈতন্যচন্দ্রের আনুগত্য আমাদের জড়াহঙ্কার বিদূরিত করিয়া সেব্যবস্তুর পরিচয় ও সান্নিধ্য-সেবাধিকার প্রদান করুক।

### স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন-ভোগীকেই বিশ্বমানবের বিশেষজ্ঞ বলিয়া ধারণা

যাঁহারা এই বিশ্বের ভোগে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া জগতে নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাদৃশ বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতেই ভোগ্য-জগতের বস্তুবিশেষের বৈশিষ্ট্য জানিবার প্রার্থনা ভোগি-সাধারণের হৃদয়ে উদিত হয়। আবার বিষয়-ক্লেশে ক্লিষ্ট বিজ্ঞস্মন্য ভূতগ্রাম অভিমানভরে "খট্টা-ভঙ্গে ভূমিশয্যার প্রয়োজনীয়তা" আবাহন করিয়া নির্ব্বিশেষ-জড়তাকেই নিত্য-চিদানন্দ-বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ভগ্ন-মনোরথ অসংখ্য জনমণ্ডল প্রকৃত বিষয়-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষ-রূপ আলেয়াপ্রতীকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া "চরমে নির্ব্বিশেষ"—এরূপ বক্তাকেই বিশেষজ্ঞ বলিয়া নির্ণয়-পূর্ব্বক নিজরুচির পরিচয় প্রদান করেন।

### দৈন্যমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-কথনে আশিস্-প্রার্থনা

আমার প্রতি আজ শ্রোতৃবর্গের আদেশ—বিশেষজ্ঞের কার্য্য করিতে। কিন্তু আমি ভোগরাজ্যের বিশেষজ্ঞ নহি বা ত্যাগিব্রুবের কল্পিত নির্ব্বিশেষ-রাজ্যেও পারদর্শী নহি, সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্যের নিকট বিশ্বের অন্তর্গত কোন পদার্থ অথবা বিশ্ব-বহির্ভূত কোন নির্ব্বিশিষ্ট ভাববৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া যাইবে না। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তনে যে অধিকার আপনাদিগের নিকট হইতে লাভ করিতেছি, সেই আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল।

### শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তনকারীর শ্রৌত উপকরণ

আমি শুনিয়াছি যে, ভূতলে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট স্থাপনে একমাত্র প্রচারকবর্গ—শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার আদিগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও তাঁহার অনুগ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁহার প্রকৃত অনুগ-গণ শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য যে প্রকার গান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদকে তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিবার সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের ভৃত্য-সূত্রে ঐশ্বর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-শিথিল মাধুর্য্য-প্রেমময়ের কথা আজ আমার গান করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের এই মহাদান শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়া দয়া জানিয়া উষর-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দের গুণকীর্ত্তন স্বজনগণের নিত্যাশীর্ব্বাদই আমার বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান-কথনে নিত্য সম্বল হউক। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের জন্য যে গান গাহিয়াছেন, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুবর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পানানন্দিজনগণের জন্য যে অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে সেই সকলই আমার উপকরণ হউক।

### শ্রীগৌর-প্রণাম-মুখে শ্রীচৈতন্য-বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত

ত্রিদণ্ডিপাদ যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রিকাসুধা বর্ষণ করিয়াছেন, সেই সুধার ধারা ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য-কথায় প্রবেশ করিতেছি—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমাহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

( ক্রমশঃ )

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) দশাবতার „ „ „ „
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ
(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ
(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

Regd. No. WB/SC-258

From

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To ..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Pin..........................................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।


কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টত্রিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৪০৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা ) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩৩১৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৪০৫
২৭ মাধব, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, শুক্রবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৯ | ১২শ সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৩ পৃষ্ঠার পর ]

"ভক্তিবিজয়তে"

ভক্তির জয় হউক, অভক্তির ক্ষয় হউক,—আত্মা এই কথা সর্ব্বক্ষণ চীৎকার ক'রে বলুক। শতকরা ৯৯ বা ততোধিক লোক দুষ্কর্ম্ম ও সুকর্ম্মে নিযুক্ত র'য়েছে। এই পাপ-পুণ্য কর্ম্মদ্বয় নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করুক, কর্ম্মকাণ্ডের পিণ্ড হ'য়ে যা'ক্, গদাধরের পাদপদ্মে কর্ম্মাসুর চাপা পড়ুক, কর্ম্মনাশা নদী পার হ'য়ে বারাণসীতে গিয়ে জ্ঞানকাণ্ডে জীবের বৃত্তি প্রমত্ত না হউক, বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় সফলতা লাভ করুক্।

এখন রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে। আপনাদের চিন্তা-স্রোতে বাধা দিয়ে মর্য্যাদালঙ্ঘন কর্‌লাম, আপনারা তা' মার্জ্জনা কর্‌বেন। এত কম সময়ে ভগবৎ-সেবকগণের গুণানুবাদ হয় না। একটী মাত্র মুখ কেন, আমার অনন্তমুখ হউক, আমি অনন্তমুখে অনন্তকাল পরমায়ু লাভ ক'রে কার্ষ্ণগণের অনন্তগুণ গান করি। যে-কালে ভাগবত-সেবায় পূর্ণমাত্রায় অভিষিক্ত হ'তে পার্‌ব, সে-কালে এই চোখ, কাণ, নাকের দ্বারা কৃষ্ণেতর বাহ্য বিষয়ের বিচার বন্ধ হ'য়ে যা'বে—এ'র ছিদ্র, তা'র ছিদ্র দর্শন ; এর নিন্দা, তা'র প্রশংসা কর্‌তে ধাবিত হ'ব না—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।

এই অবস্থা লাভ হ'লে প্রকৃত গৌরদাসগণের সেবা, প্রকৃত গৌরসেবা, প্রকৃত রাধাগোবিন্দের সেবা কর্‌তে পার্‌ব। যে-সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারা ভগবদ্ভক্তের গুণ বর্ণনা করার শক্তি লাভ হয়, সেই সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তি সকলেরই লাভ হউক।

**অদ্বৈতসরণী**

অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এম্ এ, বি-এল মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী হ'তে

শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত "একটী সরণী" ক'রে দিবেন স্বীকার ক'রেছেন অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের সরণী প্রকাশিত হ'বে। তা'তে লোক চৈতন্যশিক্ষাস্থলীতে স্বচ্ছন্দে যেতে পার্‌বেন। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী"। এই যোগপীঠ—মথুরা, শ্রীবাস-অঙ্গন—রাসস্থলী, শ্রীচৈতন্যমঠ—গোবর্দ্ধন ও ব্রজপত্তন—শ্রীরাধাকুণ্ড। বাহিরের দৃষ্টি নিরস্ত ক'রে অন্তর্দৃষ্টি লাভ কর্‌লে, সেই সরণী অদ্বয়জ্ঞানের সরণী বা একায়ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে যা'বার সরণী বলে উপলব্ধি হ'বে।

### সভার অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যত্রয়

বর্ত্তমান সাধারণের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভার তিনটী কার্য্যের আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। (১) শ্রীধামে রাস্তা নির্ম্মাণ, (২) ভজনবপু সুস্থ রাখবার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, (৩) ভজনোদ্দেশের সাহায্যকল্পে শিক্ষা মন্দির উদ্বোধন। ঈশ্বরবিমুখ লোকও এ-সকল কথার প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌তে পারেন। সম্প্রতি শ্রীধামে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' ব'লে একটী প্রাথমিক শিক্ষার আগার প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন। ধামসেবকগণের জন্য এ-সকলসেবা করলে অনর্থ হ্রাস হ'বে, ধাম-সেবা কর্‌লে সিদ্ধি লাভ হ'বে।

### ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা-বাসরে

## সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

আমরা যে কার্য্যের জন্য অদ্য এখানে সমবেত হ'য়েছি, সে কার্য্যটি হচ্ছে—একটি প্রারম্ভিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-উন্মোচন। শিক্ষা—দুই প্রকার—এক প্রকার শিক্ষাদ্বারা জগতের কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হ'বার সুযোগ উপস্থিত হয়; অপরপক্ষে প্রকৃত শিক্ষা বা পরা শিক্ষা—যা' কেবলমাত্র জগতের কার্য্যে আবদ্ধ নয়, তদ্দ্বারা ভগবদ্বস্তুকে জানা যায়। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—বিদ্যা দুই প্রকার; এক প্রকার—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। যে-সকল বিদ্যার দ্বারা বহিঃ-প্রজ্ঞাচালিত হ'য়ে কার্য্য ক'রবার সুষ্ঠুতা জন্মে, আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহাকেই "বিদ্যা" নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। কিন্তু শ্রুতির বাণীতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অপরা বিদ্যা কিছু সময়ের জন্য কাজে লাগে; কিন্তু তা'তে স্থায়িভাবে কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। মরণের পরে দূরে থাকুক, এই জীবিতকালেই ইন্দ্রিয়ের আভঘাত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যতা হ'লে পূর্ব্বার্জ্জিত অপরা বিদ্যার নিপুণতা অনেক সময়ই নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। এজন্য 'অপরা' ও পরার সহিত 'নশ্বর' ও 'নিত্য'—এই দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আপাত-কার্য্যসিদ্ধির জন্য শব্দশাস্ত্রে অধিকার লাভ আবশ্যক। ঐ সকল শব্দসমষ্টি দ্বারা পরস্পর ভাবের বিনিময় ও অভিব্যক্তি হয়—সভ্যতা ও সামাজিকতায় প্রবেশ লাভ ঘটে। এইটুকুই মাত্র যাঁ'দের প্রার্থনীয়, তাঁ'রা অপরা বিদ্যার লাভকেই তাঁ'দের সাধ্য মনে করেন। কিন্তু মানুষের খুব দূরদর্শিতা আবশ্যক। বহুদিন পরে যে অমঙ্গল উপস্থিত হ'বে—ভবিষ্যতে যে-সকল অসুবিধা উপস্থিত হ'তে পারে, তজ্জন্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁ'রা সেরূপ সুদূরদর্শী ন'ন, সেরূপ অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে কেবল ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতির প্রয়োগে সাধারণ বিদ্যা আবশ্যক। কিন্তু উহাই নিত্যোদ্দেশে ভিন্নফল বা জাড্যপরিহৃত চিন্ময় রাজ্যের উপযোগী। (ক্রমশঃ)

## শ্রীসদাম্নায়সূত্রম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৬ পৃষ্ঠার পর ]

ওঁ হরিঃ॥ ভগবৎ কৃপা হেতুকাঃ॥ হরিঃ ওঁ॥১২৮॥

কঠে। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানমাত্মনঃ॥ নারদসূত্রে। মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপালেশাদ্বা॥ শ্রীবল্লভস্বামী। মহতাং কৃপয়া যাবদ্ভগবান্ দয়য়িষ্যতি।

তাবদানন্দসন্দোহঃ কীর্ত্তমানঃ সুখায় হি ।। ১২৮ ।।

সেই ভক্তি কোন স্থলে কৃষ্ণ-কৃপা হেতুকা ।।১২৮।।

কঠোপনিষদে,—পরমেশ্বর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, আকাশ হইতেও মহত্তর, তিনি জীবের হৃদয় মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে পরমেশ্বরের উপাসনাশীল, সেই ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার মহত্ত্ববিশিষ্ট পরমেশ্বর স্বরূপকে দর্শন করিয়া শোকাদিপূর্ণ সংসার-সাগর অতিক্রম করেন।। নারদ-ভক্তিসূত্রে,—প্রধানতঃ মহতের কৃপা দ্বারাই ভক্তিলাভ হয়, কোন কোন স্থলে ভগবৎ কৃপালেশও ইহার হেতু হইতে পারে ।। শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেন,—মহদ্ ব্যক্তি-গণের কৃপা-দ্বারা ভগবান্ যখন জীবের প্রতি দয়াশীল হইয়া এই ভক্তি প্রদান করেন, তখন তাঁহার নামাদি কীর্ত্তন দ্বারা ভক্তগণ পরমানন্দ সুখলাভ করেন। [ ১২৮ ]

ওঁ হরিঃ ।। আম্নায় প্রভাবা চ ।। হরিঃ ওঁ ।।১২৯।।

মুণ্ডকে। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ ।। অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বাতাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভরদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরা-বরাং ।। শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধি-বদুপসন্নঃ প্রপচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাপ্তে সর্ব্ব-মিদম্ বিজ্ঞাতং ভবতীতি ।। পদ্মপুরাণে। সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীব্রহ্মরুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যৎ-কলে পুরুষোত্তমাৎ ।। ভাষ্যকারঃ শ্রীবলদেবঃ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্। শ্রীমধ্ব শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্নৃহরি মাধবান্। অক্ষোভ্য জয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্। শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র জয়-ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ং। পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ। ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ। তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত নিত্যানন্দান্ জগদ্-গুরূন্। দেবমীশ্বর শিষ্যং তং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।। ১২৯ ।।

তাহা বেদ ও আচার্য্য-পরম্পরা দ্বারা বদ্ধ ।।১২৯।।

মুণ্ডকোপনিষদে,—ব্রহ্মবিদ্যার প্রবক্তারূপ ঋষি-পরম্পরা বলিতেছেন। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেববৃন্দের আদিদেব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, সকলবিদ্যার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে উপদেশ করিলেন। অথর্ব্বা পূর্ব্বে অঙ্গির্নামক মুনিকে তাহাই উপদেশ করিলেন। অঙ্গির মুনি ভরদ্বাজ গোত্রের সত্যবাহ মুনিকে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন, অতঃপর সত্য-বাহ সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরা নামক নিজপুত্রকে অথবা শিষ্যকে উপদেশ করিলেন। শুনক মুনির পুত্র শৌনক, যিনি বৃহৎ বিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা, অঙ্গিরা মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্, কোন তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞেয়বস্তু বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা আমাকে উপদেশ করুন।। পদ্মপুরাণ বলেন,—শ্রৌত-পরম্পরা অবলম্বন না করিয়া যাহারা উপাসনা করে, তাহাদের মন্ত্রাদি সকলই বিফল হয়। কলি-যুগে পৃথিবী পাবনকারী চতুর্ব্বিধ শুদ্ধ শ্রৌত সম্প্রদায় থাকিবে যথা—ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্র-দায় এবং সনক সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পরমার্থকে পাওয়া যায় ।। ইহার ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পর্য্যন্ত পরম্পরার কীর্ত্তন করিয়া-ছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিবেন। [ ১২৯ ]

ওঁ হরিঃ ।। পুরুষচেষ্টাহৃদৃষ্টজনন্যথ সাধবঃ সর্ব্বাত্মনা সেব্যাঃ ।। হরিঃ ওঁ ।। ১৩০ ।।

ইতি সম্পত্তি প্রকরণং সম্পূর্ণম্।

ইতি আম্নায় সূত্রে প্রয়োজনতত্ত্বং সম্পূর্ণম্।

শ্রীআম্নায়সূত্রং সম্পূর্ণম্ ।।

বৃহদারণ্যকে। সবায়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীর-মভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মাভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রমেন ম্রিয়মানঃ পাপ্মনো বিজহাতি ।। প্রশ্নে। ত্বং হি নঃ পিতা যেঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি নমঃ পরম ঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ।। পাদ্মে। আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ।। ন শূদ্রাঃ

ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ মহৎসেবা দ্বারামাচবিমুক্তে-স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গঃ ॥ ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ভাগবতে,—দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনং ॥ নারদসূত্রে। নাস্তি তেষু জাতি বিদ্যা-রূপ কুলধন ক্রিয়া বিভেদঃ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ। সাধু-সঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় ॥ শ্রীবলরাম দাসঃ। ভাইরে সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া। এ ভব তরিয়া যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে, নিতাই চৈতন্য গুণ গাঞা ॥ চৌরাশীলক্ষ জন্ম, ভ্রমণ করিয়া শ্রম, ভালই দুর্ল্লভ দেহ পাঞা। মহতের দায় দিয়া, ভক্তিপথে না চলিয়া, জন্ম যায় অকারণে বৈয়া ॥ মালামুদ্রা করি বেশ, ভজনের নাহি লেশ, ফিরি আমি লোক দেখাইয়া। মাখালের ফল লাল, দেখিতে সুন্দর ভাল, ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া ॥ চন্দন তরুর কাছে, যত বৃক্ষলতা আছে, আত্মসম করে বায়ু দিয়া। হেন সাধুসঙ্গ সার, নাই বলরাম ছার, ভবকূপে রহিলাম পড়িয়া ॥ ১৩০ ॥

চৈতন্য দেবস্য চতুঃশতাব্দে
নেত্রাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।
আম্নায়মালা প্রভুভক্ত কণ্ঠে
গৌড়ে প্রদাতা হরিজন্মঘস্রে ॥
হরিং বদ হরিং বদ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ॥
ওঁ হরিঃ ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥
পুরুষচেষ্টাই অদৃষ্টের জননী, সুতরাং
সর্ব্বপ্রকারে সাধু সেবাই কর্ত্তব্য ॥ ১৩০ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই সংসারবদ্ধ জীব পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু স্বীকার করিয়া পাপ-কর্ম্মে রত হইয়া থাকে, তাহার পাপ প্রশমনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রশ্নোপনিষদে,—হে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশক সদ্‌গুরু, আপনিই আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি অবিদ্যাময় সংসারের পরপার আমাদের দেখাইয়া উদ্ধার করিলেন। এই পরম ঋষিগণকে ভক্তিভরে প্রণাম অর্পণ করিতেছি। পদ্মপুরাণে—সমস্ত উপাসনার মধ্যে বিষ্ণুর উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; হে দেবি, তাহা হইতেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের। যেহেতু ভক্ত-গণের কৃপা দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন ॥ ভগবানের ভক্তগণ যদি শূদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি তাহারা শূদ্র নহে। সমস্ত বর্ণের মধ্যে ভগ-বান্ জনার্দ্দনের অভক্তগণ-সকলেই প্রকৃত শূদ্র। মহতের সেবা সংসার মুক্তির নিশ্চয় দ্বার স্বরূপ, যথা স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ নরকের প্রশস্ত দ্বার। অর্দ্ধক্ষণের সাধুসঙ্গও অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ। স্বর্গ, মোক্ষ ইত্যাদি ফলসকল এই অত্যল্প সাধুসঙ্গের নিকট তুল্য হয় না। ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গপ্রাপ্ত হইলে মানবগণের অপ্রাপ্য আর কি থাকে? ভাগবতে,—দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্ল্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠপ্রিয় ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষা সুদুর্ল্লভ। শ্রীনারদ ভক্তি-সূত্রে দৃষ্ট হয়,—ভগবদ্ভক্তগণের প্রাকৃত জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়া ইত্যাদিদ্বারা তাঁহাদের ভেদ-বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ শ্রীমন্মহা-প্রভুর উপদেশে,—সর্ব্বশাস্ত্র তারস্বরে সাধুসঙ্গের মহি-মাই কীর্ত্তন করে; সমস্ত শ্রেয়ের মূল হচ্ছে সাধুসঙ্গ। ভগবান্ সাধুদিগের অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের আচরণদ্বারা প্রচার করেন যে সাধুসঙ্গই কেবল সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক, অতএব সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা-দ্বারা সাধুসেবা কর্ত্তব্য। গ্রন্থান্তে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবলরাম দাসের কীর্ত্তনের মাধ্যমে নিষ্কপট-রূপে সাধুসঙ্গ করিবার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। [ ১৩০ ]

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের চারিশত দুই বৎ-সরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই আম্নায় মালা রচনা করিয়া সমস্ত প্রভুভক্তদিগের কণ্ঠে সমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তসকল যত্ন সহকারে এই প্রসাদী মালা নিত্যকাল কণ্ঠে ধারণ করুন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু।

**সম্পূর্ণম্**

# গৃহস্থালী

[ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত ]

গৃহস্থালীর খবর জগতের প্রায় শতকরা শতজনেই জানেন কিন্তু প্রকৃত গৃহস্থালীর সন্ধান অতি অল্প লোকেই রাখেন বলিয়া মনে হয়। গৃহস্থালী দ্বিবিধ—প্রাকৃত গৃহস্থালী ও অপ্রাকৃত গৃহস্থালী—মায়ার সংসার ও কৃষ্ণের সংসার। যে গৃহের মালিক—ভোক্তাভিমানী, পিত্রাভিমানী ও ভর্ত্তাভিমানী জীব, যেখানে জীবগণ মাতা-পিতা-স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পরস্পর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত, আহার-বিহার মৈথুনাদিই যেস্থানের নিত্যনৈমিত্তিক কৃত্য, সে-গৃহের গৃহস্থালী দুইদিনের জন্য, দুঃখপ্রদ ও নরকের দ্বারস্বরূপ। সমস্ত বস্তুর একমাত্র মালিক লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে বাদ দিয়া এই গৃহস্থালীর কার্য্য সম্পাদিত হয় বলিয়া সাধারণ সংসারে বা কৃষ্ণবিমুখ সংসারে এত অসুবিধা! এত কষ্ট! সুতরাং এতাদৃশ গৃহস্থালীতে প্রবৃত্ত না হইয়া অপ্রাকৃত গৃহস্থালীর কথা কৃষ্ণবিষয়ের বিষয়ী ভক্তগণের নিকট শিক্ষা করা উচিত। এ গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্য কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য সংসাধিত। এখানে সকলেই কৃষ্ণের সেবকসূত্রে পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসুখবিধানের জন্য নানা কার্য্যে ব্যস্ত। নব-নবায়মানভাবে উত্থিত কৃষ্ণসেবানন্দ-তরঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণসংসারের পরিবারবর্গ সতত প্লাবিত। এই অপ্রাকৃত গৃহস্থালী সেবাগার বলিয়া আনন্দময় আর প্রাকৃত গৃহস্থালী ভোগাগার বলিয়া দুঃখের জননীস্বরূপা।

সেবাবিমুখ বদ্ধজীবগণই এই গৃহান্ধকূপসদৃশ গৃহস্থালী, করিবার জন্য—আপাতমনোরম সংসার পতন করিবার জন্য মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া থাকে এবং সতত তচ্চিন্তায় ব্যাকুল হয় কিন্তু অপ্রাকৃত গৃহস্থালীতে সেরূপ চিন্তার কোন কথা নাই। শরণাগত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই গৃহস্থালী-ভুক্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণসংসারের সংসারী অপ্রাকৃত গৃহস্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ বিষয় অতি অল্প কথায় আমাদিগকে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অহং মম শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিনু তোমার পদে ওহে দয়াময়॥
আমার আমি ত নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥
আমি শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
তদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল॥
আমার সর্ব্বস্ব দেহ গেহ অনুচর।
ভাই বন্ধু দারা সুত দ্রব্য দ্বার ঘর॥
সে সব হৈল তব আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস॥
তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার।
তোমা সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥
স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত দুষ্কৃত।
আর মোর নহে প্রভু আমি ত' নিষ্কৃত॥

প্রাকৃত গৃহস্থালীর লোকগুলি কামুক, আর অপ্রাকৃত গৃহস্থালী যাঁ'রা করেন, তাঁ'রা প্রেমিক। কৃষ্ণের সংসারের সংসারিগণ কৃষ্ণসুখের জন্য নিজের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা করেন না। নিজের ধর্ম্ম, নিজের অর্থ, নিজের কাম-পরিতৃপ্তি, নিজের ত্রিতাপ হইতে মুক্তি প্রভৃতি তাঁহারা ভুল ক্রমেও চান না। কিন্তু ভোগাগার সংসারে ধর্ম্মার্থকামাদির তাণ্ডবনৃত্য বর্ত্তমান বলিয়া তথায় প্রীতি বা প্রেমের সম্পূর্ণ অভাব।

মানুষ-ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের কথা—ভোগের কথা বা তদ্বিপরীত ত্যাগের কথা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে—হয় গৃহাসক্ত হও, না হয় সন্ন্যাসী হও—এই সোজা কথা দুইটীই তাহাদের ধারণায় আসে কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের গৃহস্থালী—অপ্রাকৃত গৃহব্রতের কথা তাহাদের মাথায় প্রবেশ করে না। কৃষ্ণের মত ত বড় আসক্ত গৃহব্রত আর কেহ নাই। তাই দ্বারকাতেও কৃষ্ণের গৃহস্থালী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; একমাত্র ব্রজবনিতাগণই কৃষ্ণের গৃহস্থালীর সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণের এই গৃহস্থালী করাই জীবের ধর্ম্ম। সুতরাং প্রকৃত গৃহস্থ হইতে না পারিলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ দুইদিনের মাটিয়া গৃহস্থালী ছাড়িয়া—গৃহব্রতবুদ্ধি বা স্ত্রীর স্বামী বা পুত্রের পিতা অভিমান ছাড়িয়া কৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক গৃহস্থ হইবার জন্য কৃষ্ণগৃহের গৃহিণী বা কৃষ্ণের গৃহস্থালীর সার্থকতা সম্পাদনে পরম দক্ষ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য স্বীকার করিবেন। অনুগত ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই দাস বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না।

# প্রেমের স্বভাব

**"সেবা সে নিয়ম"**

কামদেবের কামতৃপ্তিবিধানই প্রেম। নিজ কামের লেশমাত্রও তাহাতে লক্ষিত হয় না; নিরুপাধিক প্রেমের ইহাই রীতি যে, সেব্য বিষয়ের প্রীতিতেই সেবক আশ্রয়ের শুদ্ধপ্রীতি,—

> প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
> তাহা নাহি নিজসুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ।।
> নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
> প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ।।"
>
> —চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ

নিজ মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভুলিয়া, নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যেখানে প্রভুর প্রীতিই একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় হয়, প্রভু-প্রীতির প্লাবন যেখানে প্রবাহিত, সেখানেই প্রেমের চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দে এইরূপ প্রেমময়ী সেবার আদর্শ দেখিতে পাই।

একদিন মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনে মহা-নৃত্যকীর্ত্তন করায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গম্ভীরায় সমস্ত দ্বারটী জুড়িয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। এই সময়ে মহাপ্রভুর কিছু পাদসম্বাহন ও কটি-মর্দ্দনাদি করিয়া প্রভুর সুখবিধান করিবার জন্য গোবিন্দের ইচ্ছা হইল। গম্ভীরার ভিতরে না গেলে প্রভুর সেবা হয় না দেখিয়া গোবিন্দ বলিলেন, প্রভো! আমাকে ভিতরে যাইবার একটু স্থান দিন। প্রভু বলিলেন, আমার নড়িবার শক্তি নাই। গোবিন্দ তাঁহার কটিমর্দ্দনের কথা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি কিছু কর আর নাই কর, আমি কিছুতেই সরিতে পারিব না। অগত্যা গোবিন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপরে একখানা বহির্ব্বাস স্থাপন করতঃ প্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই গম্ভীরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোবিন্দের সেবায় প্রভুর সুখনিদ্রা হইল। প্রায় একঘণ্টা পরে প্রভু জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, গোবিন্দ তখনও সেই স্থানে বসিয়া আছেন। প্রভু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোবিন্দ, তুমি এখনও প্রসাদ গ্রহণ করিতে যাও নাই কেন? গোবিন্দ বলিলেন, প্রভো, আমি আপনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে যাইব? তখন মহাপ্রভু বলিলেন, "ঘরে প্রবেশ করিবার সময় আমাকে কি প্রকারে উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছিলে, যেমনভাবে আসিয়াছিলে তেমনিভাবেই যাইতে পারিবে?" তখন গোবিন্দ নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

> গোবিন্দ কহেন,—"আমার সেবা সে নিয়ম।
> অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন ।।
> সেবা লাগি কোটী অপরাধ নাহি গণি।
> স্ব-নিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ।।"

সেবাই সেবকের ধর্ম্ম এবং যেখানে সেবা এইরূপ সেব্য-মোহন রূপ ধরিয়াছে সেইখানেই সেবার পরাকাষ্ঠা। তাই বলিতেছিলাম প্রেমের স্বভাব এই যে তাহাতে নিজ সুখের জন্য প্রচ্ছন্ন অপ্রচ্ছন্নভাবে কোনও কামনা নাই, আছে কেবল সেব্যের পাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ।

# বেণু-গীত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২১৩ পৃষ্ঠার পর ]

**প্রায়ো বতাম্ব ! বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্**
**কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণু গীতম্ ।**
**আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্**
**শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ।। ১৪ ।।**

**অনুবাদ**—অপর গোপীগণ বলিল হে মাত ! এই বৃন্দাবনে যে সকল পক্ষী বাস করে, তাহারা সম্ভবতঃ মুনিগণই হইবে ; কারণ মুনিগণ যেমন যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়, সেইরূপভাবে বেদবৃক্ষের শাখায় অবস্থিত হইয়া কর্ম্মফল লাভের আশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ শ্রীকৃষ্ণ গীতই শ্রবণ করিয়া থাকেন ; সেইরূপ এই সকল পক্ষী যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়, সেইরূপভাবে মনোহর নবপল্লবশালী বৃক্ষশাখা সমূহে আরোহন করিয়া অন্য বিষয় দর্শন ও অন্য কথা বর্জ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাদিত সুমধুর বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে।

ভাবার্থ—হে সখি ! গাভীগণ আর বৎস তো আমাদের ঘরের বস্তু। তাহাদের কথা থাক। বৃন্দাবনের পক্ষিগণকে তুমি দেখিতেছ না ? তাহাদিগকে পক্ষী বলাই ভুল। সত্য কথা বলিতে তো তাহারা অধিকাংশ বড় বড় ঋষি মুনি। তাহারা বৃন্দাবনের সুন্দর-সুন্দর বৃক্ষসমূহের নব-নব পল্লব মনোহর শাখায় মৌনভাবে অবস্থান করিয়া, নিনিমেষ নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী অত্যন্ত আনন্দে হৃদয় পূরিতভাবে দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া কানে সমস্ত প্রকারের শব্দকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহারই বাণী আর বংশীর ত্রিভুবন মোহনকারী সংগীত শ্রবণ করিতেছে। এই শ্লোকে কোন অন্য গোপীর দ্বারা বৃন্দাবনের পক্ষিগণের সৌভাগ্যের কথা বলা হইতেছে।

কোন গোপী বলিল—শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের স্বয়ং লালন-পালন করেন এবং নিরাবরণ চরণে যাহাদের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ গমন করতঃ নিজ পীতাম্বর বস্ত্রদ্বারা মাক্ষি-আর মশা সমূহকে বিতাড়িত করিয়া নিজের করকমলে, যাহাদের পীঠ মার্জ্জন করিয়া দেন, সেই গাভী আর বৎসগণের জীবন অত্যন্ত ধন্য। তাহাদের মহিমা বর্ণনই বা কে করিবে ? আমরা বনবাসী এই পক্ষিগণের ভাগ্যেরও নিজের বাণীতে বর্ণন করিতে পারি না। "আস্তাং কৃষ্ণ পাল্যমানানাং লাল্যমানানাং ধন্যত্বং বন্যানাং বিহঙ্গমানামপি ভাগ্যং কিং বর্ণ্যতাম্ ইত্যাশুঃ।"

"প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনিয়ো বনেঽস্মিন্" ইত্যাদি এই অভিপ্রায়কে লইয়া বলা হইল। 'প্রায়ঃ' শব্দের অর্থ হয় প্রাচুর্য্যে। ভাব এই যে, এই পক্ষি-গণ মুনিবহুত। কিছু দেবতা আর কিছু ঋষিগণ আছেন। ময়ুর তো শ্রীকৃষ্ণের অনন্য প্রেমী ভক্তই জ্ঞাত হওয়া যায় ; এবম মুনি নহে। 'প্রায়ঃ ইতি বাহুল্যে বেষাঞ্চিৎ ময়ূরাদীনাম্ প্রেমভক্তত্বাৎ সর্ব্বে-ষাং মুনিত্বং বতেতি বিস্ময়ে।"

"প্রায়ঃ বত" এখানে বিস্ময়ার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কত বিস্ময়ের কথা আছে যে বৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ ঋষি-মুনি, সিদ্ধযোগীশ্বর আর ভগবানের প্রেমীক ভক্তগণ কেহ পক্ষীরূপে, কেহ বা বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন।

হে অম্ব ! হে মাত ! প্রেমের বিবশ বশতঃ গোপী নিজের সখিকেই হে মাত ! বলিয়াছেন। সবাই সমবয়সী সখী গোপী ছিলেন। অন্য কোন বৃদ্ধা গোপী তথায় ছিলেন না। অথবা প্রায়ই এও দেখা যায় যে কোন আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিলে পর নারী-গণও আমার মা ! দেখ তো কি হচ্ছে, বলিয়া ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখানেও সখীর সমাজ হইতেছে, তাঁহাদেরই সখিগণ সবাই এখানে অম্ব ! সম্বোধন গোপী বিভোর হওয়ার কারণ নিজ সখীকেই হে মাত ! বলিয়াছেন।" ভাবাবিষ্ট প্রমদাজনক কথা স্বভাবঃ যদ্ বিস্ময়াদৌ মত ইত্যুক্তিঃ"।

"কৃষ্ণেক্ষিতামিতি"—বংশীধ্বনি শ্রবণের জন্য বৃক্ষশাখায় নবনব এবং মনোহর পল্লব সংযুক্ত শাখা-পর পক্ষী এবমপ্রকারে উপবেশন করিতেছিল যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে পল্লব বা শাখা ব্যবধান না হইতে পারে ; প্রেমে শ্রীশ্যামসুন্দরকে সম্যক দর্শন হইতে থাকে বা শ্রীকৃষ্ণই তাহাদিগকে দর্শন করিতে থাকেন,

তজ্জন্য সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষশাখায় তাহারা বেণু-নিনাদ শ্রবণার্থ অবস্থান করিতেছিল। উহারা পতনে মরণেও ভয় ছিল না। "কৃষ্ণেক্ষিতং স্ব কর্ত্তৃকং কৃষ্ণ দর্শনং তৎকর্ত্তৃকং বা স্বদর্শনং যথা স্যাৎ তথা দ্রুম-ভুজান্যারুহ্য পতন মরণাদি শঙ্কাভাবাৎ নিশ্চিন্তাঃ শৃণ্বন্তি।"

'মিলিতদৃশঃ'—মন বহুত চঞ্চল, সে কোথায় পলায়ন না করে, সেই জন্য নেত্রদ্বয়কে বন্ধ করিয়া তাঁহার বেণুধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল। মনের স্বভাব সদা চঞ্চল, এক মাছির সমান, বহু উত্তম-উত্তম সুস্বাদু এবং পবিত্র পদার্থ বস্তু প্রাপ্ত হইলেও তাহার উপরও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না; তরন্ত সেখান হইতে উড়িয়া কোন না কোন, দুর্গন্ধ স্থানে বা বস্তুতে গিয়া অবশ্যই অবস্থান করে। ঐপ্রকার মনও উত্তম হইতে উত্তমতম ভোগ্য বস্তুর সেবন করিয়া, উহার অনুভব হইলেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু নিকৃষ্টতম বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তথায় গমন করিয়া থাকে। মনের স্বভাব বিষয়ে এক মহাত্মা বলিলেন যে—

"তুম্বী ফলং জলান্তর্বলাদধঃ ক্ষিপ্তমপ্যুপৈতি উর্দ্ধম্।
এবং মনঃ স্বরূপে নিহিতং যত্নাদ্ বহির্যাতি ॥"

কোন শুষ্ক তম্বীর (লাউ) ফলকে জলের ভিতরে স্থাপনকরিলেও, তৎক্ষণাৎ সে জলের উপরে উঠিয়া আসে, সেইপ্রকার অনেক যত্নে সাধক নিজের মনকে পরমাত্মা ভগবানের চরণারবিন্দে সংযুক্ত করেন; কিন্তু তথাপিও সে বিষয়ের প্রতি প্রভাবিত করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন সত্যই এই কথা বলিয়াছিলেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথী বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

হে কৃষ্ণ! এই মন অত্যন্ত চঞ্চল, যদ্যপিও চঞ্চল নেত্রের পালকও, কিন্তু তাহাতে জীবকে কোন বিশেষ ক্ষতি করে না। কিন্তু প্রথমোক্ত মন বড় বড় যোগী জ্ঞানী-ধীর পুরুষকেও ব্যাকুল করিয়া দেয়, ইহা অত্যন্ত দৃঢ় এবং বলবান্। বায়ুঅপেক্ষাও ইহার নিগ্রহ করা দুষ্কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও "অসংশয় মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্" হে অর্জ্জুন! তুমি ঠিকই বলিয়াছ। সত্যই এই চঞ্চল মনকে বশে রাখা বড়ই সুকঠিন বলিয়া এই মনের চঞ্চলতাকে সত্য স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণে পক্ষিগণ নিজের নেত্রকে বন্ধ করিয়া বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে; যাহাতে চঞ্চল মন অন্যবিষয়ান্তরে গমন না করে।

শ্রীশ্রীধরস্বামীও "অমীলিতদৃশঃ" পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইবে পক্ষিসমুদায় অর্দ্ধ-মুদ্রিত নেত্রে বেণুগীত মাধুরী পান করিতেছিল। অথবা—'অমীলিতদৃশঃ' 'অলস দৃষ্টয়ঃ' মহান্ সম্পত্তিকে প্রাপ্ত হইয়া পরমতৃপ্ত পক্ষিগণ এখন স্ব-হৃদয়ে চিন্তায় রত, অতএব নেত্রদ্বয়কে সঙ্কুচিত করিয়া বেণুগান শ্রবণ করিতেছিল।

'অমীলিতদৃশঃ' বা 'উৎফুল্লনেত্রাঃ' এই অর্থে বাস্তবে পক্ষিগণ নিজের বিস্ফারিত নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-সুধা এবং কর্ণের দ্বারা বেণুগান পীযূষের পান করিতেছিল বাক্যে 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' এই অতিরিক্ত কোন অন্য শব্দের উচ্চারণ করিতেছিল না, এইপ্রকার পক্ষিগণ ধন্য। "অমীলিতদৃশঃ অর্দ্ধমশ্রিত নেত্রাঃ সঙ্কুচিত নেত্রাঃ মহাপ্রেম সম্পত্যালসদৃষ্টয়ঃ ইত্যর্থঃ। বিগতা অন্যাঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি ব্যতিরিক্তা বাচো যেষা-মত এব ধন্যাঃ।"

'প্রায়ঃ' এই অব্যয়কে বিতর্ক অর্থে মানিয়া এই অর্থও করা যায় যে জ্ঞান আর বিজ্ঞানে তৃপ্ত আত্মা-রাম, পরমনিষ্কাম মুনিগণ যে নাম রূপাত্মক প্রপঞ্চ হইতে সর্ব্বদা বিনির্ম্মুক্ত, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী এবং বেণুমাধুরীর গানে আকর্ষিত করিতে পারে না তাহা নহে; যে আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্ব-নিবৃতকামা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী এবং বেণু-গীত শ্রবণলোভে বৃন্দাবনে পক্ষীরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহারা সদা শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী দর্শন আর বেণু-গীত শ্রবণে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইল।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"

—ভাঃ ১।৭।১০

আত্মাতেই যাঁহাদিগের রতি, এরূপ বাসনা গ্রন্থি-শূন্য মুনিসকলও বৃহৎকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; কেন না, জগতের চিত্তহারী শ্রীহরির এইরূপ একটী গুণ আছে।

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা'বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম—সব চিদানন্দ॥
—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩৫

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
—ঐ ১৭।১৩৭

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥
—ঐ ১৭।১৩৯

এই সব রহু—কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥
—ঐ ১৭।১৪১

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥"
—ভাঃ ৩।১৫।৪৩

সেই অরবিন্দ-নেত্র-ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ চতুঃসনের নাসিকা-রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইয়া তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল।

"প্রায়ঃ ইতি বিতর্কে আত্মা রামাঃ মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্যেন সর্ব্বান্ ভাবাংস্ত্যক্তবন্তো নির্ব্বিকারা কৃষ্ণেন ক্ষোভয়িতুং ন শয্যা ইতি ন, মন্তব্যমুনয় এব বিহগা বভুবুরিত্যর্থঃ।"

'মুনিগণের হৃদয়কমল ব্রহ্মস্বাদ সুস্থির হইলেও' শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বমাধুর্য্য দর্শন করিয়া চঞ্চল হইলেন, তজ্জন্য বলিতেছেন—হে মুনিগণ! আমরা ব্রহ্মনির্ব্বিশেষ স্বরূপানন্দ হইতে সর্ব্বোত্তমত্ব নিশ্চিত সম্প্রতি কেন চিত্ত চঞ্চল হইতেছে? এখনই কেন স্থির হইতেছে না; নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবে না এবং তাহাদের ভগবদঙ্গ মাধুর্য্যসমূহ তাঁহাদিগকে জয় করিলেন। কেন না ব্রহ্মানন্দে তাঁহাদের চিত্ত ব্রহ্মানন্দময়ই, কেন ভগবদানন্দ তাঁহাদিগকে স্বময় করিলেন? তাহা বলিতেছি—নির্ব্বিশেষ অক্ষরানন্দাপেক্ষাও ভগবদানন্দের মাধুর্য্যাধিক্যের দ্বারা বলবত্ত্ব।

"মুনীনাং হৃদয়কমলং ব্রহ্মস্বাদ সুস্থিরমপি স্বমাধুর্য্য দর্শনয়া চাপলীকুর্ব্বন্তি, তেন চ হে মুনয়ো মন্নির্ব্বিশেষ স্বরূপানন্দাৎ সর্ব্বোত্তমত্বেন নিশ্চিতাৎ সম্প্রতি কথং চিত্তং চালয়? অত্রৈব কিং ন স্থিরীকুরুধ্বে মা নিষ্ঠাং ত্যজতেতি মুনিষু নর্ম্মদ্যোতিতম্।"
—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীঃ।

বেণু-বাদনের এই অদ্ভূত কলা শ্রীকৃষ্ণের অতিরিক্ত অন্য কাহারও দেখা যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতিতেও নাই। তজ্জন্য বলিতেছেন—"কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণ কল্পিতং" শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে বেণুবাদন কেহ ঐপ্রকার কলাকার ছিলেন না। এই তো "তদুদিতং তস্মাৎ কৃষ্ণাৎ উদিতম্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সর্ব্বপ্রথমে উদিত হইয়াছিল। "কিদৃশং কলবেণু গীতং কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণে এবেক্ষিতং ন তু শক্র, পরমেষ্ঠি, রুদ্র, বিষ্ণু দৃষ্টম্।"

কর্ম্মফলাসক্তি শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে বাধক, অতএব মুনিগণও কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করিয়া বেদ-দ্রুমের কণ্বাদি শাখাগণের আশ্রয় লইয়া প্রবালস্থানীয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্মকে পরিত্যাগ না করিয়া বরং ফল ত্যাগ করিয়া থাকেন। ভাব এই যে মুনিগণ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময়ী গুণ-লীলা কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ফলাসক্তি ভাবে করা কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় আর নিষ্কামভাবে কৃত ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু হয়। এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে সকাম কর্ম্ম বা উপাসনা সদৈব বন্ধনকারকই হইয়া থাকে।

'মীলিতদৃশঃ' মুনিপক্ষে ইহার অর্থ হইবে "মীলিতা ব্যাবৃতাঃ দেহ দৈহকাদিভ্যো দৃগ্ দৃষ্টির্য়েস্তে"—শরীর আর শরীরের সম্বন্ধে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্রও ধ্যান নাই; "বিগতান্যবাচঃ"—যে বেদান্তের চর্চ্চারণ অতিরিক্ত অন্য কোন লৌকিক চর্চ্চা করে না; "নানু ধ্যায়াৎ বহূন্ শব্দান্" শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন্ প্রভৃতির দ্বারা মুনিগণ যাঁহার সাক্ষাৎকার করেন, সেইপ্রকার এই পক্ষীও শ্রীকৃষ্ণের দশন করিতেছে, অতএব ইহারা মুনিগণই।

"কলং মধুরাস্ফুটম্" যেমন শিশুর বচন মধুর এবং অস্ফুট হইয়া থাকে। অথবা "কলং কং সুখং লাতি দদাতীতি"—যিনি শ্রবণকারিগণকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন কিম্বা "কলয়তি জগৎ চিত্তমাকার্ষতি"

যিনি সম্পূর্ণ জগতের প্রাণীর চিত্তকে নিজের দিকে আকর্ষিত করিয়া লয়, এমন তাঁহার মহিমা।

বেণুর অদ্ভুত বিশেষতা দেখুন—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শেষনাগকে কর্ণ দেন নাই, তিনি এইজন্য তাঁহাকে কাণ দেন নাই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণুধ্বনি করেন, তখন তাহা শ্রবণ করিয়া অন্য প্রাণীগণের ন্যায় এই মহাপুরুষও দৌড় দেন ত' তাঁহার মস্তকস্থিত পৃথিবীভার অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডই উল্টে না পড়ে যায়! তজ্জন্য—"অকর্ণমকরোৎ শেষম্"।

সমস্ত নদীপ্রবাহ নিজ সংসৃষ্টকে অর্থাৎ নদীতে পতিত দ্রব্যকেও গন্তব্যের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, অর্থাৎ নিজ উদ্গম স্থান হইতে গন্তব্য সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু বেণুধ্বনি বিলক্ষণ প্রবাহ, নিজের সংসৃষ্টকে গন্তব্যের দিকে না লইয়া নিজ-উদ্গম (জন্ম) স্থান শ্রীকৃষ্ণের দিকে লইয়া আসে অর্থাৎ প্রতিকূল্যে প্রবাহিত হইয়া আকর্ষিত করিয়া আনে।

"সর্ব্বঃ প্রবাহ সর্ব্বত্র স্বানুকূল্যে ন কর্ষকঃ।
বেণুধ্বনি প্রবাহস্তু প্রতিকূল্যে ন কর্ষতি ॥"

একবার গোপীগণ সামুহিকরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন যে—হে চঞ্চল কৃষ্ণ! কমসে কম আমাদের রন্ধন করার সময় তুমি বংশীবাদন করিবে না। তোমার বংশীধ্বনিতে শুষ্ক কাঠগুলি সরস হইয়া সজীব হয়, ফলতঃ ধূয়া বহুত হইতে থাকে, অগ্নি জ্বলিতে চাহে না, তাহাতে রন্ধনকার্য্য বিলম্ব হইয়া যায়; আমরা ভালভাবে রন্ধনও করিতে পারি না, আমাদের চক্ষুও ধূয়ায় স্ফিত হইয়া যায়, তাহাতে কষ্ট পাইতে হয়।

"মুররিপু রন্ধনসময়ে মা কুরু মুরলীরবং মধণং।
নীরস মেঘো রসতাং কৃশানু রায়েতি কৃশতরতাম্ ॥"

নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি', আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়?
কৈলা জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী,
দুতী হঞা মোহে নারী-মন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াঞা, আর্য্যপথ ছাড়াঞা,
আনি' তোমায় করে সমর্পণ ॥

—চৈঃ চঃ অ ১৭।৩৫

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি',
জগন্নারী-চিত্ত আউলায়।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি, বিনামূল্যে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণ-পাশে ধায় ॥
যেবা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি,
কৃষ্ণপাশ আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায় ॥

—চৈঃ চঃ অ ১৭।৪৬-৪৭

( ক্রমশঃ )
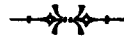
# যথার্থতঃ প্রণত ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধপরিবেশে সামঞ্জস্য দেখেন

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্ঘের উদ্যোগে বিগত ইং ১৯৯৬ সাল হইতে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিবাসরে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে প্রতি বৎসর শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এইবারও উক্ত ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইবে। এই শুভ উদ্যোগের উদ্দেশ্য সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে ঐক্যস্থাপন। তদুপলক্ষে বাংলা ও ইংরাজীতে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাসপূজা-সংখ্যা প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীব্যাসপূজা কমিটির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ উক্ত পরমপূত তিথিবাসরে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের কৃপাপ্রার্থনার ও তাঁহার শিক্ষা অনুসরণের সুযোগ প্রদান করিয়া আমার

আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, আমি তজ্জন্য কৃতজ্ঞ। গুরু বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিথিতে বিধান—তাঁহাদের পূজা, স্মরণ, কৃপা প্রার্থনা ও গুণকীর্ত্তন। কিন্তু তাঁহারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব হওয়ায় তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের পূজা, স্মরণ, কৃপা প্রার্থনা, গুণকীর্ত্তন কোনকিছুই আমরা করিতে সমর্থ নহি। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত 'শরণাগতি' গীতিতে লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম দিতে আসিয়া শরণাগতি শিক্ষার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। 'প্রণতাভিগম্যং মূঢ়ৈরবেদ্যম্'। অপ্রণত ব্যক্তিগণ মূঢ়। যথার্থতঃ প্রণত ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধ-পরিবেশে সামঞ্জস্য দেখিতে পান। অপ্রণত ব্যক্তিগণ সর্ব্বাবস্থায় অসামঞ্জস্য দেখেন। তাঁহারা নিজেরা অশান্ত হন, অপরকেও অশান্ত করেন। চিজ্জগতে অনন্ত ভক্তগণের মধ্যে অনন্ত বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সুসামঞ্জস্য বিদ্যমান। ভক্ত ও ভগবানে প্রপন্ন হইলে—গুরু-পরম্পরাতে যথার্থরূপে প্রপন্ন হইলে, ইহা অনুভূতির বিষয় হয়। অপ্রাকৃত যথার্থজ্ঞান সর্ব্বদাই সঞ্চারিত হয়, কখনও অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নিজচেষ্টায় লভ্য নহে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, পরম গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং আমাদের গুরুবর্গ সকলেই অবরোহ পন্থা ও আরোহ-পন্থার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥'
—পদ্মপুরাণ

'সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসকল বিফল, বহু বহু সাধনাদ্বারা শতকোটি কল্পকালেও সেইসমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব কলিকালে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনক এই চারিটি ভুবনপাবন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়।'

'শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারেই দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়' গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির করিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।

সম্প্রদায় ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধুলোকদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।

যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রকৃত অনুব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।'—শ্রীভক্তিবিনোদ বাণীবৈভব।

কবি কর্ণপুর গৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় এইভাবে গুরুপরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পরব্যোমেশ্বরের শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ-ব্যাসদেব-মধ্বাচার্য্য-পদ্মনাভাচার্য্য-নরহরি-মাধব-অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-জ্ঞানসিন্ধু-মহানিধি-বিদ্যানিধি- রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্ম - পুরুষোত্তম-ব্যাসতীর্থ-লক্ষ্মীপতি-মাধবেন্দ্রপুরী-ঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার লিখিত অনুভাষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে গুরু-পরম্পরা এইভাবে স্মরণ করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন—

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগজনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
তাঁর মিত্র রূপ সনাতন ॥
রূপপ্রিয়মহাজন, রঘুনাথ ভক্তধন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাহে শ্রদ্ধ জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় ভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
এইসব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে যার কাম।
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম ॥

শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ সর্ব্ব-

কালের জন্য জগদ্গুরু—তাঁহাদের স্মরণে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর, ষড়্ গোস্বামীর, তৎপরে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু— শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোধানের পরে গৌড়ীয় গগনে অন্ধকার যুগ আসিয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থতানিবন্ধন বহু অপসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। নবদ্বীপে শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ, আউল, বাউল প্রভৃতি তেরটি অপসম্প্রদায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তৎকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম শুনিলে অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা করিতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার নিজজনদ্বয়—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে বিশ্বে প্রেরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা প্রতিপাদন করেন। অধুনা সমগ্র পৃথিবীতে মহাপ্রভুর বাণী সুসমাদৃত এবং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। উপরিউক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাবের পরে বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্য্যাদা সংস্থাপিত হয়।

## Really surrendered souls see adjustment even in adverse circumstances

Under the auspices of Sree Saraswat Gaudiya Vaishnav Sangha, Sreedham Mayapur, Dt. Nadia (West Bengal), Sree Vyasapuja has been celebrated every year on the auspicious day of Maghi-Krishna-Panchami-Tithi at Sreedham Mayapur since 1996 on the occasion of the Holy Advent Anniversary of His Divine Grace Nityalilapravishta Om Vishnupad 108 Sree Sreemat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Founder of the world-wide Sree Chaitanya Math and Sree Gaudiya Math Organisation. Sree Vyaspuja will also be solemnised this year. The purpose of this holy initiative is to establish unity of hearts amongst all Saraswata Gaudiya Vaishnavas. A decision has been taken on this occasion to publish. Vyasapuja special issue of Sree Saraswat Gaudiya Vaishnav Journal in Bengali and in English.

I am profoundly grateful to Tridandi Swami Sreemat Bhakti Nandan Swami Maharaj, vice-president of Vyasapuja committee, in giving me scope for my eternal spiritual benefit to pray causeless mercy of Sreela Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad to remember and to follow His instructions on the most auspicious day of His Holy Advent. It is the devotional scriptural prescript to worship, to remember, to pray grace and to sing glories of Guru-Vaishnavas on Their Holy Advent Anniversaries. But the greatest hindrance to it is this we cannot worship them, remember them, pray their grace or sing their glories by our own efforts as Guru-Vaishnavas are essentially transcendental—beyond human comprehension. Srila Sacchidananda Bhaktivinod Thakur in his hymn 'Saranagati' has stated Sree Chaitanya Mahaprabhu while appearing in this world to distribute Prem (Divine Love) to all has instructed first to learn six-fold Saranagati : Surrendered Soul can realise Him, unsurrendered soul cannot know Him. Unsurrendered souls are dunderhead. Really surrendered souls see adjustment even in adverse circumstances. Unsurrendered persons always see maladjustment, for that reason, they become restless and also they make others restless.

There exists supreme proper harmony and adjustment in transcendental spiritual Realm in spite of infinite kinds of variety and speciality amongst Lord's infinite personal associates. If anybody sincerely submits to Supreme Lord and to His devotees or truly submits to preceptorial channel can realise the above harmony by their grace Sreela Sachchida-

nanda Bhaktivinod Thakur, Param Gurupad-padma Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Most Revered Srila Gurudev, Guruvarga ( other Shiksha Gurus ) all have instructed the difference between Deductive and Inductive processes.

"All Mantras without preceptorial succession are fruitless. Cultivation of such mantras for millions of years will not be fruitful. Hence, Four Holy Sampradayas ( preceptorial Successions ) Sri-Brahma-Rudra & Sanak appeared in Kaliyuga ( Black Age ) to rescue fallen souls of the world. —Padma Puran

Followers of Sree Chaitanya Mahaprabhu accept Brahma-sampradaya as their preceptorial channel. Sree Kavi Karnapur Goswami in his writing 'Gaur-Ganoddesh Deepika' firmly supported this succession of preceptorial channel. Those who rejects this preceptorial succession are strong defiants to the servitors of the followers of Sree Chaitanya Mahaprabhu.

Establishment of Sampradaya-system is essential. So, from time immemorial this system of sacred Sampradaya ( succession of Gurus ) is being introduced.

Those who have got true explanation of the teachings of the Vedas through preceptorial channel from Brahma have accepted the holy gospel truth, others due to differences of opinion have become slave of different devilish ideologies."

—Sreela Bhaktivinod Vanivaibhav

Kavi Karnapur has determined Guruparampara in 'Gaur Ganoddesh Deepika' as follows —Paravyomeswar (Supreme Lord Sri Krishna)-Brahma-Narad-Vyasadev-Madhvacharya-Padmanabhacharyya - Narahari - Madhav- Akshobhya- Jayateertha - Jnanasindhu - Mahanidhi-Vidyanidhi-Rajendra-Jayadharma-Purushottama-Vyasateertha-Lakshmipati - Madhavendrapuri-Iswarpuri-Sree Chaitanya Mahaprabhu.

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur in His writing of commentary ( Anubhashya ) on Sree Chaitanya Charitamrita remembered and prayed the grace of preceptorial channel from Sree Chaitanya Mahaprabhu as follows :—[ Sree Chaitanya Mahaprabhu one with Radha Krishna-life of the devoted followers of Rupa Goswami, Swarup Damodar-Dearest of Vishvambhar ]. Vishvambhar ( Sree Chaitanya Mahaprabhu )-Sree Swarup Damodar-Sree Rupa-Sree Sanatan-Raghunath Das Goswami-Kavi Krishnadas-Narottam Thakur-Vishvanath-Jagannath- Bhaktivinod Thakur-Gaur Kishor Das Babaji-Sree Varsabhanavi Dayitadas. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami has revealed Himself as Varsabhanavi Dayita Das. Srautriya and Brahmanishtha Mahabhagavat Vaishnavas ( Dearest Associates of Lord ) are Jagatgurus ( Divine Masters-Spiritual Supreme Guides of all in the world). Mere remembrance of Them can bestow all kinds of spiritual attainments.

**Matter of deep consideration**—After the disappearance of Sriman Mahaprabhu, Sada Goswamis, Srinivas Acharya, Sree Shyamananda Prabhu, Sree Narottam Thakur, Sree Vishvanath Chakravarthy, Baladev Vidyabhushan Prabhu, an era of darkness descended in the spiritual horizon and enveloped the people. The pure devotional message—Gospel of Divine Love of Sree Chaitanya Mahaprabhu was misrepresented and different sectarian views cropped up marring the dignity of the teachings of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu. Seeing the sad plight of the people Sree Chaitanya Mahaprabhu, the Most Munificent Supreme Lord, out of compassion, sent His own associates-Srila Thakur Bhaktivinod and Srila Saraswati Goswami Thakur in this world to rescue the people from darkness and show the actual path of Bliss and pure unadulterated devotion. It is universally accepted truth that the above two Gigantic Spiritual

Personalities have undoubtedly proved that the message of Divine Love of Sree Chaitanya Mahaprabhu is the highest. They have also established the dignity of Vaishnav Dharma.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ১৬ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পরিক্রমার অধিবাস-দিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

১৭ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

১৮ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ বুধবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া ( পশ্চিমবঙ্গ ) পিন্ ৭৪১৩১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন : ৪৬৪-০৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরক্ষক নারায়ণ, মঠরক্ষক
২৯।১।১৯৯৯

# বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে এবং তদীয় প্রিয়শিষ্য প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশ ক্রমে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও বিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে ১৮শ্রাবণ (১৪০৫), ৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ২৩শ্রাবণ, ৯আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীবলদেবের আবির্ভাব মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

### শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন

কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রী শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রী জানকী বল্লভ দাস ব্রহ্মচারী (জীবেশ্বর), শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, ও শ্রী হৃষীকেশ দাস ব্রহ্মচারী তুফান এক্সপ্রেসে ৮শ্রাবণ, ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রাতে রওয়ানা হইয়া বৃন্দাবন মঠের ঝুলন যাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য পরদিবস ৯ শ্রাবণ, ৩১ জুলাই শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। মঠের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবন মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। অমৃতসর, ভাতিণ্ডা, রোপর, চণ্ডীগড়, জয়পুর, উনা (হিমাচল প্রদেশ), দিল্লী আদি স্থান হইতে বহুভক্ত ঝুলনযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন।

উৎসব উপলক্ষে মঠে শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট, বুধবার শ্রীলরূপ গোস্বামী ও শ্রীলগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাবতিথি বাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের আনুগত্যে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ইমলিতলা, শ্রীরাধাদামোদর মন্দির, শ্রীরাধাশ্যাম সুন্দর মন্দির প্রভৃতি দর্শন করেন। ইমলিতলায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিচকোর শ্রৌতি মহারাজ ভক্তগণকে স্বাগত করেন, শ্রীল ভারতী মহারাজ ইমলিতলার মহিমা বিশদ্‌ভাবে বর্ণন করেন। শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে শ্রীরূপ গোস্বামীর সমাধি মন্দির ও ভজন স্থলীতে প্রণতি জ্ঞাপনান্তর তাঁহার কৃপা-প্রার্থনাসূচক মহাজন পদাবলী ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীবৈষ্ণবানুগত্যে আনুকীর্ত্তিত হয়। শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীলরূপ গোস্বামীর ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ সংকীর্ত্তন ভবনে ৯ আগষ্ট পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত অপরাহ্ন কালীন বিশেষ ধর্ম্মসভায় সাধন-ভজন পরিপোষক বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দী ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন।

২২ শ্রাবণ, ৮ আগষ্ট, শ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর ব্রত উদ্‌যাপন এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থাতে মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন —মঠের সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী মহারাজ, এবং মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ উৎসবান্তে হায়দ্রাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের জন্মাষ্টমী উৎসবে যোগদানের জন্য তথায় যাত্রা করেন। এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ তিন মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সহ ১১ই আগষ্ট কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। শ্রীহৃষীকেশ দাস ব্রহ্মচারী মুম্বাইতে মঠের একটি প্রচার পার্টিতে যোগদানের জন্য তথাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

### শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, কালিয়দহ (বৃন্দাবন)

২১ শ্রাবণ ৭ আগষ্ট, শুক্রবার কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব হয়

ভক্তের সমাবেশে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের আনুগত্যে ভক্তগণ প্রাতে মথুরারোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধি মন্দির, শ্রীমদনমোহন মন্দির, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের ভজনকুটীর দর্শনান্তে কালিয়দহস্থিত মঠে পূর্ব্বাহ্নে পৌঁছিয়া বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন। মঠে বিদ্যুৎ পরিচালিত শ্রীভগবৎ লীলা প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন করেন উত্তরপ্রদেশের পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ চৌধুরী। ইতিপূর্ব্বে এত সুন্দর প্রদর্শনী বিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে আর কখনও হয় নাই। মঠে নাট্যমন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিচকোর শ্রৌতি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব মাধব মহারাজ। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। শ্রীমন্দিরদাতা স্বধামগত শ্রীমাখন পাল মহোদয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীস্বপন পালের (শ্রীচন্দনপাল) প্রচেষ্টায় মঠের শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শিত হয়। তাহার উৎসাহময়ী নিষ্কপট সেবা প্রচেষ্টায় মঠের সৌষ্ঠব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত দিবস মহোৎসবে বহুভক্ত মহাপ্রসাদ সেবা করেন।
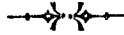
# অম্বিকা-কালনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের সপার্ষদে পদার্পণ

শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে অম্বিকা-কালনা-শ্রীপাটস্থ শ্রীঅনন্ত বাসুদেব মন্দিরে গত ১৭ ভাদ্র (১৪০৫), ৩ সেপ্টেম্বর (১৯৯৮) শ্রীবামনদ্বাদশী-তিথিতে ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর শুভাবির্ভাব-বাসরে সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্যোক্তা শ্রীদয়ালকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীতারক রায়)। তাঁহাদের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রী শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত রাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীগৌতম দাস) দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে মোটরযানযোগে প্রাতঃ ৭টায় রওনা হইয়া পৌনে ১১টায় শ্রীঅনন্ত বাসুদেব মন্দিরের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-সহযোগে ও মাল্যার্পনের দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আশ্রমের মধ্যে একটী কক্ষে ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের স্থানীয় ভক্তগণের শ্রীঅবনী মোহন দে প্রভৃতির গৃহে থাকিবার ব্যবস্থা হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকার শ্রীল অচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের মিলনস্থান, শ্রীবসুধা ও জাহ্নবাদেবীর পিতা শ্রী সূর্য্যদাস সরখেলের স্থান, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহলীলা স্থান প্রভৃতি দর্শনান্তে রাত্রি ৭ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী প্রভৃতি আনন্দপুরের ভক্তগণ শ্রীরুদ্রদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমায়াপুর হইতে একটী রিজার্ভ বাসে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেন। বাসের ভক্ত-

গণের সহিত মুখ্যব্যবস্থাপকরূপে আসিয়াছিলেন— শ্রীপুরুষোত্তম দাস ( শ্রীপুলক )।

রাত্রির ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের ভাষণকালে পুরুষোত্তমধাম হইতে ফোনের মাধ্যমে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের আশীর্ব্বাণী লাভ করিয়া সকলে কৃতার্থ হন। তাঁহার নির্দ্দেশে শ্রীল আচার্য্যদেবকে ফোনের নিকট যাইয়া কথা শুনিতে ও বলিতে হয়। কালনা মঠে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের শুভাগমন সংবাদে তিনি প্রসন্ন হন। উৎসবে যোগদানকারী ও দর্শনার্থী ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের আগমনে হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশ করতঃ প্রতি বৎসর আসিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বধামগত শ্রীননীগোপাল প্রভুর সহধর্ম্মিনী ও পরিজনবর্গের সহিতও শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রীতিপূর্ণ বার্ত্তালাপ হয়।

**শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নবনির্ম্মিত বিদ্যালয়ের দ্বারোদঘাটন**

৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কলিকাতা হইতে আনীত মোটরযানযোগে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় কালনা শ্রীপাটস্থ শ্রীঅনন্ত বাসুদেব মন্দির হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় শ্রীমায়াপুরে পেঁৗছিয়াই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংলগ্ন এবং রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী নবনির্ম্মিত বিদ্যালয় ভবনে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া সংকীর্ত্তন সহযোগে শুভক্ষণে দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন করেন। সাধুগণ ব্যতীত বিদ্যালয়ের অভিভাবক শিক্ষকগণ ও ছাত্রছাত্রিগণ সকলে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের একটী কক্ষে শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা ও তুলসী বিরাজিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ দামোদর মহারাজ যথা বিহিতভাবে পূজা বিধান করেন। তৎপরে বৈষ্ণবগণ, অভিভাবকগণ ও ছাত্রছাত্রীগণকে ফলমিষ্টি প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। মধ্যাহ্নে মহোৎসবেরও আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থায়ী পাকাবাড়ীরূপে নবপ্রকাশের মূলে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের ঐকান্তিক সেবাপ্রচেষ্টা। তিনি সেবাকার্য্যোপদেশে গৌহাটী মঠে যাওয়ায় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অনুষ্ঠানে তাঁহার পরিচিত দাতা শ্রীশ্যামসুন্দর সাহা উপস্থিত ছিলেন। অপর দাতা হইলেন শ্রীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত দিবস শ্রীধামে অবস্থান করতঃ পরদিন মোটরকারে বৈষ্ণবগণসহ কৃষ্ণনগর মঠ হইয়া বেলা ১টায় কলিকাতা মঠে ফিরিয়া আসেন।

## পুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত উদ্‌যাপিত

[ ১৫ আশ্বিন, ১৪০৫ ; ২ অক্টোবর ১৯৯৮ শুক্রবার হইতে ১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত ]
শ্রীল আচার্য্যদেব ১৭ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর রাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতি ও অধ্যক্ষতায় গত ১৫ আশ্বিন, (১৪০৫) ২ অক্টোবর

(১৯৯৮) শুক্রবার শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশীতিথি হইতে ১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর শনিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত মাসব্যাপী শ্রীউর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদর ব্রত, কার্ত্তিকব্রত, নিয়মসেবা শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠস্থানে গ্রাণ্ডরোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিপুল সমারোহে বিরাটাকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও অনেক গৃহস্থ ভক্ত দামোদরব্রতের পরেও ১৭ কার্ত্তিক ৪ নভেম্বর রাস পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত পুরী মঠে অবস্থান করেন।

শ্রীমঠের আচার্য্য প্রচার সংঘসহ উত্তর ভারতে প্রচার পরিভ্রমণান্তে ২৭ সেপ্টেম্বর জম্মু হইতে শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীসহ বিমানযোগে দিল্লী হইয়া রাত্রি ৮-৪৫মিঃএ কলিকাতা-দমদম বিমান বন্দরে আসিয়া পৌঁছেন, মঠে পৌঁছিতে প্রায় রাত্রি ১০টা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল আচার্য্যদেব সেবকসহ জগন্নাথ এক্সপ্রেসে ২ Tier বাতানুকূল কক্ষে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে পুরী ষ্টেশনে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিলে মঠের সাধু ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বদ্ধিত হন। উত্তর ভারতের প্রচার পার্টির অন্যান্য সকলে—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনশরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ও আগরতলার শ্রীকানাইলাল সাহা জম্মু হইতে ২৭ সেপ্টেম্বর ঝিলম্ এক্সপ্রেসে রাত্রি ৯-৪০ মিঃএ রওনা হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ১১-১৫টায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হন। ষ্টেশনে মালপত্র রাখিয়া সকলে ক্রমানুযায়ী নিউদিল্লীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যাইয়া স্নানকৃত্য সমাপনান্তে প্রসাদ সেবন করেন। পুনঃ রাত্রি ১০-৩৫ মিঃএ নিউদিল্লী হইতে পুরুষোত্তম এক্সপ্রেসে চড়িয়া ৩০ সেপ্টেম্বর পুরী ষ্টেশনে পূর্ব্বাহ্নে পৌঁছিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বদ্ধিত হন। মঠে পৌঁছিতে বেলা ১১-৩০টা হয়। এতদ্ব্যতীত দিল্লীর ভক্ত ১০মূর্ত্তি এবং দেরাদুনের শ্রী প্রেমদাস প্রভু আদি ২৭ মূর্ত্তি একইসঙ্গে মঠে আসিয়া পৌঁছেন। দিল্লীর শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারীও (যোগেশও) সেইদিন পুরীতে পৌঁছেন। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, তাঁহার সেবক শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী (মনসারাম), ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রেমচাঁদজী প্রভৃতি দ্বাদশ মূর্ত্তি কেঞ্জেকুড়া ভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ ব্রহ্মচারী সেবক ও গৃহস্থ ভক্তগণ সহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ জম্মুর শ্রীমদনমোহন মিশ্র, স্ত্রী ও কন্যাসহ কলিকাতা ও ভুবনেশ্বর হইয়া আগরতলার সস্ত্রীক শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীমনোরঞ্জন দাস প্রভৃতি আসামের গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ ও শ্রীধীরললিত দাসাধিকারী প্রভৃতি, জলন্ধরের শ্রীরাধাকান্ত দাস (রমাকান্ত আগরওয়াল), শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (শ্রীবিপিন কুমার আগরওয়ালা), শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস (শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী) প্রভৃতি ১৬ মূর্ত্তি, ভাটিণ্ডা হইতে শ্রীবেদ প্রকাশ লুম্বা সস্ত্রীক, শ্রীওম্ প্রকাশ লুম্বা সস্ত্রীক, সস্ত্রীক শ্রীরাজকুমার গর্গ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (কুলদ্বীপ চোপড়া), পাঠানকোট হইতে শ্রীনদীয়া বিহারী দাস, শ্রীবালকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীরবীন্দ্র কুমার আগরওয়াল প্রভৃতি, চণ্ডীগড় হইতে শ্রীচিদঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশালগ্রাম বনচারী ও গৃহস্থ ভক্তসহ, ২৫ মূর্ত্তি হিমাচল প্রদেশের শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী (য়্যাডভোকেট ওম প্রকাশ গুপ্তা) ও এডভোকেট শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ সেখড়ী প্রভৃতি, রোপড়ের শ্রীযোগরাজ সেখড়ী মুলরাজ শর্ম্মার পুত্র শ্রীশঙ্কর শর্ম্মা, রাজপুরার শ্রীরঘুনাথ প্রসাদ সালভি. হোশিয়ার পুরের শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী সস্ত্রীক, জম্মুর সস্ত্রীক শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা, শ্রীমদন মোহন দাসাধিকারী (মদনলাল গুপ্তা), গুয়াহাটীর শ্রীভূতভাবন দাস ১০ মূর্ত্তিসহ, হায়দ্রাবাদ-এর শ্রীকরুণাকর দাস, জি-বেঙ্কটেশ্বরলু প্রভৃতি, ইউরোপে শ্লোভেনিয়ার মঠাশ্রিত শিষ্যা শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যা (তাতিয়ানা ফিণ্টার) রাশিয়ার শ্রী বৃন্দাবন

দাস (ভিক্টর), পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের রাশিয়ার সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমদ্ নারসিংহ মহারাজ এবং অন্যান্য পরুষ ও স্ত্রী ও মঠাশ্রিত ভক্ত এবং ডেনহাগের কতিপয় মঠাশ্রিত ভক্ত, পশ্চিমবঙ্গ মস্‌লন্দপুরের শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী স্ত্রী পরিজনবর্গ, মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর গ্রামের সস্ত্রীক শ্রীবিশ্বনাথ দে প্রভৃতি—ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে এবং বিদেশ হইতেও প্রায় ছয় শত ভক্তের সমাবেশ হয়। পরিক্রমাকারী ভক্তগণের থাকিবার ব্যাপক ব্যবস্থার জন্য মঠের সাধুনিবাস ও অতিথিভবনের দ্বিতল ও ত্রিতলের বারান্দা সমূহে গ্যালভানাইজড মোটাতারের জাল সুবিন্যস্ত করা হয় যাহাতে অতিথিগণ থাকিতে পারেন, বানর আসিয়া উৎপাত না করে। তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় নিকস্থ গোয়েঙ্কা ধর্ম্মশালায় এবং কিছুদূরস্থ বাগারিয়া ধর্ম্মশালায় বহু কামরা রিজার্ভ করা হয়।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রী শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি এবং শ্রীললিত দাসাধিকারী (লোকনাথ নায়েক) দুইটী মোটরকারে ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৫টায় শ্রীমঠ হইতে যাত্রা করতঃ প্রায় ৫-২০ মিঃ-এ চক্রতীর্থের সন্নিকটে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে মঠের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাগুরু পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম সন্নিধানে পৌঁছেন। মাসব্যাপী দামোদর ব্রত পালনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ গ্রহণাভিলাষে সকলে উপনীত হন। পরম পূজ্যপাদ মহারাজ প্রসন্ন হৃদয়ে স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষণ এবং কিছু উপদেশ বাণীও প্রদান করেন।

২ অক্টোবর শুক্রবার হইতে ৩১ অক্টোবর শনিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীদামোদর ব্রত উপলক্ষে নিয়মসেবা যথারীতি সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াছে। ভোর ৪টা হইতে ৫টার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীগুরু, বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ, রাধানয়নমণি ও শ্রীবলদেব, সুভদ্রা, শ্রীজগন্নাথ জীউর জয়গানমুখে কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা, প্রণামমন্ত্র বন্দনা, গুরু পরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ভজনরহস্যে উল্লিখিত ভক্তি রসামৃতসিন্ধুর 'তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে............'শ্লোক ও উহার অনুবাদ ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত কৃষ্ণলীলা ক্রমের 'পরম পাবন কৃষ্ণ তাঁহার চরণ......'গীতি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রচিত শিক্ষাষ্টকের 'চেতোদর্পণ মার্জ্জনং......'শ্লোক তাহার অনুবাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'সংসার হইতে পাপ সংসার নাশন পয়ারের পাঠ' তৎপরে শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক অনুবাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত গীতি, অষ্টকালীয় লীলার প্রথমযাম কুঞ্জভঙ্গ লীলা, শ্লোক পাঠ ব্যাখ্যা, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত গীতি কীর্ত্তন ও তৎপরে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন। প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধা নয়নমণি, বলদেব, সুভদ্রা, জগন্নাথজীউর মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীমন্দির পরিক্রমা বৈষ্ণব প্রণতি, শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশ্য প্রণতি, মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের কক্ষে আলেখ্যার্চ্চার প্রণাতি—এই সব ভক্ত্যাঙ্গানুশীলন করিতে প্রাতঃ ৬-৩০টা হয়। শৌচাদির জন্য ভক্তগণ ২০ মিনিট সময় তৎপরে প্রাতঃ ৭টা-৭-৩০টার মধ্যে শ্রীমঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রা বাহির হওয়ার পূর্ব্বে অধিকাংশ দিনে প্রাতঃকৃত্য সত্যব্রত মুনি রচিত শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তন, শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ ও বাংলা গীতি কীর্ত্তন এবং অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলার দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ ব্যাখ্যা গীতি কীর্ত্তন করা হয়। কোন কোনদিনে প্রাতঃকৃত্য বাহিরে দর্শনীয় স্থানেও করা হইয়াছে। যেদিন মঠে প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে সেইদিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ 'ভজনরহস্য' গ্রন্থ পাঠ করতঃ বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ]

## বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ( নোটিশ )

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ১৭ ফাল্গুন ( ১৪০৫ ), ২ মার্চ্চ ( ১৯৯৯ ) মঙ্গলবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

### —ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট ( বিবরণ ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৭-১৯৯৮ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরিক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য হিসাব-পরিক্ষক ( Auditor ) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক-বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২৯ জানুয়ারী, ১৯৯৯

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. WB/SC-258

# শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

## অষ্টত্রিংশ বর্ষ

[ ১৪০৪ ফাল্গুন হইতে ১৪০৫ মাঘ পর্য্যন্ত ]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫১২

# শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

## অষ্টত্রিংশ বর্ষ

### [ ১ম—১২শ সংখ্যা ]

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ
(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা—যন্ত্রস্থ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—যন্ত্রস্থ
(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

..........................

..........................

..........................

..........................

Pin..........................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬